বিল্‌স প্রেস ক্লিপিংস

বর্ষ-২৮	সংখ্যা-০৪	এপ্রিল - ২০২৫

বাংলাদেশ প্রতিদিন NEWAGE বণিকবার্তা কালের কণ্ঠ দৈনিক ইত্তেফাক THE FINANCIAL EXPRESS যুগান্তর

শ্রমিক ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন নিট হরাইজন কারখানার শ্রমিকেরা। এতে ভোগান্তিতে পড়েন পথচারীরা। গতকাল গাজীপুরের শ্রীপুর উপজেলার ১ নম্বর সিঅ্যান্ডবি এলাকায়। ছবি : প্রথম আলো

প্রথম আলো সমকাল সংবাদ দেশ রূপান্তর The Daily Star সময়ের আলো THE BUSINESS STANDARD

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ-বিল্‌স

বাড়ি-৮/এ/ক (পঞ্চম তলা) রাজ্জাক ভিলা, রোড-১৩(নতুন) 'ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা-১২০৯

ই-মেইল: bils@citech.net, www.bilsbd.org

সূচী :	পৃষ্ঠাঃ
শোভন কাজ	০৩ - ৪৯
শ্রম বাজার	৫০ - ৭৫
কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা	৭৬ - ৯৯
কর্মক্ষেত্রে নির্যাতন	১০০ - ১০৮
আন্দোলন ও ধর্মঘট	১০৯ - ১২০
সংবাদপত্রে বিল্‌স	১২১ -১২৪

কালের কণ্ঠ
৩ এপ্রিল ২০২৫।
৪ শাওয়াল ১৪৪৬

গৃহকর্মী নির্যাতন যেন অবধারিত

তৌফিক হাসান ▷

'আমি যে বাসায় কাজ করতে গিয়েছিলাম। তারা প্রায়ই আমাকে মারত। বেতন চাইলেও মারত। বলত, কিসের বেতন? তোকে টাকা দিয়ে আনছি। এখন আবার কিসের বেতন?' গতকাল বৃহস্পতিবার কালের কণ্ঠের কাছে মোবাইল ফোনে এভাবেই নির্যাতনের কথা বলছিলেন ভোলার বোরহানউদ্দিন উপজেলার বাসিন্দা রুনু বেগম।

রুনু বেগম ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কাজের উদ্দেশ্যে ৫০ হাজার টাকা খরচ করে গৃহকর্মী ভিসায় সৌদি আরব যান। কিন্তু সেখানে শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়ে সেপ্টেম্বর মাসেই দেশে ফেরত আসতে হয় তাঁকে। ফেরত আসার সময় কোনো অর্থ নিয়ে আসতে পারেননি। উল্টো অসুস্থ হয়ে দেশে ফিরে আসেন।

কালের কণ্ঠকে রুনু বলেন, 'ঠিকমতো খাবার দিত না। প্রচুর নির্যাতন করত। একদিন নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে জ্ঞান হারাই। তখন ওরা আমাকে রাস্তায় ফেলে রেখে যায়। পরে লোকজন আমাকে উদ্ধার করে দূতাবাসে দিয়ে আসে। সেখানে দুই মাস থাকার পর দূতাবাস থেকে দেশে পাঠিয়ে দেয়।'

শুধু রুনু বেগম নয়, বিদেশে, বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যে কাজ করতে গিয়ে একই ধরনের নির্যাতনের শিকার হয়েছেন আরো অনেকে। সারা শরীরে নির্যাতনের চিহ্নসহ সর্বস্ব হারিয়ে ফিরেছেন তাঁরা। আত্মহত্যার ঘটনাও কম নয়। লাশ হয়ে ফিরেছেন কেউ কেউ। মানিকগঞ্জ জেলার হরিরামপুর উপজেলার বাসিন্দা আসমা বেগম ২০২৪ সালের জানুয়ারি মাসে গৃহকর্মী হিসেবে সৌদি আরব পাড়ি দেন। কিন্তু আট মাসের মধ্যে দেশে ফিরে আসতে বাধ্য হন তিনি। কালের কণ্ঠকে আসমা বেগম বলেন, 'ঠিকমতো খাবার দিত না। প্রচুর পরিমাণে কষ্ট করতে হতো। চুরির অভিযোগ এনে মারধর করত। কান্নাকাটি করলেও থামত না। মারতেই থাকত। পরে আর না পেরে পালিয়ে গিয়েছিলাম। সৌদি পুলিশ উদ্ধার করে কিছুদিন জেলে রাখে। এরপর দূতাবাসের মাধ্যমে দেশে পাঠিয়ে দেয়। বেতনও ঠিকমতো পাইনি। পুরো খালি হাতে ফিরতে হয়েছে।'

বিদেশে নারী কর্মী

- ১৯৯১ সাল থেকে গত ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ১২,৫৩,৫৪৯ জন নারী কর্মী বিদেশে গেছেন
- ৮,৮৬,১৫২ জন গেছেন গৃহকর্মী ভিসায়

রুনু বেগম ও আসমা বেগমের মতো ভালো উপার্জনের আশায় বছরে ৫০ হাজারেরও বেশি নারীকর্মী বিদেশে পাড়ি দিয়ে থাকেন। এমনকি কয়েক বছর লাখেরও বেশি নারীকর্মী বিদেশে পাড়ি দিয়েছেন। বাংলাদেশ জনশক্তি ও কর্মসংস্থান ব্যুরোর (বিএমইটি) তথ্য বলছে, ১৯৯১ সাল থেকে বিদেশে নারী কর্মী পাঠায় বাংলাদেশ। সে সময় থেকে চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ১২ লাখ ৫৩ হাজার ৫৪৯ জন নারী কর্মী বিদেশে পাড়ি দিয়েছেন। এর মধ্যে আট লাখ ৮৬ হাজার ১৫২ জন সৌদি আরবসহ

গৃহকর্মী নির্যাতন যেন অবধারিত

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে পাড়ি জমিয়েছেন। এই দেশগুলোতে মূলত গৃহকর্মী ভিসায় নারীকর্মীদের নেওয়া হয়। আর এই ভিসায় যাওয়া নারীকর্মীদের অতিরিক্ত কাজের চাপ, শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনসহ নানা ধরনের নির্যাতনের শিকার হতে হয়। নির্যাতনের শিকার হয়ে নারীকর্মীরা দেশে ফিরে আসতে বাধ্য হন। তবে এই রকম নির্যাতনের শিকার হয়ে কতজন নারীকর্মী ফিরে এসেছেন তার কোনো হিসাব বাংলাদেশ সরকারের কাছে নেই।

অভিবাসনসংশ্লিষ্টরা বলছেন, শোভন কর্মক্ষেত্রের অনিশ্চয়তা ও শারীরিক-মানসিকভাবে নির্যাতন শুধু নারীকর্মীদের ফেরত আসতে বাধ্য করছে না, এর পাশাপাশি বিদেশে নারীকর্মী যাওয়াও কমে গেছে। এ জন্য ভুক্তভোগী নারীকর্মীদের আত্মহত্যা, খুনের শিকার হওয়া, অদক্ষতা এবং রিক্রুটিং এজেন্সিগুলোর অনিচ্ছাও দায়ী।

অভিবাসনসংশ্লিষ্টদের নারীকর্মী কমে যাওয়ার অভিযোগ ও বিএমইটির তথ্য দুটোরই মিল পাওয়া গেছে। বিএমইটির তথ্যও বলছে, দুই বছর ধরে নারীকর্মী কমে যাওয়ার রেকর্ড তৈরি হচ্ছে।

১৯৯১ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত ১২ লাখ ৪৩ হাজার ১৮৮ জন নারী বিদেশ পাড়ি দিয়েছেন। এর মধ্যে ২০১৫ থেকে ২০১৯ সাল ও ২০২২ সালে লাখেরও বেশি নারীকর্মী বিদেশে পাড়ি জমিয়েছেন। সে তুলনায় ২০২৩ ও ২০২৪ সালে যথাক্রমে ৭৬ হাজার ১০৮ জন ও ৬১ হাজার ১৫৮ জন নারী কর্মী গেছেন। শুধু শারীরিক কিংবা মানসিক নির্যাতন নয়, দক্ষতার ঘাটতির কারণেও নারীকর্মী কমছে বলে জানান তৃণমূল অভিবাসীদের সংগঠন অভিবাসী কর্মী উন্নয়ন প্রগ্রামের (ওকাপ) চেয়ারপারসন শাকিরুল ইসলাম। কালের কণ্ঠকে তিনি বলেন, 'নারীকর্মী কমার পেছনে প্রথম কারণ হচ্ছে, আমরা আরব দেশগুলোতে শুধু গৃহকর্মী হিসেবে নারীকর্মী পাঠাই। এই গৃহকর্মীদের যে দক্ষতার কথা বলি, সেই দক্ষতার জায়গা থেকে তাদের দক্ষতা অন্য দেশের কর্মীদের চেয়ে কম। ফলে এখন আরব দেশগুলো নতুন দেশ হিসেবে আফ্রিকার কিছু দেশ থেকে গৃহকর্মী নিচ্ছে।

তিনি আরো বলেন, 'আমাদের নারীকর্মীর সংখ্যা বাড়াতে হলে গৃহকর্মী সেক্টরের বাইরে নারীদের নিয়ে আসতে হবে। অন্যান্য যে সেক্টর রয়েছে সে সেক্টরগুলোতে কিভাবে নারীকর্মী যেতে পারে তার কৌশল খুঁজে বের করে নারীদের সেই সেক্টরের উপযোগী করে গড়ে তুলতে হবে। এটাকে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার অংশ করতে হবে।' চলতি বছর গেছে ১০ হাজার ৩৬১ জন : বাংলাদেশ জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর তথ্য বলছে, ২০২৫ সালে বাংলাদেশ থেকে ১০ হাজার ৩৬১ জন নারী শ্রমিক বিদেশে পাড়ি দিয়েছেন। এর মধ্যে সৌদি আরবে গেছে সাত হাজার ৯৮০ জন। আর জর্ডান গেছে এক হাজার ৫০৬ জন। বাকি ৮৭৫ জন নারীকর্মীর মধ্যে কাতারে ৪০১ জন, কুয়েতে ১৭৫ জন, যুক্তরাজ্যে ৬০ জন, সংযুক্ত আরব-আমিরাতে ৪৮ জন, হংকংয়ে ৪০ জন, জাপানে ৩৬ জন, সিঙ্গাপুরে ১৬ জন, ইতালিতে ১৩ জন, সাইপ্রাসে ১২ জন, লিবিয়াতে ১২ জন, দক্ষিণ কোরিয়ায় চারজন ও ব্রুনাইয়ে দুজন। এ ছাড়া অন্যান্য দেশে ৫৬ জন নারীকর্মী গেছে।

প্রথম আলো • বৃহস্পতিবার, ৩ এপ্রিল ২০২৫

শীর্ষ তিন পোশাকের রপ্তানি কমছে

তৈরি পোশাকশিল্প

বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রপ্তানি আয়ের প্রায় ৮১ শতাংশই ট্রাউজার; টি-শার্ট ও নিট শার্ট; সোয়েটার; শার্ট ও ব্লাউজ এবং অন্তর্বাস থেকে আসে।

শুভংকর কর্মকার, *ঢাকা*

চার দশকের বেশি সময় ধরে কম দামের তৈরি পোশাক রপ্তানি করে আসছে বাংলাদেশ। তার মধ্যে পাঁচটি ক্যাটাগরি বা শ্রেণির তৈরি পোশাকই বেশি রপ্তানি হয়। সেগুলো হচ্ছে ট্রাউজার, টি-শার্ট ও নিট শার্ট, সোয়েটার, শার্ট ও ব্লাউজ এবং অন্তর্বাস। মূলত ট্রাউজার, টি-শার্ট ও সোয়েটারই সবচেয়ে বেশি রপ্তানি হয়। গত দুই অর্থবছর (২০২২-২৩ ও ২০২৩-২৪) ধরে এই পাঁচ শ্রেণির পোশাকের রপ্তানি কমছে।

তৈরি পোশাকশিল্পের মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএ সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। সংগঠনটির পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বাংলাদেশের মোট তৈরি পোশাক রপ্তানির প্রায় ৮১ শতাংশই আসে ট্রাউজার, টি-শার্ট ও নিট শার্ট, সোয়েটার, শার্ট ও ব্লাউজ এবং অন্তর্বাস থেকে।

শীর্ষ তিন পোশাক পণ্যের রপ্তানি কমে যাওয়া নিয়ে রপ্তানিকারকেরা বলছেন, দুই বছর ধরে সামগ্রিকভাবে তৈরি পোশাকের রপ্তানি কমেছে। বিশেষ করে সবচেয়ে বেশি রপ্তানি হওয়া পোশাকের রপ্তানি কমেছে। এসব পণ্যের ক্রয়াদেশ পেতে রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানগুলোকে এখন তীব্র প্রতিযোগিতা করতে হয়। বিভিন্ন কারণে উৎপাদন ব্যয় বেড়ে যাওয়ায় ট্রাউজার, টি-শার্ট ও সোয়েটারের মতো পোশাকের প্রতিযোগিতা সক্ষমতা কমছে। যে কারণে কোনো কোনো প্রতিষ্ঠান ক্রয়াদেশ ছেড়ে দিতে বাধ্য হচ্ছে।

২০২২ সালে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর বাংলাদেশের তৈরি পোশাকের বড় গন্তব্য যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) বাজারে জ্বালানি ও নিত্যপ্রয়োজনীয় ছাড়া অন্যান্য পণ্যের চাহিদা কমে যায়। তার প্রভাবে গত দুই বছর সেসব দেশে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রপ্তানি কমে। সর্বশেষ ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৩ হাজার ৬১৫ কোটি মার্কিন ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি হয়েছে। তার আগের দুই অর্থবছরে ২০২১-২২ ও ২০২২-২৩ অর্থবছরে রপ্তানি হয়েছে যথাক্রমে ৪ হাজার ২৬১ ও ৩ হাজার ৮১৪ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক। এমনটা জানা গেছে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) সূত্রে।

ট্রাউজার, টি-শার্ট ও সোয়েটার রপ্তানির চিত্র

অর্থবছর	ট্রাউজার	টি-শার্ট	সোয়েটার
২০২১-২২	১,৪৫১	৯৮৬	৫৬৪
২০২২-২৩	১,২৪১	৮৭৩	৪৯৩
২০২৩-২৪	১,১৯৩	৭৭৩	৪৮২

হিসাব কোটি ডলারে — সূত্র: বিজিএমইএ

বিজিএমইএর পরিসংখ্যান অনুযায়ী, মোট পোশাক রপ্তানির ৩৩ শতাংশই হলো ট্রাউজার। তবে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ট্রাউজারের রপ্তানি প্রায় ৪ শতাংশ কমে ১ হাজার ১৯৩ কোটি ডলারে নেমে যায়। করোনার সময় ২০২০-২১ অর্থবছরে ১ হাজার ১০০ কোটি ডলারের কম ট্রাউজার রপ্তানি হয়েছিল। তারপর ২০২১-২২ ও ২০২২-২৩ অর্থবছরে যথাক্রমে ১ হাজার ৪৫১ এবং ১ হাজার ২৪১ কোটি ডলারের ট্রাউজার রপ্তানি হয়।

সস্তায় টি-শার্ট রপ্তানিতে বাংলাদেশের বেশ সুনাম রয়েছে। ওয়ার্ল্ড টপ এক্সপোর্ট ডট কমের তথ্যানুযায়ী, ২০২৩ সালে বিশ্বজুড়ে ৫১ বিলিয়ন ডলারের টি-শার্ট রপ্তানি হয়। সবচেয়ে বেশি টি-শার্ট রপ্তানি করে চীন, যা মোট রপ্তানির ১৭ শতাংশ। তারপরই বাংলাদেশের অবস্থান, যা মোট রপ্তানির ১৫ শতাংশ। তবে ওই বছর কটন টি-শার্ট রপ্তানিতে শীর্ষে ছিল বাংলাদেশ।

বাংলাদেশের মোট তৈরি পোশাক রপ্তানির ২১ শতাংশ হচ্ছে টি-শার্ট। গত ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৭৭৩ কোটি ডলারের টি-শার্ট রপ্তানি হয়। এই রপ্তানি তার আগের ২০২২-২৩ অর্থবছরের তুলনায় ১ বিলিয়ন বা ১০০ কোটি ডলার কম। এর আগের ২০২১-২২ অর্থবছরে রপ্তানি হয়েছিল ৯৮৬ কোটি ডলারের টি-শার্ট।

২০২১-২২ অর্থবছরে ৫ বিলিয়ন বা ৫০০ কোটি ডলারের বেশি মূল্যের সোয়েটার রপ্তানি হয়। পরের দুই বছরই পণ্যটির রপ্তানি কমেছে। সর্বশেষ অর্থবছরে ৪৮২ কোটি ডলারের সোয়েটার রপ্তানি হয়। এই রপ্তানি তার আগের অর্থবছরের তুলনায় ২ দশমিক ৪৩ শতাংশ বা ১২ কোটি ডলার বেশি।

বিজিএমইএর তথ্যানুযায়ী, শার্ট ও ব্লাউজের রপ্তানি ৮ শতাংশ কমেছে। সর্বশেষ অর্থবছরে ২৯৩ কোটি ডলারের শার্ট ও ব্লাউজ রপ্তানি হয়। তার আগের অর্থবছর রপ্তানি হয়েছিল ৩১৮ কোটি ডলারের শার্ট ও ব্লাউজ।

জানতে চাইলে নিট পোশাকশিল্পের মালিকদের সংগঠন বিকেএমইএর সাবেক সভাপতি ফজলুল হক *প্রথম আলোকে* বলেন, সাধারণত সামগ্রিকভাবে রপ্তানি কমলে যেসব তৈরি পোশাক বেশি রপ্তানি হয়, সেগুলোর রপ্তানি উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পায়। এখানে আরেকটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে টি-শার্ট, ট্রাউজার ও সোয়েটারের মতো তৈরি পোশাক খুবই মূল্য সংবেদনশীল। অর্থাৎ তীব্র প্রতিযোগিতা করে এসব পণ্যের ক্রয়াদেশ পেতে হয়। শ্রমিকের বেতন ও গ্যাস-বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধি এবং নগদ সহায়তা কমে যাওয়ার কারণে অনেক রপ্তানিকারক পণ্যগুলোর ক্রয়াদেশ নিতে পারছে না।

ফজলুল হক আরও বলেন, 'আমরা রপ্তানিমুখী শীর্ষস্থানীয় পোশাকের বিক্রয়াদেশ হারাচ্ছি কি না, সেটি খতিয়ে দেখতে হবে। কারণ, এসব পণ্য উৎপাদনের সঙ্গে অনেক কারখানা ও লাখ লাখ শ্রমিক জড়িত। তৈরি পোশাক রপ্তানির এই মূল ভিত্তি টিকিয়ে রাখতে নীতিনির্ধারকদের প্রতি অনুরোধ, গ্যাস-বিদ্যুৎসহ যেকোনো মূল্যবৃদ্ধিতে রপ্তানিকারকদের সময় দিতে হবে। যাতে তাঁরা সেই বাড়তি ব্যয় সমন্বয়ের সুযোগ পান।'

বণিক বার্তা
শনিবার, এপ্রিল ৫, ২০২৫

যুক্তরাষ্ট্রের রেসিপ্রোকাল ট্যারিফ

বাংলাদেশের পোশাক শিল্পে বড় আঘাত সুবিধা পাবে ভারত

—রয়টার্স

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নতুন শুল্কনীতি বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পের জন্য বড় ধাক্কা হয়ে দাঁড়িয়েছে বলে জানিয়েছে রয়টার্স। সংবাদমাধ্যমটি গতকাল এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, শুল্ক আরোপের খবরে হতবাক বাংলাদেশের পোশাক রফতানিকারকরা, যা এরই মধ্যে দেশের রাজনৈতিক অস্থিরতায় ধুঁকতে থাকা এ গুরুত্বপূর্ণ শিল্প খাতের জন্য একটি বড় ধাক্কা। প্রতিবেদনে আরো বলা হয়েছে, ভারতীয় পোশাক রফতানির ওপর ট্রাম্পের শুল্কহার ২৭ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে, যা বাংলাদেশের তুলনায় অনেক কম। ফলে বাংলাদেশের ওপর এ শুল্ক আরোপ ভারতের জন্য সুযোগ তৈরি করতে পারে। বাংলাদেশের গার্মেন্টস রফতানিকারক শাহিদুল্লাহ আজিম রয়টার্সকে বলেন, 'আমরা জানতাম কিছু একটা আসতে পারে, কিন্তু এত কঠোর হবে তা ভাবিনি। এটি আমাদের ব্যবসা এবং হাজার হাজার শ্রমিকের জন্য ভয়াবহ খবর।' তিনি জানান, 'এ নতুন শুল্কের কারণে বিদেশী ক্রেতারা বিকল্প বাজারের দিকে ঝুঁকতে পারে, যা বাংলাদেশের প্রতিযোগিতামূলক অবস্থানকে দুর্বল করবে।'

রয়টার্স বলছে, গার্মেন্টস শিল্প বাংলাদেশের

বাংলাদেশের পোশাক শিল্পে

১ম পৃষ্ঠার পর

অর্থনীতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ মোট রফতানি আয়ের ৮০ শতাংশের বেশি আসে এ খাত থেকে। এ খাতে ৪০ লাখ মানুষের কর্মসংস্থান এবং বার্ষিক জিডিপির প্রায় ১০ শতাংশ অবদান রাখে। ট্রাম্পের শুল্ক চাপ এ শিল্পের ওপর সবচেয়ে বড় আঘাত হিসেবে এসেছে।

বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রেস সেক্রেটারি শফিকুল আলম এক বিবৃতিতে বলেছেন, 'যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় রফতানি গন্তব্য। ঢাকা ও ওয়াশিংটন বাণিজ্যিক বিষয়গুলোতে কাজ করছে। আমরা আশা করি আলোচনা শুল্কের সমস্যা সমাধানে সাহায্য করবে।'

বাংলাদেশের জন্য এ শুল্ক আরোপ ধাক্কা হয়ে দাঁড়ালেও ভারতের জন্য সুযোগ তৈরি করতে পারে বলে রয়টার্সকে জানিয়েছেন গার্মেন্টস প্রস্তুতকারক এভিন্স গ্রুপের আনোয়ার-উল-আলম চৌধুরী। তিনি বলেন, 'বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংকটের পর ভারতের গার্মেন্টস শিল্প এখন আরো বেশি সুবিধা পাবে, কারণ সেখানে ট্রাম্পের শুল্ক মাত্র ২৭ শতাংশ।' রয়টার্স বলছে, যদিও ভারত এখনো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পোশাক আমদানির মাত্র ৬-৭ শতাংশ জোগান দেয়, যা বাংলাদেশ ও ভিয়েতনামের তুলনায় অনেক কম, তবুও যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষ ৩০টি পোশাক ব্র্যান্ড বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংকটের কারণে ভারতের দিকে আরো ঝুঁকেছে।

ট্রাম্পের পদক্ষেপের কারণে শ্রীলংকাও বিপর্যস্ত। দেশটি এখন ৪৪ শতাংশ শুল্কের সম্মুখীন, যা তার পোশাক রফতানির জন্য বড় ধরনের আঘাত। শ্রীলংকা গত বছর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১ দশমিক ৯ বিলিয়ন ডলার মূল্যের পোশাক রফতানি করেছে। দেশটির পোশাক খাত তার দ্বিতীয় বৃহত্তম বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের উৎস।

দৈনিক ইত্তেফাক
শুক্রবার
২১ চৈত্র ১৪৩১, ৪ এপ্রিল ২০২৫

ট্রাম্পের শুল্ক প্রসঙ্গে নিউ ইয়র্ক টাইমসের প্রতিবেদন

'বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কার গার্মেন্টস শিল্পকে বিশাল ধাক্কা দিল'

■ ইত্তেফাক ডেস্ক

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ঘোষিত শুল্ক বাংলাদেশ এবং শ্রীলঙ্কার অর্থনীতির অন্যতম প্রধান খাত তৈরি পোশাক শিল্পের ওপর বড় ধাক্কা দিল। যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবশালী পত্রিকা নিউ ইয়র্ক টাইমসের এক প্রতিবেদনে গতকাল এ কথা বলা হয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়, কোভিড, রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা এবং অর্থনৈতিক অস্থিরতার মধ্যেও বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কা যে শিল্পটিকে তাদের সমৃদ্ধি অর্জনে অন্যতম প্রধান ভরসা হিসেবে ধরে রেখেছিল, সেটি হলো প্রস্তুত তৈরি পোশাক শিল্প। এই শিল্পের প্রধান বাজার ছিল যুক্তরাষ্ট্র। কিন্তু প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নতুন শুল্কনীতির ফলে তাদের এই শিল্প এখন বড় সংকটে পড়েছে।

এতে বলা হয়, ট্রাম্প প্রশাসনের নতুন শুল্কনীতির কারণে শ্রীলঙ্কাকে ৪৪ শতাংশ এবং বাংলাদেশকে ৩৭ শতাংশ শুল্ক দিতে হবে। এতে করে দুই দেশের পোশাক শিল্পের ব্যবসায়ীরা মারাত্মক ক্ষতির আশঙ্কা করছেন। শ্রীলঙ্কার জয়েন্ট অ্যাপারেল অ্যাসোসিয়েশন ফোরামের পরামর্শক তুলি কুরাই এই শুল্ক বৃদ্ধিকে 'ভয়াবহ' হিসেবে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেন, '৪৪ শতাংশ শুল্ক কোনো সাধারণ বিষয় নয়, এটি আমাদের শিল্পের জন্য একটি বিশাল ধাক্কা।' বিশ্বের মোট ৮৫ শতাংশ মার্কিন পোশাক আমদানির জন্য নির্ভরশীল দেশগুলোর ওপর গড়ে ৩২ শতাংশ শুল্ক আরোপ করা হয়েছে। এই নতুন শুল্কনীতির ফলে যুক্তরাষ্ট্রের পোশাক কোম্পানিগুলোর ব্যয়ও ৩০ শতাংশ পর্যন্ত বেড়ে যেতে পারে, যা শেষ-পর্যন্ত মার্কিন ভোক্তাদের ওপরও প্রভাব ফেলবে।

এতে বলা হয়, বাংলাদেশ প্রতি বছর যুক্তরাষ্ট্রে ৭০০ কোটি ডলারের বেশি মূল্যের পোশাক রপ্তানি করে। দেশের মোট রপ্তানির ৮০ শতাংশ আসে গার্মেন্টস শিল্প থেকে এবং এই খাতে ৪০ লাখের বেশি মানুষ কাজ করেন, যার অধিকাংশই নারী। নারীদের এই অংশগ্রহণ দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে দারিদ্র্য থেকে বের করে আনতে সাহায্য করেছে।

এতে আরো বলা হয়, বাংলাদেশ সম্প্রতি রাজনৈতিক অস্থিরতা ও সহিংসতার মধ্যে দিয়ে গেছে, যেখানে দেশটির স্বৈরশাসক ক্ষমতাচ্যুত হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে দেশের অর্থনীতিকে স্থিতিশীল করার প্রয়াস চলছিল। কিন্তু নতুন এই শুল্কনীতির ফলে দেশটির অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের পথ আরো কঠিন হয়ে পড়বে। বাংলাদেশ গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের সাবেক পরিচালক মহিউদ্দিন রুবেল বলেন, বিশ্ব অর্থনীতি যখন ঘুরে দাঁড়াচ্ছিল এবং আমাদের যুক্তরাষ্ট্রে পোশাক বিক্রি বাড়ছিল, তখন এই ধরনের শুল্কযুদ্ধ আমাদের জন্য নতুন চ্যালেঞ্জ ও অনিশ্চয়তা তৈরি করেছে।

তিনি আরো বলেন, বাংলাদেশের অনেক কারখানা কেবলমাত্র যুক্তরাষ্ট্রের জন্য পোশাক উৎপাদন করে। কিছু কারখানা তাদের ৮০ শতাংশ, এমনকি ১০০ শতাংশ উৎপাদন যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি করে। তারা শুধুমাত্র তাদের বাজারের জন্য বড় বিনিয়োগ করেছে, ফলে এই সিদ্ধান্ত তাদের অস্তিত্বের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়াবে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, শ্রীলঙ্কার গার্মেন্টস শিল্পে সাড়ে ৩ লাখের বেশি মানুষ কাজ করেন, যেখানে নাইকি এবং ভিক্টোরিয়া'স সিক্রেট এর মতো বিখ্যাত ব্র্যান্ডের পোশাক তৈরি হয়। শ্রীলঙ্কার মোট রপ্তানির প্রায় অর্ধেকই আসে পোশাক শিল্প থেকে এবং এর বেশির ভাগ যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি করা হয়।

প্রতিবেদনে বলা হয়, বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কার পোশাক শিল্প দীর্ঘদিন ধরে তাদের অর্থনীতির মেরুদণ্ড হিসেবে কাজ করে আসছে। কিন্তু ট্রাম্পের নতুন শুল্কনীতির ফলে এই শিল্প এখন বড় সংকটে পড়েছে। যদি এই শুল্কনীতির পরিবর্তন না হয়, তাহলে দুই দেশের অর্থনীতি এবং কর্মসংস্থান বড় ধরনের সমস্যার মুখে পড়বে।

প্রথম আলো • শুক্রবার, ৪ এপ্রিল ২০২৫,

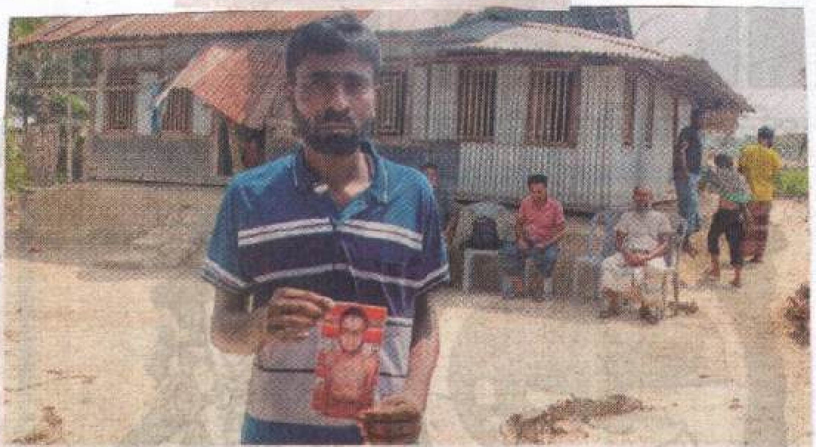

লিবিয়াফেরত লোকমান। ছবি : প্রথম আলো

স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে চান লিবিয়াফেরত লোকমান

পিরোজপুরের মঠবাড়িয়া

নানা অত্যাচারের পর সরকারের সহযোগিতায় গত বুধবার বাড়িতে ফিরেছেন লোকমান।

> লোকমানের কথা শুনেছেন। তিনি তাঁর ব্যাপারে খোঁজ নিয়ে সরকারি সহায়তা যতটুকু করা যায়, করবেন। এ ছাড়া তাঁর চিকিৎসার ব্যবস্থা করার চেষ্টা করবেন।
>
> **আবদুল কাইয়ুম**, ইউএনও, মঠবাড়িয়া

সংবাদদাতা, *পিরোজপুর*

ভাগ্যবদলের আশায় এক বছর আগে দালালের মাধ্যমে লিবিয়ায় পাড়ি জমান পিরোজপুরের মঠবাড়িয়া উপজেলার সাপলেজার জয়নগর গ্রামের লোকমান হোসেন (৩৫)। দালাল ও প্রতারক চক্রের ফাঁদে পড়ে সর্বস্ব হারিয়েছেন। মাফিয়াদের অত্যাচারে পচে গেছে শরীরের বিভিন্ন অংশ।

দীর্ঘ ১১ মাস পর নানা অত্যাচার ও জেলজীবনে শরীরের বিভিন্ন অংশে পচন নিয়ে সরকারের সহযোগিতায় বাড়িতে ফিরতে পেরেছেন লোকমান হোসেন। গত বুধবার রাতে মঠবাড়িয়ায় নিজ বাড়িতে ফিরেছেন তিনি। লোকমানের লিবিয়া জীবন নিয়ে গত ২০ জানুয়ারি *প্রথম আলোতে* একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়।

লোকমান হোসেন *প্রথম আলোকে* বলেন, ২০২৩ সালের মাঝামাঝি সময়ে স্ত্রী ও সন্তানের নিয়ে ভালো থাকার উদ্দেশ্যে দালালের মাধ্যমে দেশ ছেড়ে লিবিয়ার পথে পাড়ি জমান। কিন্তু দালাল তাঁকে বৈধ পথে না নিয়ে অবৈধভাবে নিয়ে যান। তাঁকে প্রথমে সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাই শহরে নেওয়া হয়। এরপর দুবাই থেকে মিসর এবং মিসর থেকে সমুদ্রপথে লিবিয়ায় নিয়ে যায়। কিন্তু লিবিয়ায় নিয়ে কাজ না দিয়ে তাঁকে মাফিয়াদের হাতে তুলে দেয়।

মাফিয়াদের অত্যাচারের বর্ণনা দিতে গিয়ে কেঁদে ফেলেন লোকমান। এ সময় তিনি তাঁর পিঠের পচে যাওয়া অংশগুলো দেখান। অমানুষিক নির্যাতনের ৪৮ ঘণ্টা পর এক টুকরা রুটি ও এক কাপ জল খেতে দেওয়া হতো তাঁকে। মাফিয়ারা হাতুড়ি দিয়ে শরীরের প্রতি অংশে আঘাত করত তাঁকে। হাত-পায়ের নখগুলো তুলে ফেলা হতো। এভাবে তাঁর ওপর চলত অত্যাচার। তিনি কখনো ভাবেননি স্ত্রী-সন্তানের সঙ্গে তাঁর আবার দেখা হবে।

লোকমানের স্ত্রী রিমা আক্তার বলেন, 'আমার জীবনের টাকাপয়সা, সম্পত্তি সব শেষ করে আমি যে আমার স্বামীকে পেয়েছি, সেটাই বড় ব্যাপার। আমার স্বামীর মতো আর কেউ যেন দালালের খপ্পরে পড়ে বিদেশ গিয়ে নিঃস্ব না হয়। নিঃস্ব হলেও এতটা শারীরিক অত্যাচার মানুষ কীভাবে সহ্য করে। আমি এখন আমার স্বামীকে চিকিৎসা করাব, সেই সামর্থ্য নেই। বসতভিটাসহ যেটুকু জায়গাজমি ছিল, সব বিক্রি করে স্বামীকে ফেরত এনেছি। এখন সরকার যদি আমাদের একটু সহায়তা করে, তাহলে আমি আমার স্বামীকে চিকিৎসা করে সুস্থ করতে পারি।'

জয়নগর গ্রামের কুদ্দুস হাওলাদার বলেন, তাঁদের গ্রামের তিনজন একসঙ্গে লিবিয়ায় গিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে লোকমান দালালের খপ্পরে পড়েন। এখন লোকমানের যে চেহারা, তা দেখা যায় না। তাঁর চিকিৎসার প্রয়োজন। দীর্ঘদিন তাঁর ওপর অত্যাচার করা হয়েছে। শরীরের বিভিন্ন অংশে কালো কালো দাগ। হাত-পায়ের নখগুলো এখনো নষ্ট।

মঠবাড়িয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) আবদুল কাইয়ুম *প্রথম আলোকে* বলেন, লোকমানের কথা শুনেছেন। তিনি তাঁর ব্যাপারে খোঁজ নিয়ে সরকারি সহায়তা যতটুকু করা যায়, করবেন। এ ছাড়া তাঁর চিকিৎসার ব্যবস্থা করার চেষ্টা করবেন।

NEW AGE FRIDAY, APRIL 4, 2025,

RMG sector faces challenges as US slaps high tariffs

Saddam Hossain

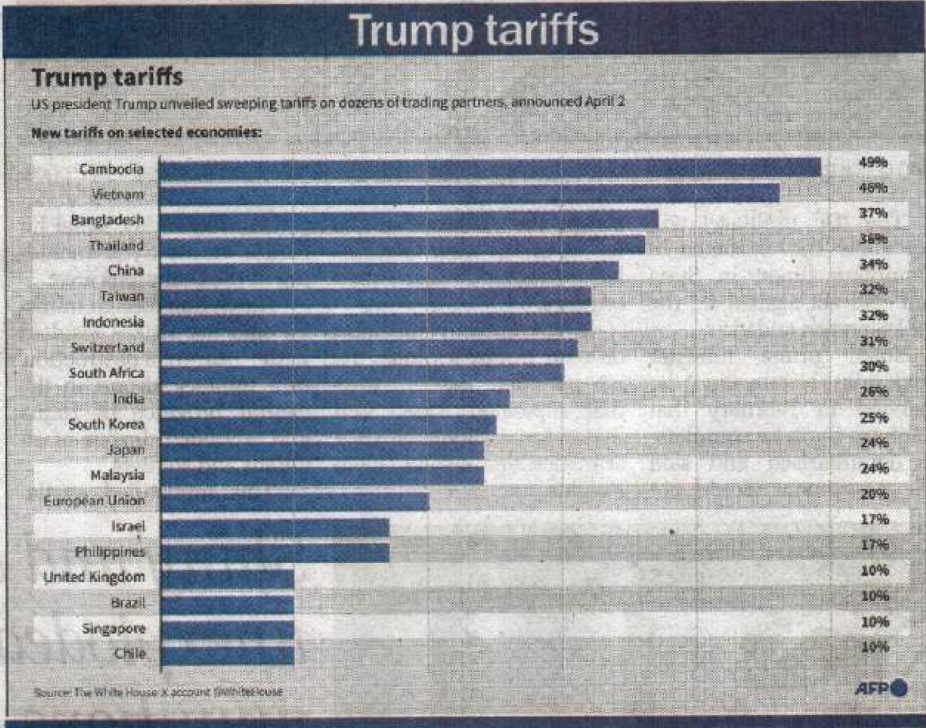

THE country's readymade garment manufacturers expressed concern over the US's fresh 37 per cent tariff imposition on all Bangladeshi exporting products.

In 2024, Bangladesh exported apparel items worth $7.34 billion to the US with a marginal growth of 0.75 per cent.

On Wednesday, US president Donald Trump announced hefty duties on multiple countries as part of sweeping global tariffs, branding the move 'Liberation Day'.

In line with the Trump's policy of imposing at least half of the tariff on US goods, Bangladesh has been slapped with 37 per cent tariff as the Trump team calculated that Bangladesh imposes about 74 per cent tariffs on imports from the US.

Currently, most Bangladeshi goods in the US face a 15 per cent tariff.

Among major competitors, China faces 34 per cent, Vietnam 46 per cent, Cambodia 49 per cent, and Sri Lanka 44 per cent, while India and Pakistan face 26 per cent and 29 per cent tariffs, respectively.

Talking to New Age, Faruque Hassan, former president of the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA), called for diplomatic, political, and commercial measures to resolve the issue.

'The US cites tariffs, currency manipulation, and non-tariff barriers as reasons, but Bangladesh does not have such issues,' he said.

He urged the government to resolve the dispute through negotiations rather than retaliatory duties, emphasising a 'win-win' approach.

He also said that Bangladesh's export sector would not be disproportionately affected since competing nations face high tariffs.

Fazlul Hoque, managing director of Plummy Fashion, told New Age that the immediate impact of the US reciprocal tariff on Bangladesh will be US buyers' pressure on manufacturers for cutting price.

'However, I do not believe the country's apparel exports will be heavily affected, as we largely export basic garments,' former BKMEA president Fazlul Hoque said.

He said that Bangladeshi manufacturers would inevitably have to lower product prices in response to growing buyer pressure, and the government should convene a meeting with stakeholders without delay to devise a strategy to manage the challenges posed by the US tariff.

He said that while exports would hopefully not decrease significantly, policy support would be needed to face the challenges of the US tariff.

Fazlul explained that since Bangladesh exports essential items, US retailers would unlikely increase their prices.

He said that to keep retail prices unchanged, retailers would absorb a portion of the increased costs caused by the additional tariff, while the remaining portion would be passed on to manufacturers.

'The US has imposed tariffs on nearly all its trading partners worldwide, and while it is good news for Bangladesh that Vietnam and Cambodia face higher tariffs, it is concerning that India, Pakistan, and Indonesia have lower tariffs,' Fazlul said.

He said that the Indian government offered attractive packages to attract investment in the readymade garment sector, and the country increased its capacity in the past couple of years.

'It is true the inquiry of the US buyers in India increased significantly in past few years but the supply base of Indian apparel sector is yet to be strong,' Fazlul mentioned.

BGMEA administrator Anwar Hossain said that they were not ready for this as it came suddenly.

'However, regional trade rivals also were in a worse situation. Compared with our competitors like China, Vietnam and Sri Lanka, we are still ahead as their tariff is higher than us,' he added.

Professor Mustafizur Rahman, distinguished fellow of the Centre for Policy Dialogue, said that Bangladesh is the 5th largest importer of US cotton, which is used to make RMG items and export them to the US.

As Trump said that

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

RMG sector faces challenges

Continued from page 6

tariffs on imported cotton from the US will be relaxed, he suggested addressing the issue through the Trade and Investment Cooperation Forum Agreement (TICFA) and focusing on enhancing competitiveness, reducing business costs, and diversifying markets.

Zahid Hussain, former lead economist at the World Bank's Dhaka office, echoed concerns, telling New Age that the higher tariffs would hurt Bangladesh's exports due to a decline in US consumer demand.

He also said that overall price increase due to tariffs would reduce consumers' purchasing capacity.

He stressed the need for Bangladesh to engage in negotiations to clarify the 74 per cent tariff calculation and highlight any recent reforms that could justify exemptions.

'Bangladesh's major competitors Vietnam, Cambodia, India, Pakistan, and Sri Lanka will not necessarily gain any additional advantage from this situation,' he added.

South Asian Network on Economic Modelling executive director Selim Raihan also has expressed deep concern.

'This imposition will not only harm Bangladesh but also many other developing countries,' he warned.

He urged Bangladeshi policymakers to engage with their US counterparts to address concerns over the tariff, mainly due to the ambiguity surrounding its calculation.

Meanwhile, in a press conference, chief adviser's press secretary Shafiqul Alam said their ongoing work with the US government is expected to help address the tariff issue.

'Bangladesh is reviewing its tariffs on products imported from the United States,' said the press secretary.

He said the National Board of Revenue is identifying options to rationalise tariffs, which is necessary to address the matter.

দৈনিক ইত্তেফাক
শনিবার
২২ চৈত্র ১৪৩১, ৫ এপ্রিল ২০২৫

ট্রাম্পের শুল্কে পোশাকের চাহিদা কমবে, চাপে পড়বেন ছোট রপ্তানিকারকরা

আপাতত ধাক্কা মনে হচ্ছে, তবে আতঙ্কগ্রস্ত হওয়ার মতো কিছু নয় : ড. জাহিদ হোসেন

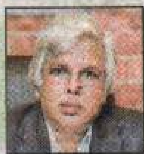

কিছু ক্রয়াদেশ ভারত ও পাকিস্তানে চলে যাবে : আনোয়ার-উল-আলম চৌধুরী

যদি সমঝোতা করা যায় এতে কিছু সুবিধা নেওয়ার পরিস্থিতিও আছে : মোহাম্মদ হাতেম

■ আহমেদ তোফায়েল

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সঙ্গে বাংলাদেশি পণ্যের ওপর যুক্তরাষ্ট্র যে ৩৭ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছে, এর প্রভাব নিয়ে নানা হিসাব-নিকাশ চলছে। অর্থনীতিবিদ ও রপ্তানিকারকরা বলছেন, এর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে বাংলাদেশের রপ্তানি খাতে, বিশেষ করে পোশাকশিল্পে। এক্ষেত্রে পোশাকের চাহিদা কমতে পারে এবং চাপে পড়বে ছোট রপ্তানিকারকরা।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসন এত দিন যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশি পণ্যের ওপর গড়ে ১৫ শতাংশ শুল্ক ছিল। বাংলাদেশের মোট পণ্য রপ্তানির ১৮ শতাংশের গন্তব্য যুক্তরাষ্ট্র।

দেশের তৈরি পোশাক রপ্তানিকারকেরা বলছেন, সব দেশের ওপর পালটা শুল্ক আরোপ হওয়ায় তৈরি পোশাকের দাম বাড়বে। তাতে পোশাকের চাহিদা কমে যেতে পারে। তাছাড়া শুল্ক বৃদ্ধি পাওয়ায় দাম কমাতে উৎপাদকদের চাপে রাখবে ক্রেতা প্রতিষ্ঠানগুলো। এতে ছোট রপ্তানিকারকরা চাপে পড়বেন।

তবে বিশ্বব্যাংকের ঢাকা অফিসের সাবেক মুখ্য অর্থনীতিবিদ ড. জাহিদ হোসেন মনে করেন, আপাতত একটা ধাক্কা বলে মনে হচ্ছে। সেটা আতঙ্কগ্রস্ত হওয়ার মতো নয়। ভারত-পাকিস্তান ছাড়া প্রতিযোগী সব দেশের ওপর আরোপিত শুল্ক বাংলাদেশের চেয়ে বেশি। বিভিন্ন পূর্বাভাস বলছে, আগামী প্রান্তিকে যুক্তরাষ্ট্রের জিডিপি কমবে, মূল্যস্ফীতি বাড়বে। এর ওপর সব আমদানি পণ্যে এক রকম উচ্চ হারের শুল্ক আরোপ মূল্যস্ফীতিকে আরো উসকে দেবে। এ অবস্থায় ভোক্তা পর্যায় থেকে চাপ আসবে। আগামী সপ্তাহেই হয়তো এ রকম খবর শোনা যাবে। এ রকম পরিস্থিতি সস্তা দামের মৌলিক পণ্য রপ্তানিকারক দেশ হিসেবে মার্কিন ব্র্যান্ড ক্রেতাদের কাছে বাংলাদেশের পণ্যের চাহিদা হয়তো নাও কমতে পারে।

ড. জাহিদ হোসেন বলেন, মার্কিন প্রশাসনের দাবি, বাংলাদেশে মার্কিন পণ্যে ৭৪ শতাংশ শুল্ক আরোপ করা হয়। এখন সরকার যা করতে পারে তা হলো—যুক্তরাষ্ট্রের ৭৪ শতাংশ কীভাবে ৩০ শতাংশে নামিয়ে আনা যায় তার কৌশল নির্ধারণ করা। তাতে যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের পণ্যের ওপর আরোপিত শুল্ক পুনর্বিবেচনার সুযোগ নেওয়া যাবে।

এ বিষয়ে বাংলাদেশ চেম্বারের (বিসিআই) সভাপতি ও বিজিএমইএর সাবেক সভাপতি আনোয়ার-উল-আলম চৌধুরী পারভেজ বলেন, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের আরোপ করা পালটা শুল্ক বলবৎ থাকলে তৈরি পোশাকের কিছু ক্রয়াদেশ ভারত ও পাকিস্তানে চলে যাবে। শুল্ক কম থাকায় এ দেশগুলোয় হেভি জার্সি, ডেনিম প্যান্ট, হোম টেক্সটাইলের মতো ক্রয়াদেশ চলে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। অতিরিক্ত শুল্ক আরোপের কারণে যুক্তরাষ্ট্রে পণ্যের দাম বাড়বে। এতে দেশটিতে মূল্যস্ফীতি বেড়ে যেতে পারে। অন্যান্য দেশেও পালটা শুল্কের কারণে মূল্যস্ফীতি বাড়বে। ফলে সামগ্রিকভাবে তৈরি পোশাকের চাহিদা কমে যেতে পারে। সেটি হলে তৈরি পোশাকের ক্রয়াদেশ কমবে। প্রতিযোগিতা আরো বেড়ে যাবে।

বিকেএমইএ সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম বলেন, যুক্তরাষ্ট্র হঠাৎ করে যে ৩৭ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছে এতে পোশাকশিল্প রপ্তানি বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তবে এটা থেকে কিছু সুবিধা নেওয়ার পরিস্থিতিও এখানে আছে, যদি আমরা আলোচনা-সমঝোতা করে সেটা নিতে পারি। যেমন, আমরা বিশ্লেষণ করে দেখেছি যে যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমরা প্রধানত কপার, সালফেট এই জাতীয় ধাতু আমদানি করি ৫ বিলিয়ন ডলারের মতো। সাড়ে ৩ বিলিয়ন ডলারের মতো সয়াবিন আমদানি করি, এটা শুল্কমুক্ত। তৃতীয় সর্বোচ্চ আমদানি করি সুতা (কটন), সেটাও ২ বিলিয়নের ওপরে এবং সেটাও শুল্কমুক্ত। এর পরে আছে অ্যালকোহল। আমরা যুক্তরাষ্ট্র থেকে ২০ বিলিয়ন ডলারের পণ্য আমদানি করলে তার মধ্যে সাড়ে ১০ বা ১১ বিলিয়নের মতো থাকে শুল্কমুক্ত। কিন্তু আমেরিকাতে বাংলাদেশের যে প্রধান রপ্তানি পণ্য, সেখানে কিন্তু শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার নেই, কখনোই ছিল না। যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানির ক্ষেত্রে সাড়ে ১৫ শতাংশ শুল্ক এত দিন ছিল। সেখানে নতুন করে ৩৭ শতাংশ যোগ হয়েছে। মোট সাড়ে ৫২ শতাংশ শুল্ক দিয়ে আমাদের যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে ঢুকতে হবে এখন। এই জায়গাতে আমরা যদি যুক্তরাষ্ট্রকে বোঝাতে পারি, যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান রপ্তানি পণ্য, অর্থাৎ বাংলাদেশ যেসব আমদানি করে, তার প্রধান তিনটি আইটেমই কিন্তু শুল্কমুক্ত আসে। তোমরা আমাদের সেই আলোকে দিতে পারো কি না?

বাংলাদেশ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২৪ সালে বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্রে ৭২০ কোটি ডলারের পোশাক রপ্তানি করেছে, যা ঐ বছরের মোট পোশাক রপ্তানির প্রায় ১৯ শতাংশ। অন্যান্য পণ্য মিলে গত বছর যুক্তরাষ্ট্রে মোট রপ্তানি হয় ৮৫০ কোটি ডলারের পণ্য। তৈরি পোশাকের বাইরে উল্লেখযোগ্য অন্য রপ্তানি পণ্যের মধ্যে রয়েছে জুতা, টেক্সটাইল সামগ্রী, ওষুধ ও বিভিন্ন ধরনের কৃষিপণ্য।

সমকাল | সোমবার । ৭ এপ্রিল ২০২৫

তৈরি পোশাকের রপ্তানি আদেশ স্থগিত হচ্ছে

- ক্রেতাদের কেউ কেউ উৎপাদন বন্ধ রাখতে বলেছেন
- ডিসকাউন্টের আশঙ্কা উদ্যোক্তাদের

আবু হেনা মুহিব

যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে পণ্য প্রবেশের ক্ষেত্রে উচ্চ হারে নতুন শুল্ক আরোপের ঘোষণার পর ব্র্যান্ড এবং ক্রেতা প্রতিষ্ঠানগুলো এখন নানান হিসাবনিকাশ করছে। নতুন শুল্ক কে পরিশোধ করবে, তা নিয়ে কারখানা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করছে কোনো কোনো ক্রেতা প্রতিষ্ঠান। ইতোমধ্যে রপ্তানি আদেশ স্থগিত করেছে কিছু প্রতিষ্ঠান। তবে এখনও কোনো প্রতিক্রিয়া দেখাননি, এমন ক্রেতার সংখ্যাই বেশি। সে দেশে সাপ্তাহিক ছুটির পর বাংলাদেশ সময় আগামীকাল মঙ্গলবার থেকে সব ব্র্যান্ড-ক্রেতার কাছ থেকে স্পষ্ট বার্তা আসতে পারে।

এদিকে ইতোমধ্যে জাহাজে তোলা হয়েছে এমন পণ্য বন্দর থেকে ঘোষিত হার, না আগের শুল্কহারে পণ্য ছাড় হবে– তা নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছে। নতুন শুল্ক ক্রেতা নাকি রপ্তানিকারক পরিশোধ করবেন, তা নিয়ে উদ্বেগ আছে উদ্যোক্তাদের। আবার প্রতিটি পণ্যের গায়ে 'প্রাইস ট্যাগ' থাকার আবশ্যকতা রয়েছে। জাহাজে তোলা পণ্যে পুরোনো শুল্ক অনুযায়ী দাম নির্ধারণ করে 'প্রাইস ট্যাগ' লাগানো আছে। এসব পণ্য যুক্তরাষ্ট্রের বন্দরে পৌঁছানোর পর নতুন শুল্কহার কার্যকর হয়ে যাবে। বর্ধিত শুল্ক দিতে হলে 'প্রাইস ট্যাগ' পরিবর্তনের প্রয়োজন হবে।'এটি কোন প্রক্রিয়ায় হবে, তা নিয়ে রপ্তানিকারক উদ্যোক্তারা উদ্বেগে আছেন। সাধারণত চট্টগ্রাম বন্দর থেকে জাহাজ ছেড়ে যাওয়ার পর যুক্তরাষ্ট্রে পৌঁছতে গড়ে ৩৫ দিনের মতো সময় লাগে।

মার্কিন ক্রেতা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কাজ করে চট্টগ্রামভিত্তিক ওয়েল গ্রুপ। তৈরি পোশাক রপ্তানিকারক উদ্যোক্তাদের সংগঠন বিজিএমইএর সাবেক প্রথম সহসভাপতি এবং ওয়েল গ্রুপের পরিচালক সৈয়দ নজরুল ইসলাম গতকাল সমকালকে বলেন, 'আমরা আতঙ্কের মধ্যে আছি। হাতে থাকা রপ্তানি আদেশ এবং শিপমেন্ট হওয়া পণ্যে ক্রেতা প্রতিষ্ঠানগুলো চুক্তি অনুযায়ী মূল্যের চেয়ে কম মূল্য, অর্থাৎ ডিসকাউন্ট দাবি করতে পারে। সে রকম হলে বড় ধরনের আর্থিক সংকটে পড়ে যাব আমরা।' সৈয়দ নজরুল ইসলাম বলেন, বেশ কিছু কারখানার মার্কিন ক্রেতা প্রতিষ্ঠান পরবর্তী বার্তা না দেওয়া পর্যন্ত ইতোমধ্যে দেওয়া রপ্তানি আদেশের কাজ বন্ধ রাখতে বলেছে। নির্দিষ্ট করে ক্রেতারা কাঁচামাল আমদানি, পণ্য উৎপাদন ও শিপমেন্ট আপাতত স্থগিত রাখতে বলেছেন।

তৈরি পোশাক খাতের নিট ক্যাটেগরির রপ্তানিকারক উদ্যোক্তাদের সংগঠন বিকেএমইএর সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম জানান, ট্রাম্পের নতুন শুল্ক আপাতত বাংলাদেশের রপ্তানি খাতকে বড় ধরনের বিপদেই ফেলে দিয়েছে। উল্লেখযোগ্য পরিমাণ রপ্তানি আদেশ স্থগিত এবং ডিসকাউন্টের শিকার হওয়ার শঙ্কা করছেন তারা। বিশেষ করে পুরোনো প্রাইসট্যাগ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে পৌঁছানোর পর ক্রেতা প্রতিষ্ঠানগুলো ওই চালান গ্রহণ করবে কিনা, তা নিয়ে দুশ্চিন্তা রয়েছে। ক্রেতারা সময়মতো চালান বুঝে না নিলে পোশাকের মূল্য দেশে আসবে না।

ডিজাইনটেক্স গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং বিজিএমইএর সাবেক সভাপতি খন্দকার রফিকুল ইসলাম সমকালকে জানান, তাঁর মার্কিন ব্র্যান্ড প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে হোয়াটসঅ্যাপে নিজেই যোগাযোগ করেছেন। ক্রেতারা অফিস খুললে তাদের অবস্থান পরিষ্কার করবেন বলে তাঁকে জানিয়েছেন। শনি ও রোববার যুক্তরাষ্ট্রে সরকারি ছুটি। সময়ের ব্যবধানের কারণে বাংলাদেশ সময় আগামীকাল মঙ্গলবার ক্রেতাদের মূল প্রতিক্রিয়া জানা যাবে।

বিজিএমইএর সাবেক এ সভাপতির মতে, যুক্তরাষ্ট্রের অভিযোগ সরকার কোনো কৌশলে মোকাবিলা করবে, সেটিই এখন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ভিয়েতনামের সরকারপ্রধান প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে ফোন করে তাঁর দেশে মার্কিন পণ্য প্রবেশে শূন্য শুল্ক সুবিধা দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন। বাংলাদেশও একই পথে অনুসরণ করতে পারে। যে পণ্যে বাড়তি শুল্ক আছে, সেগুলো কমাতে কোনো অসুবিধা নেই। তুলা আমদানি এখনই কয়েক গুণ বাড়ানো সম্ভব। এতে 'উইন উইন' ভিত্তিতে দু'দেশের জন্যই শুল্ক সহনীয় হবে। বাণিজ্য আরও বাড়বে। রাইজিং গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মাহমুদ হাসান খান বাবু সমকালকে জানান, তাঁর গ্রুপের মার্কিন ব্র্যান্ড-ক্রেতারা এখনও কোনো প্রতিক্রিয়া জানাননি। হঠাৎ অস্বাভাবিক এ শুল্কহার নিয়ে আসলে যুক্তরাষ্ট্রের ক্রেতারাও ধোঁয়াশার মধ্যে রয়েছেন বলে মনে করেন তিনি।

যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি করেন এমন একজন তৈরি পোশাক খাতের উদ্যোক্তা জানান, তাঁর একটি অর্ডারের পণ্য আগামী ২০ এপ্রিল নাগাদ তৈরি হওয়ার কথা। নতুন শুল্ক আরোপের পর তিনি একটু সময় নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কেননা, ক্রেতার সঙ্গে তাঁর 'নেগোসিয়েশন' করতে হবে। তাঁর মতে, নতুন পরিস্থিতিতে আমদানিকারক এবং রপ্তানিকারক– দু'পক্ষের জন্য ধাক্কা। কারণ, ক্রেতা যখন অর্ডার দিয়েছিলেন, তখন শুল্ক ছিল ১৫ শতাংশ। ৯ এপ্রিলের পর তাঁকে বাড়তি ৩৭ শতাংশ শুল্ক দিতে হবে। এর মানে, একটি পণ্যের ক্রয়মূল্য যদি ১০ ডলার হয়, তাহলে ৫২ শতাংশ শুল্ক দিয়ে এর খরচ পড়বে ১৫ ডলার ২০ সেন্ট। নতুন শুল্ক আরোপ না হলে খরচ পড়ত ১১ ডলার ৫০ সেন্ট। তাঁর বাড়তি যে প্রায় ৪ ডলার খরচ হবে, নিয়ম অনুযায়ী তাঁরই বহন করার কথা। কিন্তু অনেকেই তা করবেন না। যারা করবেন না, তারা হয় দামে ডিসকাউন্ট চাইবেন, বাড়তি শুল্ক রপ্তানিকারকের কাছে চাইবেন অথবা ভাগাভাগি করে দিতে চাইবেন। কোন পদ্ধতিতে বিষয়টি নিষ্পত্তি হবে, তা নির্ভর করবে নেগোসিয়েশনের ওপর।

তৈরি পোশাক রপ্তানিকারকদের সংগঠন বিজিএমইএর নেতৃত্বে ছিলেন এমন একজন উদ্যোক্তা জানিয়েছেন, তাঁর সঙ্গে তিনটি রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের কর্ণধারের কথা হয়েছে, যারা বলেছেন, তাদের যুক্তরাষ্ট্রের ক্রেতা ক্রয় আদেশ স্থগিত করেছেন। ভবিষ্যৎ ব্যবসার কথা ভেবে তিনি ক্রেতার নাম বলতে চাচ্ছেন না। বিজিএমইএর ওই সাবেক নেতা বলেন, যাদের পণ্য তৈরি হয়ে গেছে, তাদের যে কোনো উপায়ে একটি নিষ্পত্তি করতে হবে। নতুন অর্ডারের ক্ষেত্রে আলাদা হিসাব।

তৈরি পোশাক বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানি পণ্য। সমজাতীয় পণ্য মিলে মোট রপ্তানি আয়ে এ খাতের হিস্যা ৮৭ শতাংশ। যুক্তরাষ্ট্র হচ্ছে বাংলাদেশের পোশাকের প্রধান বাজার। মোট রপ্তানির ২০ থেকে ২২ শতাংশ যায় দেশটিতে। যুক্তরাষ্ট্রে পোশাক রপ্তানিতে বাংলাদেশ তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে। প্রথম এবং দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে যথাক্রমে চীন এবং ভিয়েতনাম। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২৪ সালে বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্রে ৭২০ কোটি ডলারের পোশাক রপ্তানি করেছে। অন্যান্য পণ্য মিলে গত বছর যুক্তরাষ্ট্রে মোট রপ্তানি হয় ৮৫০ কোটি ডলারের পণ্য। তৈরি পোশাকের বাইরে উল্লেখযোগ্য অন্য রপ্তানি পণ্যের মধ্য রয়েছে– চামড়াজাত পণ্য, টেক্সটাইল সামগ্রী, ওষুধ, ফার্নিচার, প্লাস্টিক পণ্য, সিরামিক ও বিভিন্ন ধরনের কৃষিপণ্য।

দেশ রূপান্তর | বুধবার, ৯ এপ্রিল ২০২৫,

শ্রম আইন প্রতিপালন ব্যতীত শ্রমিক ছাঁটাই নয় : সচিব

যৌক্তিক কারণ এবং শ্রম আইনের প্রতিপালন ব্যতীত মালিকপক্ষ শ্রমিক ছাঁটাই করবে না বলে জানিয়েছেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব এএইচএম শফিকুজ্জামান। গতকাল মঙ্গলবার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে আরএমজিবিষয়ক ত্রিপক্ষীয় পরামর্শ পরিষদের ২০তম সভায় এ কথা বলেন তিনি। সভায় গত ঈদুল ফিতরে শ্রমিকদের বেতন-ভাতাদি পরিশোধ ও ছুটির বিষয়ে গৃহীত পদক্ষেপের জন্য শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়কে শ্রমিক ও মালিকপক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানানো হয়।

অন্তর্বর্তী সরকারের শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) ড. এম সাখাওয়াত হোসেনের নির্দেশনায় এবং আরএমজি-টিসিসি সদস্যদের পরামর্শ অনুযায়ী সভায় সিদ্ধান্ত হয় যে, মালিকপক্ষ যৌক্তিক কারণ ছাড়া শ্রমিক ছাঁটাই করলে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। প্রয়োজনে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট কারখানা মালিককে বিদেশযাত্রার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হবে।

শ্রম সচিব বলেন, টিএনজেড লিমিটেড কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আরএমজিবিষয়ক ত্রিপক্ষীয় পরামর্শ পরিষদের ২০তম সভায় জানিয়েছেন তাদের ফ্যাক্টরিগুলো বন্ধ ঘোষণা করেছেন। শ্রম আইন অনুযায়ী, ফ্যাক্টরির সব শ্রমিকের যাবতীয় পাওনাদি পরিশোধে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত সার্বিক পদক্ষেপগুলো পর্যবেক্ষণ ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অতিরিক্ত সচিবকে (শ্রম) আহ্বায়ক করে কলকারখানা পরিদর্শন অধিদপ্তরের মহাপরিদর্শক, বিজিএমইএ ও বিকেএমইএর প্রতিনিধি, সংশ্লিষ্ট কারখানার মালিক ও শ্রমিক প্রতিনিধি, শ্রমিক সংগঠন, জেলা প্রশাসন ও ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। বিজ্ঞপ্তি

Monday • April 7, 2025

THE FINANCIAL E

thefinancialexpress.com.bd

NEW US TARIFF REGIME

RMG makers to seek buyers' support in emerging situation

MONIRA MUNNI

Apparel makers are now considering writing US buyers seeking their patience and support in the wake of the emerging situation over new US tariff regime, insiders said.

A number of the leading makers sat on Sunday night to brainstorm as to how they can cope with the situation in support with their major US buyers.

Meantime, US buyers of the locally made apparel items have started renegotiation with some of their local suppliers with few asking to hold their shipments either in ports or factories while some others seeking price concession, they added.

They, however, expect large volume of buyers' response on Tuesday onwards as Sunday was holiday and apparel sector trade body BKMEA has already asked its members to provide information in this regard.

On the other hand, Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA) is likely to write US buyers requesting them to have patience for a certain period and not to impose any additional cost burdens, like keep orders on hold and price discounts, to suppliers.

The trade body would also inform the buyers about the government's diplomatic engagement with the US authorities to align bilateral trade relationship with the US, they added.

Talking to the FE, AKM Saifur Rahman Farhad, vice president of Bangladesh Garment Buying House Association (BGBA), said one of his US customers has asked for price reduction for an order worth of US$0.3 million while wants to renegotiate for goods worth of US$0.175 million.

Abdullah Al Mamun, owner of Sense Garments BD, said he annually produces 0.2 million pieces of apparel for a US buyer and he already shipped goods for May, goods for June is on the process of shipment.

BGMEA is likely to write to US buyers requesting them to have patience for a certain period and not to impose any additional cost burdens

He, also a member of BGBA, said the buyer has asked for suspension of production scheduled for July and holding the fresh order of 0.22 million pieces of apparel for August.

Expressing concern, he said one of his supplier factories that solely produces goods for the buyers is now in uncertainty over a shipment of 0.3 million pieces of garment scheduled to reach US port within 10 to 15 days.

It is not possible to shift the products immediately, he added.

Both the BGBA leaders called for immediate measures from the government as buyers are also expressing concern as to what Bangladesh government is doing.

"They also want to be assured from our parts," Mr Farhad added.

When asked, Fazlee Shamim Ehsan said he also heard that one of the US buyers has asked a garment maker to hold his production for a week to let them better understand the situation.

Responding to a question, he said they are also likely to write to the buyers seeking their supports in the crisis period.

According to him, BKMEA members have received work orders worth of US$2.75 billion since last October to March.

The United States is the single largest export destination for Bangladesh made exportable products mostly readymade garments.

Bilateral trade between the two countries stood at US$10.58 billion in 2024 with Bangladesh maintaining a healthy trade surplus of US$6.15 billion.

Bangladesh exported goods worth US$8.37 billion to the US in 2024 while the country imported $2.21 billion worth of goods from the US.

Out of Bangladesh's US$8.37 billion exports to the US, apparel items fetched US$ 7.34 billion, according to data.

munni_fe@yahoo.com

DHAKA MONDAY APRIL 7, 2025
CHAITRA 24, 1431 BS
The Daily Star

UNREST AT CEPZ

Workers attack two factories, 15 hurt

STAFF CORRESPONDENT, *Ctg*

At least 15 people, including three senior executives, were injured after agitated workers launched an attack and vandalised the office of a shoe factory at the Chattogram Export Processing Zone (CEPZ) yesterday morning, protesting the termination of several employees.

The incident occurred at Excelsior Shoes Limited, where eight of the injured were later admitted to Chattogram Medical College Hospital.

The injured are General Manager Mohiuddin Ahmad, Quality Control Manager Kamrul Hasan, HR Manager Shakil Ahmed, senior guards Md Babul and Abdul Hakim, security guard Saimul Islam, security supervisor Mamun Ur Rashid, and a worker named Biplob.

Later in the day, terminated workers also staged demonstrations at JW Apparel, another factory within CEPZ, where they reportedly assaulted two to three officials and guards.

Production at both factories was suspended following the incidents, said CEPZ Executive Director Abdus Sobhan.

Workers attack two

FROM PAGE 5

According to Industrial Police and EPZ sources, a total of 173 workers were recently dismissed from three factories -- including Excelsior Shoes and JW Apparel -- during the Eid holidays.

The terminated employees were reportedly paid four months' basic salary along with other benefits.

Unrest erupted following the dismissals, with workers blocking the main CEPZ road for over 30 minutes yesterday afternoon.

Mohammad Solaiman, superintendent of the Industrial Police, Chattogram range, said the unrest at Excelsior Shoes Ltd began around 8:30am when the terminated workers gathered at the factory gate.

Quoting witnesses, he said the protesters broke the main gate, stormed the premises, and began attacking officials and staff.

Security supervisor Mamun, who was injured in the attack, said 60 to 70 people, including the terminated workers, forcibly entered the compound and beat up guards and officials.

They also vandalised office equipment, including glass doors, window panes, and computers.

GM Mohiuddin told The Daily Star that 40 of the terminated workers had been dismissed following discussions with the CEPZ authority, on charges of inciting unrest and involvement in earlier clashes in January and February.

All dues were cleared prior to termination, he added.

Abdus Sobhan, executive director of CEPZ, said the situation was brought under control with assistance from law enforcement agencies by 2:30pm.

কালের কণ্ঠ । মঙ্গলবার । ৮ এপ্রিল ২০২৫ ।

মার্চে ৪৪২ নারী নির্যাতিত ধর্ষণের ঘটনা ১৬৩

মহিলা পরিষদের প্রতিবেদন

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

দেশে গত মার্চ মাসে ২৪৮ কন্যাশিশু ও ১৯৪ জন নারী নির্যাতনের শিকার হয়েছেন বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ। গতকাল সোমবার গণমাধ্যমে পাঠানো এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানায় সংগঠনটির কেন্দ্রীয় লিগ্যাল এইড উপপরিষদ। দেশের ১৫টি দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের ভিত্তিতে এই জরিপ প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে।

মহিলা পরিষদ জানায়, পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ অনুসারে গত মার্চে মোট ৪৪২ জন নারী ও কন্যাশিশু নির্যাতনের শিকার হয়েছে। এর মধ্যে ধর্ষণের শিকার হয় ১২৫ কন্যাশিশুসহ ১৬৩ জন; ১৮ কন্যাশিশুসহ ৩৬ জন দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার হয়, দুই কন্যাশিশুকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয় ও দুই কন্যাশিশু ধর্ষণের কারণে আত্মহত্যা করেছে। এ ছাড়া ৫৫ কন্যাসহ ৭০ জনকে ধর্ষণের চেষ্টা করা হয়েছে।

প্রতিবেদনে আরো বলা হয়, মার্চে যৌন নিপীড়নের শিকার হয়েছে ১২ কন্যাশিশুসহ ১৬ জন। উত্ত্যক্তের শিকার হয়েছে ছয় কন্যাশিশুসহ আটজন। বিভিন্ন কারণে ৯ কন্যাশিশুসহ ৫৪ জনকে হত্যা ও দুজনকে হত্যার চেষ্টা করা হয়েছে। ৯ কন্যাশিশুসহ ২৯ জনের রহস্যজনক মৃত্যু হয়েছে। দুই কন্যাশিশুসহ ১৩ জনের আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেছে।

প্রতিবেদনের তথ্য মতে, মার্চে ২১ জন নারী ও কন্যাশিশু পাচারের শিকার হয়েছে। যৌতুকের কারণে নির্যাতনের শিকার হয়েছে পাঁচজন; এর মধ্যে দুজনকে হত্যা করা হয়। শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়েছে দুই কন্যাশিশুসহ ১৭ জন। পারিবারিক সহিংসতায় শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়েছে তিনজন। দুজন গৃহকর্মীকে হত্যার ঘটনা ঘটেছে। ছয় কন্যাশিশুসহ আটজন অপহরণ এবং দুই কন্যাসহ ১১ জন অপহরণের চেষ্টার শিকার হয়েছে। তিনজন সাইবার অপরাধের শিকার হয়েছে। বাল্যবিবাহের চেষ্টার ঘটনা ঘটেছে তিনটি। এ ছাড়া চার কন্যাশিশুসহ ১২ জন বিভিন্নভাবে নির্যাতনের শিকার হয়েছে।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন মঙ্গলবার ॥ ৮ এপ্রিল ২০২৫ ॥

পোশাক রপ্তানি

৫০ লাখ শ্রমিকের ক্ষতি এড়াতে হবে

বাংলাদেশি পণ্য যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানির ওপর ৩৭ শতাংশ শুল্কারোপ পোশাকশিল্পের জন্য ভয়াবহ অনিশ্চয়তা সৃষ্টি করেছে। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে শুল্ক নিয়ে যে জট বেঁধেছে, তা নিরসনে সরকারের পক্ষ থেকে সর্বোচ্চ চেষ্টাই করা হচ্ছে। বাংলাদেশে মার্কিন পণ্য আমদানিতে শুল্ক কমিয়ে বিদ্যমান সংকটের যাতে সুরাহা করা যায়, তা নিয়ে চলছে নিরন্তর চেষ্টা। এ মুহূর্তে পোশাকশিল্পের মালিকদের উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে যুক্তরাষ্ট্রে পণ্য রপ্তানিতে ৩৭ শতাংশ শুল্কারোপের পর যে শিপমেন্ট করা হয়েছে, সেগুলোর ক্ষেত্রে ওয়াশিংটনের কর্তারা কী সিদ্ধান্ত নেবেন। এ মুহূর্তে ৮০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের পণ্য শিপমেন্ট প্রক্রিয়ায় বন্দরে বা জাহাজে রয়েছে। সেগুলোর ক্ষেত্রে নতুন শুল্কনীতি কার্যকর হলে রপ্তানিকারকদের বড় ক্ষতির মুখে পড়তে হবে। স্মর্তব্য, ২ এপ্রিল মার্কিন প্রেসিডেন্ট অন্যান্য দেশের পাশাপাশি বাংলাদেশের ওপর ৩৭ শতাংশ শুল্কারোপ করেছেন। এই সিদ্ধান্ত ৯ এপ্রিল থেকে কার্যকর হবে। তার আগেই যেসব পণ্য শিপমেন্ট হয়েছে এবং যেসব পণ্য কারখানায় তৈরি হচ্ছে, এসব পণ্যের অর্ডার নেওয়া হয়েছে শুল্ক ঘোষণার আগে। যা যুক্তরাষ্ট্রে পৌঁছাবে ৯ এপ্রিল বাড়তি শুল্ক কার্যকর হওয়ার পর। ফলে অর্ডার পাওয়ার পর কারখানার পণ্য এবং শিপমেন্ট পণ্যের স্ট্যাটাস কী হবে, সেটি নিয়ে দেখা দিয়েছে অনিশ্চয়তা। শিপমেন্টের পণ্য স্থগিত হয়ে গেলে ব্যাক টু ব্যাক দায় খেলাপি হয়ে যাবে। ব্যাংকের দায় পরিশোধ না করা গেলে নতুন কোনো এলসি খুলবে না ব্যাংক। ফলে কারখানা বন্ধ করা ছাড়া উপায় থাকবে না। কারখানা বন্ধ হলে শ্রমিকের বেতন-ভাতা নিয়ে শঙ্কা তৈরি হবে। দেশে তৈরি পোশাক খাতে ৫০ লাখ ১৭ হাজার ৬৫২ জন শ্রমিক রয়েছেন। যার ৫৫ দশমিক ৫৭ শতাংশ অর্থাৎ ২৭ লাখ ৮৮ হাজার ৬১৬ জন নারী শ্রমিক। শুল্কজনিত জটিলতায় শিপমেন্ট স্থগিত হলে সবার আগে সমস্যায় পড়বেন স্বল্প আয়ের এই শ্রমিকরা। যুক্তরাষ্ট্র মানবাধিকারকে তাদের চলার পথের গাইডলাইন হিসেবে মানে। দেশের তৈরি পোশাকশিল্পের ওপর এক-ষষ্ঠাংশ মানুষ নির্ভরশীল। তাদের সিংহভাগই হতদরিদ্র। তাদের রক্ষায় সরকার ও গার্মেন্ট মালিকদের যুক্তরাষ্ট্র সরকার ও ব্যবসায়ীদের সঙ্গে সমঝোতায় আসতে আরও সক্রিয় হতে হবে।

THE BUSINESS STANDARD MONDAY 07.04.2025

How Bangladesh's apparel industry can navigate the US tariff shock

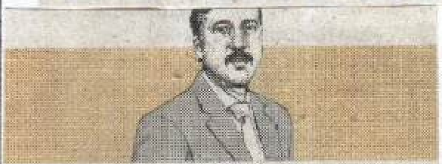

Ashikur Rahman Tuhin
Managing Director, TAD Group

The Trump administration's newly announced "reciprocal tariffs" are set to more than double duties on Bangladeshi exports to the US, dealing a major blow to the country's garment industry, which relies heavily on the American market

On Wednesday, President Donald Trump and the White House unveiled a list of new US "reciprocal tariff" rates, signalling significant changes for about 180 countries and territories that export goods to the United States.

According to the Trump administration, these new rates are roughly half of what each country imposes on American exports. The idea, they claim, is to level the playing field.

For Bangladesh, the impact is particularly harsh. Tariffs on Bangladeshi products have more than doubled, now ranging between 15% and 37%. The US is Bangladesh's largest export market for ready-made garments (RMG), with the country exporting around $8.4 billion worth of goods to the US in 2024 — of which $7.34 billion came from the garment sector alone.

Naturally, these new tariffs will pose a serious challenge for Bangladesh's apparel exports. What's more concerning is the disparity in how different countries are being treated under the new policy.

China, the world's largest apparel exporter, faces a 54% tariff. Vietnam, the third-largest, will be hit with a 46% rate. Yet Turkey, the fourth-largest apparel exporter, will face just a 10% tariff, while India — the fifth-largest — will see a 26% tariff. Even Pakistan, ranked ninth, will face a 29% rate, which is still 8% lower than Bangladesh's.

This uneven playing field may hinder Bangladesh's hopes of capitalising on the "China plus one" strategy — a shift many global buyers are exploring to diversify their supply chains away from China amid ongoing US-China tensions. With Trump back in office and these new tariffs in place, Bangladesh's competitive edge in the US market could take a serious hit.

To add salt to the wound, buyers will consider this increased tariff while negotiating prices with the Bangladeshi apparel manufacturers which may result in increased price pressure for the manufacturers who are already suffering from higher production costs vis-à-vis lower prices.

In a prompt response to the newly announced US tariff rates, the Press Secretary to the Honourable Chief Adviser stated on Facebook that the government is currently reviewing its own tariffs on goods imported from the United States. He added that the National Board of Revenue (NBR) is actively exploring options to adjust and rationalise these tariffs swiftly in order to address the issue.

We trust that the Chief Adviser, with his leadership and diplomatic acumen, will take proactive steps to handle the situation. A high-level committee must be formed

We trust that the Chief Adviser, with his leadership and diplomatic acumen, will take proactive steps to handle the situation. A high-level committee must be formed without delay to assess the implications and recommend appropriate responses.

without delay to assess the implications and recommend appropriate responses.

According to the US Department of Agriculture's Foreign Agricultural Service (FAS), Bangladesh is the fifth-largest export market for US cotton. Interestingly, we allow duty-free import of US cotton to support our ready-made garment (RMG) industry. In light of this, Bangladesh could reasonably request reciprocal treatment from the US — specifically, duty-free access for RMG products that are made using imported US cotton.

Given that Bangladesh currently maintains a trade surplus with the US, and that key imports from America — such as scrap iron ($577 million), raw cotton ($339 million), and petroleum gas — play a vital role in powering our industries, the proposed high-level committee may also consider exploring the possibility of a Free Trade Agreement (FTA) or a Preferential Trade Agreement (PTA) with the United States.

Such a move could not only help offset the impact of the new tariffs but also strengthen long-term trade relations between the two nations.

To exhaust the immediate shock, the government should support the exporters with incentives, subsidies and subsidised finance in the upcoming budget. In the long term, we have to decrease our apparel export dependency on traditional markets like the USA and EU and gradually increase the export exponentially in non-traditional markets like the Asian and Middle East markets as well as in emerging economies.

ASHIKUR RAHMAN TUHIN IS THE MANAGING DIRECTOR OF TAD GROUP. HE IS A FORMER DIRECTOR OF THE BANGLADESH GARMENT MANUFACTURERS AND EXPORTERS ASSOCIATION (BGMEA).

Disclaimer: The views and opinions expressed in this article are those of the authors and do not necessarily reflect the opinions and views of The Business Standard.

সময়ের আলো | মঙ্গলবার। ৮ এপ্রিল ২০২৫।

গৃহকর্মী নির্যাতন বন্ধে কঠোর ব্যবস্থা প্রয়োজন

শফিক হাসান
কথাসাহিত্যিক

আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে অন্যায় পথে পরিচালিত করে যারা, এরা নিশ্চয়ই আরও বড় অপরাধী; ঘৃণ্য দুর্নীতিবাজ। আমরা দুর্নীতিমুক্ত দেশ চাই মুখে মুখে, স্লোগানে স্লোগানে কিন্তু মূলোৎপাটনে কাজ করি না। গোড়ায় নজর দিই না। অপরাধীকে মাথায় তুলে নাচি। পাপাচারীদের যদি সামাজিকভাবে বয়কট করা যায়, স্বীয় কুকর্মের জন্য নিগৃহীত হতে হয় তাদের—এমন বেপরোয়া দাপট ও 'রাজার হাল' নিশ্চয়ই থাকবে না। রাজপথে, গলিপথে প্রতিটি মোড়ে মোড়ে ছবি ঝুলিয়ে রাখা হোক অপরাধীর ছবি। তিনি যত ক্ষমতাধরই হন না কেন। অন্তত এক আঁধার পৃথিবীতে আসার কথা বলেছেন জীবনানন্দ দাশ

অনেক কাণ্ড কিংবা অকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত থাকে চিত্রনায়িকা পরীমণির নাম। সম্প্রতি ফের আলোচনায় এসেছেন গৃহকর্মী নির্যাতনের অভিযোগে। এক বছরের শিশুসন্তানকে দুধ খাওয়ানোর ঘটনাকে কেন্দ্র করে নারী গৃহকর্মীর ওপরে চড়াও হওয়ার অভিযোগ উঠেছে তার বিরুদ্ধে। যদিও পরীমণি এই অভিযোগকে বানোয়াট বলে দাবি করেছেন। পাশাপাশি প্রচারমাধ্যমের দায়িত্বশীলতা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন। তবে বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত—গৃহকর্মীর ওপরে বর্বরোচিত নির্যাতন করা হয়। কয়েক দিন আগে একটি ইংরেজি দৈনিক পত্রিকার সাংবাদিক চাকরিচ্যুত হয়েছে গৃহকর্মী নির্যাতনের অভিযোগে। বিষয়টি আদালত পর্যন্ত গড়ালে পত্রিকাটিও ভাবমূর্তি সংকটে পড়ে। বাধ্য হয়ে তারা এমন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়। এর বাইরে যেসব জায়গায় ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হওয়ার ঘটনা ঘটে না, বিষয়গুলো ব্যক্তিগত কিংবা পারিবারিক থেকে যায়, এই সুযোগে তারা বছরের পর বছর মধ্যযুগীয় নির্যাতন-নিপীড়ন চালিয়ে যেতে থাকেন। বলাবাহুল্য, উচ্চবিত্ত ও অবস্থাপন্ন পরিবারগুলোই অবদমিত করে রাখে দরিদ্র শ্রেণির কিশোর-কিশোরী থেকে শুরু করে পূর্ণ বয়স্ক নারী ও পুরুষকে।

গৃহকর্মী নির্যাতন যেন প্রতিদিনকার সড়ক দুর্ঘটনায় সাধারণ মানুষের আহত-নিহত হওয়ার ঘটনার মতো প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাচ্ছে! গৃহকর্মী নির্যাতনের ঘটনা ঘটে চলেছে প্রচুর। যে চিত্র চোখের সামনে আসে, এর বাইরেও থেকে যায় আরও ভয়ংকর সব দৃশ্য। মনিব ও পৃথকভাবে মনিবপুত্র যে যৌন নিপীড়ন চালান সেটি কম সময়েই আলোচিত হয়। গৃহকর্ত্রীও সামাজিকতা ও মানসম্মানের কথা ভেবে লম্পট স্বামী-পুত্রের অপরাধ চেপে যান। দেশে শিশুশ্রম নিষিদ্ধ হলেও গৃহকর্মে নিয়োজিতদের বড় একটি অংশই নাবালক ও নাবালিকা। এরা সকাল-সন্ধ্যা নাশতা-পানি ঠিকমতো না পেলেও চড়-থাপ্পড় ঠিকই পেয়ে যায়। অবশ্য সংখ্যায় অল্প ব্যতিক্রমও আছে। ঠিকা কিংবা স্থায়ী গৃহকর্মীদের মানুষের সম্মান দেন এমন মানুষ দেশে এখনও বিরল নন।

শিক্ষিত লোকজনের নামও নির্যাতনকারীর তালিকায় চলে আসছে। এদের সত্যিকারের শিক্ষা, ভব্যতা-সভ্যতা ও রুচির বিষয়টিও ভাবতে হয়। ২০২১ সালের ১ আগস্টে সংবাদপত্রে এমন একটি সংবাদ এলো সামনে, যার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। নিউজ পোর্টালগুলো জানিয়েছিল চিত্রনায়িকা একার আটক হওয়ার সংবাদ। তিনিও গৃহকর্মী নির্যাতনে পিছিয়ে থাকেননি; অন্য অনেকের মতোই 'পারঙ্গমতা'র পরিচয় দিলেন!

প্রতিবেদনে জানানো হয়, ঢাকা মহানগর পুলিশের হাতিরঝিল থানা পুলিশ চিত্রনায়িকা একাকে আটক করেছে। গৃহকর্মীকে নির্যাতনের অভিযোগে তাকে থানায় জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ। গত ৩১ জুলাই সন্ধ্যা ৭টার দিকে রামপুরার নিরুম এলাকার চিত্রনায়িকা একার বাসা থেকে পুলিশ তাকে আটক করে। একাকে আটকের পর তার গৃহকর্মী হাজেরা বেগমকে (৩৫) চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। চিকিৎসা শেষে গৃহকর্মী হাজেরা বেগম থানায় এসে অভিযোগ দিলে পরবর্তী আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে জানায় পুলিশ।

'অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ ব্যবস্থা নেবে' এমন পরিস্থিতিতেই ধামাচাপা পড়ে যায় অনেক অপরাধ। সাধারণ মানুষ, যাদের পেটের ব্যবস্থা ও পিঠের ব্যবস্থা করার জন্যই কাটে অহর্নিশ, সচরাচর এরা বড় কোনো ঝুটঝামেলায় যেতে চায় না। আর যারা এদের মাথার ওপর 'মনিব' হয়ে আছে, তারা এখানে-ওখানে টাকা খরচ করে সহজেই বন্ধ করে ফেলতে পারে অনেকের মুখ। কথিত আছে, থানার দেয়ালের ইট-পাথরও ঘুষ খায়। দেয়াল যেদিন ঘুষ খাওয়া বন্ধ করবে, সেদিন সুবিচার পেতে শুধু করবে সাধারণ মানুষ। স্বাভাবিকভাবেই কমে আসবে অপরাধের মাত্রা।

চিত্রনায়িকা একা পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদের পরে একসময় ছাড়া পেয়ে বেরিয়েও এসেছেন। তারপর হিরো আলমের সঙ্গে ইউটিউব কনটেন্ট নির্মাণেও মডেল হয়েছেন সিনেমা যেহেতু ধ্বংস হয়েছে, এসব নিয়েই সময় কাটাতে হচ্ছে তাদের। আগে তো যাত্রাপালায় অভিনয়, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ নিতেন। এখন তো সেই সুযোগও নেই। একার 'দোকলা কাণ্ড' আমরা জেনেছি, অনেক সংবাদই কুঁড়িতেই শেষ হয়ে যায়। ফলোআপের প্রয়োজন হয় না কিংবা সংশ্লিষ্টরাও 'তুচ্ছ' ভেবে মাথাও ঘামান না। কেননা, এসব সংবাদে গ্ল্যামার নেই, ভাইরালও হয় না; সংবাদমূল্যও কম।

তারও আগে ঢাকাই সিনেমার তৃতীয় শ্রেণির নায়ক-নায়িকা মেহেদী ও ঝুমকার বিরুদ্ধেও উঠেছিল একই অভিযোগ। খুন্তি গরম করে গৃহকর্মীকে ছ্যাঁকা দিতেন এরা। গুলশানের একটি বাসায় লিভ টুগেদার করতেন অশ্লীলতার ক্ষেত্রে অভিযুক্ত এই দুই শিল্পী। সেই অভিযোগে তাদের বড় কোনো শাস্তি হয়েছে এমন কথা শোনা যায়নি। গৃহকর্মী নির্যাতনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হয়েছে এমন কোনো নজিরও আমাদের সামনে নেই। কেন নেই? প্রশ্নটা সহজ, উত্তরটা আরও সহজ। বাদী ও বিবাদী যদি সমান সমান না হয় আইন একদিকেই হেলে পড়তে বাধ্য!

মেহেদী-ঝুমকা থেকে আয়শা আরবী একা দীর্ঘ এই পথ পরিক্রমা। নতুন করে যুক্ত হলো পরীমণির নাম। এতটুকুও পাল্টায়নি অপসংস্কৃতি। লক্ষ করুন, চলচ্চিত্র হচ্ছে সবচেয়ে বড় শিল্পমাধ্যম। সেই হিসেবে এর শিল্পীরাও নিশ্চয়ই বড় সম্মানের আসনে আসীন। কথা হচ্ছে, কেমন শিল্পী তারা! যে শিল্পচর্চা তাদের ভেতরে সুকুমারবৃত্তিকে জাগ্রত রাখে না, সজাগ থাকে না বিবেকের বাতায়ন! রঙিন পর্দায় যে সততা ও নৈতিকতার বুলি এরা আওড়ান, ধরে রাখেন 'সৎ মানুষের' অবস্থান, বাস্তবে সেটির প্রতিফলন ঘটাতে পারেন না কেন! মনুষ্যত্বকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে দানবসত্তাকে কেন সামনে নিয়ে আসতে হয়, বারবার।

এরা বিচ্ছিন্ন ধারার নন। ব্যতিক্রমী অপরাধীও নন। এমন আরও অনেকেই আছেন গৃহকর্মীকে নির্যাতন করেন নানাভাবে। পান থেকে চুন খসলেই খুন্তির ছ্যাঁকায় ঝলসে দেওয়া হতো মেয়ে শিশুকর্মীর পিঠ, এমন দৃশ্যও আকছার দেখেছি আমরা। বছর পাঁচেক আগে নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে ওয়াশরুমের ভেন্টিলেটর দিয়ে পালাতে চাওয়া এক গৃহকর্মীর কথা নিশ্চয়ই আমরা ভুলে যাইনি। পথচারীদের নজরে পড়ায় বিষয়টি আলোচিত হয়েছে। দারিদ্র্যসীমার নিচে যাদের বসবাস, মূলত তারাই অন্যের বাসাবাড়িতে কাজ করতে যায়। বাড়িতে পরিবারের ভরণপোষণের জন্যও টাকা পাঠাতে হয়। তাই এরা পেটে খেয়ে পিঠে সওয়ার চেষ্টা করে। মুখ বুজে সয়ে যায় সব নির্যাতন-অপমান-গ্লানি। কালে-ভদ্রে দুয়েকটি ঘটনা ফাঁস হয়ে গেলেও কোথাও বর্ষাদিনে বৃষ্টিজল পতনের মতো 'টুপ' শব্দটিও হয় না। তার আগেই সব ম্যানেজ হয়ে যায়। এই প্রক্রিয়ায় আইনের হাত ঢুকে পড়ে অন্ধকারে।

অপরাধ দমনে যদি আমরা আন্তরিক হই, সবার আগে বন্ধ করতে হবে ক্ষমতা তোষণ; পদ-পদবি লেহন। বন্ধ করতে হবে ঘুষ সংস্কৃতি। বিগত দিনে অপরাধ বন্ধে শিক্ষাভবনে সিসি ক্যামেরা লাগাতে আমরা দেখেছি। এই আদলে প্রতিটি থানায়ও সিসি ক্যামেরায় লাগানো যায়। ঘুষ কিংবা অনৈতিক অন্য কোনো লেনদেনের একটা রেকর্ড যেন থাকে। টেকনাফ থানার ওসি প্রদীপের অপরাধের যত ফিরিস্তি বেরোচ্ছে এখন, তাকে, অনেক মানুষকে ও দেশকে সুরক্ষা দিতে বেশি কিছুর দরকার ছিল না। একটি ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা ওসি প্রদীপকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারত; দেখতে হতো না মেজর সিনহা মো. রাশেদ হত্যাসহ এত খুনোখুনিও। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে অন্যায় পথে পরিচালিত করে যারা, এরা নিশ্চয়ই আরও বড় অপরাধী; ঘৃণ্য দুর্নীতিবাজ। আমরা দুর্নীতিমুক্ত দেশ চাই মুখে মুখে, স্লোগানে স্লোগানে কিন্তু মূলোৎপাটনে কাজ করি না। গোড়ায় নজর দিই না। অপরাধীকে মাথায় তুলে নাচি। পাপাচারীদের যদি সামাজিকভাবে বয়কট করা যায়, স্বীয় কুকর্মের জন্য নিগৃহীত হতে হয় তাদের—এমন বেপরোয়া দাপট ও 'রাজার হাল' নিশ্চয়ই থাকবে না। রাজপথে, গলিপথে প্রতিটি মোড়ে মোড়ে ছবি ঝুলিয়ে রাখা হোক অপরাধীর ছবি। তিনি যত ক্ষমতাধরই হন না কেন।

অন্তত এক আঁধার পৃথিবীতে আসার কথা বলেছেন জীবনানন্দ দাশ। আঁধারের কথা বলতে বলতে শেষে এই সিদ্ধান্ত উপনীত হলেন তিনি 'শকুন ও শেয়ালের খাদ্য আজ মানুষের হৃদয়'। এই কাব্য-পঙ্ক্তি কত আগের; এখনও সমান প্রাসঙ্গিক। নিজেদের যাবতীয় ব্যর্থতার কথা ভেবে আমরা কাঁদতে পারি আরেকবার। আত্মশুদ্ধির জন্য কান্না। জল কি পাপ ধুয়ে নেয়? না নিলেও নিশ্চয়ই পরিষ্কার করবে মনের কালিমা।

গৃহকর্মী নির্যাতনকারী সব বীরপুঙ্গব ও বীরাঙ্গনা যেন সঠিক সাজা পান, তাদের কৃতকর্ম যেন মানুষ জানতে পারে—প্রচারমাধ্যম এই কাজটুকু করুক। প্রচারমাধ্যম ঘুমিয়ে পড়লে কিংবা ঢিলেঢালা ভূমিকায় থাকলে অন্ধকারের বাসিন্দারা ঠিকই প্রেতনৃত্য করবে। সেই সুযোগ তাদের দেওয়া হবে আরেকটি অবিবেচনাপ্রসূত কাজ!

পৃথিবী ক্ষুধামুক্ত হোক, বিলুপ্ত হোক 'গৃহকর্মী' নামের চাকরির পদটি। তখন বিলাসী মানুষ নিশ্চয়ই নিজের কাজ নিজেই করা শিখে যাবে!

বুধবার ৯ এপ্রিল ২০২৫ দৈনিক ইত্তেফাক

বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান বাড়াতে চার খাতে সংস্কার বাস্তবায়নের আহ্বান বিশ্বব্যাংকের

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

চারটি খাতে প্রয়োজনীয় সংস্কার কার্যকর করে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বিনিয়োগ আকর্ষণ করতে পারে। এর মাধ্যমে কর্মসংস্থানও বাড়বে। বিশ্বব্যাংকের নতুন বাংলাদেশ কান্ট্রি প্রাইভেট সেক্টর ডায়াগনস্টিক (সিপিএসডি) প্রতিবেদনে যে চারটি খাতে সংস্কারের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে সেগুলো হলো, পরিবেশবান্ধব সবুজ তৈরি পোশাক (আরএমজি), মধ্যবিত্তদের জন্য আবাসন, রং ও ডাই শিল্প, ডিজিটাল আর্থিক সেবা।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সুনির্দিষ্ট নীতিগত পদক্ষেপের মাধ্যমে বাংলাদেশ নতুন আবাসন ইউনিট নির্মাণে সহায়তা করে প্রতি বছর ২৩ দশমিক ৭ লাখ কর্মসংস্থান তৈরি করতে পারে। সেইসঙ্গে দেশীয় রং এবং ডাই উৎপাদন সম্প্রসারণ করে ৬ দশমিক ৬৪ লাখের বেশি আনুষ্ঠানিক কর্মসংস্থান তৈরি হতে পারে এবং ডিজিটাল আর্থিক সেবায় সংস্কারের মাধ্যমে ৯৬ হাজার থেকে ৪ লাখ ৬০ হাজার নতুন কর্মসংস্থান তৈরি করতে পারে।

মঙ্গলবার রাজধানীর ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে এক অনুষ্ঠানে এই প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে—এই খাতগুলোতে বিনিয়োগের পথে বাধা দূর করতে সরকার নিকট ভবিষ্যতে কিছু নির্দিষ্ট পদক্ষেপ নিতে পারলে সেগুলো দেশের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করবে, কর্মসংস্থান তৈরি করবে এবং স্বল্পোন্নত দেশের (এলডিসি) তালিকা থেকে উত্তরণের পর আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় সক্ষমতা রাখবে। প্রতিবেদনে বিশ্বব্যাংক গ্রুপ তৈরি পোশাক খাতকে পরিবেশ, টেকসই এবং শ্রমমানের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক মানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে উৎপাদন ব্যবস্থার আধুনিকায়নের ওপর জোর দেওয়া হয়। রং ও ডাই শিল্পের জন্য আমদানিকৃত কাঁচামালের শুল্ক শ্রেণিবিন্যাস ডিজিটাল করার পরামর্শ দেওয়া হয়। ডিজিটাল লেনদেন আরো সহজ করতে মোবাইল আর্থিক সেবায় বাণিজ্যিক লেনদেনের সীমা বৃদ্ধি করে 'মার্চেন্ট ওয়ালেট' ব্যবহারের জন্য নীতিমালা প্রণয়নের ওপরও গুরুত্ব দেওয়া হয়। উদ্বোধনের পর প্রতিবেদনের উপর একটি প্যানেল আলোচনার আয়োজন করা হয়, যেখানে বক্তব্য রাখেন অন্তর্বর্তী সরকারের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক দূত লুৎফে সিদ্দিকী, বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (বিডা) নির্বাহী চেয়ারম্যান চৌধুরী আশিক মাহমুদ বিন হারুন, বিশ্বব্যাংক ও আইএফসির ঢাকা অফিসের কর্মকর্তারা। চৌধুরী আশিক মাহমুদ বিন হারুন বলেন, বিশ্বব্যাংক গ্রুপের সুপারিশ বেসরকারি ভিত্তিক প্রবৃদ্ধির জন্য কার্যকর নীতিমালা ও কৌশল প্রণয়নে দিকনির্দেশনা দিচ্ছে। অন্তর্বর্তী সরকার একটি সহায়ক ব্যবসা পরিবেশ গড়ে তোলার পাশাপাশি উদীয়মান শিল্পগুলোকে সমর্থন দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বিশ্বব্যাংকের বাংলাদেশে ভারপ্রাপ্ত কান্ট্রি ডিরেক্টর গেইল মার্টিন বলেন, নতুন এবং উদীয়মান চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বাংলাদেশে জরুরি এবং রূপান্তরমূলক

দৈনিক ইত্তেফাক বুধবার ২৬ চৈত্র ১৪৩১, ৯ এপ্রিল ২০২৫

সম্মিলিত গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশনের উদ্বেগ

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

যুক্তরাষ্ট্রের ৩৭ শতাংশ পালটা শুল্কে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক পণ্যের রপ্তানির ওপর প্রভাব পড়বে, যা দেশের জন্য উদ্বেগজনক বলে মন্তব্য করেছে সম্মিলিত গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশন।

এই সংগঠন বলেছে, পালটা শুল্ক আরোপের ফলে দেশের তৈরি পোশাকশিল্পের প্রতিযোগিতা সক্ষমতা কমে যাবে। ফলে যুক্তরাষ্ট্রের ক্রেতারা বিকল্প উৎসে পণ্য সংগ্রহ করতে উৎসাহিত হবেন। সংগঠনের পক্ষ থেকে গণমাধ্যমে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা বলা হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে আরো বলা হয়, অনেক বাংলাদেশি পোশাক রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান যুক্তরাষ্ট্রের বাজার থেকে সরে আসতে বাধ্য হতে পারে। ফলে এর সরাসরি প্রভাব পড়বে শ্রমিকদের ওপর। কিছু কারখানাও বন্ধ হয়ে যেতে পারে। ইতিমধ্যে শ্রমিক ছাঁটাইয়ের আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। ফলে শ্রমজীবী মানুষের জীবন-জীবিকা চরম ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তার মুখে পড়বে। উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বৈদেশিক আয়ের একটি বড় অংশ তৈরি পোশাক খাত থেকে অর্জিত হয়। এই খাতে প্রায় ৪০ লাখের বেশি শ্রমিক কাজ করেন, যাদের বেশির ভাগ নারী শ্রমিক। এ ছাড়া এই পোশাক খাতে কাজ করা নারীদের জন্য তেমন কোনো বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টিও হয়নি। এই খাতের ওপরই তাদের কর্মসংস্থানের জন্য নির্ভরশীল। পালটা শুল্ক আরোপের বিষয়টি কূটনৈতিকভাবে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের সঙ্গে আলোচনার জন্য বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আহ্বান জানায় সংগঠনটি। এক্ষেত্রে মূল্যবৃদ্ধির প্রভাব যেন শ্রমিকের মজুরির ওপর না পড়ে, তার দায়ভার ক্রেতা প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিতে হবে।

শ্রমিকের চাকরির নিরাপত্তার স্বার্থে ব্র্যান্ড ও ক্রেতা প্রতিষ্ঠান স্বচ্ছতা অবলম্বন করার আহ্বান জানানো হয়। এই পরিস্থিতিতে একমাত্র ক্রেতা প্রতিষ্ঠান পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে রেখে শ্রমিকদের ন্যায্য পাওনা বুঝিয়ে দিতে পারবে।

বৃহস্পতিবার ১০ এপ্রিল ২০২৫ দৈনিক ইত্তেফাক

চট্টগ্রামে গুলিতে শ্রমিকের মৃত্যুর ঘটনায় নওফেল লতিফ বাচ্চুসহ ৩২৫ জনকে আসামি করে মামলা

■ চট্টগ্রাম অফিস

চট্টগ্রামে গত বছরের ৫ আগস্ট গুলিবিদ্ধ হয়ে মো. ইউসুফ নামে এক শ্রমিকের মৃত্যুর ঘটনায় মামলা করেছে পরিবার। মামলায় সাবেক শিক্ষামন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেলসহ ২৫ জনকে এজাহারনামীয় এবং অজ্ঞাতনামা ২০০ থেকে ৩০০ জনকে আসামি করা হয়েছে। গতকাল বুধবার নগরীর ডবলমুরিং থানায় বাদী হয়ে মামলাটি করেন নিহত শ্রমিকের বাবা মো. ইউনুস। মামলার অন্যান্য উল্লেখযোগ্য আসামিরা হলেন সাবেক সংসদ সদস্য মহিউদ্দিন বাচ্চু ও এম এ লতিফ, নগর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আ জ ম নাছির উদ্দিন, সাবেক কাউন্সিলর মোর্শেদ আক্তার চৌধুরী, ওয়াসিম উদ্দিন চৌধুরী, তৌফিক আহম্মেদ চৌধুরী, আরশাদুল আলম বাচ্চু, জাফর আলম চৌধুরী, আব্দুস সবুর লিটন, নগর ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক নুরুল আজিম রনি, আওয়ামী লীগ নেতা দিদারুল আলম মাসুম, ডবলমুরিং থানা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি মোস্তফা কামাল টিপু প্রমুখ।

মামলার বিষয়টি নিশ্চিত করে ডবলমুরিং থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কাজী রফিকুল ইসলাম বলেন, গত বছরের ৫ আগস্ট বিজয় মিছিল পরবর্তীতে দেওয়ানহাট মোড়ে এক শ্রমিক গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যায়। ঐ ঘটনায় তার বাবা ইউনুস বাদী হয়ে সাবেক শিক্ষামন্ত্রীসহ ২৫ জনের নাম উল্লেখ করে অজ্ঞাত আরো ২০০ থেকে ৩০০ জনকে আসামি করে একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন। মামলাটি তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

NEW AGE
TUESDAY, APRIL 8, 2025,

23 killed daily in road accidents during Eid: report

Staff Correspondent

NEARLY 23 people were killed daily on average in road accidents between March 26 and April 5 during Eid-ul-Fitr, one of the biggest religious festivals of Muslims, according to a Road Safety Foundation report published on Monday.

At least 249 people were killed in 257 road accidents in the 11 days, it also showed.

The report was prepared on the basis of news published in different media outlets, said a press release issued by the Road Safety Foundation, a non-government organisation working for passengers' rights and safety.

The report said that as per different media reports, the number of people injured in the road accidents in the period was 553, but the number would be over 2,000 in reality.

Among the fatal victims, the highest, 42.57 per cent, was killed in motorcycle-related accidents.

In the same period, 13 people were killed and 15 others were injured in six waterways accidents and 12 people were killed and eight others injured in 17 railways accidents, the report showed.

Eid-ul-Fitr was celebrated in the country on March 31.

On the occasion, the government announced a five-day holiday from March 29 to April 2. April 3 was announced a general holiday, which was followed by weekly holidays of April 4 and 5. March 28 was also a weekly holiday.

The RSF report said that between March 26 and April 5, 106 motorcyclists and their pillion riders were killed followed by 49 passengers of three-wheeler vehicles, including auto-rickshaws, battery-run rickshaws, easy-bikes, auto-vans and legunas, 39 pedestrians, 32 transport workers, 18 drivers and passengers of cars, microbuses and ambulances, 14 bus passengers, 10 passengers of locally made transports like nasimons, karimons, and bhatbhatis, nine illegal passengers of trucks, pickup, tractors, lorries and covered vans and four bicyclists.

In the motorcycle-related accidents, 13 pedestrians were killed and 57 per cent of the victims of these accidents aged between 14 and 20 years.

Among all the deceased, 59 were children.

Of the accidents, the highest, 38.13 per cent, took place on regional highways and the highest, 26.84 per cent, took place in the afternoon.

The highest, 43.96 per cent, was caused as the drivers lost control of their vehicles, followed by 26.45 per cent by head-on collisions, 15.95 per cent in which vehicles hit pedestrians, 9.33 per cent when vehicles were hit by other vehicles from behind and 4.28 per cent by other reasons.

In the Dhaka division the highest number of accidents, 74, were occurred and the highest number of people, 62, were killed while in the capital, in 31 accidents seven were killed and 48 others were injured.

The RSF report also said that only in two days of Eid holidays, 571 people were admitted to the National Institute of Traumatology and Orthopaedic Rehabilitation in Dhaka after getting injured in road accidents, mostly motorcycle related.

The foundation blamed vehicles without fitness on roads, reckless driving, unskilled drivers on roads, tendency to violate laws and lack of capacity of the authorities for the road accidents.

It recommended taking initiatives to increase skills of drivers, ensuring fixed salaries for drivers and implementation of laws to check road accidents.

The Daily Star
TUESDAY APRIL 8, 2025

Some US RMG buyers want price cuts

Many put work orders on hold

REFAYET ULLAH MIRDHA

Some of the US clothing and footwear retailers and brands are demanding a big discount from Bangladeshi suppliers, and are putting the work orders on hold to adjust the new reciprocal tariff measures, exporters said.

In some cases, the buyers are demanding a 10 percent discount from local suppliers on the ready-to-ship goods and are asking the local manufacturers to delay the process of making garments.

The local suppliers are now trying to negotiate prices of garments under the new tariff regime. However, not all the US buyers are demanding the price cuts as many are trying to wait and see.

The suppliers and the brands are doing their homework.

For instance, a US buyer in Bangladesh has sought a 10 percent discount on the ready-to-ship goods and suggested bearing 3.3 percent discounts by suppliers, 3.3 percent by fabric suppliers, and 3.3 percent by retailers, said an exporter, wishing not to be named.

It is true that some of the US buyers are demanding discounts from the local suppliers, said Rubana Huq, former president of Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA). She, however, declined to mention the names of retailers and brands.

Faruque Hassan, managing director of Giant Group, said his US buyers have not yet demanded discounts, and the work orders his company got will continue, but new work orders may slow down.

He added that nearly 30 percent work orders from the US retailers and brands may drop as the buyers will prefer shifting work orders to Egypt, Jordan, and India as those countries are levied lower tariffs than that of Bangladesh.

Syed M Tanvir, managing director of Pacific Jeans, said his business is continuing as usual.

He is optimistic that Bangladesh will perform better in exporting cotton fabric made garments as Bangladesh is very strong in this area.

China and Vietnam are facing more duty than Bangladesh in the US markets.

Moreover, Bangladesh has improved the quality, compliance and the capacity a lot over the years.

"I really hope Bangladesh can convince the US to drop the tariffs to 10 percent. If your tariff stays at 37 percent and other countries stay as now, Bangladesh will lose considerable knit and shirt business to India, and some denim / bottoms will be lost to Pakistan, Egypt and Kenya," a US buyer sent the message to a local supplier asking not to be named. The local supplier shared this message with The Daily Star in WhatsApp.

"A lot will change over the next few weeks, for sure. But we are heading towards a tough period for sure," the US buyer also said in the message.

Mohiuddin Rubel, former director of BGMEA and managing director of Bangladesh Apparel Exchange, told this newspaper that some buyers have already requested that shipments be put on hold until further notice.

"In particular, smaller buyers are pressuring suppliers to either absorb the full tariff or share the cost, which is not an ethical practice. Large brands and buyers have not taken any decisions yet. We hope that they will decide by today or tomorrow, as their working week has started," Rubel said.

It will be very difficult for exporters to absorb this. "We hope the brands will make their decisions with due consideration for the situation of their suppliers and the over 4 million workers in the apparel industry. We trust they will not abandon anyone," he added.

শোভন কাজ

সময়ের আলো বৃহস্পতিবার। ১০ এপ্রিল ২০২৫

- নতুন আবাসন ইউনিট নির্মাণে সহায়তা করে প্রতি বছর ২৩ লাখ ৭০ হাজার কর্মসংস্থান তৈরি করতে পারে
- দেশীয় রং ও ডাইং উৎপাদন, সম্প্রসারণ করে আরও ৬ লাখ ৬৪ হাজার আনুষ্ঠানিক কর্মসংস্থান সৃষ্টি হতে পারে
- ডিজিটাল আর্থিক সেবা সংস্কার করে ৯৬ হাজার থেকে ৪ লাখ ৬০ হাজার নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির সুযোগ আছে

- বাণিজ্য ও বিনিয়োগ উন্নয়ন সহযোগিতায় ৪ প্রতিষ্ঠানের অভিপত্র সই

চার খাতে সংস্কারেই মিলবে ৩৫ লাখ কর্মসংস্থান

চীনের হান্ডা বিনিয়োগ করবে ১৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার

আজ শেষ হচ্ছে বিনিয়োগ সম্মেলন

মিলছে বিনিয়োগ প্রতিশ্রুতি খুলছে কর্মসংস্থানের পথ

● নিজস্ব প্রতিবেদক

চার দিনের বিনিয়োগ সম্মেলন শেষ হচ্ছে আজ বৃহস্পতিবার। এই সম্মেলনের মাধ্যমে দেশি-বিদেশি উদ্যোক্তাদের কাছ থেকে মিলেছে বিনিয়োগ প্রতিশ্রুতি। দেশের বেসরকারি খাতের উদ্যোক্তাদের সঙ্গে বিনিয়োগ চুক্তিও করছে বিদেশি অনেক প্রতিষ্ঠান। এ ছাড়া এই বিনিয়োগ সম্মেলনে নতুন নতুন কর্মসংস্থানেরও পথ খুলছে।

সম্মেলনের তৃতীয় দিন গতকাল বুধবার একটি সেমিনারে উল্লেখ করা হয়েছে, দেশে চারটি খাতে প্রয়োজনীয় সংস্কার করতে পারলে বিপুলসংখ্যক বিদেশি বিনিয়োগ পাওয়ার সম্ভাবনা আছে এবং এতে করে প্রায় ৩৫ লাখ নতুন কর্মসংস্থান বাড়বে বলে ধারণা করা হচ্ছে। খাত চারটি হলো–পরিবেশবান্ধব তৈরি পোশাক, মধ্যবিত্তদের জন্য আবাসন, রং ও ডাইং শিল্প এবং ডিজিটাল আর্থিক সেবা। বাংলাদেশ বিনিয়োগ শীর্ষ সম্মেলন ২০২৫-এ বিশ্বব্যাংক গ্রুপের 'কান্ট্রি প্রাইভেট সেক্টর ডায়াগনস্টিক' শীর্ষক প্রতিবেদনে এসব কথা বলা হয়েছে। হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে বাংলাদেশ বিনিয়োগ শীর্ষ সম্মেলন ২০২৫-এ বিশ্বব্যাংক গ্রুপের কান্ট্রি প্রাইভেট সেক্টর ডায়াগনস্টিক শীর্ষক এক প্রতিবেদনে এসব কথা বলা হয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সুনির্দিষ্ট নীতিগত পদক্ষেপের মাধ্যমে বাংলাদেশ নতুন আবাসন ইউনিট নির্মাণে সহায়তা করে প্রতি বছর ২৩ লাখ ৭০ হাজার কর্মসংস্থান তৈরি করতে পারে। দেশীয় রং ও ডাইং উৎপাদন, সম্প্রসারণ করে আরও ৬ লাখ ৬৪ হাজার আনুষ্ঠানিক কর্মসংস্থান সৃষ্টি হতে পারে। এ ছাড়া ডিজিটাল আর্থিক সেবা সংস্কার করে ৯৬ হাজার থেকে ৪ লাখ ৬০ হাজার নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির সুযোগ আছে।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, এই চার খাতে বিনিয়োগে বিদ্যমান বাধা দূর করতে সরকার কিছু সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নিতে পারলে সেগুলো দেশের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করবে, তৈরি হবে কর্মসংস্থান এবং স্বল্পোন্নত দেশের (এলডিসি) তালিকা থেকে উত্তরণে প্রতিযোগিতায় সক্ষমতা তৈরিতে সহায়ক হবে।

এতে বলা হয়, তৈরি পোশাক খাতকে পরিবেশ, টেকসই এবং শ্রমমানের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক মানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে উৎপাদন ব্যবস্থার আধুনিকায়নের ওপর জোর দিতে হবে। এ ছাড়া ডিজিটাল মানচিত্র ও সম্পত্তি নিবন্ধনে নিয়ন্ত্রক কাঠামো শক্তিশালী করার আহ্বান জানানো হয়েছে, যাতে গৃহঋণ প্রাপ্তি সহজ হয়। এ ছাড়া সম্পত্তির মূল্যায়ন বিশ্বব্যাংকের ভাষায়, 'পুরোনো ট্যাক্স মূল্য'-এর পরিবর্তে বর্তমান বাজারমূল্যে যেন হয়।

বাংলাদেশ সিপিএসডি উন্মোচনের পর প্রকাশিত প্রতিবেদনের ওপর একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে বক্তব্য রাখেন সরকারের আন্তর্জাতিক সম্পর্কবিষয়ক দূত লুৎফে সিদ্দিকী, বিডা চেয়ারম্যান চৌধুরী আশিক মাহমুদ বিন হারুন। নিপ্পন পেইন্টের অরূপ মিত্র, বিকাশের কমল কাদির, ব্র্যাক ব্যাংকের এমডি সেলিম আর এফ হোসেন, অনন্ত গ্রুপের এমডি শরীফ জাহির এবং এবিসি রিয়েল এস্টেটের এমডি শ্রাবন্তী দত্ত এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

চীনের হান্ডা বিনিয়োগ করবে ১৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার : চীনের বিখ্যাত পোশাক প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান হান্ডা উন্নতমানের বোনা বস্ত্র, রঞ্জন প্রক্রিয়া এবং পোশাক উৎপাদনের জন্য বাংলাদেশে ১৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করবে। গতকাল বুধবার প্রধান উপদেষ্টার উপ-প্রেস সচিব আবুল কালাম আজাদ মজুমদার এক বার্তায় এ তথ্য জানান।

বার্তায় বলা হয়, অর্থনৈতিক অঞ্চলের অধীনে বস্ত্র ও রঞ্জন খাতে ১০০ মিলিয়ন ডলার এবং রফতানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলের অধীনে পোশাক শিল্পে ৫০ মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করবে। এই লক্ষ্যে বিডা এবং বেজার নির্বাহী চেয়ারম্যান চৌধুরী আশিক মাহমুদ বিন হারুন এবং হান্ডা (ঢাকা) টেক্সটাইল কোং লিমিটেডের চেয়ারম্যান হেং জেলি তাদের নিজ নিজ পক্ষের একটি সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) স্বাক্ষর করেছেন। বিনিয়োগ সম্মেলনে অংশ নিতে এসে তারা এ ঘোষণা দিলেন।

বাণিজ্য ও বিনিয়োগ উন্নয়ন সহযোগিতায় ৪ প্রতিষ্ঠানের অভিপত্র স্বাক্ষর : এদিকে সম্মেলনের তৃতীয় দিন গতকাল বুধবার বাণিজ্য ও বিনিয়োগ উন্নয়নে সহযোগিতার লক্ষ্যে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা), বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) ও জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউএনডিপি) একটি অভিপত্র স্বাক্ষর করেছে। রাজধানীর হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে এ অভিপত্র স্বাক্ষর করা হয়।

প্রতিষ্ঠানগুলোর পক্ষে অভিপত্রে স্বাক্ষর করেন বিডার নির্বাহী চেয়ারম্যান চৌধুরী আশিক মাহমুদ বিন হারুন, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব মাহবুবুর রহমান, আইএলও বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর টুওমো পউটিয়াইনেন ও ইউএনডিপির আবাসিক প্রতিনিধি স্টেফান লিলার। প্রধান উপদেষ্টার ডেপুটি প্রেস সেক্রেটারি আবুল কালাম আজাদ মজুমদার এ তথ্য জানান।

প্রাণ-আরএফএলের কাছ থেকে সৌরবিদ্যুৎ কিনবে এইচঅ্যান্ডএম : দেশের শীর্ষস্থানীয় শিল্পগোষ্ঠী প্রাণ-আরএফএল গ্রুপ সৌরবিদ্যুৎ থেকে নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎপাদন করবে। আর এ বিদ্যুৎ কিনবে বিশ্বের খ্যাতনামা পোশাক বিপণনকারী সুইডিশ ব্র্যান্ড এইচঅ্যান্ডএমের (হেন্স অ্যান্ড মরিটজ) পোশাক সরবরাহকারী বাংলাদেশি প্রতিষ্ঠানগুলো।

বিনিয়োগ সম্মেলনের তৃতীয় দিনে এ বিষয়ে এইচঅ্যান্ডএম, প্রাণ-আরএফএল ও বিশ্বব্যাংক গ্রুপের প্রতিষ্ঠান ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্স করপোরেশনের (আইএফসি) মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে। চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে অন্তর্বর্তী সরকারের বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান উপস্থিত ছিলেন।

প্রাণ-আরএফএল গ্রুপের চেয়ারম্যান ও প্রধান নির্বাহী আহসান খান চৌধুরী, এইচঅ্যান্ডএমের হেড অব সাসটেইনেবিলিটি ফর প্রোডাকশন ইউসেফ এল নটুর, আইএফসির এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের পরিচালক বিক্রম কুমার এ সময় নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

জানা গেছে, মৌলভীবাজার জেলার গোবিন্দপুরে অবস্থিত সমন্বিত কৃষি খামারে এই বিদ্যুৎ উৎপাদন করবে প্রাণ-আরএফএল গ্রুপ। এই জ্বালানি উৎপাদনে তাদের অর্থায়ন করবে ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্স করপোরেশন। প্রাথমিকভাবে ১০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। মৌলভীবাজারের সমন্বিত কৃষি খামারে ৩৫০ একর জমি রয়েছে প্রাণ-আরএফএল গ্রুপের। এই জমিতে সৌর প্যানেল স্থাপন করা হবে।

THE FINANCIAL EXPRESS Thursday • April 10, 2025

H&M, Pran, IFC join hands to promote renewable electricity in RMG sector

FE REPORT

H&M Group, Pran Group and IFC teamed up to advance the agenda of renewable electricity in Bangladesh's readymade garment (RMG) sector.

In this connection, the three organisations signed a memorandum of understanding (MoU) to further renewable electricity uptake in the RMG industry, according to a statement.

Energy secretary Muhammad Fouzul Kabir Khan was present at the event held on Wednesday at a session of Bangladesh Investment Summit 2025 held in a city hotel.

The MOU paves the way for piloting the first CPPA (Corporate Power Purchase Agreement) in Bangladesh, therefore creating the basis for advancing the legal framework that will enable a systematic reduction of the carbon emissions from this key industry of the country, added the statement.

It added that under this project, with financing from the IFC (International Finance Corporation) and the leading role of Pran RFL Group, H&M Group will connect a number of selected suppliers to a new solar park.

The innovative project will constitute the first off-site solar park that will utilise the grid transmission, reaching several RMG factories, that will immediately reduce their emissions.

Additionally, this project will further facilitate the path of the industry towards electrification.

In order to reduce greenhouse gas emissions, and reach the H&M goal to source 100 per cent renewable electricity in the supply chain by 2030, it is the key that H&M's suppliers have access to renewable electricity and solutions in a shift from fossil fuels.

The MOU paves the way for piloting the first Corporate Power Purchase Agreement in Bangladesh

And for this to be possible Corporate Power Purchase Agreements are a key reform. With CPPA, the factories can selectively buy from the grid the renewable energy, through specific contracts.

This will increase the options available today for suppliers. Indeed, there are at the moment limitations to procuring renewable energy: on-site solar projects are capped by the extent of the available rooftops and the portion of the grid that is renewable is at the moment very low (below 5 per cent).

Additionally, legal developments towards enabling CPPA will ensure the next steps of electrification, which is now proven to be the only possible systemic approach to reducing carbon emissions, added the statement.

"Finally, in this way the industry can diversify its fuel use, which today in Bangladesh is largely dependent on gas."

IFC has been involved globally to support the development of renewable energy aligned to IFC's climate commitments, while Pran Group is a pioneer in the area of renewable energy, it said.

H&M Group will support its suppliers' connection to the project, therefore immediately supporting its commercial viability.

The participation of the Government at the signing ceremony will make sure that learnings of this project can support the next steps of Bangladesh authorities to make CPPA a reality in the country.

The shift towards renewable energy will be a key to maintaining the competitiveness of the RMG industry of Bangladesh, against changing regulatory environment that will require a reduced environmental footprint for products imported to the European Union markets and beyond, it added.

The statement quoted H&M regional country manager Ziaur Rahman as saying, "One of the major obstacles on our decarbonisation journey is access to renewable alternatives in our supply chain."

That is where most of the greenhouse gas emissions take place, and also where they need to find partnerships and industry-wide solutions, he said.

This MoU paves the way for Bangladesh to advance policy reforms and open up for future opportunities to connect the RMG industry with renewable energy generation.

Citing researches, the statement said the fashion industry is one of the highest emitting industries, responsible for between 5.0 per cent and 10 per cent of global emissions.

More than 60 per cent of a garment's climate impact happens during manufacturing, the so-called scope 3 emissions. The production of fibers, material processing, dyeing, and finishing necessitates a substantial amount of energy and relies heavily on various natural resources.

Munni_fe@yahoo.com

কালের কণ্ঠ
ঢাকা। শুক্রবার। ১১ এপ্রিল ২০২৫

শুল্কযুদ্ধের প্রভাব এবং আমাদের কৌশল

নিরঞ্জন রায়

প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ক্ষমতায় এসেই যে শুল্কযুদ্ধ শুরু করেছেন, তার ধাক্কা বাংলাদেশের ওপরও এসে পড়েছে। অনেকে আশঙ্কা করছে যে এই শুল্কযুদ্ধের কারণে বিশ্বব্যাপী এক মারাত্মক অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দিতে পারে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে বড় সমস্যা, আমাদের প্রধান রপ্তানি পণ্য হচ্ছে তৈরি পোশাক এবং এর বড় বাজার আমেরিকা

প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ক্ষমতায় এসেই যে শুল্কযুদ্ধ (ট্যারিফ ওয়ার) শুরু করেছেন, তার ধাক্কা এখন বাংলাদেশের ওপরও এসে পড়েছে। এবারের উচ্চ শুল্কহারের সঙ্গে একটি নতুন ধারণা প্রচারণায় চলে এসেছে, তা হচ্ছে শুল্কযুদ্ধ। এত দিন আমরা শুল্কারোপ তথা উচ্চ শুল্ক ও পাল্টা শুল্ক আরোপের কথা শুনেছি, কিন্তু এই প্রথম শুল্কযুদ্ধের কথা শুনলাম। এর কারণও আছে। আগে প্রথমে শুল্ক আরোপ করা হয়েছে এবং এর প্রভাব দেখে পাল্টা ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে। পরবর্তী সময়ে আলোচনার মাধ্যমে এই শুল্ক সমস্যার সমাধান করা হয়েছে। এবার ঘটেছে একেবারে উল্টো অবস্থা। উচ্চ শুল্ক আরোপের আগেই শুরু হয়ে গেছে হুমকি-পাল্টাহুমকি। সাধারণত শুল্কারোপের দিন থেকে কমপক্ষে তিন মাস পরে এসে এর প্রভাব অর্থনীতিতে দেখা যায়। কিন্তু আগেই হুমকি-পাল্টাহুমকির প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেছে।

অধিকন্তু এই ধরনের বাণিজ্যিক উত্তেজনা নিরসনে কোনো তরফ থেকে আলোচনার উদ্যোগ নেই। একেবারে কনভেনশনাল যুদ্ধের মতো। প্রথমে হুংকার-পাল্টাহুংকার দিয়ে যুদ্ধের পরিবেশ তৈরি করা। তারপর আলোচনার সুযোগ পরিহার করে আক্রমণ শুরু করে রীতিমতো যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া। ঠিক একই রকম অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে আমেরিকার উচ্চ শুল্কারোপ এবং পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে অন্যান্য দেশেরও উচ্চ শুল্কারোপের সিদ্ধান্ত গ্রহণের মধ্য দিয়ে। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ বা ইসরায়েল-হামাস যুদ্ধ এড়াতে বা বন্ধ করতে জাতিসংঘ যেমন কোনো ভূমিকা রাখতে না পেরে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেছে, ঠিক একই অবস্থা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের জাতিসংঘ বলে খ্যাত বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (ডব্লিউটিও বা ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন) বেলায়। এই সংস্থাও শুল্কযুদ্ধ থামাতে কোনো রকম পদক্ষেপ নিতে না পেরে নীরব দর্শকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। এসব কারণেই এবারের শুল্কহারের বিষয়টিকে শুল্কযুদ্ধ বা ট্যারিফ ওয়ার হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে এবং এভাবেই প্রচারণা পেয়েছে।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের নির্বিচারে উচ্চ শুল্কহার আরোপ এবং পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে অন্যান্য দেশ একই রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করায় বিশ্বব্যাপী এর মারাত্মক প্রভাব নিয়ে অর্থনীতিবিদ ও বিশেষজ্ঞ মহল উদ্বিগ্ন। অনেকে আশঙ্কা করছেন যে এই শুল্কযুদ্ধের কারণে বিশ্বব্যাপী এক মারাত্মক অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দিতে পারে। অনেকে পরিস্থিতিকে ১৯৩০-এর দশকের মহামন্দার সঙ্গে তুলনা করছেন। কেননা তখনো এভাবেই উচ্চ শুল্কারোপ, প্রতিটি দেশের বাণিজ্যের রক্ষণশীল অবস্থান এবং একলা চলার নীতি অনুসরণ করায় বিশ্ব অর্থনীতিতে চরম সংকট দেখা দেয়, যা বিশ্বে তখন এক মহামন্দার সৃষ্টি করে। অনেকেই সে রকম লক্ষণ দেখতে পাচ্ছেন। সে রকম কিছু আলামত তো দৃশ্যমান। এরই মধ্যে অনেক ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান তাদের ব্যাবসায়িক কার্যক্রম সংকুচিত করতে শুরু করেছে। কানাডার বিশাল রিটেইল স্টোর, হাডসন বে বন্ধ হয়ে গেছে। আমেরিকার জনপ্রিয় রিটেইল স্টোর, মেসি এবং জেসি পেনি তাদের অনেকগুলো স্টোর বন্ধ করার ঘোষণা দিয়েছে। একই অবস্থা গাড়ি প্রস্তুতকারী কম্পানিসহ অন্যান্য খাতেও। এরই মধ্যে ব্যাপক চাকরি হারানোর সংবাদও প্রকাশিত হচ্ছে। আর স্টক মার্কেটের কথা না বলাই ভালো। আমেরিকার অনেক শেয়ারের ব্যাপক দরপতন ঘটেছে এবং ওয়াল স্ট্রিট থেকে মাত্র তিন দিনের ব্যবধানে তিন ট্রিলিয়ন ডলার বাজার মূলধন উধাও হয়েছে। এসবই অর্থনৈতিক মন্দার আলামত।

এই শুল্কযুদ্ধের কারণে কি বিশ্বে অর্থনৈতিক মন্দা, না মহামন্দা হবে, তা হয়তো সময় বলবে। কিন্তু এর মারাত্মক প্রভাব যে বিশ্বের অনেক দেশের ওপর পড়বে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বাদ যাবে না বাংলাদেশও। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে বড় সমস্যা, আমাদের উল্লেখযোগ্য এবং গুরুত্বপূর্ণ রপ্তানি পণ্য হচ্ছে তৈরি পোশাক। এ রকম একটি গুরুত্বপূর্ণ রপ্তানি খাতের ওপর ট্রাম্প প্রশাসন এরই মধ্যে ৩৭ শতাংশ শুল্কারোপের ঘোষণা দিয়ে রেখেছে। এই তৈরি পোশাকের সবচেয়ে বড় বাজার হচ্ছে আমেরিকা। এমনিতেই গত বছর রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর থেকে দেশের তৈরি পোশাক খাত বেশ খারাপ অবস্থার মধ্যে আছে। এর ওপর আমেরিকার উচ্চ শুল্কহারের ধাক্কা এই খাত কিভাবে সামলাবে, সেটিই সবচেয়ে বড় কথা।

বিশ্বব্যাপী সৃষ্ট শুল্কযুদ্ধের ধাক্কা যদি সঠিকভাবে সামলানো না যায় বা এই পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য যদি সঠিক কৌশল অবলম্বন করা না হয়, তাহলে দেশের অর্থনীতি কঠিন চ্যালেঞ্জের মধ্যে পড়ে যেতে পারে। এর প্রতিক্রিয়া ও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হিসেবে অনেকগুলো সমস্যা যুগপৎ দেখা দিতে পারে। প্রথমত, দেশের একমাত্র বৃহৎ রপ্তানি খাত হওয়ায় বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে ভালো ধাক্কা লাগবে এবং বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ আশঙ্কাজনকভাবে হ্রাস পেতে পারে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হ্রাস পেলে অর্থনীতির অন্যান্য খাতও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। দ্বিতীয়ত, তৈরি পোশাকের রপ্তানি আদেশ বাতিল হবে এবং নতুন আদেশ আসার পরিমাণ কমে যাবে। এসব রপ্তানির সুযোগ অন্যান্য দেশে চলে যাবে। ফলে বাংলাদেশের তৈরি পোশাকের যে একটি সুনাম অর্জিত হয়েছিল এবং ভালো বাজার সৃষ্টি হয়েছিল, সেটি হাতছাড়া হয়ে যাবে। আর একবার বাজার হাতছাড়া হয়ে গেলে খুব সহজে তা উদ্ধার করা সম্ভব হবে না। তৃতীয়ত, দেশে কমপ্লায়েন্স অনুসরণ করে মানসম্পন্ন গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি গড়ে উঠেছিল, তার অনেকগুলোই বন্ধ হয়ে যেতে পারে। একবার ফ্যাক্টরি বন্ধ হলে তা আবার চালু করা মোটেই সহজ কাজ নয়। এর ফলে তৈরি পোশাক রপ্তানিকারকরা মারাত্মকভাবে আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হবেন, যার সার্বিক প্রভাব পড়বে বিনিয়োগের ওপর। সর্বোপরি দেশের লাখ লাখ শ্রমিক বেকার হয়ে

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

যেতে পারেন, যাঁদের বেশির ভাগ আবার নারী। এর মারাত্মক প্রভাব পড়বে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থায় এবং চরম সামাজিক অস্থিরতা দেখা দেওয়ার আশঙ্কা আছে।

বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে সরকার, নীতিনির্ধারক ও তৈরি পোশাক রপ্তানিকারকদের সংগঠন বেশ নড়েচড়ে বসেছে এবং নিজেদের মধ্যে আলোচনা শুরু করেছে এই সমস্যা মোকাবেলায় করণীয় নির্ধারণের জন্য। প্রধান উপদেষ্টার অফিস থেকে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের কাছে অফিশিয়াল পত্রও প্রেরণ করা হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে ট্রাম্প প্রশাসনের সঙ্গে সরাসরি আলোচনা করা হবে বলে সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। এসবই নিঃসন্দেহে ভালো উদ্যোগ। কিন্তু এসব উদ্যোগে দেশের মানুষ কিছুটা সান্ত্বনা পেলেও কাজের কাজ কিছু হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। কেননা সমস্যাটি বাংলাদেশ ও আমেরিকার মধ্যকার দ্বিপক্ষীয় বিষয় নয় যে পৃথকভাবে আলোচনা করে এই সমস্যার সমাধান করা যায়। বিশ্বের অন্যান্য মহাক্ষমতাধর রাষ্ট্র, যারা আমেরিকার প্রতিবেশী ও বন্ধু, যেমন—কানাডা, ইউরোপের বিভিন্ন দেশ, তারাই আলোচনার মাধ্যমে কিছু করার সাহস দেখায়নি।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এই সংকট মোকাবেলার উপায় কী। উপায় যে একেবারে নেই, তেমন নয়। কিছু কৌশলী পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে এই সংকটের মাত্রা অনেকটাই লাঘব করা সম্ভব। প্রথমত, আমাদের এই খাতে যে একান্ত এবং বিশেষ সুবিধা (কমপারেটিভ অ্যাডভান্টেজ) আছে, তাকে ভালোভাবে কাজে লাগাতে হবে। দ্বিতীয়ত, বিকল্প পন্থায় রপ্তানির সুযোগ বের করা যেতে পারে। তৃতীয়ত, আমেরিকার বিনিয়োগকারীদের সঙ্গে জয়েন্ট ভেঞ্চারের মাধ্যমে রপ্তানির পথ বের করার চেষ্টা করতে হবে। ট্রাম্পের যে মূল ঘোষণা 'হয় আমেরিকায় উৎপন্ন করো, নতুবা উচ্চহারে শুল্ক প্রদান করো', সেটিকে বিশেষভাবে কাজে লাগানোর পথ বের করতে হবে। চতুর্থত, উৎপাদন খরচ এবং ধার্য করা শুল্ক মিলে যে মোট আমদানি মূল্য নির্ধারণ করা হয়, তার তুলনামূলক সুবিধাজনক অবস্থা নির্ণয় করে রপ্তানি বাজারে টিকে থাকার কৌশল গ্রহণ করতে হবে। বিষয়টি কিভাবে হতে পারে, তা ব্যাখ্যা করতে গেলে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন, যার সুযোগ এখানে নেই।

আমাদের দেশের তৈরি পোশাক খাতকে এক-দুটি দেশের রপ্তানির ওপর নির্ভরশীল না রেখে এবং এই ধরনের আকস্মিক ধাক্কা সামলাতে হলে এই খাতে যেসব পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন, সেসব বিষয় বিস্তারিত তুলে ধরে কালের কণ্ঠসহ একাধিক পত্রিকায় আমি প্রায় এক ডজনেরও বেশি কলাম লিখেছি বিগত দুই বছরে। সেসব পদক্ষেপ আমার নিজস্ব কোনো বিষয় ছিল না। সারা বিশ্বে অনেক দেশের রপ্তানিকারকরা যেসব আধুনিক পদ্ধতি গ্রহণ করে থাকেন, সেই আলোকে বিস্তারিত আলোচনা করেছিলাম সেসব লেখায়। পদক্ষেপগুলো নেওয়া থাকলে আজ শুল্কযুদ্ধের ধাক্কা কিছুটা হলেও সামাল দেওয়া যেত। এখন তো অনেক দেরি হয়ে গেছে। তার পরও বিকল্প পন্থাগুলো বিবেচনায় নিতে হবে এবং সেদিকে অগ্রসর হতে হবে। কেননা যে শুল্কযুদ্ধ শুরু হয়েছে, তা শিগগিরই থামবে না। ট্রাম্পের শাসনামলে তো থামবেই না। আর ট্রাম্প-পরবর্তী সময়ে যদি এই শুল্কযুদ্ধ বন্ধ হয়ও, তখন বিশ্ববাণিজ্য কী রূপ ধারণ করবে, তা কেউ জানে না। এ কারণেই আমাদের দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করে সব রকম কৌশলী এবং বিকল্প ব্যবস্থা নিয়ে রাখতে হবে।

লেখক : সিপিএ, সিএমএ, সিএএমএস, সার্টিফায়েড
অ্যান্টি মানি লন্ডারিং স্পেশালিস্ট ও ব্যাংকার
টরন্টো, কানাডা
Nironjankumar_roy@yahoo.com

DHAKA THURSDAY APRIL 10, 2025
CHAITRA 27, 1431 BS
The Daily Star

Tariff freeze offers relief to RMG sector

REFAYET ULLAH MIRDHA

Garment exporters heave a sigh of relief as US President Donald Trump yesterday announced a 90-day pause on "reciprocal" tariffs.

This pause gives Bangladesh enough time to make preparations, said Mohiuddin Rubel, a former director of Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA).

"Bangladesh may be among the highest beneficiaries in the next 90 days as China will face tariffs," he added.

"But in the long run, the future of the industry will depend on how effectively Bangladesh negotiates with the US in the next 90 days," said the owner of a major conglomerate exporting garments.

Late last night, Chief Adviser Prof Muhammad Yunus wrote on X, "Thank you, Mr. President, (@POTUS) for responding positively to our request for 90-day pause on tariffs. We will continue to work with your administration in support of your trade agenda."

Several garment factory owners have said they were relieved by the 90-day pause, but concerns remained.

If the tariffs President Trump announced earlier are put in effect after 90 days, Bangladesh's $40 billion apparel industry will face a major challenge as the exporters will face up to 53.5 percent duty in the US market, industry insiders say.

For a T-shirt containing less than 20 percent US cotton, the duty used to be 16.5 percent. As the latest 37 percent tariff is an addition to the previous taxes, the rate will reach 53.5 percent, according to owners of some of the largest garment factories.

They add that most of the garment products made in Bangladesh have less than 20 percent US cotton.

A White House order from April 2 reads, "The [new] rates of duty ... are in addition to any other duties, fees, taxes, exactions, or charges...."

Duty rates will vary by product, but factory owners estimate the average to be around 50 percent.

Bangladesh is the third largest garment exporter to the US, occupying 9.3 percent of the $105 billion imported clothing market in the US. In 2024, Bangladesh exported garment products worth $7.2 billion to the US.

As the tariff on Chinese goods stays in place, China may flood European markets with cheap clothes, spelling another trouble for Bangladeshi factories that export there, industry insiders fear.

> **"In the long run, the future of the industry will depend on how effectively Bangladesh negotiates with the US in the next 90 days."**
>
> MOHIUDDIN RUBEL, former BGMEA director

Sharif Zahir, managing director of Ananta Group, said the government should begin intense negotiations with the US authorities.

One of his buyers had cut a previous work order in half amid fears of sales slump in the US, he adds.

Prof Yunus on Monday wrote to President Trump, seeking a 90-day pause for the tariff on Bangladeshi goods.

Commerce Adviser Bashir Uddin sent a separate letter to the US Trade Representative Ambassador Jamieson Greer offering duty benefit on import of 100 American products in Bangladesh.

সমকাল

২ | খবর ■ শনিবার । ১২ এপ্রিল ২০২৫ । ২৯ চৈত্র ১৪৩১

ছিলেন মিস্ত্রি মজুর, এখন ব্যাটারি রিকশার চালক

■ সৌরভ হাবিব, রাজশাহী

১৫ হাজার অটোরিকশা অনুমোদন পেলেও চলে চার গুণ

নিয়ন্ত্রণহীন গতির কারণে প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটে

“ রাজশাহী অঞ্চলে কর্মসংস্থান কম। এ কারণে বেকারত্ব ঘোচাতে সবাই অটোরিকশা চালান।

আহমেদ শফিউদ্দিন, জেলা সভাপতি, সুজন

রাজশাহীর টালি, ঘড়ি ও চশমা মিস্ত্রি এবং দিনমজুররা পেশা পাল্টে অটোরিকশা চালক হয়েছেন। কারণ, আগের পেশায় বেতন কম, অনিশ্চয়তা এবং কাজ ছিল অনিয়মিত। এখন তাদের সেই সংকট কেটে গেছে। শহরে এত বেশি অটোরিকশা চলছে, যা নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না কর্তৃপক্ষ। বেপরোয়া গতির কারণে ঘটছে দুর্ঘটনা। হচ্ছে শব্দদূষণ ও যানজট।

বেকারত্বের মুক্তি অটোরিকশায়

ডাসমারির মিজানের মোড়ের বাসিন্দা মোহাম্মদ শাহিন ছিলেন টালি মিস্ত্রি। তিনি বলেন, 'প্রতিদিন টালির কাজ হতো না। বেকার থাকতে হতো। তাই পেশা বদল করে অটোরিকশা চালাচ্ছি। এখন এক দিনও বেকার থাকতে হয় না। পরিবার নিয়ে ভালো আছি।'

নগরীর হাদির মোড়ের বাসিন্দা আনোয়ার হোসেন বলেন, 'আগে চশমার কাচের পাওয়ার মিস্ত্রি ছিলাম। মাসে ৬ হাজার টাকা বেতন ছিল। পরিবার বড় হওয়ায় ওই টাকায় সংসার চলত না। তাই পাঁচ বছর আগে অটোরিকশা চালানো শুরু করি। প্রতিদিন ৮০০ থেকে ১ হাজার টাকা আয় হয়।'

হাদির মোড়ের মোহাম্মদ রতন বলেন, 'আগে বড় গাড়ি চালাতাম। সারা দেশ ঘুরতে হতো, টাকা পাওয়া যেত কম। ট্রিপ না থাকলে, বেকার বসে থাকতে হতো। এখন অটো চালিয়ে ভালো আয় করতে পারছি।'

সক্ষমতার চার গুণ অটোরিকশা

রাজশাহীতে অটোরিকশার সংখ্যা শহরের সক্ষমতার তুলনায় চার গুণ। এগুলোর বেশির ভাগের নেই রেজিস্ট্রেশন। সিটি করপোরেশন ১৫ হাজার ৬০০ অটোরিকশা ও ইজিবাইকের রেজিস্ট্রেশন দিয়েছে। নতুন করে রেজিস্ট্রেশন দিচ্ছে না। তবে এলাকার প্রভাবশালীদের ধরে কেউ কেউ রেজিস্ট্রেশন পাচ্ছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

হাদীর মোড়ের রতন আলী বলেন, তিনি ৯ বছর ধরে ব্যাটারিচালিত দুই আসনের অটোরিকশা চালান। কিন্তু তাঁর রেজিস্ট্রেশন নেই। গতবছর রেজিস্ট্রেশন পেতে এক পরিচিতজনকে ৩০ হাজার টাকা দিয়েও তা পাননি। তবে তিনি আশা ছাড়েননি। গত রোজায় ট্রাফিক পুলিশ আটক করে তাঁকে ২ হাজার ৬০০ টাকা জরিমানা করেছিল।

তিনি বলেন, 'আমার পরিচিত সবুর নামে এক বড় ভাইকে ৫ আগস্টের আগে ৩০ হাজার টাকা দিয়েছি লাইসেন্স করে দিতে। এখনও হয়নি।'

এদিকে ৪০ থেকে ৫০ হাজার অটোরিকশা চলাচলের ফলে পরিচ্ছন্ন শহর যানজটে রূপ নিয়েছে। নগরীর সাহেববাজার, রেলগেট, লক্ষ্মীপুর, তালাইমারি, বিনোদপুর ও কাটাখালী এলাকায় সড়ক ও মহাসড়কে সৃষ্টি হয় তীব্র যানজট।

দুর্ঘটনার কারণ গতি

রতন আলী বলেন, 'অটোরিকশা অনেকে ৫০ কিলোমিটার গতিতেও চালান। আমি ২০ কিলোমিটার গতির উপরে চালাই না, কারণ গতি বাড়ালে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না, দুর্ঘটনা ঘটে।'

এ কথার সত্যতা পাওয়া গেল গত ৩ ফেব্রুয়ারির

রাজশাহী নগরীর বিভিন্ন সড়কে দাপটের সঙ্গে চলাচল করে ব্যাটারিচালিত অবৈধ অটোরিকশা। শুক্রবার সিঅ্যান্ডবির মোড় এলাকা থেকে তোলা ■ সমকাল

এক সড়ক দুর্ঘটনায়। ওইদিন ঢাকা থেকে চাঁপাইনবাবগঞ্জ যাচ্ছিল গ্রামীণ ট্রাভেলসের বাস। দামকুড়ার কসবায় দ্রুত গতিতে আসা ছয় আসনের একটি অটোরিকশা বাঁ পাশ থেকে হঠাৎ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ডান পাশের গ্রামীণ ট্রাভেলসের সামনে ঢুকে যায়। বাসের ধাক্কায় অটোরিকশায় থাকা দুই যাত্রী ঘটনাস্থলে মারা যান। গুরুতর আহত হন আরও পাঁচজন। রাজশাহী শহর ও এর আশপাশে প্রায়ই ঘটছে এমন দুর্ঘটনা।

আলুপট্টির ভাদু শেখ (৬০) গত বছর অটোরিকশায় চড়ে মর্মান্তিক দুর্ঘটনার শিকার হন। এতে তাঁর একটি পা ভেঙে যায়। কানের একাংশ কেটে আলাদা হয়ে যায়। তিনি বলেন, অটোরিকশায় শহর থেকে কাঁকনহাট যাচ্ছিলাম। সড়কে দ্রুত গতিতে চলছিল। হঠাৎ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে খাদে পড়ে যায়। আঘাত পেয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলি।

সংশ্লিষ্টদের বক্তব্য

সুশাসনের জন্য নাগরিকের (সুজন) জেলা সভাপতি আহমেদ শফিউদ্দিন বলেন, 'রাজশাহী অঞ্চলে কর্মসংস্থান কম। এ কারণে বেকারত্ব ঘোচাতে সবাই অটোরিকশা চালান।'

রাজশাহী সিটি করপোরেশনের প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা আবু সালেহ মো. নূর ই সাঈদ জানান, ২০১০ সালে বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের বিকল্প হিসেবে এই অটোরিকশা চালু করা হয়েছিল। এখন সক্ষমতার বেশি চলাচল করায় নতুন করে রেজিস্ট্রেশন দেওয়া হচ্ছে না। এগুলোর লাইসেন্সে গতিসীমা উল্লেখ নেই। তবে ৩০ কিলোমিটার গতির বেশি চলার কথা নয়।

নগর পুলিশের উপকমিশনার (ডিসি-ট্রাফিক) নূরে আলম সিদ্দিকী বলেন, গাড়ির রেজিস্ট্রেশন এবং ড্রাইভিং লাইসেন্স দেওয়ার এখতিয়ার সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষের (বিআরটিএ)। কিন্তু বিআরটিএর তালিকায় এসব অটোরিকশা যানবাহন নয়। সিটি করপোরেশন ড্রাইভিং লাইসেন্স দিতে পারে না। ট্রাফিক পুলিশ সদস্যরা দিন-রাত চেষ্টা করছেন এগুলো নিয়ন্ত্রণ করতে। কিন্তু তাদের ঠেকানো যাচ্ছে না।

বণিক বার্তা ■ শনিবার, এপ্রিল ১২, ২০২৫

হোস্টেলটি পোশাক শিল্পের নারী শ্রমিকদের জন্য নির্মাণ করা হলেও এখানে থাকছেন অর্ধশতাধিক ছাত্রী ছবি : নিজস্ব আলোকচিত্রী

নারী পোশাক শ্রমিকদের জন্য নির্মিত হোস্টেলে থাকছেন ছাত্রীরাও

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

সাভারের আশুলিয়ার খেজুরবাগান এলাকায় ২০১৭ সালে ২৮ কোটি টাকার বেশি ব্যয়ে নির্মাণ করা হয় ১২ তলাবিশিষ্ট 'গার্মেন্টিস কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল'। দেশের রফতানি আয়ের প্রধান উৎস পোশাক শিল্পের নারী শ্রমিকদের নিরাপদ আবাসনের জন্য এ হোস্টেল নির্মিত হলেও বাস্তব চিত্র ভিন্ন। পোশাক শ্রমিকদের পাশাপাশি এখানে থাকছেন অর্ধশতাধিক ছাত্রী।

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে নির্মিত এ হোস্টেলে ৭৫০ জন নারী পোশাক শ্রমিকের আবাসন সুবিধা প্রদানের লক্ষ্য ছিল। তবে পার্টিশন দেয়াল নির্মাণের পর হোস্টেলের আসনসংখ্যা দাঁড়ায় ৩৮৮-এ। এর পরও হোস্টেলটির অনেক কক্ষই এখন ফাঁকা। বর্তমানে ৩৮৮টি আসনের বিপরীতে সেখানে মাত্র ২০৮ জন বোর্ডার রয়েছেন, যার মধ্যে প্রায় ৬০ জনই স্থানীয় বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী। পর্যাপ্ত নারী শ্রমিক না পাওয়ায় শিক্ষার্থীদের ভাড়া দেয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ। হোস্টেলটি নারী শ্রমিকদের জন্য তৈরি হলেও তারা এখানে থাকতে আগ্রহী নন। তাই ৩৫ শতাংশ আসন এখনো খালি।

স্থানীয় একটি পোশাক কারখানায় কর্মরত নারী শ্রমিক শারমিন জানান, হোস্টেলে মেস সিস্টেমে খাবার খেতে হয়। নিজেদের মতো করে রান্নার সুযোগ নেই। এছাড়া আত্মীয়-স্বজন এলে তাদের সঙ্গে রাখারও কোনো ব্যবস্থা নেই। অন্য শ্রমিকরাও একই ধরনের অসুবিধা ও পারিবারিক পরিবেশের অভাবের কথা জানিয়েছেন।

পোশাক কারখানা 'ইনডেক্স'-এর শ্রমিক তুলি মনে করেন কর্মজীবী নারীরা তাদের কর্মস্থলের কাছাকাছি পরিবার নিয়ে থাকতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন।

শ্রমিকদের পরিবর্তে শিক্ষার্থীদের ভাড়া দেয়ার বিষয়টি নিয়ে বাংলাদেশ গার্মেন্ট শ্রমিক সংহতির সভাপ্রধান তাসলিমা আখতার বলেন, 'সম্ভবত বর্তমান আবাসন ব্যবস্থাটি শ্রমিকদের প্রয়োজন বিবেচনায় না নিয়ে তৈরি করা হয়েছে। শ্রমিকদের সুবিধা নিশ্চিত করতে তাদের সঙ্গে আলোচনা করে আবাসন পরিকল্পনা করা এবং প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা তৈরি করা উচিত। অনেক শ্রমিকই তাদের জন্য বিদ্যমান কল্যাণ তহবিল বা আবাসনের মতো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সম্পর্কে অবগত নন। এ তথ্যগুলো তাদের কাছে সহজলভ্য করতে হবে। শ্রমিকদের চাহিদার সঙ্গে সংগতি রেখে আবাসন ব্যবস্থা তৈরি করা হলে কম খরচে নিরাপদ আশ্রয়ের অভাবে ভোগা নারী শ্রমিকরা অবশ্যই সেখানে থাকতে আগ্রহী হবেন। শ্রমিকদের পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধার বিষয়গুলো মাথায় রেখে এসব প্রকল্প বাস্তবায়ন করা উচিত।'

তাসলিমা আখতার নারী পোশাক শ্রমিকদের জন্য তৈরি হোস্টেলে শিক্ষার্থীদের ভাড়া দেয়ার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি এর কারণ স্পষ্ট করার আহ্বান জানান। পাশাপাশি হোস্টেলটিকে আরো শ্রমিকবান্ধব করার দিকে মনোযোগ দেয়ার পরামর্শ দেন।

এ হোস্টেলে থাকা উত্তরা ইউনিভার্সিটির ছাত্রী ফারজানা জানান, তিনি প্রায় পাঁচ মাস ধরে হোস্টেলটিতে থাকছেন। স্বল্প খরচে থাকা-খাওয়ার সুব্যবস্থা ও ভালো নিরাপত্তা ব্যবস্থায় তিনি সন্তুষ্ট।

হোস্টেল সুপার শাহিদা আক্তার *বণিক বার্তা*কে বলেন, 'এ হোস্টেল গার্মেন্টিসের মেয়েদের জন্য হলেও আমাদের এখানে অনেক সিট ফাঁকা আছে। তাই কিছু ভার্সিটির মেয়েকে থাকতে দেয়া হয়েছে। উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের অনুমতি নিয়ে শর্তসাপেক্ষে তাদের থাকার অনুমতি দেয়া হয়েছে। কোনো নারী শ্রমিক এলে শিক্ষার্থীদের হোস্টেল ছাড়তে হবে।'

এদিকে হোস্টেলটিতে আসন ভাড়া দিয়ে যে পরিমাণ আয়ের আশা করা হয়েছিল তা পূরণ হচ্ছে না। হোস্টেলটির উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাবে (ডিপিপি) বলা হয়েছিল, সেখান থেকে বছরে আয় হবে ৫১ লাখ টাকা। পোশাক শ্রমিকদের বাইরে শিক্ষার্থীদের ভাড়া দিয়েও হোস্টেলটি প্রত্যাশিত আয় করতে পারছে না। বর্তমানে হোস্টেলের বার্ষিক আয় প্রায় ২৫ লাখ টাকা, যেখানে ব্যয় প্রায় ৪৮ লাখ টাকা।

হোস্টেলটিতে ১২টি তলা রয়েছে। নিচতলায় ডাইনিং ও অফিস রুম। দোতলায় রয়েছে আশুলিয়া ডে-কেয়ার সেন্টার। তৃতীয় থেকে ১১ তলা পর্যন্ত বোর্ডার কক্ষ। এর মধ্যে ১২ তলায় একটি সভাকক্ষ ও পঞ্চম তলায় একটি টিভি রুম রয়েছে। বোর্ডারদের জন্য দৈনিক পত্রিকা, সার্বক্ষণিক লিফট ও জেনারেটরের সুবিধা বিদ্যমান। তবে হোস্টেলটিতে প্রয়োজনীয় জনবলের অভাব রয়েছে। সুপার থাকলেও এখানে সহকারী সুপার, ডাক্তার ও স্টোরকিপার নেই। একজন মেট্রোন প্রাথমিক চিকিৎসার দায়িত্ব পালন করছেন। উপজেলা মহিলাবিষয়ক কর্মকর্তার সংযুক্তি ও আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে মোট জনবল মাত্র ৩০ জন।

শুরুতে হোস্টেলটি গণরুমের মতো করে তৈরি করা হয়েছিল, যেখানে একটি কক্ষে ৬০ জন এবং অন্যটিতে ২০ জন শ্রমিকের থাকার ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু শ্রমিকরা ব্যক্তিগত গোপনীয়তা ও জিনিসপত্র হারানোর ভয়ে এমন পরিবেশে থাকতে রাজি হননি। মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর জানায়, পরিস্থিতি বিবেচনা করে গণরুম ব্যবস্থা বাতিল করে নতুন করে দুই, তিন ও চার আসনবিশিষ্ট কক্ষ তৈরি করা হয়। এতে আসনসংখ্যা কমে ৩৮৮টিতে দাঁড়ালেও নারী শ্রমিকরা হোস্টেলে বাস করতে আগ্রহী হচ্ছেন না। হোস্টেলের চার সিটের রুমের প্রতি সিটের ভাড়া ৭০০ টাকা, তিন সিটের রুমের ভাড়া ৮০০ ও দুই সিটের রুমের ভাড়া ১২০০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। ভর্তি ফি নির্ধারণ করা হয়েছে ৫০০ টাকা।

হোস্টেলের সার্বিক বিষয় নিয়ে কথা হয় মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের অতিরিক্ত পরিচালক মনির হোসেনের সঙ্গে। তিনি জানান, হোস্টেলের সিট পূর্ণ না হওয়ায় শর্তসাপেক্ষে শিক্ষার্থীদের থাকতে দেয়া হয়েছে। নারী শ্রমিকরা এলে তাদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে। তিনি আরো জানান, প্রকল্পের লক্ষ্য ছিল হোস্টেলের আয় দিয়ে ব্যয় নির্বাহ করা। তবে প্রত্যাশিত বোর্ডার না পাওয়ায় সরকারি ভর্তুকি লাগছে। পর্যাপ্ত জনবল নিয়োগ ও প্রচার-প্রচারণার মাধ্যমে শিগগিরই হোস্টেলটিকে নারী শ্রমিক দিয়ে পূর্ণ করার আশা প্রকাশ করেন তিনি।

দৈনিক ইত্তেফাক
রাববার
৩০ চৈত্র ১৪৩১, ১৩ এপ্রিল ২০২৫

মার্কিন শুল্কারোপ

পোশাক খাতের সুরক্ষায় ন্যাশনাল অ্যাপারেল পলিসি গঠনের তাগিদ

ভর্তুকি দিলে যুক্তরাষ্ট্র থেকে আরো বেশি তুলা আসবে

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

ট্রাম্পের পালটা শুল্ক স্থগিতে দেশের পোশাক খাতে স্বস্তির সঙ্গে অনিশ্চয়তাও দেখছেন উদ্যোক্তা ও রপ্তানিকারকরা। পরবর্তীকালে পরিস্থিতিতে, মার্কিন প্রশাসনের সঙ্গে দর কষাকষি করার তাগিদ তাদের। আর রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) ভাইস চেয়ারম্যান মনে করেন, পণ্য বৈচিত্র্যকরণের পাশাপাশি পোশাক খাতের সুরক্ষায় ন্যাশনাল অ্যাপারেল করা প্রয়োজন। বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশের আমদানি পণ্যের ওপর আরোপিত চড়া শুল্ক মার্কিন প্রশাসন ৯০ দিনের জন্য স্থগিত করলেও চীনের ওপর আরোপ করেছে ১৪৫ শতাংশ শুল্ক। চীনও পালটা ১২৫ শতাংশে শুল্ক আরোপ করেছে। এমন বৈরতে মার্কিন বিনিয়োগ চীন থেকে সরে বাংলাদেশে আসার সম্ভাবনা আছে। অন্যদিকে, প্রতিযোগী দেশগুলো যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে দরকষাকষি করে বাংলাদেশকে টেক্কা দিতে পারে। গতকাল শনিবার রাজধানীর একটি হোটেলে পোশাক খাতের তরুণ রপ্তানিকারকদের সংগঠন বাংলাদেশ অ্যাপারেলস ইয়ুথ লিডারস অ্যাসোসিয়েশন (বায়লা) আয়োজিত আলোচনায় এসব কথা উঠে এসেছে। সুযোগ কাজে লাগানোর পাশাপাশি চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে দরকষাকষির তাগিদ দিয়েছেন আলোচকরা।

আলোচনায় অংশ নিয়ে ইপিবি ভাইস চেয়ারম্যান মো. আনোয়ার হোসেন জানান, নতুন মার্কিন শুল্কনীতিকে সম্ভাবনা হিসেবে দেখছে সংস্থাটি। তবে দীর্ঘমেয়াদি সুফল পেতে ন্যাশনাল অ্যাপারেল পলিসি গ্রহণ করতে হবে। তিনি বলেন, পণ্য বৈচিত্র্যকরণের পাশাপাশি পোশাক খাতের সুরক্ষায় ন্যাশনাল অ্যাপারেল করা প্রয়োজন। ট্রাম্পের বাণিজ্য যুদ্ধের জেরে বৈশ্বিক বাণিজ্যে যে পরিবর্তন আসবে তাতে তরুণ উদ্যোক্তাদের সুযোগ ও উৎপাদন সক্ষমতা ধরে রাখতে, প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানোর ওপর জোর দেওয়া হয় আলোচনায়। যুক্তরাষ্ট্র থেকে তুলা আমদানি বৃদ্ধির সরকারি উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন শেল্টেক্ গ্রুপ ও এনভয় টেক্সটাইলের চেয়ারম্যান কুতুবুদ্দিন আহমেদ। তিনি মনে করেন, তুলার দাম বেশি হওয়ায় নগদ প্রণোদনা বা ভর্তুকি দিলেই যুক্তরাষ্ট্র থেকে বেশি হারে তুলা আসতে শুরু করবে। বায়লা আয়োজিত 'ট্রাম্পের শুল্ক-পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের পোশাক খাতের নতুন কর্মপরিকল্পনা' শীর্ষক আলোচনা সভায় নির্ধারিত আলোচক হিসেবে এসব কথা বলেন কুতুবুদ্দিন আহমেদ।

বিজিএমইএ-এর সাবেক এই সভাপতি বলেন, যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানি করা তুলা রাখার জন্য গুদাম তৈরি করা হচ্ছে, এটা ভালো উদ্যোগ। তবে যুক্তরাষ্ট্রের তুলার দাম প্রতি বেলে ৪ সেন্ট (বাংলাদেশি মুদ্রায় ৫ টাকা ৪০ পয়সা) করে বেশি। ব্যবসায়ীরা এ কারণেই যুক্তরাষ্ট্রের তুলা বেশি ব্যবহার করে না। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ২ এপ্রিল বিভিন্ন দেশের পণ্যে অস্বাভাবিক হারে পালটা শুল্কারোপ করেন। বাংলাদেশের জন্য এ হার করা হয়েছে ৩৭ শতাংশ। ৯ এপ্রিল চীন ছাড়া অন্য দেশগুলোর ওপর পালটা শুল্ক তিন মাসের জন্য স্থগিত করেন। তবে এ সময় ন্যূনতম ১০ শতাংশ শুল্ক থাকবে।

ট্রাম্পের এমন কাজ প্রসঙ্গে কুতুবুদ্দিন আহমেদ বলেন, 'প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প উদ্ভট মানুষ। মাথায় যা আসে, তা-ই করছেন। তবে বাণিজ-সুনামি থাকবে না। যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিটি দোকান খালি হয়ে যাবে। দেশটির এমন কোনো দোকান নেই, যেখানে চীনা পণ্য নেই। বিজিএমইএর সাবেক অন্য দুই সাবেক সভাপতি আনোয়ার-উল-আলম চৌধুরী ও ফারুক হাসান, বাংলাদেশ নিট পোশাক উৎপাদক ও রপ্তানিকারক সমিতির (বিকেএমইএ) সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম ও পোশাক রপ্তানিকারক অনন্ত গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক শরিফ জহিরও অনুষ্ঠানে আলোচনা করেন। বায়লা সভাপতি আবরার এইচ সায়েমের সঞ্চালনায় এতে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সংগঠনের গবেষণাবিষয়ক পরিচালক সিফাত আই ইশতি।

যুগান্তর
শনিবার ১২ এপ্রিল ২০২৫ • ২১

সাগরে মাছ ধরা ট্রলারে ডাকাতি

পাথরঘাটায় ফিরে এসেছেন ৬৮ জেলে

পাথরঘাটা (বরগুনা) প্রতিনিধি

বরগুনার পাথরঘাটা থেকে ১২০ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগরে মাছ শিকারে গিয়ে ১০টি ট্রলারে গণডাকাতির একদিন পর আহত অবস্থায় ৬৮ জেলে ফিরে এসেছেন। ১০টি ট্রলারের মধ্যে ৫টি পাথরঘাটার। আহতদের পাথরঘাটা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে বরিশাল শেরেবাংলা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। বৃহস্পতিবার রাত ৯টায় জেলেদের নিয়ে পাথরঘাটা ফিরে আসে ট্রলারগুলো। বরগুনা জেলা মৎস্যজীবী ট্রলার মালিক সমিতির সভাপতি গোলাম মোস্তফা চৌধুরী জেলেদের বরাত দিয়ে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। আহত অর্ধশত জেলেদের মধ্যে ৫ জন গুলিবিদ্ধ ছিল। ডাকাতির ২৫ ঘণ্টা পর বৃহস্পতিবার রাত ৯টায় পাথরঘাটায় ফিরে আসে। পাথরঘাটার ট্রলারগুলো হলো এফবি তারেক-২, এফবি তুফান-২, এফবি মা, এফবি মনোয়ারা, এফবি জুনায়েদ। বাকি ৫টি ট্রলারের নাম জানা যায়নি।

এফবি আব্দুল্লাহ ট্রলারের মাঝি রফিক গাজী বলেন, তারা বুধবার বিকালে বঙ্গোপসাগরে জাল পেতে মাছ ধরার জন্য অপেক্ষা করেন। এর কিছুক্ষণ পর হঠাৎ সশস্ত্র হামলা চালায় জলদস্যু বাহিনী। এ সময় তারা বাধা দিলে ট্রলারে উঠে বেদম মারধর করে মাছসহ মালামাল লুট করে নিয়ে যায়। ডাকাতি করে চলে যাওয়ার সময় জেলেরা ডাকাত ডাকাত বলে ডাক চিৎকার করলে দূর থেকে গুলি ছোড়ে।

এফবি জুনায়েদ ট্রলারে বাবুর্চি মিলন বয়াতি বলেন, কিছু বুঝে ওঠার আগেই ট্রলারে উঠে আমাদেরকে মারধর করে। এ সময় মাঝিকে দেখিয়ে দিতে বলে। আমাদের জেলেরা মাঝিকে দেখিয়ে না দেওয়ায় বেদম মারধর করে। ডাকাতদের হাতে আগ্নেয়াস্ত্রসহ বিভিন্ন দেশীয় অস্ত্র ছিল। তারা প্রায় ২৫ থেকে ৩০ জন ছিল।

বরগুনা জেলা মৎস্যজীবী ট্রলার মালিক সমিতির সভাপতি গোলাম মোস্তফা চৌধুরী বলেন, মালিক সমিতির পক্ষ থেকে দুটি ট্রলার পাঠিয়ে জেলেদের উদ্ধার করা হয়।

পাথরঘাটা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রোকনুজ্জামান খান বলেন, মালিক সমিতির মাধ্যমে বৃহস্পতিবার দুপুরে বঙ্গোপসাগরে ডাকাতির খবর জানতে পারি।

শোভন কাজ

সময়ের আলো শনিবার। ১২ এপ্রিল ২০২৫।

ভারত হয়ে ৩৬ দেশে রফতানি হয় দেশের তৈরি পোশাক

● নিজস্ব প্রতিবেদক

ভারত সরকার হুট করেই বাংলাদেশে ট্রান্সশিপমেন্ট সুবিধা বাতিল করেছে। এতে কিছুটা হলেও বিপাকে পড়েছেন রফতানিকারকরা। বিশেষ করে তৈরি পোশাক রফতানিকারকরা ভারতীয় রুট ব্যবহার করে ইউরোপ-আমেরিকাসহ বিশ্বের ৩৬টি দেশে যে পোশাক রফতানি করে থাকেন তারা ঝামেলায় পড়েছেন।

গত ৮ এপ্রিল ভারত হয়ে তৃতীয় কোনো দেশে পণ্য রফতানির সুবিধা বাংলাদেশের জন্য প্রত্যাহার করে নেয় নয়াদিল্লি। এর প্রভাব যাচাই করতে শুরু করেছেন দেশের রফতানি সংশ্লিষ্টরা।

এদিকে পরিসংখ্যান বিশ্লেষণে দেখা গেছে, ট্রান্সশিপমেন্ট সুবিধার আওতায় গত ১৫ মাসে ভারত হয়ে বিশ্বের ৩৬টি দেশে পোশাক রফতানি করেছে বাংলাদেশ। এর অর্থমূল্য ৪৬২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বা ৪৬ কোটি ২৩ লাখ ৩৬ হাজার ৯৫২ দশমিক ৮৪ ডলার। বাংলাদেশি টাকায় যা ৫ হাজার ৬৪০ কোটি ৫ লাখ টাকা। ট্রান্সশিপমেন্টের মাধ্যমে রফতানির পরিমাণ ৩৪ হাজার ৯০০ টনের বেশি।

২০২৪ সালের জানুয়ারি থেকে ২০২৫ সালের মার্চ–এ সময়ে রফতানি হওয়া পণ্যের মধ্যে ছিল ব্লাউজ, ট্রাউজার, টি-শার্ট, শিশুদের পোশাক ইত্যাদি। প্রধান বাজারগুলোর মধ্যে ছিল যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি ও ফ্রান্স, জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়া। আঞ্চলিক বাণিজ্য সুবিধার অংশ হিসেব ভারতীয় রুট ব্যবহার করে এসব পণ্য রফতানি করা হয়েছিল।

■ ১৫ মাসে ভারতীয় রুটে ট্রান্সশিপমেন্টে ৪৬২ মিলিয়ন ডলারের পোশাক রফতানি

জানা গেছে, ট্রান্সশিপমেন্ট সুবিধাটির বহুল ব্যবহার করছিলেন বাংলাদেশের পোশাক রফতানিকারকরা। বাংলাদেশ থেকে আকাশপথে রফতানি পণ্য পরিবহন ব্যয় অস্বাভাবিক, যা এড়াতে ভারত থেকে আকাশপথে পোশাক পণ্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পাঠাতেন তারা। ট্রান্সশিপমেন্ট সুবিধা প্রত্যাহার করে নেওয়ার প্রভাব স্বাভাবিকভাবেই মোকাবিলা করতে হবে বাংলাদেশের পোশাক রফতানিকারকদের।

ট্রান্সশিপমেন্ট সুবিধা প্রত্যাহারের প্রভাব মূল্যায়ন নিয়ে এরই মধ্যে কাজ শুরু করেছেন পোশাক প্রস্তুত ও রফতানিকারকদের সংগঠন বিজিএমইএ সংশ্লিষ্টরা। এ ক্ষেত্রে সড়ক পথে ভারতে পরিবহন হওয়া পোশাক রফতানি নিয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) পরিসংখ্যান সংকলন করে বিশ্লেষণ করা শুরু হয়েছে।

বিশ্লেষণ অনুযায়ী গত ১৫ মাসে ৩৬টি দেশে ভারত হয়ে রফতানি করা পোশাকের পরিমাণ ছিল ৩৪ হাজার ৯০৯ দশমিক ২১ টন, যার অর্থমূল্য ৪৬ কোটি ২৩ লাখ ৩৬ হাজার ৯৫২ দশমিক ৮৪ ডলার। বাংলাদেশি মুদ্রায় এর অর্থমূল্য ৫ হাজার ৬৪০ কোটি ৫১ লাখ টাকা। রফতানি হওয়া পোশাক পণ্যগুলোর মধ্যে ছিল বিভিন্ন ধরনের অন্তর্বাস, স্কার্ট, ট্রাউজার, পুরুষ-নারীর ড্রেসিং গাউন, জ্যাকেট, পুলওভার, টি-শার্ট, সিঙ্গলেট, ব্রিচেস, শর্টস, ওভারকোট, কার-কোটস, শিশু পোশাক প্রভৃতি।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে বিজিএমইএর সাবেক পরিচালক মহিউদ্দিন রুবেল বলেন, ২০২৪ সালে এবং চলতি বছরের প্রথম তিন মাসে ভারতের মাধ্যমে মোট ৩৬টি ট্রান্সশিপমেন্ট হয়েছে।

কালের কণ্ঠ রবিবার। ২০ এপ্রিল ২০২৫।

শ্রম নয়, ভোগান্তিও রপ্তানি করছি

সমস্যা দেশেই তৈরি

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে রেমিট্যান্স এক নির্ভরযোগ্য চালিকাশক্তি। দেশের লাখ লাখ প্রবাসী শ্রমিক তাঁদের রক্তঝরা আয় পাঠিয়ে দেশের চাকা সচল রাখছেন। অথচ হৃদয়বিদারক বাস্তবতা হলো, যে স্বপ্ন নিয়ে তাঁরা বিদেশে পাড়ি জমান, তার বেশির ভাগই দুর্নীতির কাঁটাঝোপে জর্জরিত। কালের কণ্ঠে প্রকাশিত 'বিদেশে পাঠানো কর্মীদের ৮০% সমস্যা দেশেই তৈরি' শিরোনামে প্রকাশিত প্রতিবেদনটি সেই বাস্তবতার নির্মম প্রতিফলন। পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন গতকাল শুক্রবার ঢাকায় ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে এক অনুষ্ঠানে এই তথ্য জানান। তথ্যটি শুধু উদ্বেগজনক নয়, বরং গভীর আত্মসমালোচনার সুযোগও তৈরি করে।

অভিবাসনপ্রত্যাশী শ্রমিকদের একটি বড় অংশকে উচ্চমূল্যে পাঠানো হয় মধ্যপ্রাচ্য ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশে। মধ্যস্বত্বভোগী দালাল, অসাধু রিক্রুটিং এজেন্সি ও দুর্বল সরকারি তদারকি মিলে এখানে এমন এক চক্রের জন্ম দিয়েছে, যেখানে শ্রমিক শুধু 'পণ্য' হিসেবে গণ্য হন। চুক্তিপত্রে থাকে না যথাযথ তথ্য, কাজের ধরন অস্পষ্ট, নিয়োগকর্তা অনেক সময় অবিশ্বস্ত। ফলাফল বিদেশে গিয়ে শুরু হয় বঞ্চনার এক নির্মম অধ্যায়। কেউ পাচ্ছেন না ঠিকমতো বেতন, কেউ আটকে পড়ছেন অমানবিক পরিবেশে, আবার কেউ হচ্ছেন আইনি হয়রানির শিকার। অথচ এই পরিস্থিতির গোড়া খুঁড়লেই আমরা দেখতে পাব তাঁদের বেশির ভাগ সমস্যার জন্ম দেশে, বিদেশে নয়।

বিদেশে পাঠানোর আগে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ, প্রযুক্তিগত দক্ষতা, ভাষাজ্ঞান, আইনিসচেতনতা ও বাস্তবধর্মী চুক্তি নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। কিন্তু আমাদের দেশে এসব কার্যক্রম এখনো অপ্রতুল, অনেক ক্ষেত্রেই নামকাওয়াস্তে। আর এই ব্যবস্থার ফাঁকফোকর গলেই ঢুকে পড়ে নানা রকম প্রতারণা। অথচ সমাধান স্পষ্ট। বিদেশগামী শ্রমিকদের জন্য বাধ্যতামূলক দক্ষতা প্রশিক্ষণ চালু করতে হবে। চুক্তিপত্র যাচাই ও নিয়োগদাতার বিশ্বাসযোগ্যতা যাচাইয়ে সরকারকে নিতে হবে সক্রিয় ভূমিকা। রিক্রুটিং এজেন্সিগুলোর ওপর কড়া নজরদারি ও দালালচক্র নির্মূলে আইনি ব্যবস্থা নিতে হবে জরুরি ভিত্তিতে।

প্রবাসীরা শুধু রেমিট্যান্স পাঠান না, তাঁরা বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন বৈশ্বিক পরিসরে। প্রবাসে তাঁদের দুঃখ-কষ্ট যেন আর আমাদের অব্যবস্থাপনার ফলে না হয়। অভিবাসনের গোড়াতেই যদি গলদ থাকে, তবে বিদেশে গিয়ে তাঁরা কিভাবে টিকবেন? এই প্রশ্নের উত্তর আমরা আর এড়াতে পারি না। প্রবাসীরা শুধু অর্থ পাঠান না, তাঁরা বাংলাদেশের মুখও উজ্জ্বল করেন। তাই তাঁদের নিরাপদ অভিবাসন নিশ্চিত করাটা শুধু নৈতিক দায়িত্ব নয়, এটি জাতীয় স্বার্থের অংশ। আমরা জানি, অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পরপরই অভিবাসীবান্ধব নানা পদক্ষেপ নিয়েছে, যা প্রশংসিত হয়েছে। আশা করি, সরকার সেই ধারাবাহিকতা বজায় রাখবে। অভিবাসীদের সমস্যার জন্ম দেশেই হলে, সমাধানও দেশেই করতে হবে দ্রুত এবং কার্যকরভাবে।

দৈনিক ইত্তেফাক ১৭ এপ্রিল ২০২৫

শ্রমিক অসন্তোষ সৃষ্টির অভিযোগ

নারায়ণগঞ্জে গার্মেন্ট শ্রমিক ফ্রন্টের সভাপতি সেলিম গ্রেফতার

■ নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি

শ্রমিকদের উসকে দিয়ে গার্মেন্ট শিল্পে অসন্তোষ সৃষ্টির অভিযোগে নারায়ণগঞ্জ জেলা গার্মেন্ট শ্রমিক ফ্রন্টের সভাপতি সেলিম মাহমুদকে গ্রেফতার করেছে যৌথ বাহিনী। বুধবার সকালে নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। তার গ্রেফতারের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে বাসদ জেলা কমিটির সমন্বয়ক নিখিল দাস। সেলিম মাহমুদ গার্মেন্ট শ্রমিক ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক এবং নারায়ণগঞ্জ জেলা বাসদের সদস্য।

বকেয়া বেতনের দাবিতে জেলার রূপগঞ্জে অবস্থিত রবিনটেক্স গার্মেন্টের শ্রমিকরা গত ১০ এপ্রিল বিক্ষোভ করলে যৌথ বাহিনীর সঙ্গে তাদের দফায় দফায় সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এতে অন্তত অর্ধশত মানুষ আহত হন। ঐ ঘটনায় দায়েরকৃত মামলায় শ্রমিক নেতা সেলিম মাহমুদকে গ্রেফতার দেখানো হয়েছে।

রূপগঞ্জ থানার ওসি লিয়াকত আলী বলেন, রবিনটেক্সে শ্রমিক অসন্তোষ ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষের ঘটনায় ৪৬৬ শ্রমিকের নাম উল্লেখ করে রূপগঞ্জ থানায় মামলা দায়ের হয়। ঐ মামলাতেই তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

এদিকে শ্রমিক নেতা সেলিম মাহমুদকে গ্রেফতারের তীব্র নিন্দা করে এবং তার মুক্তির দাবি জানিয়ে জেলা বাসদের সমন্বয়ক নিখিল দাস বলেন, রবিনটেক্সে শ্রমিক অসন্তোষের সময় সেলিম ঘটনাস্থলেই উপস্থিত ছিলেন না। সেলিম মাহমুদকে গ্রেফতারের প্রতিবাদে ও তার মুক্তির দাবিতে বুধবার বিকালে নারায়ণগঞ্জ প্রেস ক্লাবের সামনে জেলা বাসদের আয়োজনে বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সমকাল
শনিবার । ১২ এপ্রিল ২০২৫

তিন মাসে নির্যাতনের শিকার ৮৩৬ নারী ও কন্যাশিশু

- জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারির চেয়ে মার্চে নির্যাতন দ্বিগুণের বেশি

■ সাজিদা ইসলাম পারুল

দেশে নারী ও কন্যাশিশু নির্যাতনের ঘটনা বেড়েছে। গত জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি ও মার্চ মাসে মোট ৮৩৬ নারী ও কন্যাশিশু নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। এর মধ্যে ধর্ষণের শিকার হয়েছেন ২৬০ জন। মার্চে পৃথকভাবে জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারির চেয়ে নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে দ্বিগুণের বেশি। জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারিতে মোট ৩৯৪, আর শুধু মার্চে নির্যাতনের শিকার হয়েছেন ৪৪২ নারী ও কন্যাশিশু।

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের কেন্দ্রীয় লিগ্যাল এইড উপপরিষদের প্রতিবেদনে জানা যায়, মার্চে দেশে ২৪৮ কন্যাশিশু এবং ১৯৪ নারী নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। এর মধ্যে ধর্ষণের শিকার হয়েছেন ১২৫ শিশুসহ ১৬৩ জন। তার মধ্যে ১৮ শিশুসহ ৩৬ জন দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার হয়েছেন। দুই শিশুকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে। আর দু'জন ধর্ষণের কারণে আত্মহত্যা করেছেন। এ ছাড়া ৫৫ শিশুসহ ৭০ জনকে ধর্ষণের চেষ্টা করা হয়েছে।

অন্যদিকে, ফেব্রুয়ারি মাসে মোট ১৮৯ নারী ও কন্যাশিশু নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। এর মধ্যে ধর্ষণের শিকার হয়েছে ৩০ শিশুসহ ৪৮ জন। তার মধ্যে তিন শিশুসহ ১১ জন দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার হয়েছেন। এক শিশুকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে। ধর্ষণের চেষ্টা করা হয়েছে চার শিশু ও এক নারীকে। জানুয়ারি মাসে নির্যাতনের শিকার হয়েছেন ২০৫ নারী ও কন্যাশিশু। এর মধ্যে ধর্ষণের শিকার হয়েছে ৩৩ শিশুসহ ৪৯ জন। তার মধ্যে ১৪ শিশুসহ ২০ জন দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার হয়েছেন। এক শিশুসহ দু'জনকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে। এ ছাড়া দু'জনকে ধর্ষণের চেষ্টা করা হয়েছে।

মানবাধিকার সংস্কৃতি ফাউন্ডেশনের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মার্চে শিশু ও নারী নির্যাতন, বিশেষ করে ধর্ষণের ঘটনা ব্যাপকভাবে ঘটেছে। নারী ও শিশুদের প্রতি সহিংসতা রোধে দেশে যথেষ্ট কঠোর আইন থাকা সত্ত্বেও অপরাধ দমন ও নিয়ন্ত্রণে সংশ্লিষ্টদের কার্যকর ভূমিকার অভাব, বিচারহীনতা ও বিচারের দীর্ঘসূত্রতা অপরাধীদের বেপরোয়া করে তুলেছে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ত্বরিত পদক্ষেপ নিতে অপারগতার ফলে নারী ও শিশুদের প্রতি সহিংসতা যে হারে বেড়ে চলেছে, তা জাতীয় জীবনে অন্যতম প্রধান উদ্বেগ হিসেবে দেখা দিয়েছে। ধর্ষণ বেড়ে অসহনীয় পর্যায়ে যাওয়ায় জনমনে নিরাপত্তাহীনতার আশঙ্কা বেড়েছে।

বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদন এবং নিজস্ব অনুসন্ধানের ওপর ভিত্তি করে প্রতি মাসে মানবাধিকার প্রতিবেদন তৈরি করে প্রতিষ্ঠানটি। তাদের হিসাবে মার্চে ১৩২টি ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। আর ফেব্রুয়ারিতে ধর্ষণের ঘটনা ঘটে ৫৭টি। মার্চে দলবদ্ধ ধর্ষণের ঘটনা ছিল ১৭টি, যেটি পরের মাসে বেড়ে দাঁড়ায় ২৫টিতে। ধর্ষণচেষ্টার ঘটনা ফেব্রুয়ারিতে ঘটেছিল ১৯টি, আর মার্চে ৬১টি।

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সভাপতি ডা. ফওজিয়া মোসলেম সমকালকে বলেন, মাগুরার শিশু আছিয়ার মৃত্যুতে আন্দোলন জোরদার হলেও নারীর প্রতি বিদ্বেষ আরও বেড়েছে। নারীকে অপমান করা, প্রকাশ্যে অপদস্থ করার ঘটনা ঘটছে। দেশে 'মব' সহিংসতা বেড়েছে। আমরা দ্রুততম সময়ে অপরাধীর শাস্তি দাবি করছি। আইনটা যেমন যথাযথ হওয়া দরকার, তেমনি ভুক্তভোগীর বিচার প্রক্রিয়ার বাধাগুলোও দূর করা দরকার।

সোমবার
১৪ এপ্রিল ২০২৫
দৈনিক ইত্তেফাক

নতুন শিল্প আনতে হলে গুনতে হবে বাড়তি গ্যাস বিল

এপ্রিলেই নতুন দর কার্যকর • নতুন বিনিয়োগ অনুৎসাহিত হওয়ার আশঙ্কা

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

বিদ্যমান শিল্পে অপরিবর্তিত রেখে নতুন শিল্পের গ্যাসের দাম বাড়ল। শিল্পে ব্যবহৃত প্রতি ঘনমিটার গ্যাসের দাম ৩০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৪০ টাকা এবং ক্যাপটিভে ৩১ টাকা ৭৫ পয়সা থেকে বাড়িয়ে ৪২

টাকা নির্ধারণ করেছে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (বিইআরসি)। এছাড়া বর্তমানে যারা অনুমোদিত লোডের বেশি গ্যাস ব্যবহার করছেন সেসব শিল্পপ্রতিষ্ঠানকেও ৩০ টাকার পরিবর্তে ৪০ টাকা দরে বিল দিতে হবে। নতুন মূল্যহার চলতি এপ্রিল মাস থেকেই কার্যকর হবে।

গতকাল রবিবার রাজধানীতে বিইআরসির সভাকক্ষে এক সংবাদ সম্মেলনে এ নতুন মূল্যহার ঘোষণা করেন সংস্থাটির চেয়ারম্যান জালাল আহমেদ। এ সময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কমিশনের সদস্য মিজানুর রহমান, সদস্য সৈয়দা সুলতানা রাজিয়া, মো. আব্দুর রাজ্জাক ও শাহীদ সারোয়ার।

বিদ্যমান গ্রাহকদের ব্যবহৃত গ্যাসের মূল্যহার (শিল্প ও ক্যাপটিভে গ্যাসের দাম যথাক্রমে ৩০ ও ৩১ টাকা ৭৫ পয়সা) অপরিবর্তিত রেখে নতুন ও প্রতিশ্রুত গ্রাহকদের দাম বাড়ানোর প্রস্তাব করেছিল পেট্রোবাংলা। প্রতিশ্রুত গ্রাহকদের (ইতিমধ্যে অনুমোদিত) অর্ধেক বিল বিদ্যমান দরে, অর্ধেক ৭৫.৭২ টাকা করার প্রস্তাব করা হয়।

পেট্রোবাংলার মূল্য বৃদ্ধির প্রস্তাবের ওপর গত ২৬ ফেব্রুয়ারি শুনানি গ্রহণ করে বিইআরসি। পেট্রোবাংলা তাদের প্রস্তাবে বলেছে, দাম না বাড়ালে বছরে প্রায় ১৬ হাজার কোটি টাকা ঘাটতি হবে। পেট্রোবাংলার সেই প্রস্তাবে আপত্তি জানিয়েছিলেন ব্যবসায়ী সংগঠনগুলোর প্রতিনিধিরাসহ অংশীজনরা। শিল্পে দুই ধরনের দর করার বিরোধিতা করেন প্রায় সবাই। তারা বলেন, বিদ্যমান শিল্পে অপরিবর্তিত দরে আর নতুন শিল্পের জন্য বাড়তি দাম নির্ধারণ করা হলে অসম প্রতিযোগিতা তৈরি হবে। নতুন বৈষম্য তৈরি হবে। একই দেশে একই শ্রেণির গ্রাহকদের জন্য পৃথক দুটি মূল্যহার আইনিভাবেও সিদ্ধ নয়।

প্রশ্নের জবাবে বিইআরসি চেয়ারম্যান বলেন, একই গ্রাহক শ্রেণির জন্য পৃথক মূল্যহার আইনগতভাবে বৈধ। বিদ্যমান শিল্পে সরকারি সরবরাহ বজায় রাখা পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৫

এবং নতুন শিল্পে বিকল্প জ্বালানিতে উৎসাহিত করতে এমন মূল্যহার নির্ধারণ করা হয়েছে। শিল্পে বিকল্প জ্বালানি হিসেবে এলপিজি এবং নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ ব্যবহৃত হতে পারে।

পেট্রোবাংলা কয়েকটি উৎস থেকে গ্যাস কিনে থাকে। রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান সিলেট গ্যাস ফিল্ড কোম্পানি ও বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ড কোম্পানিকে প্রতি হাজার ঘনফুটের দাম দেওয়া হয় ২৮ টাকার মতো, আর বাপেক্সকে দেওয়া হয় ১১২ টাকার মতো। দেশের খনি থেকে গ্যাস উত্তোলন করা বহুজাতিক কোম্পানি শেভরন বাংলাদেশকে প্রতি হাজার ঘনফুট গ্যাস দেয় ২.৭৬ ডলারে; টাল্লোকে দেওয়া হয় ২.৩১ ডলার। অন্যদিকে ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রথম সাত মাসে কাতার থেকে আমদানি করা এলএনজির দাম ১০.৬৬ ডলার ও ওমান থেকে আনা এলএনজির দাম পড়ছে ১০.০৯ ডলার। তেল-গ্যাস অনুসন্ধানে কয়েক দশকের স্থবিরতার কারণে আমদানির দিকে যেতে হয়েছে।

How will LDC graduation impact our RMG sector?

RMG NOTES

Mostafiz Uddin
is the managing director of Denim Expert Limited. He is also the founder and CEO of Bangladesh Denim Expo and Bangladesh Apparel Exchange (BAE).

MOSTAFIZ UDDIN

Set to officially graduate from the United Nations' Least Developed Country (LDC) category in November 2026, Bangladesh is on the brink of entering a new chapter in its development journey. The decision to proceed with the graduation on schedule, despite recent global economic shocks, was reaffirmed by Chief Adviser Prof Muhammad Yunus last month, dispelling any lingering uncertainty surrounding a potential delay. While this move symbolises remarkable progress and reflects our steady economic growth since the country's war-torn beginnings in 1971, it also brings with it significant challenges, particularly for our ready-made garment (RMG) sector, the backbone of our export economy.

Bangladesh's graduation from the LDC category is a long-awaited milestone, achieved through meeting all three of the UN's eligibility criteria: Gross National Income (GNI) per capita, Human Assets Index (HAI), and Economic Vulnerability Index (EVI). It shows the nation's impressive strides in poverty reduction, human development, and economic resilience.

Initially designated an LDC in 1975, Bangladesh benefited from a wide range of international support measures. These include duty-free, quota-free market access to many developed nations, as well as relaxed rules around intellectual property rights and development finance. These preferential treatments have helped power our rapid industrialisation and trade growth, especially in the dominant RMG sector.

The RMG sector is the crown jewel of our economy, accounting for over 80 percent of the country's exports and employing around 40 lakh people. The industry has leveraged LDC trade privileges to become the second-largest global apparel exporter after China, becoming highly dependent on the trade preferences. Presently, 78 percent of Bangladesh's exports enjoy duty-free or reduced-tariff access in 38 countries under LDC schemes. Removing these preferences will significantly alter the cost dynamics of our RMG exports, which are highly price-sensitive.

Once the LDC benefits expire, we will potentially lose over $8 billion in trade annually, and face tariffs of 12 percent or more in many major markets. For a sector built on low-cost competitiveness, these added duties could erode the price advantages that have long fuelled our global rise.

The decision to stick to the 2026 graduation deadline has stirred mixed reactions. Some economists, industry insiders, and even cabinet members had called for a deferment of two to three years, citing the economic toll of the COVID pandemic, the Russia-Ukraine conflict, and persistent global inflationary pressures. Their argument is that Bangladesh needs more time to build resilience and adjust to the impending loss of preferential market access.

Yet, the interim government, after consulting with experts, has chosen to embrace the transition, acknowledging the potential drawbacks but also preparing mitigation strategies.

One of the critical aspects of this transition is that certain LDC benefits will remain in place for three years post-graduation. This "grace period," extending to 2029, offers a window of opportunity for industries to adapt. Encouragingly, key trading partners like the European Union, the UK, Canada and Australia have signalled their willingness to maintain favourable trade terms during this transition period, albeit with some conditions.

While the concerns are valid, this graduation also presents new opportunities for our RMG sector and broader economy. Removal of the LDC status can bolster our international reputation, potentially leading to better credit ratings, increased foreign direct investment (FDI), and a greater bargaining power in global trade negotiations.

The transition could also serve as a catalyst for much-needed reforms in the RMG sector. It would incentivise manufacturers to climb up the value chain, shift towards more sophisticated products, and invest in quality, branding, and sustainable practices. There is also an urgent need to diversify export markets and reduce overdependence on a few destinations, such as the EU and the US.

Additionally, the industry must improve efficiency and productivity through automation, upskilling of workers, and infrastructure enhancements. Innovation and environmental sustainability will become critical in ensuring long-term competitiveness in a post-LDC landscape.

Our strong performance in sustainability certifications, green factories, and labour compliance could serve as differentiating factors in an increasingly conscious global market.

The garment industry, which has been both the symbol and engine of Bangladesh's rise, now stands at a pivotal moment. How well we adapt to this new environment will largely determine our economic trajectory in the coming decades.

A collaborative approach is essential. The government must actively support the private sector through targeted policy measures, including export subsidies, tax incentives, and upskilling programmes. Trade negotiations should focus on securing duty-free access under alternative frameworks such as GSP+ (Generalised Scheme of Preferences Plus) with the EU, or bilateral and regional trade agreements. Equally important is fostering innovation and value addition within the industry. Only by moving away from dependency on basic, low-margin apparel can Bangladesh truly future-proof its RMG sector.

With the right mix of policy, innovation, and global cooperation, we have the potential not just to survive the post-LDC era, but to thrive as a confident, competitive developing nation. The path ahead is steep, but not insurmountable, if navigated wisely.

DHAKA MONDAY APRIL 14, 2025
BAISHAKH 1, 1432 BS
The Daily Star

দৈনিক ইত্তেফাক
বৃহস্পতিবার
৪ বৈশাখ ১৪৩২, ১৭ এপ্রিল ২০২৫

দৈনিক ভিত্তিতে সাময়িক শ্রমিক নিয়োগের নীতিমালা জারি

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

সরকারের মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংস্থা, দপ্তর, রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের জরুরি কাজ করার জন্য সাময়িকভাবে দৈনিক ভিত্তিতে শ্রমিক নিয়োগ দেওয়া যাবে। জন্মসূত্রে বাংলাদেশের নাগরিক, যাদের বয়স ১৮-৫৮ এর মধ্যে তারা দৈনিক ভিত্তিতে নিয়োগের সুযোগ পাবেন। এজন্য 'দৈনিক ভিত্তিতে সাময়িক শ্রমিক নিয়োজিতকরণ নীতিমালা, ২০২৫' করেছে অর্থ মন্ত্রণালয়। এতে বলা হয়েছে, যেসব মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংস্থা, দপ্তর, রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক নিয়োগ সংক্রান্ত নিজস্ব বিধি, প্রবিধি, নীতিমালা রয়েছে তাদের এই নীতিমালা অনুযায়ী অর্থ বিভাগের মতামত নিয়ে তা সংশোধন করতে হবে। সাময়িক শ্রমিকের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট বা মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসের মাধ্যমে মজুরি দেওয়া হবে। ব্যাংক অ্যাকাউন্ট বা মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসের হিসাব বিবরণী নিয়োগ দেওয়া কর্তৃপক্ষকে পরবর্তী মাসের বিলের সঙ্গে হিসাবরক্ষণ অফিসে আবশ্যিকভাবে দাখিল ও সমন্বয় করতে হবে। শ্রমিক নিয়োগ দেওয়া কর্তৃপক্ষ শ্রমিকের জন্য নিরাপদ ও শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করবে। নিয়োজিত নারী শ্রমিকের জন্য নিরাপদ ও নারী বান্ধব কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। শ্রমিক নিয়োজিত করা কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের কর্মকালে পরিবেশের ওপর যেন কোনো বিরূপ প্রভাব না পড়ে সেই বিষয়টি নিশ্চিত করবে, এমন বিধান রাখা হয়েছে নীতিমালায়। 'সাময়িক কার্য' বলতে সরকারের মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংস্থা, দপ্তর, রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের জরুরি ধরনের অত্যাবশ্যক কাজ বুঝাবে, যা সময়ে সময়ে প্রয়োজন হয় এবং যা প্রতিষ্ঠানের বিদ্যমান জনবল দ্বারা সম্পাদন করা সম্ভব হয় না। আর 'সাময়িক শ্রমিক' বলতে বোঝাবে, কেবল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংস্থা, দপ্তর, রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের আওতায় দৈনিক ভিত্তিতে সাময়িকভাবে নিয়োজিত ব্যক্তি ও যিনি সরকারি তহবিল বা প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব অর্থ হতে দৈনিক ভিত্তিতে মজুরি প্রাপ্য হবেন। শ্রমিক নিয়োজিত করার সময় বয়সের প্রমাণস্বরূপ জাতীয় পরিচয় পত্র/জন্ম নিবন্ধন সনদ থাকতে হবে। শ্রমিক নিয়োজিত করার সময় সার্বিক সামাজিক আচরণ ও স্বভাব-চরিত্র বিষয়ে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি/সিটি করপোরেশন/পৌরসভা এর কাউন্সিলর/ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রদত্ত ইতিবাচক প্রত্যয়নপত্র থাকতে হবে।

মজুরি বা পারিশ্রমিক নির্ধারণের বিষয়ে অর্থ বিভাগ কর্তৃক জারি করা শ্রমিক মজুরি সংক্রান্ত পরিপত্র অনুসরণ করতে হবে। তবে তারা নির্ধারিত মজুরি ব্যতীত অন্য কোনো আর্থিক সুবিধা পাবেন না। মজুরি প্রদানের ক্ষেত্রে নারী, পুরুষ ও তৃতীয় লিঙ্গের মধ্যে কোনো প্রকার বৈষম্য করা যাবে না।

প্রথম আলো • সোমবার, ১৪ এপ্রিল ২০২৫,

কারখানা ভাঙচুরের মামলায় ৩৯ আসামির জামিন

নারায়ণগঞ্জের আদমজী ইপিজেড

প্রতিনিধি, *নারায়ণগঞ্জ*

নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জে আদমজী ইপিজেডে পোশাক কারখানায় হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনায় মামলা হয়েছে। গতকাল রোববার সকালে ইপিজেডের নিরাপত্তা পরিদর্শক মুনসুর হাওলাদার বাদী হয়ে সিদ্ধিরগঞ্জ থানায় মামলাটি করেন।

মামলায় ৪৬ জনের নাম উল্লেখ করে অজ্ঞাতনামা আরও আড়াই শ জনকে আসামি করা হয়েছে। এজাহারে ইপিজেডে অনধিকার প্রবেশ, হামলা, ভাঙচুর ও নিরাপত্তাকর্মীদের মারধর করার অভিযোগ আনা হয়েছে। গত শনিবারের ওই ঘটনায় আটক ৪৬ জনকে এ মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে গতকাল তাঁদের আদালতে পাঠানো হয়। শুনানি শেষে ৩৯ আসামির জামিন মঞ্জুর করেছেন আদালত। গতকাল দুপুরে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক সার্কেল) মো. হাসিনুজ্জামান।

মো. হাসিনুজ্জামান বলেন, 'হামলাকারী ব্যক্তিরা বিভিন্ন এলাকার। এই হামলার পেছনে তাঁদের অসৎ কোনো উদ্দেশ্য ছিল কি না, তাঁদের কেউ ব্যবহার করেছে কি না, সেটি আমরা খতিয়ে দেখছি।'

বণিক বার্তা
বৃহস্পতিবার, এপ্রিল ১৭, ২০২৫ ■ বৈশাখ ৪, ১৪৩২

ষষ্ঠ অর্থনীতি সম্মেলনে বক্তারা

৯০ শতাংশের বেশি শ্রমিক আইনি সুরক্ষার বাইরে

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

শ্রম সংস্কার কমিশনের প্রধান সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ বাংলাদেশের শ্রম ব্যবস্থায় বিদ্যমান কাঠামোগত বৈষম্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছেন, 'বাংলাদেশের শ্রম ব্যবস্থার ভিত্তি খুবই দুর্বল। যেখানে প্রায়ই শ্রমিকরা তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এখনো ৯০ শতাংশের বেশি শ্রমিক আইনি সুরক্ষার বাইরে রয়ে গেছেন, যার মধ্যে অনেক কায়িক শ্রমবিহীন পেশাজীবীরাও অন্তর্ভুক্ত।'

গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অর্থনীতি গবেষণা কেন্দ্র (ইএসসি) আয়োজিত 'ষষ্ঠ বাংলাদেশ অর্থনীতি সম্মেলন' এর দ্বিতীয় দিনের প্রথম সেশনে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি এ কথা বলেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচার থিয়েটার ভবনের ৩০১ নম্বর কক্ষে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় শ্রম অর্থনীতিবিদ অনন্যা রায়হান ও আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার মোহাম্মদ অভি হোসেন উপস্থিত ছিলেন।

শ্রম পরিস্থিতির বিভিন্ন দিক, শ্রমিকদের সুরক্ষা, অন্তর্ভুক্তি ও কণ্ঠস্বরের অভাবের কথা উল্লেখ করে শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও নীতিগত সমর্থন চেয়ে সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ বলেন, 'শ্রমিকদের স্বার্থ উপেক্ষা করে এমন নীতিগুলোর বিরুদ্ধে আমাদের রুখে দাঁড়ানো প্রয়োজন। বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ গঠনে শ্রমিক শ্রেণীর অংশগ্রহণমূলক ভূমিকা নিশ্চিত করতে হবে। শ্রমিকদের প্রতি কেবল সহানুভূতি না দেখিয়ে তাদের মর্যাদার ন্যারেটিভ পরিবর্তনের ওপর গুরুত্বারোপ করতে হবে।'

আলোচনা সভায় বক্তারা বাংলাদেশের শ্রমবাজারের বিভিন্ন দুর্বল দিক এবং শ্রমিকদের অধিকার ও স্বার্থের প্রতি অবহেলার চিত্র তুলে ধরেন। তারা মনে করেন, এ পরিস্থিতি মোকাবেলায় একটি সমন্বিত ও জোরালো পদক্ষেপ নেয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া বাংলাদেশের শ্রমবাজারের স্থিতিশীলতা ও শ্রমিকদের স্বার্থ সুরক্ষায় সামষ্টিক দর কষাকষি ব্যবস্থা, সামাজিক সুরক্ষা এবং ন্যায্য ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের মতো প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করার প্রয়োজনীয়তাও তিনি তুলে ধরেন।

DHAKA WEDNESDAY APRIL 16, 2025
BAISHAKH 3, 1432 BS
The Daily Star

Apparel makers urge NBR to retain current tax rates in FY26

STAR BUSINESS REPORT

Garment makers in Bangladesh have urged the country's revenue authority to leave the existing corporate tax rates unchanged in the upcoming national budget for fiscal year (FY) 2025-26.

Inamul Haq Khan, a member of the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association's support committee, made this request at a pre-budget meeting with the National Board of Revenue (NBR) at its headquarters in Dhaka yesterday.

Currently, the corporate tax is 12 percent for export-oriented garment factories and 10 percent for green factories. These rates will remain effective until June 30, 2028.

"Changing the corporate tax rate will erode the confidence of local and foreign entrepreneurs and go against the spirit of the recently concluded investment summit," Khan said.

He also highlighted that the price of gas has risen to Tk 40, warning that industries cannot survive under such conditions.

"This isn't the right time to raise corporate taxes," Khan added.

In response, NBR Chairman Abdur Rahman Khan reiterated the board's commitment to eliminating discriminatory tax practices and reducing exemptions.

"We want to move away from the ad hoc exemptions granted over the years," he said. "If there is consensus, we're ready to implement that."

"This is a crucial moment. People across the country are standing against all forms of discrimination," Khan added. "It's essential to make tax rates as uniform as possible so that no group is treated differently."

The Bangladesh Textile Mills Association also placed demands, including rationalising the valuation of fabric imports and resolving complications related to HS codes and valuation.

At the meeting, the SME Foundation proposed allowing quarterly VAT return submissions for SMEs with an annual turnover of up to Tk 5 crore.

It also sought a 10-year tax holiday for leather, leather goods, garment accessories, and backward linkage industries.

Separately, the Bangladesh Society for the Change and Advocacy Nexus (B-SCAN), a volunteer organisation, urged the NBR to raise the tax-free income threshold for persons with disabilities to Tk 6 lakh from the existing Tk 4.75 lakh.

It also demanded raising their monthly allowance to Tk 5,000, depending on the type of disability, and suggested increasing taxes on tobacco products to offset the cost.

Make budget based on global perspective: Economists

Economists have called on the government to design the upcoming national budget with careful consideration of both the domestic economic landscape and prevailing global economic trends and challenges.

Professor Mahbub Ullah, convener of the Bangladesh Economic Association's interim committee, said Trump's tariff policies are disrupting the global economic order, slowing globalisation, and triggering retaliatory trade barriers that are expected to cause significant turmoil.

"So, Bangladesh must not craft its budget in isolation -- we must look outward, read global signals, and proceed with extreme caution," he said. "It is time to tighten our belts, not expand them."

Mahbub also proposed raising the tax-free income threshold from the current Tk 3.5 lakh to Tk 6 lakh.

প্রথম আলো • রোববার, ১৩ এপ্রিল ২০২৫,

পনেরো মাসে ১২৮ নতুন তৈরি পোশাক কারখানা

বিনিয়োগ

গত বছরের জানুয়ারি থেকে এ বছরের মার্চ পর্যন্ত ১১৩টি কারখানা বন্ধ হয়েছে। এতে কাজ হারিয়েছেন ৯৬ হাজার ১০৪ জন।

শুভংকর কর্মকার, *ঢাকা*

দেশে অর্থনৈতিক সংকট, ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান, রাজনৈতিক পটপরিবর্তনসহ নানা উত্থান-পতনের মধ্যেও রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাকশিল্পে নতুন বিনিয়োগ আসছে। এতে নতুন কর্মসংস্থান হচ্ছে। অন্যদিকে কারখানা বন্ধের ঘটনাও ঘটছে।

তৈরি পোশাকশিল্পের মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএর একটি বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে, গত বছরের জানুয়ারি থেকে চলতি বছরের মার্চ পর্যন্ত ১৫ মাসে তাদের নতুন সদস্য হয়েছে ১২৮টি কারখানা। সব কটি কারখানা পুরোপুরি উৎপাদনে এলে মোট ৭৪ হাজার মানুষের কর্মসংস্থান হবে। এর বাইরে পুরোনো কিছু কারখানাও উৎপাদন সক্ষমতা বাড়াতে নতুন বিনিয়োগ করেছেন উদ্যোক্তারা।

অন্যদিকে গত বছরের জানুয়ারি থেকে এ বছরের মার্চ পর্যন্ত ১৫ মাসে বিজিএমইএর সদস্য এমন ১১৩টি কারখানা বন্ধ হয়েছে। এতে কাজ হারিয়েছেন ৯৬ হাজার ১০৪ জন। এসব কারখানার মধ্যে বেশির ভাগই বন্ধ হয়েছে গত আগস্টের পর, যা সংখ্যায় ৬৯। তাতে কাজ হারিয়েছেন ৭৬ হাজার ৫০৪ জন।

এদিকে কারখানা চালু ও বন্ধের মধ্যেও তৈরি পোশাকের রপ্তানি বেড়েছে। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) তথ্য অনুযায়ী, চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রথম ৯ মাস জুলাই-মার্চে মোট ৩ হাজার ২৫ কোটি মার্কিন ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি হয়েছে। এই রপ্তানি এর আগের ২০২৩-২৪ অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ১০ দশমিক ৮৪ শতাংশ বেশি।

গত ১৫ মাসে বিজিএমইএর সদস্যপদ নেওয়া কারখানাগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো একেএইচ আউটওয়্যার, এ জেড কম্পোজিট, নেক্সটন, এলএসএ অ্যাপারেলস, সিটেক ফ্যাশন, সুপ্রিম আউটফিট, স্প্যারো গ্রিনটেক ইত্যাদি। নতুন ১২৮ কারখানার মধ্যে ১৮টিতে শ্রমিকের সংখ্যা হবে ১ হাজারের বেশি করে। তার মানে অধিকাংশই ক্ষুদ্র ও মাঝারি কারখানা।

এ জেড কম্পোজিট গত বছর গাজীপুরে পরীক্ষামূলক উৎপাদন শুরু করে। বর্তমানে ১৫০ জন শ্রমিক কাজ করলেও পুরোদমে উৎপাদন শুরু হলে আরও ৭০০-৮০০ শ্রমিকের কর্মসংস্থান হবে। কারখানাটির মূল বিনিয়োগকারীরা অনেক দিন ধরে বায়িং হাউস ব্যবসার সঙ্গে জড়িত।

এ জেড কম্পোজিটের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) জহিরুল হাসান গত রাতে *প্রথম আলোকে* বলেন, 'পবিত্র ঈদুল আজহার পরে আমরা পুরোদমে উৎপাদনে যাব। তখন আমাদের কর্মীর সংখ্যা দাঁড়াবে ৭০০-৮০০।'

দেশের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় তৈরি পোশাক রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান স্প্যারো গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ। ১৯৮৪ সালে যাত্রা শুরু করা প্রতিষ্ঠানটি গত সেপ্টেম্বরে গাজীপুরে স্প্যারো গ্রিনটেক নামে নতুন কারখানা চালু করে। এই কারখানায় ১ হাজার ৮০০ শ্রমিকের কর্মসংস্থান হয়েছে। তাতে গ্রুপের চারটি কারখানায় মোট কর্মসংস্থান দাঁড়িয়েছে ১৮ হাজার।

তৈরি পোশাক কারখানা চালু ও বন্ধের চিত্র

(জানুয়ারি '২৪ থেকে মার্চ '২৫)

নতুন কারখানা	১২৮টি
বন্ধ কারখানা	১১৩টি
কর্মসংস্থান	৭৪,০৮১ জন
চাকরিচ্যুত	৯৬,১০৪ জন

সূত্র : বিজিএমইএ

গত বছর গ্রুপটি রপ্তানি করে ৩০ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক।

বিষয়টি নিশ্চিত করে স্প্যারো গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) শোভন ইসলাম *প্রথম আলোকে* বলেন, নতুন কারখানাটি ভালোই করছিল। তবে আগামী শরৎ মৌসুমের ক্রয়াদেশ কমে হয়েছে। মূলত যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের পাল্টা শুল্ক আরোপের পর অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে।

দেশের আরেক শীর্ষস্থানীয় তৈরি পোশাক রপ্তানিকারক নতুন কারখানা স্থাপনে গত আগস্টে একটি সদস্যপদ নেয়। যদিও কারখানাটি এখনো চালু হয়নি। দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে কারখানাটি কবে চালু হবে, সেটি অনিশ্চিত বলে জানায় মালিকপক্ষ।

জানতে চাইলে বিজিএমইএর সাবেক পরিচালক মহিউদ্দিন রুবেল *প্রথম আলোকে* বলেন, তৈরি পোশাকশিল্পের বড় ও মাঝারি অনেক কারখানা উৎপাদন সক্ষমতা বাড়াচ্ছে। আধুনিক প্রযুক্তি ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায় (এআই) বিনিয়োগ করছে তারা। সঙ্গে নতুন কারখানাও আসছে। সে কারণে তৈরি পোশাক রপ্তানিতে প্রবৃদ্ধি হচ্ছে। অন্যদিকে ব্যবসার খরচ বেড়ে যাওয়ায় ছোটরা টিকে থাকতে পারছে না।

এদিকে বন্ধ হওয়া তৈরি পোশাকের কারখানাগুলোর মধ্যে রয়েছে বেক্সিমকো গ্রুপের ২৪টি, কেয়া গ্রুপের ৪টি, টিএনজেডের ৪টি, ভারগো এম এইচ, মডিশ অ্যাটায়ার, সিরোক অ্যাপারেলস, ওডিশ ক্রাফট ইত্যাদি। বেক্সিমকো গ্রুপের ২৪টি বন্ধ হলেও তার মধ্যে কয়েকটি ছিল অস্তিত্বহীন। বেক্সিমকো শিল্পপার্কের ১৪টি কারখানা গত ২৮ ফেব্রুয়ারি বন্ধ করা হয়। এসব প্রতিষ্ঠানে শ্রমিক ছিলেন ৩১ হাজার ৬৭৯ জন, আর কর্মচারী ১ হাজার ৫৬৫ জন। এই শ্রমিক-কর্মচারীদের পাওনা পরিশোধে ৫২৫ কোটি ৪৬ লাখ টাকা দেয় সরকার। যদিও বন্ধ হওয়া অনেক কারখানার শ্রমিকেরা এখনো পাওনা বুঝে পাননি।

তৈরি পোশাকশিল্পের মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএর সাবেক সহসভাপতি মাহমুদ হাসান খান *প্রথম আলোকে* বলেন, 'নতুন কারখানা চালু ও এর বিপরীতে কিছু বন্ধ হবে—এটা চলমান প্রক্রিয়া। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের পাল্টা শুল্ক আরোপ করায় একধরনের চাপ বা অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। এই অনিশ্চয়তা না কাটা পর্যন্ত নতুন বিনিয়োগে সতর্ক থাকবেন উদ্যোক্তারা।'

অপর এক প্রশ্নের জবাবে মাহমুদ হাসান খান বলেন, 'ছয় মাস আগে দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি যে অবস্থায় ছিল, তার চেয়ে অনেক উন্নতি হয়েছে। জাতীয় নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত অনেকে বিনিয়োগ করার ক্ষেত্রে হাত গুটিয়ে থাকবেন। তবে যাঁরা যন্ত্রপাতি আমদানির ঋণপত্র খুলে ফেলেছেন, তাঁরা অপেক্ষা করবেন না।'

প্রথম আলো • রোববার, ২০ এপ্রিল ২০২৫,

শ্রমিক ছাঁটাই বন্ধ ও মামলা প্রত্যাহার দাবি আইবিসির

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

শ্রমিক ছাঁটাই বন্ধ, মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার, শ্রম আইন সংশোধন ও যুক্তরাষ্ট্রের পাল্টা শুল্ক আরোপের বিষয়ে স্থায়ী সমাধানের দাবি জানিয়েছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল বাংলাদেশ কাউন্সিল (আইবিসি)। সেই সঙ্গে ট্রেড ইউনিয়নের নিবন্ধনপ্রক্রিয়া সহজ করা, ছাঁটাইকৃত শ্রমিকদের তালিকা প্রকাশ ও পুনর্বাসন, সরকার, মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে সম্পাদিত ১৮ দফা সমঝোতা চুক্তির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নে পদক্ষেপের দাবি করে সংবাদ সম্মেলন করেছে সংগঠনটি।

দাবি আদায়ে পয়লা মে শ্রমিক দিবসে মহাসমাবেশ করার ঘোষণা দিয়েছে আইবিসি।

শ্রমিক সংগঠনগুলোর আন্তর্জাতিক জোট ইন্ডাস্ট্রিয়াল বাংলাদেশ কাউন্সিলের (আইবিসি) নেতারা এক সংবাদ সম্মেলনে এসব দাবি জানান। রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবের সাগর-রুনি মিলনায়তনে আয়োজিত এই সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন আইবিসির সাধারণ সম্পাদক বাবুল আখতার। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনটির সভাপতি তৌহিদুর রহমান, কেন্দ্রীয় নেতা সালাউদ্দিন স্বপন, শাহাদাত হোসেন, কামরুল হাসান, নুরুল ইসলাম, রফিকুল ইসলাম ও চায়না রহমান প্রমুখ।

বাবুল আখতার বলেন, সরকার ঘোষিত ৯ শতাংশ মজুরি বৃদ্ধি এখনো অধিকাংশ কারখানায় কার্যকর হয়নি। ঈদ সামনে রেখে সরকারের নির্দেশনা ছিল মার্চ মাসের ১৫ দিনের মধ্যে মজুরি ও উৎসব ভাতা পরিশোধের। কিন্তু অধিকাংশ প্রতিষ্ঠান এই নির্দেশনা অমান্য করে।

সংগঠনটির নেতারা আরও বলেন, 'ঈদের আগের দিন পর্যন্ত আমরা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের শ্রম ভবনের সামনে আন্দোলন করতে দেখেছি। জীবিকা না থাকলে তারা কোথায় যাবে।' তাঁরা আরও জানান, বিজিএমইএ ও বিকেএমইএয়ের কাছে সব প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকের তথ্য আছে। তারা চাইলেই কোন প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়েছে এবং কোন শ্রমিক চাকরিচ্যুত হয়েছেন, সে তথ্য প্রকাশ করতে পারে। শ্রমিকের জীবিকার ওপর এই আঘাতের দায় রাষ্ট্রকে নিতে হবে বলে মন্তব্য করেন নেতারা।

সংগঠনটির সভাপতি তৌহিদুর রহমান বলেন, ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রেও বাধার মুখে পড়তে হচ্ছে। এখনো ৫০ টির বেশি ট্রেড ইউনিয়নের আসন অনিষ্পন্ন অবস্থায় আছে।

শোভন কাজ

বণিক বার্তা
শনিবার, এপ্রিল ১৯, ২০২৫

কয়েক বছর ধরেই দেশে কারিগরি শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব দিয়ে আসছে সরকার

ছবি : ইউআইএসটির ওয়েবসাইট থেকে নেয়া

পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং

কর্মক্ষেত্রে সুযোগ-সুবিধার ঘাটতিতে কমছে শিক্ষার্থী, ফাঁকা থাকছে ৬০ শতাংশ আসন

ফাতেমা-তুজ-জিনিয়া ■

রবিউল ইসলাম, ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং শেষ করেছেন ২০২০ সালে। এরপর তিনটি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেছেন। প্রথমটিতে বেতন ছিল মাত্র সাড়ে ৮ হাজার টাকা। তাও আবার চাকরির তিন মাসের মাথায় কোনো ধরনের নোটিস ছাড়াই ছাঁটাই হন। এরপর আরো একটি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন ১২ হাজার টাকায়। সেখানে আবার বেতনের তুলনায় কাজের চাপ ছিল অনেক বেশি। অথচ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করা তারই সহকর্মীরা একই পদে পেতেন প্রায় তিন গুণ বেতন। সেই কষ্টে চাকরি ছেড়ে দিয়ে রবিউল এখন ব্যবসা শুরু করেছেন।

সরকারি একটি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট থেকে ২০২২ সালে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং করেন শাহরিয়ার আহমেদ। এরপর মোট তিনটি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেছেন। বর্তমানে যে প্রতিষ্ঠানে কাজ করছেন সেখানে বেতন পান কেবল ১৫ হাজার টাকা। শাহরিয়ার আহমেদ বলেন, 'আমরা চাকরি পাচ্ছি না, বিষয়টি এমন নয়। কিন্তু যে কাজ পাচ্ছি তা মানসম্মত নয়। আমার অনেক সহপাঠী চাকরি না করে গ্রামের বাড়িতে বসে আছে, কারণ যে বেতনে তারা চাকরি পাচ্ছে তা দিয়ে ঢাকায় থাকাই সম্ভব নয়। আমার পরিবার গ্রামে থাকে। ঢাকায় নিজের খরচ চালিয়ে তাদের তেমন সহযোগিতা করতে পারি না।'

শাহরিয়ার আহমেদ আরো বলেন, 'আমাদের যদি ভালো

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

কর্মক্ষেত্রে সুযোগ-সুবিধার

শেষ পৃষ্ঠার পর

অবস্থানে যেতে হয় তবে ডিপ্লোমা শেষে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আবার চার বছরের বিএসসি করতে হয়। কিন্তু এটি অনেক ব্যয়বহুল। এসব কারণে এখন অনেকেই আর ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে পড়তে আগ্রহী হয় না।'

এদিকে কয়েক বছর ধরেই দেশে কারিগরি শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব দিয়ে আসছে সরকার। ফলে সরকারি-বেসরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের সংখ্যাও বেড়েছে। কিন্তু শিক্ষাসংশ্লিষ্টরা বলছেন, প্রতিষ্ঠান বাড়লেও সেগুলোয় শিক্ষক সংকট, উপযুক্ত শিক্ষার পরিবেশের অভাব এবং শিক্ষাজীবন শেষে চাকরিক্ষেত্রে পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা না পাওয়ায় ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা কমে যাচ্ছে।

কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের সর্বশেষ বার্ষিক প্রতিবেদনেও এ তথ্যটি উঠে এসেছে। দেশের সরকারি-বেসরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটগুলোয় ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষে মোট আসন ছিল ১ লাখ ৭১ হাজার ৫০০টি। এর বিপরীতে ভর্তি হয় ৬৮ হাজার ৭৮২ শিক্ষার্থী, যা বিগত পাঁচ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন। অর্থাৎ ইনস্টিটিউটগুলোয় প্রায় ৬০ শতাংশে আসনই ওই শিক্ষা বছরে ফাঁকা ছিল।

বিগত পাঁচ বছরের প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে মোট শিক্ষার্থী ভর্তি হয় ৮১ হাজার ৭৬ জন। ওই শিক্ষাবর্ষে আসন ফাঁকা ছিল ৫২ দশমিক ৮ শতাংশে। তার পরের শিক্ষাবর্ষে ৭৭ হাজার ২৭২ শিক্ষার্থী ভর্তি হলেও ৫৪ দশমিক ৩৪ শতাংশে ছিল শূন্য আসন। এছাড়া ২০21-২২ শিক্ষাবর্ষে শিক্ষার্থী ছিল ৭৩ হাজার ২৭২ জন, ফাঁকা আসন ৫৮ দশমিক ৬২ শতাংশ; ২০২২-২৩ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি হয় ৭১ হাজার ৫৫৩ শিক্ষার্থী, আর ফাঁকা পড়ে ছিল ৫৯ দশমিক ৪ শতাংশে আসন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ড. মো. আলী জিন্নাহ *বণিক বার্তাকে* বলেন, 'বিগত কয়েক বছর কারিগরি শিক্ষায় গুরুত্ব দেয়া হলেও তার বিপরীতে শিক্ষা ও কর্মক্ষেত্রের যথাযথ সংযোগ স্থাপন করা হয়নি। এছাড়া মানসম্মত কারিগরি শিক্ষা নিশ্চিতের জন্য প্রতিষ্ঠানগুলোয় যে ধরনের দক্ষ লোকবল প্রয়োজন সেটিও নিশ্চিত করা যায়নি। এসব কারণে শিক্ষার্থীদের একটি অংশ হতাশাগ্রস্ত হয়ে যাচ্ছে এবং তাদের দেখে নতুন শিক্ষার্থীরাও ভর্তিতে নিরুৎসাহিত হচ্ছে। যদি শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের সংযোগ স্থাপন করা যায়, বিশেষত আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারের চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের দক্ষ করে গড়ে তোলা যায় তবে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ঠিকই শিক্ষার্থীদের আগ্রহ বাড়বে।'

জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমিতে (নায়েম) ২০21 সালে জমা দেয়া এক গবেষণা প্রতিবেদনে উঠে এসেছে, ডিপ্লোমা ডিগ্রিধারীদের মধ্যে ৫৪ শতাংশে কর্মজীবী, ৪ শতাংশে উদ্যোক্তা, ৩৮ শতাংশে বেকার ও ৪ শতাংশে কাজে আগ্রহী নয়। তবে শহরের তুলনায় গ্রামাঞ্চলে বেকারত্বের হার বেশি। গ্রামাঞ্চলের মাত্র ৪৮ শতাংশে ডিপ্লোমাধারী কর্মক্ষেত্রে রয়েছেন।

সরকারি-বেসরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের ২৭২ ডিপ্লোমাধারীর ওপর ওই গবেষণা করা হয়। ওই প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, কর্মজীবীদের ৬৫ শতাংশে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে, ২৪ শতাংশে ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানে, ৬ শতাংশে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান বা এনজিওতে ও ৫ শতাংশে কাজ করছেন সরকারি প্রতিষ্ঠানে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত এ ডিপ্লোমা ডিগ্রিধারীদের ৪৪ শতাংশের মাসিক আয় ১০-১৫ হাজার টাকার মধ্যে এবং ৪৩ শতাংশের আয় ১০ হাজার টাকার কম। মাত্র ১৩ শতাংশের মাসিক আয় ১৫ হাজারের ওপর।

প্রায় একই তথ্য উঠে এসেছে বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর (ব্যানবেইস) জরিপেও। ব্যানবেইসের ওই জরিপের তথ্য অনুযায়ী, ডিপ্লোমা প্রকৌশলীর ডিগ্রি নিয়ে চাকরিতে প্রবেশ করা শিক্ষার্থীদের মধ্যে ৭১ শতাংশে বেতন পাচ্ছে ১০ থেকে ২০ হাজার টাকার মধ্যে।

পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের শিক্ষকরা অবশ্য বলছেন, শিক্ষাজীবনে যেসব শিক্ষার্থী মনোযোগী এবং দক্ষতা অর্জন করছেন তাদের বেকার থাকতে হচ্ছে না। নরসিংদী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ প্রকৌশলী নীহার রঞ্জন দাস এ বিষয়ে *বণিক বার্তাকে* বলেন, 'সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোয় আসন খুব একটা ফাঁকা থাকছে না। আমাদের এখানে যারা ভালোভাবে পড়ালেখা করছে তারা ভালো অবস্থানেও পৌঁছাচ্ছে। তবে কিছু শিক্ষার্থী আছে যারা ড্রপআউট হয়ে যাচ্ছে, আবার অনেকে নিয়মিত ক্লাস না করায় পিছিয়ে পড়ছে। কর্মক্ষেত্রে মূলত তারাই সমস্যার মুখোমুখি হয়। আর বেতন কাঠামো বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন রকম। শুরুর দিকে হয়তো কম থাকে, কিন্তু কেউ যদি ভালো দক্ষতা দেখাতে পারে তবে সে দ্রুতই ভালো বেতন অর্জন করে।'

দক্ষ শিক্ষকের অভাব কারিগরি শিক্ষায় একটি বড় সংকট উল্লেখ করে তিনি আরো বলেন, 'শিক্ষক সংকটের কারণে বিগত কয়েক বছর প্রতিষ্ঠানগুলো কিছুটা পিছিয়ে পড়েছে। শিক্ষার্থীরাও আশানুরূপ শিক্ষার পরিবেশ পায়নি। এ কারণে কিছু প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীও কমেছে। তবে এ সংকট দূর করতে পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে। বিগত কয়েক মাসে অনেক শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়েছে। আমার প্রতিষ্ঠানেই নিয়োগ দেয়া হয়েছে ২৬ জন নতুন শিক্ষক।'

এদিকে স্বতন্ত্র 'কারিগরি ও উচ্চশিক্ষা' মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা, 'কারিগরি শিক্ষা সংস্কার কমিশন' গঠন এবং উচ্চশিক্ষার সুযোগের লক্ষ্যে টেকনিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবিতে অনেকদিন ধরেই আন্দোলন করছেন পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থীরা। গত বুধবার থেকে নতুন করে আন্দোলনে নামা শিক্ষার্থীরা আরো বেশকিছু দাবি সামনে এনেছেন। তার মধ্যে রয়েছে জুনিয়র ইনস্ট্রাক্টর পদে ক্র্যাফট ইনস্ট্রাক্টরদের ৩০ শতাংশে পদোন্নতি কোটা বাতিল, জুনিয়র ইনস্ট্রাক্টর পদে ক্র্যাফট ইনস্ট্রাক্টরদের পদোন্নতির রায় বাতিল, ক্র্যাফট ইনস্ট্রাক্টরদের পদবি পরিবর্তন, মামলার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের চাকরিচ্যুত, ২০21 সালে নিয়োগপ্রাপ্ত ক্র্যাফট ইনস্ট্রাক্টরদের নিয়োগ বাতিল এবং সেই বিতর্কিত নিয়োগবিধি অবিলম্বে সংশোধন করা।

এসব দাবি-দাওয়ার বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে গত বৃহস্পতিবার শিক্ষার্থীদের দীর্ঘক্ষণ বৈঠক হয়। তবে বৈঠক শেষে পলিটেকনিক শিক্ষার্থীদের প্রতিনিধি মাশফিক ইসলাম বলেন, 'আমরা মন্ত্রণালয়ের দৃশ্যমান কোনো পদক্ষেপ দেখতে পাইনি। এ বৈঠকে আমরা সন্তুষ্ট নই। দাবি আদায়ের জন্য আমাদের আন্দোলন চলবে।'

সে অনুযায়ী ছয় দফা দাবিতে কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে সারা দেশের পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থীরা গতকাল শুক্রবার জুমার নামাজের পর 'কাফন মিছিল' করেন। বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা তাদের ছয় দফা দাবি অবিলম্বে মেনে নিতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। অন্যথায় তারা আরো কঠোর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দেন।

সার্বিক বিষয়ে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মো. রুহুল আমিন *বণিক বার্তাকে* বলেন, 'কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষার্থীরা ভালো চাকরি পাচ্ছে না, এটি সঠিক নয়। অনেক শিক্ষার্থীই অনেক ভালো করছে। এখানে একটি বড় সমস্যা প্রচারণার অভাব এবং কারিগরি শিক্ষার সুযোগ সম্পর্কে অজ্ঞতা। প্রচারণা বাড়ানোর জন্য আমরা এখন বিভিন্ন পদক্ষেপ নিচ্ছি। এছাড়া কিছু ভুঁইফোড় বেসরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটও রয়েছে। দেখা যায় এসব প্রতিষ্ঠানে সুযোগ-সুবিধা না থাকায় শিক্ষার্থীরা ভর্তি হয় না। বোর্ডের পক্ষ থেকে মাঠপর্যায়ে পরিদর্শনের মাধ্যমে সুযোগ-সুবিধাহীন এসব ইনস্টিটিউটের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে।'

প্রথম আলো • মঙ্গলবার, ২২ এপ্রিল ২০২৫,

তৈরি পোশাক খাত

শিল্পাঞ্চলে শান্তি বজায় থাকুক

শিল্পের সমৃদ্ধির ওপরই দেশের অর্থনীতির বিকাশ নির্ভর করে। জনসংখ্যা ও চাহিদা বাড়ার বিপরীতে শিল্পকারখানা না বাড়লে অর্থনীতি মারাত্মক ঝুঁকিতে পড়ে। গত ১৫ মাসে শিল্প খাতে যে সংযোজন ও বিয়োজন ঘটছে, তা আমাদের মোটেই আশ্বস্ত করছে না।

প্রথম আলোর প্রতিবেদন অনুযায়ী, গত বছরের জানুয়ারি থেকে চলতি বছরের মার্চ পর্যন্ত ১৫ মাসে বিজিএমইএর নতুন সদস্য হয়েছে ১২৮টি কারখানা। অন্যদিকে এই সময়ে বন্ধ হয়েছে ১১৩টি কারখানা। বিজিএমইএর বাইরে এই খাতে এবং অন্যান্য খাতে আরও অনেক কারখানা বন্ধের ঘটনা ঘটেছে। সংস্থাটির ভাষ্য অনুযায়ী, নতুন কারখানাগুলো পুরোদমে চালু হলে ৭৪ হাজার লোকের কর্মসংস্থান হবে। অন্যদিকে কারখানা বন্ধ হওয়ার কারণে ৯৬ হাজার ১০৪ জন চাকরি হারিয়েছেন।

আশার কথা, কারখানা বন্ধের মধ্যেও তৈরি পোশাকের রপ্তানি বেড়েছে। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) তথ্য অনুযায়ী, চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রথম ৯ মাস জুলাই-মার্চে মোট ৩ হাজার ২৫ কোটি মার্কিন ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি হয়েছে। এই রপ্তানি এর আগের ২০২৩-২৪ অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ১০ দশমিক ৮৪ শতাংশ বেশি।

নতুন কারখানা চালু ও পুরোনো কারখানা বন্ধের বিষয়টি চলমান প্রক্রিয়া বলা হলেও এই সময়ে কারখানা বন্ধের কারণ মূলত রাজনৈতিক। বেশির ভাগ কারখানা বন্ধ হয়েছে গত বছর আগস্টে রাজনৈতিক পালাবদলের পর। কয়েকটি শিল্প গ্রুপের মালিক কারাগারে ও আত্মগোপনে থাকায় শ্রমিকদের বেতন-ভাতা বকেয়া পড়ে। সরকার কোনো কারখানায় রিসিভার নিয়োগ করে চালু রাখতে চাইলেও শেষ পর্যন্ত সেটি সফল হয়নি। আবার মালিকদের কাছেই পরিচালনার ভার ন্যস্ত করা হয়েছে। সরকারের সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের কারণেও শিল্পাঞ্চলে একধরনের অস্থিরতা বিরাজ করছে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাকসহ সার্বিক শিল্প খাতে নতুন যে বিনিয়োগ আসছে, তা প্রয়োজনের তুলনায় কম। একই সময়ে শ্রমিক অসন্তোষের কারণেও বহু কারখানা সাময়িক বন্ধ হওয়ার ঘটনা ঘটেছে। গতকাল সোমবারও শ্রমিক বিক্ষোভের জেরে গাজীপুর নগরের কোনাবাড়ী এলাকার তুসুকা গ্রুপের ছয়টি প্রতিষ্ঠানে তিন দিনের সাধারণ ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। কারখানার ভেতরে কাজের সুষ্ঠু পরিবেশ না থাকার কারণ দেখিয়ে কর্তৃপক্ষ শনিবার ওই ছুটির নোটিশ দিয়েছে। মূলত শ্রমিক ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদে সেখানে শ্রমিকেরা আন্দোলন করে আসছেন।

কর্তৃপক্ষ বলছে, শ্রম আইন অনুযায়ী পাওনা মেটানোর পরও শ্রমিকেরা আন্দোলন করছেন। এর পেছনে বহিরাগত ব্যক্তিদের ইন্ধন আছে বলেও তারা দাবি করছে। বহিরাগত ব্যক্তিদের ইন্ধন থাকুক আর না-ই থাকুক, কোনো অজুহাতেই শ্রমিক ছাঁটাই মেনে নেওয়া যায় না। শ্রমিকদের বঞ্চিত রেখে কিংবা বিক্ষুব্ধ করে যে সুষ্ঠুভাবে কারখানা চালু রাখা সম্ভব নয়, সেটাও তাদের অনুধাবন করতে হবে।

সার্বিকভাবে অর্থনীতির পরিস্থিতি ভালো নয়। একদিকে প্রয়োজনমাফিক নতুন বিনিয়োগ আসছে না, অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্রের শুল্ক-খড়্গ ঝুলছে। তিন মাসের রেয়াত দেওয়া হলেও ১০ শতাংশ বর্ধিত শুল্ক বহাল আছে। তিন মাস পর নাটকীয় পরিবর্তন হবে, তা-ও আশা করা যায় না।

কারখানা বন্ধ থাকায় কেবল মালিকেরাই ক্ষতিগ্রস্ত হননি, হাজার হাজার শ্রমিকও বেকার হয়ে পড়েছেন। সে ক্ষেত্রে বন্ধ হওয়া কারখানা খোলার প্রয়াস অব্যাহত রাখার পাশাপাশি নজর রাখতে হবে নতুন করে যাতে কোনো কারখানা বন্ধ হয়ে না যায়। কোথাও সমস্যা হলে ত্রিপক্ষীয় আলোচনার মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ উপায় বের করতে হবে। যেকোনো মূল্যে শিল্পাঞ্চলে শান্তিপূর্ণ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার বিকল্প নেই।

omic@gmail.com
ঢাকা : রোববার ৭ বৈশাখ ১৪৩২
Dhaka : Sunday 20 April-2025
সংবাদ

অপ্রচলিত বাজারে তৈরি পোশাক রপ্তানি বাড়লেও বড় বাজারের তুলনায় কম

অর্থনৈতিক বার্তা পরিবেশক

অপ্রচলিত বা নতুন বাজারে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রপ্তানি বাড়ছে। তবে নতুন বাজারে তৈরি পোশাক রপ্তানি বৃদ্ধির গতি ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ), যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার মতো বড় বাজারের তুলনায় বেশ কম। চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রথম ৯ মাসে (জুলাই-মার্চ) নতুন বাজারে ৫১২ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি হয়েছে। এ রপ্তানি গত অর্থবছরের একই সময়ে রপ্তানি হওয়া ৪৮০ কোটি ডলারের তুলনায় ৬ দশমিক ৬৬ শতাংশ বেশি। অথচ চলতি অর্থবছর এখন পর্যন্ত তৈরি পোশাক রপ্তানিতে ইইউতে ১১ শতাংশ, যুক্তরাষ্ট্রে ১৭ শতাংশ ও কানাডায় ১৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়েছে।

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) তথ্য বিশ্লেষণ করে এমন তথ্য জানিয়েছে তৈরি পোশাকশিল্পের মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএ। তাদের দেওয়া তথ্যানুযায়ী, চলতি অর্থবছরের প্রথম ৯ মাসে ৩ হাজার ২৫ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি হয়েছে। এর মধ্যে ইইউতে ৫০, যুক্তরাষ্ট্রে ১৯, যুক্তরাজ্যে ১১, কানাডায় ৩ ও নতুন বাজারে ১৭ শতাংশ তৈরি পোশাক যায়। নতুন বাজারের মধ্যে রাশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, মালয়েশিয়া ও সংযুক্ত আরব আমিরাত (ইউএই) তৈরি পোশাক রপ্তানি কমেছে। আবার অস্ট্রেলিয়া ও চীনে রপ্তানি প্রবৃদ্ধি হয়েছে খুবই কম। ফলে সার্বিকভাবে নতুন বাজারে তৈরি পোশাক রপ্তানি কমে গেছে।

চলতি অর্থবছরের প্রথম ৯ মাসে ৩ হাজার ২৫ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি হয়েছে। এর মধ্যে ইইউতে ৫০, যুক্তরাষ্ট্রে ১৯, যুক্তরাজ্যে ১১, কানাডায় ৩ ও নতুন বাজারে ১৭ শতাংশ তৈরি পোশাক যায়। নতুন বাজারের মধ্যে রাশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, মালয়েশিয়া ও সংযুক্ত আরব আমিরাত (ইউএই) তৈরি পোশাক রপ্তানি কমেছে

বাংলাদেশের পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে অপ্রচলিত সবচেয়ে বড় বাজার জাপান। চলতি অর্থবছরের প্রথম ৯ মাসে এ বাজারে বাংলাদেশ থেকে ৯৬ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি হয়েছে। এ রপ্তানি তার আগের বছরের তুলনায় ১০ শতাংশ বেশি। দ্বিতীয় বড় বাজার অস্ট্রেলিয়ায় চলতি অর্থবছরের জুলাই-মার্চ সময়ে ৬৫ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি হয়েছে। এ ক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধি ১ দশমিক ৯৭ শতাংশ।

ভারত বাংলাদেশের তৈরি পোশাকের তৃতীয় শীর্ষ নতুন বাজার। চলতি অর্থবছরের প্রথম ৯ মাসে দেশটিতে ৫৪ কোটি তৈরি পোশাক রপ্তানি হয়েছে। এ রপ্তানি গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ২০ দশমিক ৪৫ শতাংশ বেশি। চতুর্থ শীর্ষ নতুন বাজার তুরস্ক। চলতি অর্থবছরের প্রথম ৯ মাসে দেশটিতে ৩৫ কোটি ৭২ লাখ ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি হয়েছে। এ ক্ষেত্রে রপ্তানি বেড়েছে ৩২ দশমিক ৫৪ শতাংশ। তুরস্কের কাছাকাছি তৈরি পোশাক রপ্তানি হয়েছে দক্ষিণ কোরিয়ায়, ৩৫ কোটি ৫৪ লাখ ডলার। এ রপ্তানি গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ৪ দশমিক ৬৭ শতাংশ কম।

বিজিএমইএর তথ্যানুযায়ী, রাশিয়ার বাজারে তৈরি পোশাক রপ্তানি কমেছে ১০ দশমিক ৮৫ শতাংশ। চলতি অর্থবছরের জুলাই থেকে মার্চ পর্যন্ত ৯ মাসে এ বাজারে রপ্তানি হয়েছে ২৫ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক। গত বছরের একই সময়ে রপ্তানি হয়েছিল ২৮ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বিভিন্ন দেশের ওপর পাল্টা শুল্ক আরোপ করেছেন। এরই অংশ হিসেবে বাংলাদেশের পণ্যের ওপর বসেছে অতিরিক্ত ৩৭ শতাংশ। ট্রাম্প ৯০ দিনের জন্য পাল্টা শুল্ক স্থগিত করলেও ইতিমধ্যে ন্যূনতম ১০ শতাংশ পাল্টা শুল্ক কার্যকর হয়েছে। এমন প্রেক্ষাপটে পণ্য রপ্তানি বাড়াতে নতুন বাজারে জোর দেওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন দেশের বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদেরা।

বেসরকারি গবেষণাপ্রতিষ্ঠান সিপিডির সম্মাননীয় ফেলো মোস্তাফিজুর রহমান গত বৃহস্পতিবার এক সংলাপে বলেন, 'এশিয়ায় বড় বাজার রয়েছে। চীন বছরে ২ হাজার ৮০০ বিলিয়ন ডলারের পণ্য আমদানি করে। ভারত আমদানি করে ৭৫০ কোটি ডলারের পণ্য। বাংলাদেশ এখন পর্যন্ত চীনে ১ বিলিয়ন ও ভারতে ২ বিলিয়ন ডলারের কম রপ্তানি করে। এ জায়গা মনোযোগ দেওয়া গেলে পণ্য ও বাজার বহুমুখী করার মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশের ওপর নির্ভরশীলতা কমানো সম্ভব।'

NEW AGE
FRIDAY, APRIL 18, 2025,

BEYOND TARIFFS

Rethinking Bangladesh's garment exports

by **Muhammad Mohiuddin**

SINCE Donald Trump took office once again as the 47th president of the United States, the re-imposition of tariffs on global imports has brought the issue of trade wars back to the forefront of policy and academic debate. While the first Trump presidency initiated the use of tariffs and non-tariff barriers — including the restriction of access to strategic technologies — to target Chinese firms, these measures did not abate under president Joe Biden. On the contrary, the policies were sustained and expanded in scope. The resurgence of Trump in 2025 signals an even more determined pursuit of this agenda, with wider implications across the global trading landscape.

Though widely criticised, particularly by trade liberalists, these policies cannot be analysed in isolation from the broader trajectory of American industrial history and the socioeconomic imperatives now confronting the United States. Amid growing concerns about stagnation, inequality and dependency on foreign manufacturing, reindustrialisation, domestic entrepreneurship and innovation have re-emerged as political priorities. This reconfiguration of the global trade order will likely persist, with long-term effects on global value chains (GVCs). It is thus imperative for countries like Bangladesh to rethink their positioning within global value chains — adjusting both upstream and downstream engagements based on geopolitical shifts and national capacities.

The very logic of the global production network is undergoing revision. Economic efficiency and cost optimisation, once paramount, now coexist with geo-economic and strategic calculations. China, targeted most aggressively since the first wave of Trump-era trade interventions, has shown considerable agility in adapting its supply chains. Yet, not all economies are equally equipped to respond in kind.

Until 2022, China held the position of the United States' largest import source, accounting for 21 per cent of total imports. Recognising early the redirection of American trade priorities, China strategically reduced its exposure to the US market and redirected a growing share of its exports to the global South. Presently, over half of China's exports are absorbed by developing markets, signifying a historic shift. Meanwhile, the 'Made in China 2025' initiative — backed by substantial investment in domestic technology — has begun to yield tangible results. At the same time, the Belt and Road Initiative has expanded China's infrastructural and commercial influence far beyond its borders.

Despite formidable restrictions, such as the CHIPS Act and export controls preventing Dutch firm ASML from supplying critical semiconductor technology, China has responded with robust research and development investments, an assertive expansion into artificial intelligence and nanotechnology, and a realignment of its export strategy. As a result, the US share in Chinese exports has fallen from 22 per cent to 15 per cent, demonstrating China's evolving resilience.

Bangladesh, of course, is not China. It lacks the same technological base, resource endowment, and geopolitical leverage. Nonetheless, there are instructive lessons to be drawn from China's response, particularly around trade diversification, technological self-sufficiency and strategic engagement with emerging markets. Bangladesh's rise as the second-largest exporter of readymade garments owes much to its role in global value chains, especially in the labour-intensive, low-cost manufacturing segment. However, this model is now under severe strain.

Over four decades, the structural conditions of the RMG sector in Bangladesh have remained largely unchanged. The industry relies heavily on imported intermediate inputs, is overly dependent on lead firms based in developed countries, and focuses predominantly on two key export markets — the European Union and the United States. This concentration exposes the industry to significant external shocks, such as the current wave of tariff impositions. But these vulnerabilities are not new. Even before the trade war, the sector was grappling with existential challenges: political instability, loss of preferential treatment post-LDC graduation, lack of value addition and intensifying global competition.

The tariff shock has merely underscored the urgency of long-overdue reforms. A strategic recalibration is essential, starting with the diversification of sources for raw materials and intermediate inputs. Bangladesh must reduce its dependence on China and India by exploring alternative suppliers. There is untapped potential in Pakistan, the Central Asian republics and even the United States for procuring textiles and cotton. Several Central American countries, for instance, use US-grown cotton to manufacture RMG products for export back to the US, enjoying duty-free, quota-free access under trade agreements. A similar arrangement could be pursued by Bangladesh, thus embedding its exports more strategically within US supply chains and incentivising American policymakers to reconsider punitive tariff measures.

In an era where economic nationalism defines trade policy, appealing to fairness alone is insufficient. Demonstrating business value to the American economy is essential. A mere diplomatic appeal for tariff waivers will not suffice. Trade engagement must be backed by tangible economic logic.

To this end, Bangladesh's RMG sector must also move away from its traditional dependency on low-cost, labour-intensive manufacturing. Investment in skill development, technology adoption and product upgrading is no longer optional. Public policies must create an enabling environment for the industry to climb the value ladder. Targeted incentives for research, design, and innovation, as well as improved training infrastructure, can help Bangladesh attract companies looking to relocate from China and Vietnam.

Beyond production upgrades, strategic reforms are required in trade policy. Export market diversification remains an urgent priority. Many African and South American economies have a growing demand for RMG products — demand which is currently being met indirectly through intermediaries in Dubai or Europe. Directly accessing these markets, through bilateral agreements or business-to-business initiatives, would reduce Bangladesh's exposure to developed markets and enhance profitability.

Similarly, Bangladesh must better engage with the Gulf Cooperation Council market. At present, economic relations with Gulf states are dominated by low-skilled labour migration. Indian traders dominate RMG exports to the region. Bangladesh has yet to fully explore this potential, despite its

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

existing cultural and religious ties to the Gulf. With strategic diplomacy and logistical investments, the Gulf Cooperation Council could become a key growth area for Bangladeshi exports.

Another critical front is economic diplomacy with neighbouring giants India and China. Bangladesh faces steep trade deficits with both, and non-tariff barriers continue to restrict market access. Negotiating the removal of such barriers, especially for RMG and other manufactured goods, could dramatically alter Bangladesh's export dynamics. In such efforts, trade negotiation teams must include professionals with deep sectoral expertise rather than relying solely on bureaucrats.

Simultaneously, the policy community must prepare for the post-LDC transition. Graduation to lower-middle-income status brings not only reputational gain but also the erosion of trade preferences. Bangladesh should proactively negotiate phase-out periods or transitional arrangements that delay the imposition of new tariffs. Moreover, bilateral free trade agreements with major export destinations — particularly the EU and the US — must be explored. Unlike free tariff agreements with direct competitors, free tariff agreements with advanced economies are unlikely to result in market flooding. Rather, they can enhance Bangladesh's competitiveness in sectors where it holds comparative advantage. Careful due diligence and market analysis are needed to evaluate the terms of such agreements.

If successfully negotiated, such agreements could unlock not only preferential access but also attract greater foreign direct investment in high-tech sectors. Foreign direct investment inflows, accompanied by technology transfer and management know-how, could significantly raise the productivity and value addition of Bangladesh's RMG sector. This will be crucial as low-cost mass production becomes increasingly unviable for many competitors, including China and Vietnam, where wage and compliance costs are rising.

Importantly, competitiveness in RMG does not hinge solely on labour costs. Labour contributes merely 18–20 per cent of total production costs. Infrastructure, logistics, administrative efficiency, and financial services all play a critical role. Improvements in port operations, customs administration, banking, and regulatory institutions are therefore vital. Without such structural reforms, gains in productivity and scale will remain constrained.

In conclusion, the trade war presents both a threat and an opportunity for Bangladesh's RMG industry. While the crisis exposes structural weaknesses, it also provides a pivotal moment to rethink the country's place in global trade. Through investment in skills, infrastructure, technological capacity and strategic diplomacy, Bangladesh can transform external pressures into a catalyst for sustainable growth. What is required now is not just policy realignment but a national vision for industrial upgrading and global integration — one that anticipates change rather than merely reacts to it.

Dr Muhammad Mohiuddin is a professor of management at Laval University, Quebec, Canada.

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
বুধবার ॥ ২৩ এপ্রিল ২০২৫ ॥

শ্রম সংস্কার

শ্রমিকের সুরক্ষা নিশ্চিত হোক

শ্রম সংস্কার কমিশন প্রতিবেদন জমা দিয়েছে। তাতে বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকদের মজুরি তিন বছর পর পর মূল্যায়ন ও পুনর্নির্ধারণের সুপারিশ করা হয়েছে। এ ছাড়া নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মজুরি না দিলে শ্রমিককে ক্ষতিপূরণ, মূল্যস্ফীতির ভিত্তিতে বার্ষিক মজুরি বৃদ্ধি, রপ্তানিমুখী শিল্প খাতের জন্য আপৎকালীন তহবিল, ট্রেড ইউনিয়ন শর্ত শিথিল, স্থায়ী কাজের জন্য আউটসোর্সিং নিয়োগ বন্ধ, নারীশ্রমিকের মাতৃত্বকালীন ছুটি ছয় মাস করা, স্থায়ী শ্রমিক কমিশন প্রতিষ্ঠাসহ বিভিন্ন সুপারিশ রয়েছে। সব শ্রমিকের আইনি সুরক্ষা ও স্বীকৃতি প্রদান, নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা, কর্মক্ষেত্রে শ্রেণি-ক্ষমতার সুযোগ নিয়ে 'তুই-তুমি' সম্বোধন বন্ধ করা, মর্যাদাপূর্ণ জাতীয় মজুরি নির্ধারণ, কর্মসংস্থান ও দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্যোগ, শ্রমিকদের ন্যায়বিচার পাওয়ার জন্য শ্রম আদালতের সংখ্যা বৃদ্ধি, মামলা দ্রুত নিষ্পত্তি, হয়রানি বন্ধের ব্যবস্থাসহ বিভিন্ন সুপারিশ করেছে কমিশন। প্রাতিষ্ঠানিক, অপ্রাতিষ্ঠানিক সব ক্ষেত্রে প্রত্যেক শ্রমিককে নিয়োগপত্র, পরিচয়পত্র বা প্রমাণপত্র দেওয়া বাধ্যতামূলক করার কথা বলা হয়েছে। জাতীয় পেনশন স্কিমের অধীনে শ্রমিকবান্ধব পেনশন স্কিম চালুর পাশাপাশি শিল্পাঞ্চল ও গ্রামীণ এলাকায় শ্রমিকদের জন্য কার্ডভিত্তিক রেশন দেওয়ার কথাও বলা হয়েছে। সব শ্রমিকের সর্বজনীন সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা, শিশু-কিশোর ও জবরদস্তিমূলক শ্রম বন্ধ করা, চব্বিশের গণ অভ্যুত্থান ও শ্রমিক আন্দোলনে নিহত শ্রমিকদের শহীদের স্বীকৃতি প্রদান, শ্রমসংক্রান্ত গবেষণা ও শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনায় আলাদা বিভাগ গঠনের সুপারিশও করা হয়েছে। 'শ্রমজগতের রূপান্তর-রূপরেখা, শ্রমিক অধিকার, সুসমন্বিত শিল্প সম্পর্ক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন' শীর্ষক প্রতিবেদনে ২৫টি সুপারিশ রয়েছে। প্রতিবেদন নিয়ে শ্রম সংস্কার কমিশনকে ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে কথা বলতে বলেছেন প্রধান উপদেষ্টা। যাতে এ নিয়ে ঐকমত্য কমিশন রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনা করতে পারে। কারণ এসব সুপারিশ বাস্তবায়নে রাজনৈতিক দলগুলোরও ভূমিকা রয়েছে। শ্রম সংস্কার কমিশনকে শ্রমসাধ্য, গবেষণালব্ধ এ প্রতিবেদন পেশের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে তাদের যৌক্তিক সুপারিশসমূহের প্রতি সমর্থন জানাচ্ছি। সরকার আগামী মার্চের মধ্যে শ্রম আইন সংশোধন করতে চায়। তার আগে প্রয়োজনে একটা শ্রম সম্মেলন আয়োজন করে, আলোচনার মাধ্যমে, শ্রমিকবান্ধব যুগান্তকারী শ্রমনীতি প্রণয়নে সব অংশীজনের ঐকমত্যে উপনীত হওয়া উচিত।

দৈনিক ইত্তেফাক
রবিবার
২০ এপ্রিল ২০২৫

দুই দফা দাবি না মানলে কর্মবিরতিতে যাবে বিচার বিভাগীয় কর্মচারীরা

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস বেতন স্কেলের আলোকে বেতন-ভাতা প্রদান এবং ব্লকপদ বিলুপ্ত করে স্বতন্ত্র নিয়োগবিধি প্রণয়নের দুই দফা দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ বিচার বিভাগীয় কর্মচারী অ্যাসোসিয়েশন। দাবি না মানলে কর্মবিরতির হুঁশিয়ারি দিয়েছেন সারা দেশের বিচার বিভাগের কর্মচারীরা। শনিবার জাতীয় প্রেস ক্লাবে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে সংগঠনের সভাপতি মো. রেজোয়ান খন্দকার এ কর্মসূচির ঘোষণা দেন। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে তিনি বিচার বিভাগের বিভিন্ন বৈষম্যের চিত্র তুলে ধরেন।

রেজোয়ান খন্দকার বলেন, ২০০৭ সালের ১ নভেম্বর নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ পৃথক হওয়ার পর শুধু বিচারকদের জন্য ছয়টি গ্রেড রেখে পৃথক পে-স্কেলসহ নিয়োগ বিধিমালা প্রণয়ন করা হলেও সহায়ক কর্মচারীদেরকে ঐ পে-স্কেলের অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। বিচারকদের সঙ্গে আদালতের সহায়ক কর্মচারীরা একই দপ্তরে কাজ করেন। তবে জুডিশিয়াল সার্ভিস পে-স্কেলের আলোকে বিচারকদের বেতন-ভাতাদি হলেও সহায়ক কর্মচারীরা জনপ্রশাসনের আলোকে বেতন-ভাতাদি পেয়ে থাকেন। এছাড়া অনেক কর্মচারী পদোন্নতি ছাড়াই আক্ষেপ ও হতাশা নিয়ে একই পদে ৩৮-৪০ বছর চাকরি করেও পদোন্নতি থেকে বঞ্চিত থেকে অবসরে যাচ্ছেন, যা কোনোভাবেই কাম্য নয়। রেজোয়ান খন্দকার বলেন, সচিবালয়ে একজন অফিস সহায়ক চাকরিতে যোগদান করে উপসচিব পদে পদোন্নতি পেতে পারেন। বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টে অফিস সহকারী পদোন্নতি পেয়ে ডেপুটি রেজিস্ট্রার পর্যন্ত হতে পারেন। পুলিশের কনস্টেবল থেকে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পর্যন্ত হওয়ার সুযোগ রয়েছে। অথচ শতভাগ বৈষম্যের শিকার অধস্তন আদালতের সহায়ক কর্মচারীরা।

কালের কণ্ঠ শনিবার। ২৬ এপ্রিল ২০২৫।

চামড়াশিল্পের শ্রমিকদের কর্মবিরতি প্রত্যাহার

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

সরকার ঘোষিত ন্যূনতম মজুরি পাঁচটি স্তরে বাস্তবায়নের বিষয়ে মালিক ও শিল্প নেতাদের সঙ্গে ফলপ্রসূ বৈঠকের পর চামড়াশিল্পের শ্রমিকরা কর্মবিরতি প্রত্যাহার করেছেন। গত বৃহস্পতিবার রাজধানীর ধানমণ্ডির বাংলাদেশ ফিনিশড লেদার অ্যাসোসিয়েশনের কার্যালয়ে ত্রিপক্ষীয় এই বৈঠক হয়। বৈঠকে বাংলাদেশ ফিনিশড লেদার অ্যাসোসিয়েশন, বাংলাদেশ ট্যানার্স অ্যাসোসিয়েশন ও ট্যানারি ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের নেতারাসহ শ্রমিক প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠক শেষে ট্যানারি ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মালেক বলেন, 'ন্যূনতম মজুরি বাস্তবায়নের দাবিতে চলমান সব আন্দোলন ও কর্মবিরতি প্রত্যাহার করা হয়েছে। মিটিংয়ে মোটামুটি ভালো একটা অগ্রগতি হয়েছে। তবে গ্রেডিংয়ের বিষয়ে কিছু সমস্যা থাকায় বৈঠকে সব পক্ষের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটিকে আগামী সাত থেকে ১০ দিনের মধ্যে সুপারিশ দিতে বলা হয়েছে। পরবর্তী মিটিংয়ে উভয় পক্ষের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে সুপারিশগুলো চূড়ান্ত করা হবে। এ ছাড়া পরবর্তী মিটিং আগামী ২৮ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে।'

বাংলাদেশ ট্যানার্স অ্যাসোসিয়েশনের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট মো. সাখাওয়াত উল্লাহ বলেন, 'মিটিং থেকে একটি কমিটি করে দেওয়া হয়েছে। সেখানে ট্যানার্স অ্যাসোসিয়েশন, ফিনিশড লেদার ও ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের লোকজন থাকবে।

NEW AGE SUNDAY, APRIL 20, 2025,

BGMEA enrolls 128 new RMG factories

113 units closed in 15 months

Saddam Hossain

ABOUT 113 readymade garment factory units under the membership of the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association have been closed in the last 15 months, from January 2024 to March 2025.

According to a source from the BGMEA, about 128 new factories received BGMEA memberships during this time.

The source also said that about 96,104 workers lost their jobs during the mentioned period, while about 74,081 workers got new employment due to newly established factory units.

In the meantime, the RMG exports also witnessed a healthy growth of 10.84 per cent to $30.25 billion in the July-March period of FY25, according to the Export Promotion Bureau data, meaning the operational situation is almost normal in the sector.

Industry insiders said that entry and exit in the private sector are very common and occur every year, though recent political discourses have fueled this.

After the ousting of the then prime minister, Sheikh Hasina, in August, 69 factory units were closed permanently from August 24 to March 25.

The industry people said that the factory units were shut down for several reasons: excessive and abnormal bank loans, hiding of the owners, lack of work orders, and interruption in gas and energy supply.

Moreover, most of the closed factories were in the small and medium category which lost its competitiveness long ago.

Due to political changes in August 2024, some notable factories closed due to their close ties with the ousted government, which resulted in them receiving abnormal loans from the banks.

Meanwhile, the labour leaders said that more than 1 lac initially unemployed people were able to find new workplaces, and about 75,000 of them were able to, meaning about 30,000-40,000 workers are still unemployed.

Talking to New Age, Faruque Hassan, former president of the BGMEA, said that political and economic factors have contributed to the recent shutdown of several factories.

He also said that several cases of labour unrest and internal management issues have led to factory closures.

Moreover, some factories faced order cancellations or failed to secure regular work, making paying gas and other utility bills challenging.

The stakeholders also said that in some politically sensitive situations, owners were absent from their factories due to ongoing complications, while carrying large outstanding loans from banks.

During the previous government›s tenure, many owners had relatively easy access to bank loans.

However, following the political shift, they no longer received the same level of support from financial institutions.

For these reasons, the units could not sustain their operations.

Former BGMEA President Faruque Hassan said it is important to note that during the same period, many new factories have started operations, gained BGMEA membership, and created new employment opportunities.

'Every year, some factories shut down while others open—this is part of the natural cycle of a large industrial sector,' he added.

But this time, he added that the closures of factories owned by a few well-known figures after the political transition have made the issue more prominent.

The industry people said several RMG factory units were closed due to financial difficulties, political instability, and the absence of owners.

The political change affected factories owned by people closely associated with the ousted Awami League government.

Factory owners, such as Beximco and Nassa, were either in hiding or in custody, which led to the closure of factories.

Moreover, a number of factories, such as TNZ and Generation Next closed due to financial crises or utility issues.

Talking to New Age, Nazma Akter, president of the Sommilito Garments Sramik Federadtion, said that more than 1 lac workers lost their jobs due to the factories› closure.

'However, about 75,000 workers entered their new workplaces. We want the government should take initiatives to make working opportunities for the rest of the workers,' she added.

Former BGMEA Director Mohiuddin Rubel told New Age that the newly opened factory units have already recruited the skilled workers of closed factories.

He also said that the pattern of RMG industrialization has changed, as the number of small factories is decreasing while the number of large-scale factories is increasing.

'The causes of the factory closure are mixed like utility issues, absence of owners which led a weak management, lack of orders,' he added.

However, he said that the government should focus on small factories so that they can survive.

Talking to New Age, Professor Mustafizur Rahman, a distinguished fellow of the Centre for Policy Dialogue, said that a number of factories have been struggling for the past few years.

'Especially, small factories suffered most due to less competitiveness and global economic issues. After the political changes, owners of a number of factories were in hiding, which also impacted them,' he added.

He also said that entry and exit are normal issues in the private sector. If the factory cannot repay the loans, the government has nothing to do.

‹The government can ensure the rights of the workers so that they can get their benefits. Government must assess the viability and sustainability of every steps,' he added.

He also urged the government to normalize the law and order situation, diversify products, and increase efficiency and worker skills.

সমকাল
বুধবার। ২৩ এপ্রিল ২০২৫

প্রবাসী শ্রমিক : অর্থ বনাম মৃত্যুর হাতছানি

সেলিম জাহান

জ ন শ ক্তি

সংখ্যা দেখলে মাথা ঘুরে যায়। ২০১৫ থেকে ২০২২– প্রতিবছর সাড়ে ৩ হাজারের বেশি প্রবাসী শ্রমিকের মৃতদেহ দেশে এসেছে। তারা মধ্যপ্রাচ্যে কর্মরত ছিলেন। ২০২৩ ও '২৪ সালে এ সংখ্যা সাড়ে ৪ হাজার ছাড়িয়ে গেছে। সত্যিকার অর্থে, গত ১০ বছরে মধ্যপ্রাচ্যে প্রবাসী শ্রমিকের মৃত্যু প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। এই সময়ে মোট ৩৪ হাজার প্রবাসী শ্রমিকের মৃতদেহ মধ্যপ্রাচ্য থেকে বাংলাদেশে পৌঁছেছে।

সংখ্যা হতবাক করে দেয় যখন তুলনা করি, গত বছর প্রবাসী শ্রমিকদেরই পাঠানো অর্থ থেকে বাংলাদেশ ২৭শ কোটি ডলার আয় করেছে। আমাদের রপ্তানি আয়ের সর্বোচ্চ ৩ হাজার কোটি ডলারের পোশাক রপ্তানির পরই রয়েছে প্রবাসী শ্রমিকদের পাঠানো অর্থপ্রবাহ। রপ্তানি আয়ের এই দ্বিতীয় বৃহত্তম খাত থেকে গত মাসেই সর্বোচ্চ ৩০০ কোটি টাকা আয় হয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে একটি প্রশ্ন ক্রমান্বয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে, 'বাংলাদেশ কি জীবনের বিনিময়ে অর্থের পেছনে ছুটবে?'

আরও কয়েকটি কথা বলে নেওয়া দরকার। প্রথমত, সংবাদমাধ্যমের তথ্যানুযায়ী গত চার দশকে মোট ৫৭ হাজার ২১৬ জন প্রবাসী শ্রমিকের মৃতদেহ দেশে পৌঁছেছে। এর মধ্যে গত এক দশকেই ৩৮ হাজার। এর মানে, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মধ্যপ্রাচ্যে প্রবাসী বাংলাদেশি শ্রমিকের মৃত্যুর সংখ্যা বাড়ছে। এই ক্রমবর্ধমান মৃত্যুর কারণ কী? নাকি তথ্যের দৃশ্যমানতা বেড়েছে বলে বর্ধিত মৃত্যুর সংখ্যা সম্পর্কে আমরা জানতে পারছি? দ্বিতীয়ত, সংবাদে যে মৃত্যুর সংখ্যা উল্লেখ করা হয়, তা সত্যিকারের সংখ্যার চেয়ে কম। কারণ বহু পরিবারই মৃতদেহ দেশে ফিরিয়ে আনে না; প্রবাসেই সমাধিস্থ করে। যখন একজন প্রবাসী শ্রমিকের মৃতদেহ দেশে ফিরিয়ে আনা হয়, তখন শ্রমিক কল্যাণ পর্ষদ তা ফিরিয়ে আনা এবং সমাধিস্থ করার জন্য ৩৫ হাজার টাকা দেয়। কথা হচ্ছে, এই অর্থের পরিমাণ কি পর্যাপ্ত? তৃতীয়ত, প্রবাসী বাংলাদেশি শ্রমিকদের মৃত্যুর বেশির ভাগই ঘটে মধ্যপ্রাচ্যের উপসাগরীয় দেশগুলোতে। তাহলে কি ওই অঞ্চলের কর্মপরিবেশ এসব মৃত্যুর জন্য দায়ী? এ বিষয়ে ২০২৩ সালের একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, উপসাগরীয় অঞ্চলের মাত্রাতিরিক্ত গরম ও স্বাস্থ্যগত খুব খারাপ পরিবেশের সঙ্গে এসব মৃত্যুর সম্পর্ক আছে।

বলার অপেক্ষা রাখে না, এসব প্রশ্নের উত্তর পেতে হবে। মধ্যপ্রাচ্যে প্রবাসী বাংলাদেশি শ্রমিকের মৃত্যুর দুটো সামগ্রিক কারণ দর্শানো হয়েছে। এক. মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্যগত অবস্থা এবং দুই. কর্মপরিবেশ। সরকারি উপাত্তমতে, বেশির ভাগ শ্রমিকের মৃত্যুর কারণ উচ্চ রক্তচাপ, হৃদরোগ, মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণের মতো অসংক্রামক রোগ। সেই সঙ্গে ভঙ্গুর মানসিক স্বাস্থ্যের সঙ্গে জড়িয়ে আছে আত্মহত্যা। অন্যদিকে কর্মপরিবেশ-সম্পৃক্ত মৃত্যুর সঙ্গে জড়িয়ে আছে কর্মস্থলে দুর্ঘটনা, কর্মপরিবেশে নিরাপত্তাহীনতা, সড়ক দুর্ঘটনা ইত্যাদি।

নানা রোগের কারণে যাদের মৃত্যু হয়েছে, তাদের বয়সসীমা ৩৮ থেকে ৪২। এই বয়সসীমার ক্ষেত্রে হৃৎপিণ্ড বিকল বা হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়া বা মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ কি স্বাভাবিক, নাকি এর জন্য দায়ী বিপজ্জনক কর্মপরিবেশ; মরুভূমির অস্বাভাবিক আবহাওয়া, শ্রমিকের স্বাস্থ্যগত নিরাপত্তা ব্যবস্থার অনুপস্থিতি? শ্রমিকদের স্বাস্থ্যগত কুশল ও তাদের নিরাপত্তার জন্য কর্মস্থলে প্রয়োজনীয় কাঠামো ছিল কি?

শেষ প্রশ্নটি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। কারণ অনেক সময়েই ঘুম ও বিশ্রাম ছাড়া শ্রমিকদের ১২ থেকে ১৮ ঘণ্টা টানা কাজ করতে হয়। আবাসস্থলে অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে ঠাসাঠাসি করে থাকতে হয়। প্রশ্ন করা যেতে পারে, উপসাগরীয় অঞ্চলে মৃত্যুর হার বেশি কেন? সে অঞ্চলের অত্যধিক মরুভূমিক উষ্ণতাই হয়তো এর কারণ। যার ফলে শরীরের নানান অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। শ্বাসকষ্ট, হৃৎপিণ্ড ও বৃক্কের নানান অসুখ এবং মস্তিষ্কের নানান সমস্যা। চাকরি প্রদানকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অত্যাচারও শ্রমিক মৃত্যুর কারণ কিনা, তা ভেবে দেখা প্রয়োজন।

সব বিষয়ই তদন্ত করে দেখা দরকার। শ্রমিক মৃত্যুর সম্ভাব্য কারণগুলো বিভাজিতভাবে দেখতে হবে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, শ্রমিক গ্রহণকারী দেশগুলো এসব সমস্যার প্রতি দায়সারা ব্যবস্থা নেয়। এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সরকারের উচিত হবে এসব ব্যাপারে অন্তর্দৃষ্টিমূলক তদন্ত প্রতিবেদন তৈরি করা। এমনতর প্রতিবেদনের উদ্দেশ্য হবে বস্তুনিষ্ঠভাবে শ্রমিক মৃত্যুর কারণ জানা এবং সে ব্যাপারে নানান রকম বিপজ্জনক প্রবণতাকে চিহ্নিত করা। প্রণীত প্রতিবেদনের বিষয়গুলোকে শ্রমিক গ্রহণকারী দেশগুলোর সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষগুলোর নজরে আনতে হবে। তাদের সঙ্গে মতৈক্যে পৌঁছুতে হবে কর্মঘণ্টা, নিরাপদ কর্মস্থল, শ্রমিকের নিরাপত্তা এবং তার ওপর সম্ভাব্য নিপীড়নমূলক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে। বাংলাদেশের পক্ষ থেকেও কোনো কোনো বিষয়ে ব্যবস্থা নিতে হবে। যেমন তাপমাত্রা উৎসারিত ব্যাধির জন্য দীর্ঘকালীন চিকিৎসা প্রয়োজন; তেমন রোগাক্রান্ত শ্রমিকের চিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহণ। পরিবার থেকে দীর্ঘ বিচ্ছিন্নতাসহ নানা কারণে সময় হৃদযন্ত্রবিষয়ক সব রোগকেই নথিপত্রে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মৃত্যু বলে চিহ্নিত করা হয়।

শ্রমিক গ্রহণকারী দেশগুলোর সঙ্গে বাংলাদেশ সরকার যখন সমঝোতা করে, তখন সাবধানতা দরকার। নিশ্চিত করতে হবে যে, সেই সব দলিলে প্রবাসী শ্রমিকদের চিকিৎসা, স্বাস্থ্য বীমাসহ সব সহায়তার ব্যবস্থা আছে। অনেক সময় পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম মানুষটি হারিয়ে গেলে তার আত্মীয়স্বজন দিশেহারা হন; মানসিক কষ্টে থাকেন। অনেক উত্তর না-পাওয়া প্রশ্ন থাকা এসব মানুষের জন্যও আর্থিক এবং মানসিক সহায়তা থাকা বাঞ্ছনীয়।

> শ্রমিক গ্রহণকারী দেশগুলোর সঙ্গে বাংলাদেশ সরকার যখন সমঝোতা করে, তখন সাবধানতা দরকার। নিশ্চিত করতে হবে যে, সেই সব দলিলে প্রবাসী শ্রমিকদের চিকিৎসা, স্বাস্থ্য বীমাসহ সব সহায়তার ব্যবস্থা আছে। অনেক সময় পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম মানুষটি হারিয়ে গেলে তার আত্মীয়স্বজন দিশেহারা হন; মানসিক কষ্টে থাকেন। অনেক উত্তর না-পাওয়া প্রশ্ন থাকা এসব মানুষের জন্যও আর্থিক এবং মানসিক সহায়তা থাকা বাঞ্ছনীয়।

মানসিক চাপে শ্রমিকদের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতাও দেখা দিতে পারে। তাই তাদের মানসিক স্বাস্থ্যকেও অগ্রাধিকার দিতে হবে।

প্রবাসী শ্রমিকদের মৃতদেহে কখনও কখনও আঘাতের চিহ্ন দেখতে পাওয়া যায়। তদন্ত করে দেখা প্রয়োজন, সেসব মৃত্যুর পেছনে নিপীড়ন দায়ী কিনা? মোট কথা, প্রবাসে প্রত্যেক শ্রমিকের মৃত্যুর তদন্ত হতে হবে এবং দেখতে হবে তদন্তের ফল শ্রমিক গ্রহণকারী দেশের ভাষ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা।

দ্বিপক্ষীয় ভাষ্যের তুলনা খুব জরুরি। কারণ অনেক

মনে রাখা দরকার, প্রবাসী শ্রমিকরা শুধু দেশের জন্য বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের যন্ত্র নন; তারা মানবসন্তানও বটে। সুতরাং আমরা নিশ্চিতভাবে তাদের অবদানের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকব, গর্ব অনুভব করব। কিন্তু চূড়ান্ত বিচারে তাদের নিরাপত্তা, মর্যাদা ও কুশল নিশ্চিত করতে ব্যর্থতার কোনো সুযোগ নেই; স্বদেশে কিংবা বিদেশে।

■ ড. সেলিম জাহান: ভূতপূর্ব পরিচালক, মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন দপ্তর এবং দারিদ্র্য দূরীকরণ বিভাগ, জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি

THE FINANCIAL EXPRESS April 23, 2025

Is FDI a boon or bane for RMG sector?

Industry observers argue that FDI in RMG could generate multiplier effects across various related sectors – logistics, packaging, accessories, and more,

writes ***Wasi Ahmed***

The question of whether Foreign Direct Investment (FDI) in Bangladesh's readymade garment (RMG) sector is ultimately beneficial remains unresolved. Industry stakeholders and policymakers have yet to provide a definitive stance. There are foreign collaborations, but not in the form of any large-scale FDI. However, the government's efforts to attract FDI in both within and outside the Export Processing Zones (EPZs) is not industry-specific, and hence not meant to exclude any specific manufacturing sector beyond the scope of investment. The key question remains: is FDI outside the specialised zones a welcome proposition?

In recent years, Bangladesh has emerged as a viable destination for industrial relocation, especially from countries like China, Japan, and South Korea. Rising labour costs in those economies have prompted many manufacturers to seek alternative locations for setting up export-oriented industries. Bangladesh, despite infrastructure and governance challenges, offers competitive advantages such as low wages, abundant labour force and experience in mass garment production. Among all manufacturing sectors, the RMG industry stands out as the most promising candidate for attracting overseas investment. Industry observers argue that FDI in this area could generate multiplier effects across various related sectors-logistics, packaging, accessories, and more.

However, local RMG manufacturers remain wary of such developments. It can well be guessed that much of the concerns of the local manufacturers stem from the fear that if the government allows unconditional approval to foreign investment in the RMG sector, there might be serious competition in the low-end segment products---the key strength of Bangladesh's apparel industry. This fear is further heightened by the fact that China has already made it known that producing low-end apparels is no longer viable in that country, because of soaring wages. So, provided with adequate opportunities, chances of relocation of Chinese factories for low-end products are high.

In view of this, stakeholders are more inclined to confine foreign investment to the garment sector and the EPZs only. As for investment outside the EPZs, they reportedly agreed some time ago to accept foreign investment outside the EPZs on condition that those factories will produce fashion items for non-traditional and new markets like Russia, Brazil, China, South Africa, India, Australia and Mexico.

The country's RMG sector is now in a state of uncertainty, if not of panic. Although exports did not suffer any major setback due to the fallout of the Covid 19 and the Russia-Ukraine war on global markets and some ups and downs in export orders coming to Bangladesh, the sector did demonstrate strong resilience that eventually paid to ride out the problems of supply chain disruptions and market instability. However, in order to further strengthen the foundation of the industry, experts including foreign buyers stress upon the need for expanding and diversifying the manufacturing base in ways that will be beneficial to the local industry and the country's economy. Is FDI the right recipe in this regard?

In the recently held investment summit, the deliberations mainly centred on economic zones including what the country is ready to offer to investors in those zones. Since the event was organised by the Bangladesh Economic Zones Authority (BEZA), the focus was obviously to attract prospective investors to those zones - some of which are country-specific.

There are quarters in the country who fear foreign investment in the RMG outside the SEZs and EPZs might pose genuine threat to the sector. Looking at the scenario simplistically may not help, as there are counter-arguments that may reveal that the fear of the local manufacturers is more from better wage prospects for workers in the foreign factories, which in turn will have its effect on the local factories.

Notably, the local manufacturers at the moment are rigid in their stand on wages. The rigidity of domestic entrepreneurs on wage issues has often been a contentious topic, particularly in labour rights discussions. Allowing foreign investment in low-end segments could, they fear, disrupt the wage equilibrium and create labour unrest in existing factories. So, according to them, inviting foreign investment in the basic and low-end segment of apparels would call for undesirable chaos. In this context, critics are at ease to raise the all-important question: if foreign investors can afford to pay better and still make profits, why not the locals?

Given these complexities, any decision to allow FDI in the RMG sector - particularly outside EPZs - must be preceded by a comprehensive consultation process. Engaging local stakeholders, especially domestic manufacturers, will be critical in finding a workable solution. It is also essential to involve think tanks, policy analysts, and industry experts to weigh the broader implications of such a policy shift.

Bangladesh's RMG sector is at a crossroads. While FDI could act as a catalyst for transformation and long-term competitiveness, unregulated or poorly managed foreign entry could disrupt the delicate balance the industry has maintained over decades. A thoughtful, strategic approach - rooted in inclusive dialogue and clear regulatory frameworks - will be essential to ensure that FDI complements rather than competes with local industry.

wasiahmed.bd@ gmail.com

কালের কণ্ঠ
বৃহস্পতিবার। ২৪ এপ্রিল ২০২৫।

শিল্প ঘুরে দাঁড়ালেও শ্রমিকের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা হয়নি

এম সায়েম টিপু ▷

দেশের তৈরি পোশাক শিল্পের বড় দুর্ঘটনা রানা প্লাজা ধস। এই দুর্ঘটনা কেবল বাংলাদেশের নয়, পুরো বিশ্বেই তোলপাড় করেছিল। শিল্প দুর্ঘটনার ইতিহাসে এত বড় ঘটনা বিশ্ব বিবেকও এ সময় হতবাক হয়ে পড়েছিল। এরপর নড়েচড়ে বসে বিদেশি প্রতিষ্ঠানগুলোও। তাদের চাপে গত এক যুগে দেশের পোশাকশিল্প ঘুরে দাঁড়ালেও শ্রমিকের ন্যায্য অধিকার এখনো প্রতিষ্ঠা হয়নি।

আহত শ্রমিকদের দীর্ঘ মেয়াদে চিকিৎসা দিয়ে পুনর্বাসন করার কথা থাকলেও তা হচ্ছে না। ফলে আহত শ্রমিকদের ন্যায্য ক্ষতিপূরণসহ গুরুত্ব পাচ্ছে না চিকিৎসা। ফলে বহু আহত শ্রমিক শারীরিক যন্ত্রণায়, মানসিক বিপর্যয়ে ও অর্থনৈতিক সংকটে রয়েছেন।

তবে বৈশ্বিক ক্রেতাগোষ্ঠীর চাপে বিশ্বমানের কারখানসহ কর্মক্ষেত্রে উন্নতি হয়েছে। বেড়েছে এই খাতের রপ্তানি আয়। দীর্ঘমেয়াদি আন্দোলনের ফলে শ্রমিকদের মজুরি বেড়েছে কয়েক দফা। এসবও নিয়ম মেনে করছেন না মালিকরা। তাই মূল্যস্ফীতির চাপে বর্ধিত মজুরি দিয়েও চলে না তাঁদের জীবন। তাই এখনো তাঁদের ন্যায্য মজুরির দাবিতে মাঠে নামতে হয়।

২০১৩ সালের ২৪ এপ্রিল, সকাল ৮টা ৪৫ মিনিটে সাভারের নিশ্চিন্তপুরে ধসে পড়ে আটতলা ভবন 'রানা প্লাজা'। চোখের পলকে চাপা পড়ে যায় শ্রমিকদের স্বপ্ন, জীবন, ভবিষ্যৎ। এ ঘটনায় এক হাজার ১৩৪ জন শ্রমিক নিহত হন। আহত হয়েছেন প্রায় দুই হাজার

রানা প্লাজা দুর্ঘটনার এক যুগ

৫০০ জন। আহতদের অনেকেই স্থায়ীভাবে পঙ্গু হয়ে যান। এ ছাড়া ২০০ জন শ্রমিক আজও নিখোঁজ, তাঁদের পরিবার আজও প্রিয়জনের খোঁজে অন্ধকারে।

শ্রমিক নেতারা মনে করেন, দেশের শিল্প দুর্ঘটনায় এত বড় ন্যক্কারজনক ঘটনা হলেও বিচার পাননি শ্রমিকরা। রানা প্লাজার মালিক রানা ছাড়া সবাই কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, যা অনেকটা আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখানোর মতো। এমনকি এ ঘটনা থেকে শিক্ষা নেননি মালিকরা। এ ছাড়া সরকারি আমলা-কর্মকর্তাদের দৌরাত্ম্য এখনো আছে। তাই চলমান আইনকে শক্তিশালী করাসহ প্রতিষ্ঠানগুলোর জবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে। শ্রমিকদের আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংগঠন ইন্ডাস্ট্রিয়াল বাংলাদেশ কাউন্সিল (আইবিসি) সভাপতি তৌহিদুর রহমান কালের কণ্ঠকে বলেন, ১২ বছর ধরে আইবিসি রানা প্লাজা দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ, চিকিৎসা ও পুনর্বাসনে কাজ করছে। এই প্রেক্ষাপটে শ্রম আইনের সংস্কার, দোষীদের শাস্তি নিশ্চিত করা এবং ব্রান্ড, বায়ার-শ্রমিক সংগঠনগুলোর স্বার্থ রক্ষায় কাজ করছে।

আহতদের পুনর্বাসন নিয়ে তিনি বলেন, বহু আহত শ্রমিক শারীরিক যন্ত্রণায়, মানসিক বিপর্যয়ে ও অর্থনৈতিক সংকটে রয়েছেন। এ সময় কিছু সহযোগিতা দেওয়া হলেও তা খণ্ডিত, অস্থায়ী ও অসম্পূর্ণ। ফলে বেশির ভাগ শ্রমিক আজও পুনর্বাসনের বাইরে রয়েছেন। এ ছাড়া ডিজিটাল স্বাস্থ্যকার্ড, নিয়মিত ভাতা, মানসিক সহায়তা ও বিকল্প পেশাগত প্রশিক্ষণ এই প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন হয়নি।

বাংলাদেশ সেন্টার ফর ওয়ার্কার্স সলিডারিটির প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী পরিচালক কল্পনা আক্তার কালের কণ্ঠকে বলেন, গত এক যুগে পোশাক খাতের রপ্তানি আয়, কারখানা নিরাপদ হলেও মানদণ্ড মতো হচ্ছে না। তাই যেকোনো সময় নিরাপত্তা হুমকিতে পড়তে পারে। দেশীয় নজরদারি প্রতিষ্ঠানগুলোর সক্ষমতা বাড়েনি। শ্রমিকদের জীবনমানের কাঙ্ক্ষিত উন্নতি হয়নি।

তিনি বলেন, 'এখনো একজন শ্রমিক মারা গেলে ক্ষতিপূরণ পান দুই লাখ টাকা। আমাদের দাবি আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুসারে এটা ৫০ লাখ টাকা করা। অথবা আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা আইএলও একজীবন আয়ের সমান ক্ষতিপূরণ নিশ্চিত করা। তাহলেই মালিকরা কর্মপরিবেশসহ শ্রমিকের জীবনের ওপর আরো গুরুত্ব দেবেন।'

ট্রেড ইউনিয়ন সংখ্যায় বাড়লেও দর-কষাকষিতে শ্রমিকরা এখনো অনেক পিছিয়ে। এখানেও মালিক ও আমলাদের দৌরাত্ম্য বেশি। ফলে কারখানা নিরাপত্তায় রোল মডেল হলেও শ্রমিকের জীবনমানের উন্নতি হয়নি। তাই বেতন, সংগঠন করার অধিকার, সামাজিক নিরাপত্তা এবং ক্ষতিপূরণ সন্তোষজনক নয়।

THE BUSINESS STANDARD
THURSDAY 24.04.2025

Justice eludes Rana Plaza victims as trials drag on even after 12 years

RMG – BANGLADESH

REZAUL KARIM

- 1,136 RMG workers killed in Rana Plaza collapse in 2013
- Of 39 accused in murder case, only Rana Plaza owner in prison
- Two cases stalled at witness testimony stage
- Proceedings of third case suspended on HC order

Twelve years have passed since the collapse of Rana Plaza in Savar on the outskirts of the capital, which claimed the lives of 1,136 garment workers and injured over 2,000 others, yet justice remains elusive.

Despite widespread national and international attention, the legal proceedings surrounding the tragedy on 24 April 2013 continue at a sluggish pace.

- State's indifference blamed for prolonged judicial process

Every year, as this day arrives, various events commemorate the workers killed in that incident. Different labour organisations and relatives of the deceased workers demand justice. However, there is no headway in the completion of the judicial process.

Labour leaders say the case has not been resolved in over a decade due to the state's indifference.

The eight-storey Rana Plaza building collapse also left 1,169 workers severely injured. Approximately 2,500 workers were rescued alive.

'Indifference of the state'

Aminul Haque Amin, president of the National Garment Workers Federation, told TBS, "The trial for one of the most horrific tragedies in the history of the country's garment industry has not yet concluded due to the indifference of the state. The judiciary also has a responsibility in this matter. If the interim government wishes, it is still possible to expedite the trials of these related cases."

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

Justice eludes Rana Plaza victims

CONTINUED FROM PAGE 5

He further said, "All the accused except Sohel Rana are currently on bail. If the judicial process is further prolonged, even if a verdict is reached against them, it will be difficult to enforce."

Expressing her frustration at the lack of justice even after a decade since the Rana Plaza collapse, Shiuli Khanom, a resident of Savar in her forties who was disabled in the accident, said, "My right side has been paralysed in the accident. My heart races. I have received treatment in India three times and will have to go again in four months."

She added that she suffered a broken spine and head injuries in the accident. Her husband passed away about seven or eight years ago, and she is now living an inhumane life with her three daughters.

Case proceedings

Following the investigation into the murder case, the Criminal Investigation Department (CID) of the police submitted a charge sheet to the court on 26 April 2015, accusing 41 individuals at various levels, including the building owner, garment factory owners, and government officials, of planned murder.

Charges were framed against the accused on 18 July 2016. Out of the 594 witnesses, the testimonies of 94 have been completed so far. Two of the accused named in the charge sheet have since passed away and have been acquitted of the case. Consequently, the current number of defendants is 39.

The High Court granted bail to Sohel Rana towards the end of 2023. However, the Appellate Division later overturned that bail order on 15 January of last year, and simultaneously instructed that the case be resolved within six months. Despite over a year having passed since that instruction, the trial of the case continues at a slow pace.

In the case filed alleging defects in building construction and the use of substandard materials, the court indicted 18 people, including the building owner, on 16 June 2016. Following appeals by the accused against an indictment order, the High Court issued a stay order on the case proceedings on 8 November 2021. As this stay order has not yet been lifted, the recording of witness testimonies remains suspended.

In the ACC case filed on charges of corruption in the construction of Rana Plaza, charges were framed against 10 accused, including Sohel Rana, on 21 May 2017. To date, the testimonies of only 14 witnesses have been completed in the case.

যুগান্তর
বৃহস্পতিবার ২৪ এপ্রিল ২০২৫
১১ বৈশাখ ১৪৩২

এবার গৃহকর্মীর বিরুদ্ধে পরীমনির মামলা

যুগান্তর প্রতিবেদন

এবার গৃহকর্মী পিংকি আক্তারের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন ঢাকাই চলচ্চিত্রের আলোচিত চিত্রনায়িকা পরীমনি। বুধবার ঢাকার সাইবার ট্রাইব্যুনাল নূরে আলমের আদালতে তিনি এ মামলা করেন। পরীমনির জবানবন্দি গ্রহণ করে আদালত ভাটারা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে (ওসি) তদন্ত করে আগামী ৮ জুলাই প্রতিবেদন দাখিলের দিন ধার্য করেছেন। এর আগে মঙ্গলবার পরীমনিসহ দুজনের বিরুদ্ধে মামলা করেন তার বাসার গৃহকর্মী পিংকি। অন্য আসামি হলেন একই ফ্ল্যাটে বসবাস করা সৌরভ। জানা গেছে, পিংকি আক্তার (২৪) নেত্রকোনা সদরের মৌগাতী ইউনিয়নের ফাদুলিয়া গ্রামের মো. মোজাম্মেলের মেয়ে। এর আগে ৩ এপ্রিল পরীমনির বিরুদ্ধে মারধরের অভিযোগে ঢাকার ভাটারা থানায় লিখিত অভিযোগ করেন পিংকি।

সংবাদ
ঢাকা : রোববার ১৪ বৈশাখ ১৪৩২
Dhaka : Sunday 27 April 2025

শ্রমিকদের লাগাতার কর্মসূচিতে শুরু হলো না নতুন মৌসুম

ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো

জেলা বার্তা পরিবেশক, কুষ্টিয়া

সরকারি নির্দেশনা অমান্য করে এবং মৌসুমী শ্রমিকদের ২২ দফা দাবি না মানায় দুদিন যাবত বহুজাতিক তামাক উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান কুষ্টিয়া ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো লিফ ফ্যাক্টরির সামনে মৌসুমী শ্রমিকদের অবস্থান কর্মসূচিতে মৌসুমের প্রথম দিনের কার্যক্রম (তামাক প্রক্রিয়াজাতকরণ) শুরু করতে পারেনি কুষ্টিয়া লিফ ফ্যাক্টরি। গত বৃহস্পতিবার এবারের মৌসুম শুরুর প্রথম দিন ধার্য করা থাকলেও শ্রমিকদের কর্মসূচির কারণে ফ্যাক্টরির কার্যক্রম শুরু করতে পারেনি বিএটিবি কর্তৃপক্ষ। গত বৃহস্পতিবার ভোর ৫টা থেকে শুরু করে বিকেল ৫টা পর্যন্ত চৌড়হাস মোড় সংলগ্ন ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকোর কুষ্টিয়া লিফ ফ্যাক্টরির সামনে এই অবস্থান কর্মসূচি পালন করছে তারা। তারা বলেন, গত বৃহস্পতিবার ভোর ৫টা থেকে এই কর্মসূচি শুরু করেছি যা রাত ১২টা পর্যন্ত চলবে। তারা জানাই আমাদের ২২ দফা দাবি না মানলে লাগাতার কর্মসূচি চলবে। এদিকে মৌসুমী শ্রমিকদের অবস্থান কর্মসূচির কারণ হিসেবে তারা বলেন, ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকোর কুষ্টিয়া লিফ ফ্যাক্টরির মৌসুমী শ্রমিকদের ২২ দফা দাবির প্রেক্ষিতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করার পর গত ১৭ এপ্রিল শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় থেকে শ্রমিকদের দাবি-দাওয়াগুলো ৩ কর্মদিবসের (গত ২২ এপ্রিল) মধ্যে আইনগত ব্যবস্থা নিতে নিলুফা ইয়াসমিন উপসচিব স্বাক্ষরিত একটি চিঠিতে প্লান্ট ম্যানেজার, জিএলটি প্লান্ট বরাবর নির্দেশ প্রদান করা হয়। কিন্তু সরকারের দেয়া সেই নির্দেশনায় কর্ণপাত না করেই মৌসুমী শ্রমিকদের বাদ রেখে ঠিকাদারি শ্রমিকদের নিয়ে এবারের মৌসুম শুরু করার জন্য সমস্ত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছিল ফ্যাক্টরিটি। মৌসুমী শ্রমিকদের অবস্থান কর্মসূচির কারণে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হয়েছে এবারের মৌসুম শুরুর দিন-তারিখ।

অবস্থান কর্মসূচিতে শ্রমিকদের পক্ষ থেকে বলা হয়, বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ অনুযায়ী ২০১২ সাল থেকে কোম্পানির পাওনা মুনাফা, প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্রাচুইটি, এক নিয়োগপত্র, আইন বহির্ভূত বাইরে রাখা শ্রমিকদের চাকরিতে পুনর্বহালসহ ২২ দফা দাবি পূরণ করতে হবে। একই দাবিতে গতকাল বুধবারও দিনব্যাপী মৌসুমী শ্রমিকরা অবস্থান কর্মসূচি পালন করে। অবস্থান কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করা মৌসুমী শ্রমিকরা বলেন, গত ২৪ এপ্রিল আনুষ্ঠানিকভাবে মৌসুমের কার্যক্রম শুরু হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু কর্তৃপক্ষ আমাদের ছাড়াই ঠিকাদারের শ্রমিক দিয়ে মৌসুম শুরু করার চিন্তাভাবনা করেছিল, কিন্তু আমরা আমাদের জীবন থাকতে এভাবে ফ্যাক্টরি চালু হতে দিতে পারি না। তারা বলেন, ফ্যাক্টরি চালু করতে হলে আমাদের ২২ দফা মেনে তারপর ফ্যাক্টরি চালু হবে, তার আগে ফ্যাক্টরি চালু হতে পারে না। কারণ সরকার স্পষ্টভাবে কোম্পানির ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দিয়েছে, ৩ কর্ম দিবসের মধ্যে অর্থাৎ ২২ এপ্রিলের মধ্যে আমাদের ২২ দফা মেনে নিতে হবে। কিন্তু সরকারের সেই নির্দেশনা অমান্য করে ফ্যাক্টরি তাদের ঠিকাদারি শ্রমিকদের দিয়েই কোম্পানি চালু করার প্রস্তুতি নিয়েছিল। তারা আরও বলেন, যতদিন ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো কোম্পানি আমাদের ২২ দফা দাবি না মানবে, ততদিন আমরা লাগাতার কর্মসূচি এভাবেই পালন করতে থাকব। পরবর্তীতে তারা তাদের পরিবারের সদস্যদের নিয়েও এই কর্মসূচি পালন করবেন বলে জানান। অবস্থান কর্মসূচি পালন করা শ্রমিকরা বলেন, আমাদের এই কর্মসূচির কারণে যদি কোনো অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটে, সেই ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ দায়ভার ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো কোম্পানির কর্মকর্তাদেরই নিতে হবে।

এই বিষয়ে কথা বলার জন্য ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের তাদের মোবাইলফোনে একাধিকবার যোগাযোগ করা হলেও, তারা কেউই ফোন রিসিভ করেননি। বিষয়টি নিয়ে এখন পর্যন্ত কোম্পানি কর্তৃপক্ষ বা ট্রেড ইউনিয়নের কোনো ব্যক্তিরা শ্রমিকদের সঙ্গে কোনো কথা বলেননি। শ্রমিকদের আন্দোলনের বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে বিএটি বাংলাদেশের একজন মুখপাত্র লিখিত বক্তব্যে জানান, একটি দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিএটি বাংলাদেশ দেশের প্রযোজ্য সব আইন, বিধি-বিধান এবং নীতিমালা মেনে চলতে দৃঢ় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। কিছু মৌসুমী শ্রমিক বিএটি বাংলাদেশের কাছে কিছু দাবি উত্থাপন করেছেন। আমরা আমাদের কর্মীদের যৌক্তিক দাবিগুলো গুরুত্ব সহকারে শুনেছি এবং পর্যালোচনা করেছি। একটি দায়িত্বশীল করপোরেট প্রতিষ্ঠান হিসেবে আমরা এই দেশে গত ১১৫ বছর ধরে কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছি। দেশের আইনি কাঠামোর আওতায় সব কর্মী যেন যথাযথভাবে তাদের প্রাপ্য সুবিধা লাভ করেন, সেটি নিশ্চিত করতে আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ।

বণিকবার্তা
রোববার, এপ্রিল ২৭, ২০২৫ ■ বৈশাখ ১৪, ১৪৩

দৈনিক ইত্তেফাক
বৃহস্পতিবার
১১ বৈশাখ ১৪৩২, ২৪ এপ্রিল ২০২৫

বইয়ের প্রকাশনা উৎসবে বক্তারা

শ্রমিকের জন্য কেমন বাংলাদেশ চাই, সেই আলোচনা কোথাও নেই

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

লিঙ্গ ও শ্রমবৈচিত্র্যময় জনগোষ্ঠী ছিল জুলাই আন্দোলনে। কিন্তু তাদের বাদ দিয়ে এখন জুলাইয়ের দলিল তৈরি হচ্ছে। বাদ দেয়ার রাজনীতির মনস্তত্ত্বকে প্রশ্নবিদ্ধ করাই ছিল জুলাইয়ের অন্যতম প্রধান স্পিরিট। জুলাই-পরবর্তীতে সবার আলোচনা থাকলেও শ্রমিকের জন্য কেমন বাংলাদেশ চাই, সেই আলোচনা কোথাও নেই। লোকবল দরকার হলে সবাইকে পাশে পাওয়া গেছে কিন্তু বাংলাদেশ বিনির্মাণে বিভিন্ন লিঙ্গ ও শ্রেণী-পেশার মানুষকে দূরে ঠেলে একটি বিরাজনৈতিকীকরণের পথ বেছে নেয়া হয়েছে। জুলাইকে ব্রাহ্মবাদ অনুযায়ী ভাগ করা হয়েছে। এক জাত হলো ব্রাহ্মণ, যারা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েন আর এক জাত হলো শূদ্র, যারা প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েন এবং নারীকে বানানো হয়েছে নমঃশূদ্র অর্থাৎ যারা দলিত।

গতকাল 'পনেরো সমন্বয়কের সাক্ষাৎকার' শিরোনামের বইয়ের প্রকাশনা উৎসব ও আলোচনা সভায় এসব কথা বলেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃ-বিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক রেজওয়ানা করিম স্নিগ্ধা।

বইয়ের প্রকাশনা উৎসব ও আলোচনা সভাটি দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেডের (ইউপিএল) প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে আলোচক ছিলেন লেখক ও চিন্তক সলিমুল্লাহ খান, বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক অধ্যাপক মোহাম্মদ আজম, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক রেজওয়ানা করিম স্নিগ্ধা, ঔপন্যাসিক ও প্রাবন্ধিক শিবলী আজাদ ও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক ফারহান হাসান বর্ণ। ইউপিএল থেকে শিবলী আজাদ ও মিনহাজুল ইসলাম সম্পাদিত এ গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়।

অনুষ্ঠানের শুরুতে ইউপিএলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মাহরুখ মহিউদ্দীন বলেন, 'রাজনৈতিক সচেতনতার পথকে বাধাগ্রস্ত করে শেষ পর্যন্ত নাগরিককে তার অধিকারের প্রশ্নে দমিয়ে রাখা যায় না। ২৪-এর আন্দোলন তার বড় উদাহরণ। পনেরো সমন্বয়কের সাক্ষাৎকার বইটি নিঃসন্দেহে ইতিহাসের পাঠ হয়ে থাকবে।'

বইটির সম্পাদক শিবলী আজাদ বলেন, 'শিক্ষার্থীদের রক্তের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকে এ সংকলনের কাজ শুরু করেছি। বিগত ১৫ বছরের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ ২০২৪-এর অভ্যুত্থান সংঘটিত করেছে।' অধ্যাপক মোহাম্মদ আজম বলেন, 'প্রাইভেট ও পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়কে যেন বাইনারিতে ভাগ না করা হয়, সেদিকে মনোযোগ রাখতে হবে।'

১৪ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেয়েরা হল থেকে বের হয়ে থালা-বাটি নিয়ে মিছিল করেছেন এবং ১৫ তারিখ ছাত্রলীগ ও তাদের গুন্ডাদের দ্বারা আক্রমণের শিকার হয়েছেন। নারীদের এই বের হওয়া জুলাইয়ের অন্যতম ভিত্তি তৈরি করেছে। ১৮ তারিখ ও পরবর্তীকালে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ অবদান কীভাবে বাদ দেয়া হয়েছে সেটা পনেরো সমন্বয়কের সাক্ষাৎকার বইয়ে উঠে এসেছে। বইটিতে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জুলাই অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণ ও সক্রিয় ভূমিকার সাহসী বয়ান তুলে ধরা হয়েছে। জুলাই অভ্যুত্থানে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের অবদান ও ভূমিকা বুঝতে বইটি সহায়তা করবে।

রানা প্লাজা ভবন ধস মামলা দ্রুত ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে হবে

ব্লাস্টের মতবিনিময় সভায় বক্তারা

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

রানা প্লাজা ভবন ধসের মামলাগুলোর দ্রুত ন্যায়বিচার নিশ্চিতে সমন্বিত উদ্যোগ, ক্ষতিপূরণ, পুনর্বাসন এবং নিরাপদ কর্মস্থলের দাবি জানানো হয়েছে। মামলাগুলোর বর্তমান অবস্থা, প্রতিবন্ধকতা এবং তা মোকাবিলায় করণীয় বিষয়ে গতকাল বুধবার প্রেস ক্লাবে বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট) আয়োজিত 'রানা প্লাজা ভবন ধস: বিচারের অপেক্ষায় এক যুগ' শীর্ষক মতবিনিময় সভায় এই দাবি জানানো হয়।

বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের জ্যেষ্ঠ আইনজীবী ও ব্লাস্টের অনারারি নির্বাহী পরিচালক সারা হোসেন বলেন, 'ন্যায় বিচার এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে। রানা প্লাজা নিয়ে সত্য উদঘাটন করা জরুরি। এছাড়া শ্রম আইনে পুনর্বাসনকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। তিনি শ্রম সংস্কার কমিশনকে রানা প্লাজার মামলার দ্রুত বিচার নিশ্চিত ও জবাবদিহিতার জন্য কাজ করার জন্য অনুরোধ করেন।'

আলোচকরা ভুক্তভোগীদের আইএলও কনভেনশন ১২১ অনুসারে ক্ষতিপূরণ নিশ্চিত করা, রানা প্লাজা ভবনের স্থানে নিহত ও আহত শ্রমিকের পুনর্বাসন, হাসপাতাল ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ করার দাবি জানান। পাশাপাশি, প্রত্যেক শ্রমিকের জন্য জীবন বিমা ও স্বাস্থ্য বিমা বাধ্যতামূলক করা এবং রানা প্লাজা ও তাজরীনের ভুক্তভোগী শ্রমিককে অন্তর্ভুক্তকরণ করার জন্য অনুরোধ করা হয়। ২৪ এপ্রিলকে জাতীয় দিবস হিসেবে ঘোষণা করারও দাবি করা হয়।

সোমবার
২৮ এপ্রিল ২০২৫
ইত্তেফাক

কালীগঞ্জে বোরোর ভালো ফলন হলেও শ্রমিকসংকটে চিন্তিত কৃষক

ধান কাটতে দূষিত বিলে নামতে ভয় পাচ্ছেন শ্রমিকরা, ফসল নষ্টের শঙ্কা

■ কালীগঞ্জ (গাজীপুর) সংবাদদাতা

গাজীপুরের কালীগঞ্জ উপজেলায় চলতি বোরো মৌসুমে প্রচুর ফলন হলেও ধান কাটার শ্রমিকের সংকটে চিন্তিত হয়ে পড়েছেন কৃষকরা। আর শ্রমিকের সংকটের মূল কারণ এলাকার বিলাঞ্চলে শিল্প কারখানার ফেলা দূষিত পানি।

টঙ্গী, গাজীপুর সদর ও শ্রীপুর এলাকার কলকারখানাগুলোর অপরিশোধিত বর্জ্য সরাসরি এসে পড়ছে কালীগঞ্জ উপজেলার বিলগুলোতে, বিশেষ করে বেলাই বিলে। এতে বিলের পানি হয়ে পড়েছে মারাত্মক দূষিত। ফলে ধান কাটার সময় শ্রমিকরা বিলে নামতে ভয় পাচ্ছেন।

স্থানীয় কৃষকরা জানান, পানিতে নামলেই চুলকানি, ফোসকা, চর্মরোগ, ঘা হচ্ছে শ্রমিকদের হাতে-পায়ে। ফলে যারা ধান কাটার কাজ শুরু করছেন, তারা এক-দুই দিনের মধ্যেই কাজ ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। অতিরিক্ত মজুরি দিয়েও তাদের রাখা যাচ্ছে না। আর শ্রমিক সংকটের ফলে ধান কাটতে না পারায় ফসল মাঠেই নষ্ট হওয়ার শঙ্কা দেখা দিয়েছে।

কালীগঞ্জ উপজেলা কৃষি অফিস সূত্রে জানা গেছে, চলতি মৌসুমে উপজেলায় ৯ হাজার ৮১০ হেক্টর জমিতে বোরো আবাদ হয়েছে। এর মধ্যে হাইব্রিড জাতের ধান ২ হাজার ৮৭৫ হেক্টর ও উফশী জাতের ধান ৬ হাজার ৯৩৫ হেক্টর। উৎপাদনও আশাব্যঞ্জক। উফশী জাতের ধান বিঘাপ্রতি ২১ মণ ও হাইব্রিড ধান বিঘা প্রতি ২৬ মণ পর্যন্ত হয়েছে।

উত্তর খৈকড়া গ্রামের কৃষক হাশেম খন্দকার বলেন, 'তিন বিঘা জমির ধান পেকে গেছে, কিন্তু ধান কাটার লোক পাচ্ছি না। যারা আসছে, তারা এক দিন কাজ করেই চলে যাচ্ছে। বলছে পানিতে নামা যায় না, শরীর জ্বালা করে।'

জামালপুর থেকে আসা শ্রমিক মনজু মিয়া বলেন, 'পানিতে নামলে হাতে-পায়ে ঘা হয়। পানি একদম কালো হয়ে গেছে। কাজ করতে পারছি না।'

পরিবেশ নিয়ে কাজ করা সংগঠন বাংলাদেশ নদী পরিব্রাজক দলের কালীগঞ্জ শাখার সেক্রেটারি রফিক সরকার বলেন, 'এই দূষণ শুধু কৃষির ক্ষতি করছে না, জনস্বাস্থ্যের জন্যও ভয়াবহ হুমকি তৈরি করছে। শিল্পবর্জ্য ব্যবস্থাপনায় কঠোর নজরদারি ও আইন প্রয়োগ জরুরি।'

কালীগঞ্জ উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ ফারজানা তাসলিম জানান, বিষয়টি একাধিকবার জেলা প্রশাসন ও পরিবেশ অধিদপ্তরের সভায় উপস্থাপন করা হয়েছে। কিন্তু কার্যকর কোনো সমাধান এখনো হয়নি।

গাজীপুর পরিবেশ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক মো. আরেফীন বাদল বলেন, 'বেলাই বিলসহ আশপাশের খালগুলোর দূষণ কমাতে আমরা কাজ শুরু করেছি। অল্প সময়ে পুরোপুরি দূষণমুক্ত করা সম্ভব না হলেও চেষ্টা চলছে।'

কালীগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) তনিমা আফ্রাদ বলেন, 'বিষয়টি আমরা পরিবেশ অধিদপ্তরকে জানিয়েছি। দূষণের জন্য দায়ী শিল্পকারখানার তালিকা প্রস্তুত করা হচ্ছে। তালিকা হাতে পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

প্রথম আলো • সোমবার, ২৮ এপ্রিল ২০২৫,

১২৫ জাহাজভাঙা কারখানা বন্ধ, তবু নতুন জায়গার আবেদন

সীতাকুণ্ড

সীতাকুণ্ডের বোয়ালিয়া নামক মৌজায় জাহাজভাঙা কারখানার জন্য ২০০ একর জমি বরাদ্দ চেয়েছেন কয়েকজন ব্যক্তি।

প্রণব বল, *চট্টগ্রাম*

চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড উপকূলে ২০২১ সালে জাহাজভাঙা কারখানা (ইয়ার্ড) ছিল ১৫০টি। এর মধ্যে ১০৫টি কারখানাকে পরিবেশবান্ধব (গ্রিন) করার লক্ষ্যে উন্নয়নকাজ করার অনুমোদন দিয়েছিল শিল্প মন্ত্রণালয়। এখন পর্যন্ত গ্রিন সনদ পেয়েছে মাত্র সাতটি কারখানা। আরও ১৭টি কারখানা গ্রিন করার প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে। তবে নানা সংকটে বাকি কারখানাগুলো ব্যবসা গুটিয়ে নিয়েছে। কারখানা বলতে রয়েছে কেবল জমি আর সামান্য যন্ত্রপাতি।

সীতাকুণ্ড উপকূলের সাতটি মৌজা নিয়ে গঠিত জাহাজভাঙা অঞ্চলে এসব কারখানার অবস্থান। কারখানা বন্ধ থাকায় এই সাত মৌজার বেশির ভাগই যেখানে অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে আছে, সেখানে, নতুন করে জাহাজভাঙা অঞ্চল বাড়ানোর প্রচেষ্টা চলছে। সীতাকুণ্ডের বোয়ালিয়া নামক আরও একটি মৌজায় জাহাজভাঙা কারখানার জন্য ২০০ একর জমি বরাদ্দ চেয়েছেন কয়েকজন ব্যক্তি। ১০ বছর আগে এ আবেদন করা হলেও সম্প্রতি জেলা প্রশাসন থেকে আবেদনটি মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে।

নতুন করে জাহাজভাঙা অঞ্চল বাড়ানো হলে পরিবেশগত দূষণের পাশাপাশি আকিলপুর এলাকায় গড়ে ওঠা সৈকত নষ্ট হবে বলে অভিমত স্থানীয় বাসিন্দাদের। এ ছাড়া জাহাজভাঙা কারখানামালিকদের সংগঠন বাংলাদেশ শিপ ব্রেকার্স অ্যান্ড রিসাইক্লিং অ্যাসোসিয়েশন (বিএসবিআরএ) শুরু থেকে নতুন জাহাজভাঙা অঞ্চলের বিরোধিতা করে আসছে। তাদের ভাষ্য, এত ইয়ার্ড ও নতুন অঞ্চলের দরকার নেই। বরং বন্ধ হয়ে যাওয়া কারখানা সরকারি সহযোগিতায় অন্য কোনো ব্যক্তি নতুন করে চালুর উদ্যোগ নিতে পারেন।

সীতাকুণ্ডের একটি জাহাজভাঙা কারখানা। ফাইল ছবি

২০১১ সালের ২০ অক্টোবর শিল্প মন্ত্রণালয় প্রজ্ঞাপন দিয়ে জাহাজভাঙার জন্য সীতাকুণ্ড উপকূলের সাতটি মৌজাকে নির্ধারণ করে দেয়। তাতে বলা হয়, সীতাকুণ্ড উপজেলার উত্তর ছলিমপুর, ভাটিয়ারী, জাহানাবাদ, শীতলপুর, দক্ষিণ সোনাইছড়ি, মধ্য সোনাইছড়ি ও উত্তর সোনাইছড়ি এই সাত মৌজায় জাহাজভাঙা কাজের জন্য ইজারা দেওয়া খাসজমি অন্তর্ভুক্ত করে পরিবেশসম্মত জাহাজভাঙা শিল্পাঞ্চল ঘোষণা করা হলো। মূলত পরিবেশ দূষণরোধ, নিরাপদ শ্রম পরিবেশ নিশ্চিতের জন্য এই প্রজ্ঞাপন জারি করেছিল মন্ত্রণালয়।

বোয়ালিয়া মৌজাকে জাহাজভাঙা অঞ্চলের অন্তর্ভুক্তির জন্য আবেদন করেন মাদার স্টিল নামে একটি জাহাজভাঙা কারখানার মালিক আবুল কাশেমসহ কয়েকজন ব্যক্তি। মাদার স্টিল ছাড়াও কাশেমের আরও তিনটি কারখানা রয়েছে। ওই তিনটি কারখানা এখন পর্যন্ত পরিবেশবান্ধব করা না হলেও নতুন মৌজায় কারখানার আবেদন করেছেন তিনি।

২০২১ সালের ২ ফেব্রুয়ারি জেলা প্রশাসন বরাবর করা একটি আবেদনে আবুল কাশেম লিখেছেন, 'আমি বোয়ালিয়া মৌজায় কয়েক বছর আগে কিছু জায়গা কিনেছি। এটা পরিবেশসম্মত জাহাজভাঙা কারখানার উপযুক্ত হলেও সরকারি অনুমোদনের অভাবে ওই মৌজায় জাহাজভাঙা কারখানা স্থাপন করা যাচ্ছে না। এই মৌজায় জাহাজভাঙা কারখানা স্থাপনের অনুমোদন দিলে ব্যক্তিগতভাবে উপকৃত হওয়ার পাশাপাশি কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে পারব।' গেজেটভুক্ত হওয়ার প্রত্যাশায় অপেক্ষা করতে করতে তিনি হতাশ হয়ে পড়েছেন বলেও আবেদনে কাশেম উল্লেখ করেন।

গত ৫ আগস্ট সরকার পরিবর্তনের পর কাশেমসহ কয়েকজন ইয়ার্ডমালিক আবার নতুন করে তদবির শুরু করেন। আবেদনের বিষয়ে জেলা প্রশাসন বিএসবিআরএর মতামতও নেয়। কয়েক মাস আগে চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসন তাঁদের আবেদনটিতে মতামত দিয়ে শিল্প মন্ত্রণালয় বরাবরে পাঠিয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে শিল্প মন্ত্রণালয়ের বাংলাদেশ জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ বোর্ডের মহাপরিচালক এ এস এম শফিউল আলম তালুকদারের নেতৃত্বে একটি দল আজ রোববার সীতাকুণ্ডে ইয়ার্ডের জন্য বিদ্যমান মৌজা এবং প্রস্তাবিত মৌজা পরিদর্শনে গেছে।

জানতে চাইলে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) মো. সাদি উর রহিম জাদিদ *প্রথম আলোকে* বলেন, 'নতুন করে মৌজা বাড়ানোর জন্য একটি আবেদন কয়েক বছর আগে থেকে পড়ে ছিল। ওখানে প্রায় ২০০ একর নতুন করে জায়গা চেয়েছেন কারখানামালিকেরা। ওখানে পানি উন্নয়ন বোর্ডের একটি প্রকল্পের জায়গাও রয়েছে। মন্ত্রণালয় আমাদের কাছে এ-সংক্রান্ত কিছু বিষয় অনুসন্ধানের জন্য দিয়েছিল। আমরা অনুসন্ধান করে আবেদনকৃত ভূমির চেয়ে আরও কম জায়গা দেওয়া যেতে পারে মর্মে মতামত দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছি।'

জানতে চাইলে আবেদনকারী আবুল কাশেম *প্রথম আলোকে* বলেন, 'ওই এলাকায় ইয়ার্ড হলে ভাঙা বেড়িবাঁধ রক্ষা হবে। আমার লাভ নয়, এতে দেশের লাভ হবে। সবাই মনে করছে আমার আগ্রহ বেশি। অথচ জেলা প্রশাসন যে পরিমাণ জায়গার সুপারিশ করেছে বলে শুনেছি, তাতে আমার জায়গা পড়েনি। আমরা ১০ বছর আগে মৌজা বাড়ানোর আবেদন করেছিলাম। বন্ধ হয়ে যাওয়া ইয়ার্ডে কারখানা চালু করতে ব্যাংকঋণসহ নানা ঝামেলা হবে।'

২০২১ সাল থেকে এ পর্যন্ত জেলা প্রশাসন ও শিল্প মন্ত্রণালয় বরাবরে চারটি চিঠিতে জাহাজভাঙা কারখানামালিকদের সংগঠন বিএসবিআরএ নতুন করে ইয়ার্ডের অঞ্চল না বাড়ানোর আবেদন জানায়।

প্রথম আলো • মঙ্গলবার, ২৯ এপ্রিল ২০২৫,

সীতাকুণ্ডে জাহাজভাঙা কারখানা

নতুন ইয়ার্ডের প্রস্তাব অযৌক্তিক

চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে জাহাজভাঙা শিল্পে বর্তমানে যে শোচনীয় অবস্থা চলছে, তার মধ্যে সেখানে নতুন জাহাজভাঙা কারখানা স্থাপনের প্রস্তাব গভীর উদ্বেগ ও বিস্ময়ের বিষয় হিসেবে দেখা দিয়েছে।

১৫০টি অনুমোদিত ইয়ার্ডের মধ্যে ১২৫টি যখন কার্যত অচল; অধিকাংশ মালিক নিজ উদ্যোগ পরিত্যাগ করে যখন ব্যবসা গুটিয়ে নিয়েছেন এবং যখন মাত্র সাতটি কারখানা প্রয়োজনীয় 'গ্রিন সনদ' অর্জনে সক্ষম হয়েছে, তখন নতুন করে জাহাজভাঙা কারখানা বিস্তৃতির প্রস্তাব যুক্তিহীন ও বাস্তবতাবিবর্জিত বলেই প্রতীয়মান হয়।

প্রথম আলোর অনুসন্ধান অনুযায়ী বোয়ালিয়া মৌজায় প্রায় ২০০ একর জমি জাহাজভাঙার জন্য বরাদ্দের আবেদন করা হয়েছে। এর যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠায় ভাঙা বেড়িবাঁধ সংরক্ষণ ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির মতো অজুহাত উত্থাপিত হয়েছে। কিন্তু বাস্তবতা বলছে, এ অঞ্চলে এর আগে বিপুল পরিমাণ জমি অব্যবহৃত পড়ে আছে, যেগুলোর যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করলেই অনুরূপ ফলাফল অর্জন করা সম্ভব।

নতুন ইয়ার্ডের জন্য সংরক্ষিত ভূমিতে 'উন্নয়ন' ঘটালে পরিবেশগত বিপর্যয় অনিবার্য। ইতিমধ্যে সীতাকুণ্ড অঞ্চলে ম্যানগ্রোভ অরণ্যের ব্যাপক উজাড় এবং সমুদ্রীয় জীববৈচিত্র্যের সংকট এক নির্মম বাস্তবতা হয়ে দাঁড়িয়েছে। নতুন অঞ্চল সংযোজন মানেই এই সংকটকে আরও ঘনীভূত করা।

শিল্প মন্ত্রণালয়ের ২০১১ সালের প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী, সীতাকুণ্ডের নির্ধারিত সাতটি মৌজাকে সীমাবদ্ধ রাখার নির্দেশনা ছিল। এই আইন লঙ্ঘন করে অতিরিক্ত মৌজা যুক্ত করার প্রয়াস কেবল আইনশৃঙ্খলার অপমানই নয়, নৈতিক দায়িত্বহীনতারও প্রকাশ। তদুপরি বাংলাদেশ শিপ ব্রেকার্স অ্যান্ড রিসাইক্লিং অ্যাসোসিয়েশন (বিএসবিআরএ) বারবার বিদ্যমান ইয়ার্ডগুলোর উন্নয়ন ও সচলতার ওপর গুরুত্বারোপ করে নতুন ইয়ার্ড স্থাপনের বিরোধিতা করে এসেছে।

এই প্রেক্ষাপটে বোয়ালিয়ায় জমি বরাদ্দের প্রস্তাব নিশ্চিতভাবেই অপরিপক্ব চিন্তাধারার ফল, যা দীর্ঘ মেয়াদে জাহাজভাঙা শিল্পের অস্তিত্বকে আরও সংকটে ফেলবে।

যে মুহূর্তে বিদ্যমান ইয়ার্ডসমূহের আধুনিকায়ন, পরিবেশবান্ধব রূপান্তর এবং শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিতে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ অপরিহার্য, সে সময় নতুন ইয়ার্ড স্থাপনের অজুহাতে প্রাকৃতিক সম্পদ ধ্বংস এবং আইনি কাঠামো উপেক্ষার অপচেষ্টা কোনোক্রমেই গ্রহণযোগ্য নয়।

সরকারের উচিত হবে বিদ্যমান ইয়ার্ডগুলোকে কার্যকর ও টেকসই করার লক্ষ্যে প্রণোদনা, প্রযুক্তিগত সহায়তা এবং কঠোর তদারকির মাধ্যমে জাহাজভাঙা শিল্পকে পরিবেশসম্মত ও আন্তর্জাতিক মানসম্পন্নরূপে পুনর্গঠন করা।

জাহাজভাঙা শিল্পের টেকসই উন্নয়নের জন্য নতুন অঞ্চল সংযোজন নয়, বরং বিদ্যমান ইয়ার্ডগুলোর আধুনিকায়ন ও পরিবেশবান্ধব রূপান্তরই সরকারের অগ্রাধিকার হওয়া উচিত।

মঙ্গলবার, ২৯ এপ্রিল ২০২৫, ১৬ বৈশাখ ১৪৩২
দেশ রূপান্তর

দুর্ঘটনায় সবচেয়ে বেশি শ্রমিকের মৃত্যু পরিবহন খাতে

আইএলওর প্রতিবেদন

নিজস্ব প্রতিবেদক

বাংলাদেশে পরিবহন খাতে দুর্ঘটনায় সবচেয়ে বেশি শ্রমিক মারা যায় বলে উঠে এসেছে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) এক প্রতিবেদনে। ২০২৩ সালে বিভিন্ন খাতে দেড় হাজারের মতো শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে বলেও তথ্য উঠে এসেছে। গতকাল সোমবার রাজধানীর একটি হোটেলে আয়োজিত জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সম্মেলনে এসব তথ্য তুলে ধরা হয়।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ও আইএলওর সহযোগিতায় এ সম্মেলন আয়োজন করে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (ডাইফ)। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) ড. এম সাখাওয়াত হোসেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব এএইচএম শফিকুজ্জামান। এতে সভাপতিত্ব করেন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের মহাপরিদর্শক ওমর মো. ইমরুল মহসিন।

অনুষ্ঠানে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের যুগ্ম মহাপরিদর্শক মো. মতিউর রহমান 'পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি : জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিত' বিষয়ে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। এই প্রবন্ধে আইএলও এর তথ্য তুলে ধরে বলা হয়– বাংলাদেশে ২০২৩ সালে কর্মক্ষেত্রে ১ হাজার ৪৩২ জন শ্রমিকের প্রাণহানি ঘটে। আহত হন ৫০২ জন। অনানুষ্ঠানিক খাতে দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় ১ হাজার ১০৩ জনের। সবচেয়ে বেশি ৬৩৭ জন মারা যান পরিবহন খাতে। এ ছাড়া নির্মাণ খাতে ১৪৯ জন এবং দৈনিক মজুরিভিত্তিক খাতে ২২০ জন শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে।

প্রবন্ধে উল্লিখিত আইএলওর তথ্য তুলে ধরে বলা হয়, সারাবিশ্বে কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা বা রোগে প্রতি ১৫ সেকেন্ডে একজন শ্রমিক মারা যান। শ্রমিকদের এমন মৃত্যুর কারণে বড় ধরনের ক্ষতির মুখে পড়ছে বৈশ্বিক অর্থনীতি। শুধু এই কারণেই বছরে বৈশ্বিক জিডিপি হারাতে হচ্ছে ৪ শতাংশ।

প্রবন্ধে আইএলওর ২০১৯ সালের তথ্য তুলে ধরে মতিউর রহমান জানান, বিশ্ব জুড়ে বছরে কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা বা রোগে ২৭ লাখ ৮০ হাজার শ্রমিকদের মৃত্যু হয়। যেখানে প্রতি ১৫ সেকেন্ডে মারা যান একজন শ্রমিক। বছরে কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় আহত হন ৩৭ কোটি ৪০ লাখ শ্রমিক। এতে বৈশ্বিক জিডিপি ক্ষতিগ্রস্ত হয় ৪ শতাংশ।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে শ্রম উপদেষ্টা এম সাখাওয়াত হোসেন বলেন, শ্রম মন্ত্রণালয় একা কাজ করতে পারে না। যেমন ধরেন– শিপবিল্ডিং, এটি শ্রম মন্ত্রণালয়ের আওতায় না, শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতায়। তিনি বলেন, দুর্ভাগ্যজনক যেকোনো ইনফরমাল সেক্টর শ্রম মন্ত্রণালয়ের আওতায় নেই। কোনো কনস্ট্রাকশন ফার্ম রেজিস্টার না। যদি কোনো কনস্ট্রাকশন ফার্ম শ্রম আইনের আওতায় নিবন্ধিত না হয়, তাহলে সেই ফার্ম সরকারি কোনো দরপত্রে অংশ নিতে পারবে না।

কয়েকটি কারখানা শ্রমিকদের বেতন দিতে পারছে না উল্লেখ করে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে শ্রম সচিব এ এইচ এম শফিকুজ্জামান বলেন, আজ একটি পোশাক কারখানার শ্রমিকদের বেতনের ২০ কোটি টাকা দেওয়ার কথা ছিল, কিন্তু তারা টাকার ব্যবস্থা করতে পারেনি। অন্য একটি কারখানার আগামী ৭ মে শ্রমিকদের বকেয়া বেতনের টাকা দেওয়ার কথা, তারাও এখনো পর্যন্ত টাকার ব্যবস্থা করতে পারেনি। এমন একটা প্রেক্ষাপটে আমরা ওএসএইচ (পেশাগত সুরক্ষা এবং স্বাস্থ্য) ডে পালন করছি। তিনি বলেন, যেখানে শ্রমিক তার তিন বছর, দুবছর, তিন মাস, ৮ মাসের বেতনই পায়নি সেখানে আমার কাছে মনে হয় এই জায়গাগুলোতে অনেক গ্যাপ রয়ে গেছে।

শ্রম সচিব আরও বলেন, ফার্মাসিউটিক্যালস বা একটি গ্রিন ফ্যাক্টরিতে শ্রমিকরা সুন্দর পরিবেশে কাজ করছে। আর নির্মাণ শ্রমিকরা বা শিপবিল্ডিংয়ে যারা আছে তাদের মধ্যে গ্যাপটা কীভাবে মিনিমাইজ করা যায়, সেটাই টার্গেট হওয়া উচিত। তিনি বলেন, এখানে গভর্নেন্স খুব গুরুত্বপূর্ণ। এখানে পরিবেশ ছাড়পত্র দেওয়া হয়। অথচ যেভাবে পরিবেশ দূষণ হয়, তাতে পরিবেশ ছাড়পত্র কীভাবে আসে? আইএলওর বাংলাদেশ কান্ট্রি ডিরেক্টর টুওমো পুটিয়াইনেন বলেন, কর্মস্থলের নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য নিশ্চিতে বাংলাদেশের অগ্রযাত্রায় আইএলও পাশে রয়েছে। পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষার সংস্কৃতি গড়ে তুলতে আইএলওর মৌলিক কনভেনশন, বিশেষ করে কনভেনশন ১৫৫ (পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা) এবং কনভেনশন ১৮৭ (প্রচার কাঠামো) গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি প্রদান করে। প্রতিরোধমূলক কৌশলে বিনিয়োগ, তথ্যভিত্তিক নীতিমালা গ্রহণ এবং ত্রিপক্ষীয় সংলাপের মাধ্যমে কর্মীদের অধিকার সুরক্ষা এবং সবার জন্য মর্যাদাপূর্ণ কাজ নিশ্চিত করা সম্ভব।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক আরিফ আহমেদ খান। বাংলাদেশে নিযুক্ত আইএলওর কান্ট্রি ডিরেক্টর তুওমো পুটিআইনেনের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে একটি প্যানেল আলোচনায় অংশ নেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব এ এইচ এম সফিকুজ্জামান, শ্রম সংস্কার কমিশনের সদস্য তাসলিমা আখতার, বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশনের মহাসচিব ও সিইও ফারুক আহমেদ, বাংলাদেশ বিজনেস অ্যান্ড ডিজ্যাবিলিটি নেটওয়ার্কের ট্রাস্টি রূপালী চৌধুরী এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল বাংলাদেশ কাউন্সিলের উইমেন সেক্রেটারি চায়না রহমান।

এতে 'বাংলাদেশে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি : অগ্রগতি ও করণীয়' শীর্ষক আর একটি প্রেজেন্টেশন দেন সাউথ ইস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেইনিং বিভাগের পরিচালক প্রফেসর ড. হাসনাত এম আলমগীর।

প্রথম আলো • বুধবার, ৩০ এপ্রিল ২০২৫

গ্যাস সরবরাহ

শিল্প খাতের উৎপাদন যেন ব্যাহত না হয়

গণ-অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ সরকার জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাতে হাজার হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করার পরও চাহিদা অনুযায়ী গ্যাস ও বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে পারেনি। তারা মাটির নিচে থাকা গ্যাস অনুসন্ধান ও উত্তোলন না করে জ্বালানি খাতকে আমদানিনির্ভর করার পাশাপাশি গোষ্ঠীবিশেষকে মোটা অঙ্কের কমিশন-বাণিজ্য করার সুযোগ দিয়েছিল।

অন্তর্বর্তী সরকার এখন পর্যন্ত জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়নে টেকসই কোনো পদক্ষেপ নিয়েছে বলে জানা নেই। বরং তাদের নেওয়া কর্মসূচিতেও জন-অসন্তোষ প্রশমনের রাজনৈতিক প্রয়াস লক্ষ করা যাচ্ছে।

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান এবারের গ্রীষ্মে লোডশেডিং সীমিত রাখার কথা বলেছেন। সেটা যদি গ্যাসের উৎপাদন বাড়িয়ে করা হয়, দেশবাসী স্বাগতই জানাবে। সরকার শিল্প খাতে গ্যাসের সরবরাহ কমিয়ে বাসাবাড়ি বা অন্য খাতে বিদ্যুৎ সরবরাহ বাড়ানোর যে উদ্যোগ নিয়েছে, তাতে সমস্যা আরও বাড়বে। শিল্প খাতে গ্যাসের সরবরাহ কমানো মানে সেখানে উৎপাদন কমবে।

ইতিমধ্যে শিল্পপ্রতিষ্ঠানে গ্যাসের সরবরাহ কমানোয় উদ্বেগ জানিয়েছে বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস অ্যাসোসিয়েশন (বিটিএমএ)। জ্বালানি উপদেষ্টাকে পাঠানো চিঠিতে তারা বলেছে, কারখানাগুলোয় ন্যায্যতার ভিত্তিতে গ্যাসের সরবরাহ করা না হলেও উল্লেখযোগ্যসংখ্যক কারখানা বন্ধ হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। এ কারণে আসন্ন ঈদুল আজহা উপলক্ষে শ্রমিকদের বেতন-ভাতা ও বোনাস পরিশোধে সংকট তৈরি করতে পারে বলেও শঙ্কা প্রকাশ করেছে সংগঠনটি।

বাংলাদেশ তেল, গ্যাস, খনিজ সম্পদ করপোরেশন (পেট্রোবাংলা) সূত্র বলছে, দেশে দিনে গ্যাসের চাহিদা ৩৮০ কোটি ঘনফুট। এখন সরবরাহ করা হচ্ছে ২৭০ কোটি ঘনফুট। এর মধ্যে ১০৫ কোটি ঘনফুট যাচ্ছে বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোয়। বিদ্যুৎ খাত এখন সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার পাচ্ছে। তাই আবাসিক ও শিল্প গ্রাহকের গ্যাস-সংকট বেড়েছে। গ্যাসের জোগান না বাড়িয়ে রেশনিং করে বা এক খাতে কমিয়ে, আরেক খাতে বাড়িয়ে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার উদ্যোগ কোনো কাজে আসবে না বলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা জানিয়েছেন।

বিদ্যুৎ খাতে গ্যাস সরবরাহ বাড়ানো হয়েছে। এটা খুবই ভালো কথা। কিন্তু গ্যাসের উৎপাদন কিংবা আমদানি না বাড়াতে পারলে পরিস্থিতি আরও নাজুক হবে। অনেক জ্বালানিবিশেষজ্ঞ দেশে গ্যাস উৎপাদন বাড়ানোর কথা বলেছেন। সেটা তো রাতারাতি সম্ভব নয়। তথাকথিত সিস্টেম লস বা চুরি কমিয়ে কিছু গ্যাস বা বিদ্যুৎ হয়তো সাশ্রয় হবে। এ অবস্থায় এলএনজি ও জ্বালানি তেলের আমদানি বাড়াতে হবে; যাতে শিল্প খাতে বিদ্যুৎ সরবরাহ স্বাভাবিক রাখা যায়।

গ্যাস ও বিদ্যুতের দাম নিয়েও সরকার চাপে আছে। আইএমএফ গ্যাস ও বিদ্যুতের দাম বাড়ানোর জন্য চাপ দিচ্ছে। বর্তমানে পেট্রোবাংলা প্রতি ইউনিট গ্যাস বিক্রি করে পায় ২২ টাকা ৮৭ পয়সা। তাদের খরচ হচ্ছে গড়ে ২৭ টাকার বেশি—এটা সাধারণ গ্রাহকদের জন্য। এখানে সরকারকে ভর্তুকি দিতে হয়। কিন্তু শিল্পে প্রতি ইউনিট গ্যাস তারা বিক্রি করে ৩০ টাকায়; যেখানে ভর্তুকি দিতে হয় না।

জ্বালানি মন্ত্রণালয়কে সজাগ থাকতে হবে যাতে দেশের শিল্প খাত, বিশেষ করে তৈরি পোশাকশিল্পের উৎপাদন যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। জ্বালানি উপদেষ্টা গ্রাম ও শহরে লোডশেডিং ভাগ করে নেওয়ার কথা বলেছেন। খুবই আশার কথা। একই সঙ্গে তিনি যদি বলতেন, জনজীবনে লোডশেডিং কমানোর পাশাপাশি শিল্প খাতে গ্যাস সরবরাহও স্বাভাবিক থাকবে, তাতে শিল্পোদ্যোক্তারা আশ্বস্ত হতেন, দেশবাসীও।

NEW AGE
WEDNESDAY, APRIL 23, 2025,

Labour reform advice should lead to systemic changes

THE recommendation of the labour reforms commission for a permanent wage commission to set a national minimum wage across all sectors is a welcome move. The commission, formed on November 18, 2024, submitted its report to the government on April 21. Several important proposals, if effectively implemented, could bring about long-awaited changes for the better. The recommendations include a revision of minimum wages every three years and the introduction of a universal social safety net to cover occupational hazards, illness and early retirement. Other major recommendations are the creation of a national workforce registration database, six months' paid maternity leave, a benefits scheme for neonatal mothers, daycare in labour-intensive zones and the enforcement of anti-sexual harassment policies in line with the 2009 High Court directive. It recommends that workers should be notified in advance in the case of delay in wage payment and if wages are not paid by the rescheduled date, employers should be fined 0.5 per cent a day for the delay up to 30 days. The commission also proposes workplace cooperation committees and arbitration bodies aimed at resolving worker grievances internally and reduce the need for protests.

Wage payment delay, addressed in the recommendations though, warrants an explanation. The proposed penalty for payment delay is a step forward, but the mechanism lacks details. The report does not specify how long a delay should persist before it triggers the penalty clause or what qualifies as a 'rescheduled date.' The report also does not specify the extent of worker notification of delayed payment or the monitoring process for payment clearance. The recommendation to require employers to submit monthly payment clearance is a positive step, but only its strict enforcement and immediate follow-up on non-compliance would make the system more effective. The proposal for establishing workplace cooperation committees and arbitration bodies to resolve disputes without protest also raises questions. As such bodies are likely to include employer representatives too, there is a risk that they could reinforce the current power imbalance rather than mediate them. In such cases, the commission's recommendation for strengthening trade unions to ensure worker voices are adequately heard is crucial. Without empowering workers to engage on equal footing, such mechanisms may serve administrative convenience rather than justice.

The government should, therefore, prioritise the logical and phased implementation of the commission's recommendations, many of which address longstanding gaps in labour governance. A road map is needed not only to translate the proposals into legislation but also to guide reforms that ensure that worker rights, protection and representation are structurally embedded. The groundwork laid now should support sustained and inclusive improvement in the labour landscape.

প্রথম আলো • মঙ্গলবার, ২৯ এপ্রিল ২০২৫,

শিল্পের সংকটে কাউকে খুঁজে পাওয়া যায় না, বললেন শ্রম উপদেষ্টা

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

শ্রম উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) এম সাখাওয়াত হোসেন বলেছেন, 'শিল্প খাতে যখনই কোনো সংকট তৈরি হয়, তখন কাউকে খুঁজে পাওয়া যায় না। তেমন পরিস্থিতিতে নিজেদের ভাসমান মনে হয়, কোথায় যেতে হবে জানি না।'

গতকাল সোমবার রাজধানীর একটি হোটেলে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা বিষয়ে আয়োজিত 'ওএসএইচ সম্মেলন ২০২৫'-এ প্রধান অতিথির বক্তব্যে শ্রম উপদেষ্টা এ কথা বলেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন শ্রম ও কর্মসংস্থান সচিব এ এইচ এম সফিকুজ্জামান। অনুষ্ঠানটি আয়োজন করে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর।

অনুষ্ঠানে শ্রম উপদেষ্টা এম সাখাওয়াত হোসেন বলেন, 'যখনই কোনো সংকট হয়, তখন কিন্তু আমরা কাউকে খুঁজে পাই না। কিসের ট্রাইপার্টাইট (সংকট নিরসনে ত্রিপক্ষীয় কমিটি) আর কিসের কী; সংকট যখন আসে তখন আমি আর শ্রমসচিব নিজেদের ভাসমান অবস্থায় দেখি। কোথায় যেতে হবে জানি না। সুতরাং সংকটকালে সবাই টিম (একত্রে) হিসেবে কাজ না করলে তা কার্যকর হবে না।'

শ্রমসচিব এ এইচ এম সফিকুজ্জামান বলেন, 'মানুষ নির্বিঘ্নে কর্মক্ষেত্রে যাবে, অথচ আমরা কাজের জায়গাগুলোকে মৃত্যুকূপ বানিয়ে রেখেছি। শ্রম সংস্কার কমিশন তাদের প্রতিবেদনে যেসব সুপারিশ দিয়েছে, তার প্রতিটি বিষয় নিয়ে কাজ করা হবে। এটা প্রধান উপদেষ্টার প্রতিশ্রুতি। সে জন্য সময় নির্দিষ্ট কর্মকৌশল গ্রহণের সুপারিশ এসেছে।'

পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিয়ে ইতিমধ্যে দেশে আইন আছে; কিন্তু সেগুলো যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে না বলে মন্তব্য করেন বাংলাদেশ বিজনেস অ্যান্ড ডিজঅ্যাবিলিটি নেটওয়ার্কের ট্রাস্টি রূপালী চৌধুরী। এর কারণ হিসেবে তিনি আইন ও প্রয়োগ নিয়ে সচেতনতার অভাব রয়েছে বলে উল্লেখ করেন।

মূল প্রবন্ধে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের যুগ্ম মহাপরিদর্শক মতিউর রহমান বলেন, বাংলাদেশে ২০১৩ সালে রানা প্লাজা ধসের ঘটনার পরও প্রতিবছর কমবেশি দুর্ঘটনা ঘটেছে।

অনুষ্ঠানে একাধিক বক্তা বলেন, দেশে প্রাতিষ্ঠানিক খাতে দুর্ঘটনা কমলেও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে বাড়ছে। তাঁর অনুমান, অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে আরও বেশি দুর্ঘটনা ঘটছে; এসব সংবাদে আসছে না। এসব তথ্য পেলে দুর্ঘটনা প্রতিরোধ ও পেশাগত সুরক্ষার বিষয়ে আরও কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া যেত।

জীবনের অধিকারের ক্ষেত্রে যে বৈষম্য, বর্তমানে সেটাই সবচেয়ে বড় বৈষম্য বলে মন্তব্য করেন শ্রম সংস্কার কমিশনের প্রধান সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহম্মদ।

আইএলওর প্রধান টুমো পুটিআইনেনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের মহাপরিদর্শক মো. ইমরুল মহসিন, বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশনের (বিইএফ) মহাসচিব ফারুক আহমেদ, বাংলাদেশ গার্মেন্টস শ্রমিক সংহতির সভা প্রধান তাসলিমা আখতার, ইন্ডাস্ট্রিঅল বাংলাদেশ কাউন্সিলের উইমেন সেক্রেটারি চায়না রহমান প্রমুখ।

প্রথম আলো • সোমবার, ২৮ এপ্রিল ২০২৫,

গৃহকর্মীদের প্রতি মানবিক হওয়ার আহ্বান

সমাবেশে বক্তারা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

গৃহকর্মীদের জন্য ন্যূনতম মানবিক জায়গা তৈরি করা দরকার। এ জন্য সবার দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করতে হবে। তাদের মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। গৃহকর্মীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে সবাইকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে।

গতকাল রোববার সকালে রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তন গৃহকর্মীদের সুরক্ষা ও জীবনমান উন্নয়নে নীতি সংলাপ অনুষ্ঠানে এসব কথা উঠে আসে। গণসাক্ষরতা অভিযান আয়োজিত এ সংলাপে সহযোগিতা করে অক্সফাম ইন বাংলাদেশ ও ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন।

অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী বক্তব্য দেন অন্তর্বর্তী সরকারের সমাজকল্যাণ উপদেষ্টা শারমীন এস মুরশিদ। তিনি বলেন, গৃহকর্মীদের প্রকৃত সংখ্যা পাওয়া না গেলেও বিভিন্ন সূত্রমতে এটি প্রায় ২৫ লাখ। যার মধ্যে অধিকাংশই অপ্রাপ্ত বয়স্ক মেয়েশিশু।

শারমীন এস মুরশিদ আরও বলেন, গৃহকর্মে নিযুক্ত শিশুদের স্কুলে থাকার কথা থাকলেও জীবন বাঁচানোর তাগিদে তারা অন্যের ঘরে কাজ করছে। তাদের গৃহকর্মী হিসেবে নিযুক্ত করলে শিক্ষার দায়িত্ব নিতে হবে। তাদের সম্মান নিয়ে বড় হওয়ার পরিবেশ তৈরি করে দিতে হবে।

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অন্তর্বর্তী সরকারের শ্রম ও কর্মসংস্থান উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) এম সাখাওয়াত হোসেন। তিনি বলেন, আর্থসামাজিক অবস্থা অনুযায়ী মনমানসিকতার পরিবর্তন আনতে হবে। গৃহকর্মীদের ন্যূনতম সুরক্ষা নিশ্চিত করতে সবাইকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে।

এ সময় গৃহকর্মীদের সুরক্ষার জন্য অভিযোগ সেন্টার গঠনের পরামর্শ দিয়ে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব এইচ এম শফিকুজ্জামানকে একটি কমিশন গঠন করার কথা বলেন সাখাওয়াত হোসেন।

সংলাপে সভাপতিত্ব করেন গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে চৌধুরী। বলেন, গৃহকর্মীরা এখনো ছুটি, মানবিক সহায়তা এবং ন্যূনতম সুরক্ষার আওতার বাইরে থেকে যান। একটি শক্তিশালী আইনগত কাঠামো গঠন এখন সময়ের দাবি।

শ্রমসচিব শফিকুজ্জামান বলেন, শ্রম সংস্কার কমিশনের রিপোর্টে অনেক কিছু যুক্ত ও পরিবর্তন করা হয়েছে। ২০০৬ সালের শ্রম আইন নীতিমালা থেকে গৃহকর্মীদের জন্য আইনটি প্রযোজ্য নয় এই অংশটি বাদ দেওয়া হচ্ছে।

অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন, গণসাক্ষরতা অভিযানের উপপরিচালক তপন কুমার দাশ, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সভাপতি ফওজিয়া মোসলেম, বিশ্বব্যাংকের পরামর্শক ও এনএসডিসির সাবেক সিইও এ বি এম খোরশেদ আলম, অক্সফাম ইন বাংলাদেশের প্রোগ্রাম ডিরেক্টর মাহমুদা সুলতানা প্রমুখ।

দেশ রূপান্তর

বুধবার, ১৬ এপ্রিল ২০২৫,

তৃতীয় শ্রম আদালতে শ্রমিক প্রতিনিধি মো. রফিকুল ইসলাম

'পেট্রোবাংলা কর্মচারী ইউনিয়ন'-এর সাধারণ সম্পাদক মো. রফিকুল ইসলাম রফিক শ্রম অধিদপ্তরের তৃতীয় শ্রম আদালতে শ্রমিক প্রতিনিধি হিসেবে মনোনীত হয়েছেন। এ ছাড়া তিনি বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সহসভাপতি এবং বাংলাদেশ তেল, গ্যাস ও খনিজ সংস্থা শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। শ্রম অধিদপ্তরের তৃতীয় শ্রম আদালতে শ্রমিক প্রতিনিধি হিসেবে মনোনীত হওয়ায় পেট্রোবাংলার সর্বস্তরের কর্মচারীদের পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানানো এবং ওই পদে দায়িত্ব পালনে তার সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করা হয়। বিজ্ঞপ্তি

NEWAGE

TUESDAY, APRIL 29, 2025, BAISHAKH 16, 1432 BS

Minimum wage for poultry industry Tk 16,250 proposed

Staff Correspondent

THE minimum wage board has drafted a proposal recommending Tk 16,250 as the minimum monthly wage for workers in the country's poultry industry.

They also proposed a 5 per cent annual increment for the workers in the sector.

In this regard, the Ministry of Labour and Employment recently issued a gazette notification and invited suggestions or objections, if any, within 14 days of its publication.

In January last year, the ministry formed the minimum wage board for the poultry sector, the first time a board has been formed to set minimum wages.

The Minimum Wage Board recommended five grades for the workers.

According to the gazette notification, a worker at grade four would get Tk 16,250 as the minimum monthly wage, which includes a basic pay of Tk 9,500, a house rent allowance of Tk 4,750 (50 per cent of basic pay), a medical allowance of Tk 1,500, and a travel allowance of Tk 500.

Workers at grade three have been proposed to receive Tk 20,750 as minimum monthly wages, grade two workers would receive Tk 26,750, and grade one workers Tk 30,050.

The board has also recommended Tk 16,250 as the minimum monthly wage for grade-four employees.

Moreover, the board has proposed Tk 11,500 as the monthly pay for apprentice workers and employees during their six-month apprenticeship period.

According to the notification, Minimum Wage Board Chairman Mamunur Rashid, along with other officials, visited three poultry farms in Gazipur to collect data and information regarding minimum wages.

They also conducted several meetings in this regard.

Thr Daily Star
Sifayet Ullah
Sat Apr 26, 2025 12:00 AM

Stuck in red, shipbreaking slow to turn gree

Photos: Rajib Raihan

Transitioning from dangerous and polluting shipbreaking yards to green ship recycling facilities remains a priority, particularly as key deadlines loom, but the sluggish pace of progress continues to delay the shift in Bangladesh. This lack of impetus is not only causing environmental harm but also creating serious business challenges, especially as Bangladesh must shift to green ship recycling by June 2025 in accordance with the Hong Kong Convention or run the risk of others refusing to send vessels to the country. Bangladesh began the green transition in 2017, when PHP Ship Recycling Yard became the first entity in the country to receive international green certification. Yet, only seven shipbreaking yards in the country have received similar certification as of March this year, according to the Bangladesh Ship Breakers and Recyclers Association (BSBRA).To put things in perspective, the country has 248 shipbreaking yards, as per data from the Department of Inspection for Factories and Establishments. However, only 30 to 35 of these shipbreaking yards are operational due to various reasons, according to the BSBRA.Taslim Uddin, owner of KR Ship Recycling, a green yard, told The Daily Star that the slow transition is due mainly to a lack of financial incentives.For example, he mentioned that converting a small yard into a green shipyard currently requires an investment of Tk 30 to Tk 40 crore."In return, it may take at least 10 to 12 years or more to recover this amount through profits, which reflects the slow return and uncertainty on investment in this sector," he said.Moreover, he added, due to the long time needed to break even and low profitability thereafter, financial institutions are often reluctant to provide loans to businesses in the shipbreaking industry.Besides, uncertainty over the business continuity due to sudden government actions is another major factor hindering progress, he said.After the deadline in June this year, recycling facilities located in countries that do not adhere to the HKC will be unable to receive ships for recycling.This would jeopardise the people that are employed in the sector, totalling around 8,000 to 9,000 direct employees, according to the BSBRA and those indirectly dependent on it. Labour rights activists say that yard owners have little incentive to convert their facilities into green shipyards as traditional methods are faster, cheaper, and require significantly less investment.Fazlul Kabir Mintu, a long-time labour rights activist working in the shipbreaking sector, told The Daily Star, "The cost of dismantling ships in green yards is significantly higher than in traditional ones." Since profit margins would shrink as a result, many yard owners are hesitant about the transition, he added Mohammed Zahirul Islam, president of the BSBRA, told The Daily Star, "The Ministry of Environment has listed our sector as high-risk, placing it on the red list. As a result, we are not eligible for green financing facilities from the Bangladesh Bank."Banks only provide short-term loans for purchasing ships, but they are not willing to finance the development of shipbreaking yards. This lack of financial support makes it difficult for shipbreakers to invest in green infrastructure," he added.Bangladesh urgently needs to transition to green shipbreaking to address the serious environmental and economic challenges caused by traditional methods, which involve beaching large ships and manually breaking them apart without proper safety or environmental controls. As a result, the surrounding environment -- land, air, and sea -- is subjected to intense pollution.A 2010 World Bank study identified the presence of hazardous materials such as lead, chromium, cadmium, mercury, asbestos, and heavy

metals in the soil of the Sitakunda coastal belt, an area known for shipbreaking.The study estimated that from 2010 to 2030, a total of 79,000 tonnes of asbestos, 240,000 tonnes of PCB, 1,978,000 tonnes of organic liquid waste, 775 tonnes of inorganic waste, and 210,000 tonnes of ozone-depleting substances would be deposited into the soil and water of the area.Prabal Barua, a researcher who has worked on the environmental impact of shipbreaking for years, told The Daily Star, "Waste from shipbreaking yards often seeps into the Bay of Bengal, contaminating marine ecosystems and affecting biodiversity."Soil and groundwater contamination are particularly alarming, he added. Moreover, the air quality in surrounding regions is deteriorating due to the burning of cables, oil residues, and insulation materials, releasing carcinogenic substances.Barua added, "Marine life is under threat as oil spills and paint residues disrupt breeding cycles in the Bay of Bengal, affecting fishing communities by reducing production."Another major concern is that workers in traditional shipbreaking yards face some of the most dangerous working conditions in the world. Most of these labourers -- often poor and unskilled -- work without basic protective equipment such as helmets, gloves, or boots.The dismantling process, which involves cutting through thick steel with gas torches, often occurs on unstable, oily surfaces, exposing workers to explosions. Falls from great heights and the inhalation of toxic fumes are other daily hazards.According to the NGO Shipbreaking Platform, at least 231 workers died and over 300 were seriously injured at shipbreaking yards between 2009 and 2023.In addition to fatal accidents, workers are regularly exposed to asbestos, lead, and toxic fumes, leading to chronic illnesses such as respiratory diseases, skin conditions, and cancer.This stands in stark contrast with green shipbreaking facilities, which emphasise worker safety by promoting proper equipment and regulated work environments, drastically reducing accidents and long-term health risks."In green yards, wearing safety gear while working is mandatory, ensuring better protection for the workers," Mohammed Ali, who has been working at a green yard for nine months, told The Daily Star.Abul Kalam, another employee of a green yard, said, "Compared to traditional yards, wages in green shipbreaking facilities are not only higher but are also paid on a regular basis, providing financial stability.Chan Meah, another worker at a green yard, told this newspaper, "We receive annual festival bonuses, a benefit often absent at traditional yards. These improvements make green yards a safer and more rewarding place to work."When asked what action would be taken if foreign companies stop supplying ships to traditional Bangladeshi yards after June 2025 under the Hong Kong Convention, BSBRA President Zahirul Islam said, "Some yards are in the process of transitioning to green practices. We have requested the Ministry of Industry to take measures to allow foreign companies to supply ships to both green yards and those in the process of implementing green practices."Otherwise, this industry will face significant challenges and may come to a standstill." Bangladesh remained the global shipping industry's first choice for scrapping vessels in 2024, with NGO Shipbreaking Platform stating that of the 409 ships dismantled globally in 2024, 130 were taken apart in Bangladesh. **Traditional yards keep hurting workers** Traditional shipbreaking yards in Sitakunda continue to operate in unsafe conditions, causing serious concerns about both worker safety and hazardous waste management. Many of these yards continue to skirt existing regulations, putting labourers at daily risk. On February 15, Nazim, a 33-year-old worker, suffered a serious head injury after being struck by a falling object. He was not wearing a helmet, meaning the depth of the injury left him unable to work for nearly a month. Workers reported that the yard had no designated safety officer to enforce protective protocols, and most labourers operated without adequate safety gear. Elias, a co-worker, told The Daily Star, "Our yard still follows old methods of shipbreaking, unlike green yards, where work

begins only after safety checks and full protective gear." He also noted that even when gear is provided, workers often neglect to use it due to discomfort or a lack of awareness. Another incident occurred on March 15 last year when 36-year-old cutterman Mizanur Rahman fell from a ship. Mizan, a native of Sitakunda in Chattogram, was working without any safety gear at the time and sustained a spinal injury along with crushed toes. He said the shipyard had not provided him with a safety belt and boots. "This accident could have been prevented if I had proper safety gear," he added. Accidents like these are common in old shipbreaking yards, where explosions, falls, burns, and falling objects continue to injure workers. A total of 257 people were killed and over 300 were seriously injured in accidents at these shipbreaking yards between 2005 and 2024. Of them, 140 workers were killed between 2014 and 2024, according to data compiled by NGO Shipbreaking Platform, an international campaigning for clean and safe ship recycling. Labour rights activist Fazlur Kabir Mintu highlighted a lack of accountability, saying, "These yards are not under any effective monitoring. Government agencies appear helpless in enforcing regulations." In contrast, he pointed out, green yards follow international safety standards with proper oversight, making them safer. Environmental risks add another layer of concern. A 2021 study by two faculty members from the University of Chittagong revealed dangerously high levels of heavy metals, such as cadmium, chromium, lead, and zinc, in agricultural lands near shipbreaking yards.These pollutants, originating from ship dismantling activities, pose long-term threats to the environment and local communities. In response to these risks, the Bangladesh Ship Recycling Act of 2018 mandated that shipbreaking be conducted only in government-approved yards that comply with strict environmental and safety standards. However, enforcement remains weak as many traditional yards lack effective waste management systems and continue to violate the law, prompting fines from the Department of Environment.

FE The Financial Express

Sohel Mia | April 26, 2025 00:00:00

How labour issue impacts foreign investment decisions

Bangladesh today has entered the highway of development in a confident journey - where progress in a new direction is not just a dream, but a matter of realization. The country is becoming a centre of interest for international investors due to its export-led economy, rising GDP growth, large youth workforce and geographical advantages. BEPZA, BIDA, BEZA and other development partners are actively working to realize this potential. But in the midst of this, a terrible obstacle repeatedly came to the fore - worker discontent.It is never possible to achieve the desired level of foreign investment (FDI), ignoring it. If workers' rights, safety and equality are not ensured, it will be difficult to attract foreign investment. Therefore, the prerequisite for creating a sustainable investment environment is the effective elimination of worker dissatisfaction. The future of the country's foreign investment depends on this step.Labour dissatisfaction in industries and factories not only disrupts the production process, but also has a

profound negative impact on the overall economy. The dissatisfaction of workers is mainly the result of errors relating to wages, working conditions and management. Absence of timely payment of salaries and bonuses, lack of fair wage structure, discriminatory treatment and harassment of workers, excessive workload and negligence in redressal of grievances are the main driving forces of worker discontent.The lack of adequate fire safety measures and personal protective equipment in the factory intensifies concerns about the safety of workers. In addition, delays in resolving grievances, limited access to trade unions, poor living conditions, lack of access to education and training, economic instability, interference from local influentials, and political instability in the country all contribute to labour discontent.When foreign investors think of investing in a country, they first judge the country's political stability, infrastructure quality, legal security, and labour environment. In this judging process, the efficiency of workers, the wage structure, the extent of strike or dissatisfaction, the labour law and its implementation are considered to be one of the most important indicators.Worker dissatisfaction is a major concern for investors. If the basic rights and safety of workers are not ensured, it will not be possible to attract investment only by improving the quality of infrastructure. Creating a healthy, participatory and humane labour environment is essential for the long-term economic development of the country. When such problems occur again and again, the image of Bangladesh is tarnished for foreign investors and they look for alternative countries.Since independence, labour unrest in Bangladesh has gradually become a regular challenge. During the famine of 1974, discontent started in the public sector industries demanding salaries and rations. With the development of the ready-made garment industry in the 1980s and 90s, protests among garment workers increased due to layoffs, low wages,.and poor working conditions. The Minimum Wage Board was formed in 2006 after a major movement in Savar. The 2012 Tazreen Fashion fire and the 2013 Rana Plaza collapse brought domestic and foreign attention to the issue of worker safety. In the years that followed, there were repeated protests demanding an increase in wages. In particular, during the COVID-19 pandemic in 2020, thousands of workers lost their jobs, many factories closed or salaries were reduced - leading to renewed discontent and a humanitarian crisis. In 2023 and 2024, labour discontent intensified due to global economic pressures, the dollar crisis, and inflation. In the wake of July 2024 political unrest and the post-July political changeover, many industry owners fled the country. As a result, production was disrupted and the workers were not paid their salaries on time. This purposefully-created volatile environment makes worker dissatisfaction more complex and multidimensional. This dissatisfaction still persists, which is a major obstacle to the sustainable progress of the industrial sector and foreign investment. Labour unrest in Bangladesh has long been a major obstacle for foreign investors. From 1990 to 2000, many foreign companies moved out of Bangladesh or shifted their production sites to other countries due to labour movement, pay disparity and dissatisfaction with the work environment. After

the 2013 Rana Plaza disaster, there was a growing concern about Bangladesh among foreign investors, and many international brands shifted their production to countries such as Vietnam, Ethiopia and Myanmar. At present, labour discontent is still a major challenge for foreign investment. Although the government has taken various initiatives to improve the safety and working environment of workers, foreign investors are still waiting for a safe and fair labour environment. They take their investment decisions very carefully. Worker dissatisfaction is not an immediate phenomenon. It is the result of long-accumulated deprivation, misunderstandings and lack of communication. Foreign investors want a stable, reliable and productive environment. Long-term investment cannot be sustained, when there are repeated work abstentions, street protests, or employers close down factories and flee. Not only the ready-made garment industry but also electronics, agro-processing and information technology see investors take the labour-environment into account. Production is the main driver of any industrial establishment, and the workers are the lifeblood of that production system. If the workers are dissatisfied or offended, it directly affects production and investment negatively. International investors are now emphasizing not only easy policies, but also a stable and peaceful labour environment. In this reality, if labour discontent in a country is prolonged, investors do not hesitate to find an alternative destination. A worker dissatisfaction-free work environment is very important in implementation of the government's goals. The government aims to boost foreign investment. For this, various initiatives including the creation of new EPZs, special economic zones, one-stop services, new guidelines are underway. But investment is not just about land or electricity, it is a contract of trust - where the state guarantees that the investor's production will not be hampered. But the fact is that every year, on the eve of Eid or at different times, worker discontent is created. Anger rises among workers due to irregular pay, overtime, workload, lack of medical facilities, etc. If this anger is not resolved structurally, it will hamper not only investment but also overall economic growth. The labour ministry, labour directorate, Directorate General of Factories and Establishments Inspection (DIFE), BEPZA, industrial police, BGMEA, BKMEA, district administration and law enforcement agencies are directly involved in resolving labour unrest in Bangladesh. They ensure peaceful resolution of problems through labour-employer mediation, law enforcement, safety assurance and negotiation. Bangladesh lacks a proper institutional framework to address labour discontent. This shortage is making the labour environment unsafe and has become a major obstacle in the way of sustainable industrial development. Deficiencies in the institutional framework: Weakness in the implementation of labour laws: Although there are multiple agencies in the implementation of labour laws in Bangladesh, the real picture is not satisfactory. Many of the organisations responsible for receiving and resolving workers' complaints are active only on paper. Although the Directorate of Inspection of Factories and Establishments (DIFE) has the responsibility of ensuring proper inspection, enforcement of

labour laws and safe working environment, effective supervision is not possible due to manpower shortage, lack of vehicles and lack of skills. In reality an inspector has to supervise many factories, which is almost impossible to do alone. Besides, there is a lack of preparation, experience and necessary facilities of the concerned agencies for immediate solution in case of worker dissatisfaction. As a result, the problems become more complex and the dissatisfaction of the workers increases. Structural reforms and skill development in the implementation of labour laws are very important today. Lack of Factory Based Negotiations: In many industries of Bangladesh, the bilateral negotiation committees or joint consultation committees formed for the purpose of building bridges between owners and workers are practically ineffective in most cases. These committees do not meet regularly, or even if they do, the views or demands of the workers do not get due importance. In particular, there is a lack of clear and honest communication with workers on important issues such as salaries, bonuses, overtime payments, due dates, festivals and annual holidays. This creates a crisis of confidence among the workers and gradually leads to discontentment. Lack of regular, transparent and participatory discussions is one of the main causes of worker dissatisfaction. There is no grievance redressal system: Many workers in Bangladesh do not know where, how and to whom to complain or how to get legal aid. As a result, they face problems. Complaints to superiors, especially about overtime, vacation, behavioral or other minor issues, are often not taken seriously. When the workers' statements were ignored, frustration and anger gradually built up among them. As these complaints were not resolved in time, it turned into a major resentment. Lack of effective grievance management, worker-friendly counseling centres and transparent and accountable procedures for receiving and resolving complaints are some of the reasons for the increase in worker dissatisfaction.Relying on the response of the industrial police: Many times the industrial police and other law enforcement agencies are relied upon only to control the situation without taking preventive measures in advance to resolve the workers' discontent. An analysis of past events shows that when discontent begins, the first to enter the field are the industrial police, who, although playing an important role in maintaining security, often do not have enough training or experience in labour law and labour-related social realities. As a result, they try to handle the situation by applying immediate pressure instead of going deep into the problem. As a result, worker dissatisfaction is often exacerbated. Although the role of law enforcement agencies is essential in the interest of security, it is essential to ensure long-term solutions, not only through reactive measures, but also through early negotiation, mediation and proper enforcement of labour laws.The time has come for visible and institutional changes to create an investment-friendly labour environment. Some effective structural recommendations are as follows: If the ADR procedure is legally mandated, it is possible to resolve worker dissatisfaction quickly and effectively. If ADR steps are added to Section 33 of the Labour Act, it will have a legal basis. Inspectors can play

an active role by resolving various complaints during inspection, which will be helpful in preventing major worker dissatisfaction. In addition, the law enforcement agencies concerned, including the industrial police, will also be able to play an effective role in resolving labour discontent by applying the ADR method. At the beginning of any worker discontent, the industrial police arrive and try to calm the situation by talking directly to the workers. However, there is a need for the industrial police to acquire more in-depth knowledge and skills on labour laws, worker psychology and techniques for resolving discontent. If they are provided with specialized training in this regard and are able to tactfully apply the ADR method, it will be possible to resolve labour discontent quickly, peacefully and effectively. Labour unrest is a major impediment to industrial growth. If the goods are not delivered on time, the confidence of the buyers is lost, which causes the closure of the factory and the workers are affected. Therefore, the workers should understand that it is not discontent but pro-industry attitude that will shape their future. It is possible to increase their interest and sense of responsibility through motivation and awareness, which will ensure the stability of the industry and the security of their employment. This attitude of the workers can be developed through motivational videos or campaigns.Simplifying and streamlining the sales process of closed or defunct factories can bring a new life to the labour environment. The existing legal and policy complications are a major obstacle to the revival of the factory. To overcome this situation, the government should develop a transparent, fast and effective system in which all three parties - owners, investors and workers - will benefit. This will ensure prompt payment of arrears to workers, restarting of factories and ensuring employment. At the same time, those who spread rumours in industrial areas with political persuasion create labour discontent through misdeeds, and force helpless workers to lose their jobs through the destruction of state resources - they should be brought to book and severely punished. Only then will worker discontent be significantly reduced and sustainable peace will be established in the industry. At the end of the day, trust and partnership are the key to investment. Today Bangladesh is at a potential stage for foreign investment. The government is sincere, the workers are hardworking, the infrastructure is also developing. But the discontent of workers is hindering this progress from within. Investment depends not only on capital, but also on the trust, safety and participation of workers. If workers do not feel they are part of development, investment will not last long. Therefore, the redressal of labour discontent for sustainable development is the need of the hour. Everyone has to work together. A peaceful and labour unrest-free environment can ensure a stable investment climate. *Dr. Sohel Mia is a labour relations specialist.*

drsohelbepza@gmail.com

বণিকবার্তা শনিবার, এপ্রিল ৫, ২০২৫ ■ চৈত্র ২২, ১৪৩১

খুলনা অঞ্চলের রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকল

ইজারায় চালু ৪ পাটকল বড় পরিসরে উৎপাদনে যেতে পারেনি তিনটি

বণিক বার্তা প্রতিনিধি ■ খুলনা

খুলনা অঞ্চলের রাষ্ট্রায়ত্ত নয়টি পাটকলের মধ্যে চারটি ইজারায় চালু হলেও বড় পরিসরে উৎপাদনে যেতে পারেনি তিনটি। বাকি পাঁচটি পাটকলের চারটি বেসরকারিভাবে চালুর উদ্যোগ নেয়া হলেও মিলছে না প্রত্যাশিত বিনিয়োগকারী। এছাড়া অন্যটির মালিকানা নিয়ে মামলা চলমান থাকায় কোনো সিদ্ধান্ত নেয়া যায়নি। এ অবস্থায় ইজারাবিহীন কারখানাগুলো কবে চালু হবে তা নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে।

বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশনের (বিজেএমসি) খুলনার আঞ্চলিক সমন্বয় কর্মকর্তা গোলাম রাব্বানী বলেন, 'লিজ প্রক্রিয়ায় আমরা চারটি পাটকল চালু করেছি। এর মধ্যে যশোর জুট ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড (জেজেআই) পুরোদমে উৎপাদন শুরু করেছে। অন্য তিনটি খুব বেশি উৎপাদনে যেতে না পারলেও কারখানাগুলোকে উৎপাদনমুখী রেখেছে। এছাড়া বাকি পাঁচটি পাটকল চালুর বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। আশা করছি, দ্রুত সবগুলো পাটকল চালু করা যাবে।'

তবে অভিযোগ উঠেছে, ইজারা নেয়া প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে কারো কারো পাটজাত পণ্য উৎপাদনের অভিজ্ঞতাই নেই। ইজারা নেয়ার পর কারখানা থেকে গাছ কর্তন, যন্ত্রপাতি বিক্রি, তৃতীয় পক্ষকে ইজারা দেয়া, এমনকি ব্যাংক থেকে কোটি কোটি টাকা লোন নেয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। পরে সেই টাকা দিয়ে তাদের নিজস্ব জায়গায় স্থাপনা নির্মাণ করা হয়েছে। পাটকলের কথা বলে ইজারা নেয়া হলেও সেখানে অন্য কারখানা স্থাপন করা হচ্ছে।

পাটকলসংশ্লিষ্টরা বলছেন, ইজারায় চালু চারটি পাটকলে আগে দৈনিক উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৫৬ টন। বর্তমানে সেখানে উৎপাদন হচ্ছে ১৮ টনের মতো।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি বিজেএমসির খুলনা আঞ্চলিক সমন্বয়ক গোলাম রাব্বানী।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, একসময় খুলনা অঞ্চলের উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে ভূমিকা রেখেছিল পাটনির্ভর অর্থনীতি। আশির দশকেও এসব পাটকল ঘিরে ছিল হাজারো মানুষের ব্যস্ততা। কিন্তু এরপর থেকে একের পর এক পাটকলগুলো বন্ধ হয়ে যাওয়ায় পাটের সেই গৌরব অনেকটা ফিকে হয়ে গেছে। এতে একদিকে কর্মসংস্থান কমে গেছে, অন্যদিকে ভাটা পড়েছে পাটকল এলাকার ব্যবসা-বাণিজ্যে।

বিজেএমসির খুলনা আঞ্চলিক কার্যালয় ও পাটকল শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, ২০২০ সালের ১ জুলাই লোকসান ও উৎপাদন খরচের কারণ দেখিয়ে খুলনা অঞ্চলের নয়টিসহ ২৫টি রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকল বন্ধ করে দেয় সরকার। এতে স্থায়ী-অস্থায়ী মিলিয়ে প্রায় ২৫ হাজার শ্রমিক চাকরি হারান।

এরপর বিজেএমসি সরকারি-বেসরকারি অংশীদারত্বে (পিপিপি) বন্ধ পাটকল চালুর পরিকল্পনা গ্রহণ করে। কিন্তু ব্যবসায়ীরা পিপিপির পরিবর্তে দীর্ঘমেয়াদি ইজারা দাবি করেন। পরে পাটকল চালুর পথ খুঁজতে কারিগরি কমিটি গঠন করা হয়। এ কমিটি স্বল্প সময়ের জন্য পাটকলগুলো ইজারা দিতে সুপারিশ করে। এর পরিপ্রেক্ষিতে বেসরকারি উদ্যোক্তাদের কাছে ১৫-২০ বছর মেয়াদে ইজারা দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এরপর ২০২১ সালের জানুয়ারিতে প্রথম আন্তর্জাতিক দরপত্র আহ্বান করা হয়। এতে শর্ত ছিল ইজারাদার শুধু পাট ও পাটজাত পণ্য উৎপাদন করতে পারবে। আর মেয়াদ হবে ২০ বছর। কিন্তু তাতে কেউ তেমন আগ্রহ দেখায়নি। পরবর্তী সময়ে পাটজাত পণ্যের বাইরে টেক্সটাইল পণ্য উৎপাদনের শর্ত জুড়ে দেয়া হয়। পাশাপাশি পাটকলগুলোকে বেসরকারি খাতে ৩০ বছরের জন্য ইজারা দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

খুলনা অঞ্চলের রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকলগুলোর মধ্যে ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বরে দৌলতপুর জুট মিলটি ফরচুন গ্রুপের কাছে ইজারা দেয়া হয়। গ্রুপের সহযোগী প্রতিষ্ঠান ইউনি ওয়ার্ল্ড ফুটওয়্যার টেকনোলজি এখানে স্বল্প পরিসরে জুতা তৈরির কারখানা চালু করেছে।

খুলনা নগরের খালিশপুরে অবস্থিত দৌলতপুর জুট মিলে গিয়ে দেখা যায়, কয়েকজন শ্রমিক পাটের বস্তা তৈরি করছেন। আরেকটি অংশে জুতা তৈরি হচ্ছে। কারখানায় ৬০০ জনের মতো শ্রমিক কাজ করছেন। এর মধ্যে ১৮০ জন পাটের কাজ ও অন্যরা জুতা উৎপাদনে কাজ করছেন।

পাটকলটির প্রকল্প প্রধান তানজিলা মাহমুদা বণিক বার্তাকে জানান, কারখানাটিতে ২৫০টি তাঁত থাকলেও বর্তমানে চালু করা হয়েছে ৩০টি। কারখানা বন্ধের আগে এখানে তিন হাজার শ্রমিক কাজ করতেন, বর্তমানে কর্মরত রয়েছেন প্রায় ৬০০ শ্রমিক। বন্ধের আগে উৎপাদনে লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১০ টন, তবে এখন উৎপাদন হচ্ছে মাত্র দেড় টন।

উৎপাদন কমের বিষয়ে ফরচুন গ্রুপের আইনি পরামর্শক মো. মাসুম বিল্লাহ বলেন, 'প্রথমত পাটের অনেক দাম। তাছাড়া পাটকল শ্রমিকরা বেশির ভাগই খুলনা ছেড়েছেন। তরুণ শ্রমিক পাওয়া যাচ্ছে না। যারা কাজ করছেন, তাদের বেশির ভাগই বয়স্ক।' একই সঙ্গে তারা জুতার উপকরণে পাটপণ্য ব্যবহারের উদ্যোগ নিচ্ছেন বলেও জানান তিনি।

খুলনা অঞ্চলের বাকি পাটকলগুলোর মধ্যে খালিশপুর জুট মিল ইজারা নিতে শর্তানুযায়ী অগ্রিম টাকা জমা দিয়েছে রেডিয়েন্ট গ্রুপ; কিন্তু এখনো হস্তান্তর করা হয়নি। ক্রিসেন্ট জুট মিল ইজারা নিতে ঢাকা শকস নামের একটি প্রতিষ্ঠান আগ্রহ দেখিয়েছিল। তবে তারা কিছুটা সময় চেয়েছে। অন্যদিকে আলিম জুট মিলের মালিকানা নিয়ে মামলা থাকায় কোনো সিদ্ধান্ত নেয়া যায়নি। খুলনার স্টার ও প্লাটিনাম জুবিলি জুট মিল ইজারা দিতে আন্তর্জাতিক দরপত্র আহ্বান করেছে বিজেএমসি।

গত বছরের নভেম্বরে যশোরের রাজঘাট এলাকার জেজেআই জুট মিলের ইজারা পায় আকিজ গ্রুপ। জানা গেছে, কারখানাটি আধুনিক করতে তারা বিনিয়োগ করেছে। পাটকলটির প্রকল্প প্রধান আবুল কালাম বলেন, 'পুরনো মেশিন দিয়ে কাঙ্ক্ষিত উৎপাদন পাওয়া যাচ্ছে না। শর্তের মধ্য থেকে মন্ত্রণালয়ের অনুমতি নিয়ে নতুন মেশিন বসানো হচ্ছে। এছাড়া পণ্যের বহুমুখীকরণের ওপর জোর দেয়া হচ্ছে।' এ পাটকল থেকে বর্তমানে প্রায় ছয় টনের মতো পাটজাত পণ্য উৎপাদিত হচ্ছে বলেও জানান তিনি।

এদিকে ইস্টার্ন ও কার্পেটিং মিল দুটি ভারতের রিগ্যাল গ্রুপকে ইজারা দেয়া হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, বন্ধ হওয়ার আগে এ দুটি পাটকলে উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ছিল ২৩ টনেরও বেশি। বর্তমানে সেখানে ১০ টনের মতো উৎপাদন হচ্ছে।

বণিকবার্তা
শুক্রবার, এপ্রিল ৪, ২০২৫

যুক্তরাষ্ট্রের রেসিপ্রোকাল ট্যারিফ

রফতানিতে উচ্চশুল্কের মুখোমুখি হতে হবে পোশাক জুতাসহ অনেক পণ্যকে

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

বিভিন্ন দেশের পণ্য যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে প্রবেশের ক্ষেত্রে রেসিপ্রোকাল বা পাল্টা ট্যারিফের ঘোষণা দিয়েছেন দেশটির প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ঘোষণা অনুযায়ী, বাংলাদেশের ওপর শুল্ক আরোপের হার ৩৭ শতাংশ, যার আওতায় রয়েছে তৈরি পোশাক, জুতাসহ আরো অনেক পণ্য। দেশটিতে বাংলাদেশের মোট রফতানি অর্থমূল্যের ৮৭ শতাংশই তৈরি পোশাক। ফলে এ পণ্যটির ওপরই নতুন শুল্কের বেশি প্রভাব পড়বে বলে মনে করছেন খাতসংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী ও বিশ্লেষকরা। এদিকে ট্রাম্পের ঘোষণার প্রতিক্রিয়ায় বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে শুরু করে একাধিক দেশের রাষ্ট্রপ্রধান প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন।

আমেরিকা থেকে পণ্য আমদানিতে যে দেশ যতটা শুল্ক আরোপ করে থাকে, সেই দেশের পণ্যে উপযুক্ত হারে রেসিপ্রোকাল বা পাল্টা শুল্ক আরোপের কথা বলে আসছিলেন ট্রাম্প। ২ এপ্রিল ওয়াশিংটনের স্থানীয় সময় বুধবার বিকাল ৪টায় (বাংলাদেশ সময় বুধবার দিবাগত রাত ২টা) হোয়াইট হাউজে সংবাদ সম্মেলন করে নতুন করে শুল্ক ঘোষণা দেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। হোয়াইট হাউজের রোজ গার্ডেনে উপস্থিত সাংবাদিকসহ সমবেতদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখেন ট্রাম্প। দিনটিকে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা দিবস হিসেবে অভিহিত করেন তিনি।

ঘোষণায় ট্রাম্প বলেন, 'চীন মুদ্রা কারসাজিসহ বাণিজ্যবাধা—সব মিলিয়ে মার্কিন পণ্যে ৬৭ শতাংশ শুল্ক আরোপ করে; যুক্তরাষ্ট্র করবে তার প্রায় অর্ধেক, অর্থাৎ ৩৪ শতাংশ। সব দেশের বেলায় কম-বেশি এ নীতি অবলম্বন করা হয়েছে। ফলে এ ঘটনায় বিপর্যস্ত হওয়ার কিছু নেই। সব দেশের পণ্যে গড়ে ন্যূনতম ১০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করা হয়েছে।'

রেসিপ্রোকাল ট্যারিফ বা পাল্টা শুল্ক আরোপের হার নির্ধারণে নিজস্ব ফর্মুলা ব্যবহার করেছে ট্রাম্প প্রশাসন। এক্ষেত্রে প্রথমে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে অন্য দেশের বাণিজ্য ঘাটতির পরিমাণ দেখা হয়েছে। তারপর একটি দেশের সঙ্গে বাণিজ্য ঘাটতিকে ওই দেশের রফতানির পরিমাণ দিয়ে ভাগ করা হলে যে সংখ্যাটা পাওয়া যায়, সেই সংখ্যাকে শতকরা হিসাবে যুক্তরাষ্ট্রের ওপর ওই দেশের আরোপিত শুল্ক বিবেচনা করা হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রে সেনসাস ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪ সালে বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্রে ৮৩৬ কোটি ডলারের পণ্য রফতানি করেছে। একই সময়ে যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানি করেছে ২২১ কোটি ডলারের পণ্য। এ হিসাবে বাংলাদেশের বাণিজ্য উদ্বৃত্ত বা বাংলাদেশের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য ঘাটতি ৬১৫ কোটি ডলারের। ৬১৫-কে ৮৩৬ দিয়ে ভাগ করে পাওয়া যায় ৭৩ দশমিক ৫৬ শতাংশ বা প্রায় ৭৪ শতাংশ। ট্রাম্প প্রশাসন এ হারকে যুক্তরাষ্ট্রের ওপর বাংলাদেশের আরোপিত শুল্ক হিসেবে বিবেচনা করেছে। এর অর্ধেক হলো ৩৭ শতাংশ, যা বাংলাদেশের ওপর পাল্টা শুল্কহার হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে।

বিশ্লেষকরা জানিয়েছেন, বাংলাদেশের ওপর চলমান শুল্কহার গড়ে ১৫ শতাংশ। এর সঙ্গে যোগ হতে পারে নতুন আরোপ করা ৩৭ শতাংশ। সব মিলিয়ে প্রায় ৫২ শতাংশ শুল্ক বসবে বাংলাদেশের পণ্যের ওপর। এ রকম হলে বাংলাদেশের পণ্যকে যুক্তরাষ্ট্রের বড় মাত্রার আমদানি শুল্কের মুখোমুখি হতে হবে।

বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্য ২০২৩-২৪ $

প্রধান রফতানি পণ্য	কোটি ডলার
তৈরি পোশাক (ওভেন)	৪৩৭.৪০
তৈরি পোশাক (নিট)	২২৫.৭০
হেডগিয়ার	২২.৩৩
জুতা	১৯.১৮
অন্যান্য বস্ত্রপণ্য	১৫.৪২
পালক ও পালক দ্বারা তৈরি সামগ্রী	৯.১১
চামড়াজাত পণ্য	৮.৬৮
মাছ	২.০৮
শস্যদানা	১.৮৯
আসবাব	১.৭৫
বিবিধ উৎপাদনমুখী পণ্য	১.৭৩
বিশেষ ওভেন কাপড়	১.৫৬
অপটিক্যাল, ফটোগ্রাফিক সিনেমাটোগ্রাফিক, পরিমাপক পরীক্ষণ, নির্ভুলতা, চিকিৎসা বা শল্যচিকিৎসা সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি	১.৩৭
উদ্ভিজ্জ বস্ত্র তন্তু, কাগজের সুতা ও বোনা কাপড়	১.২৯
তামাক জাতীয় পণ্য	১.২২
খেলনা, খেলাধুলার সরঞ্জাম বা ক্রীড়াসামগ্রী	১.০৭
প্লাস্টিক ও সংশ্লিষ্ট পণ্য	০.৯৮
শাকসবজি, ফল, বাদাম বা অন্যান্য উদ্ভিদ	০.৪৫
বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম	০.৩৭

প্রধান আমদানি পণ্য	কোটি ডলার
লোহা ও ইস্পাত	৬০.১৪
জ্বালানি পণ্য	৫৯.৫২
তুলা	৩৬.১০
তেলবীজ, শস্য	৩৪.১০
নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টর বয়লার ও মেশিনারি	১১.০৯
অপটিক্যাল, ফটোগ্রাফিক সিনেমাটোগ্রাফিক, পরিমাপক পরীক্ষণ, নির্ভুলতা, চিকিৎসা বা শল্যচিকিৎসা সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি	৮.২২

মোট রফতানি ৭৫৯.৯৫ কোটি ডলার

মোট আমদানি ২৫৩.৫৭ কোটি ডলার

সূত্র: ইপিবি ও বাংলাদেশ ব্যাংক

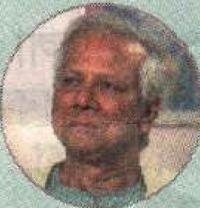

আমরা বিষয়টি পর্যালোচনা করছি। যেহেতু এটি আলোচনাযোগ্য, তাই আমরা আলোচনা করব এবং আমি নিশ্চিত যে আমরা সর্বোত্তম সমাধানে পৌঁছতে পারব

—ড. মুহাম্মদ ইউনূস
প্রধান উপদেষ্টা
অন্তর্বর্তী সরকার

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

রফতানিতে উচ্চশুল্কের মুখোমুখি

১ম পৃষ্ঠার পর

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) তথ্য অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রে রফতানি হওয়া বাংলাদেশের প্রধান পণ্যগুলোর মধ্যে রয়েছে তৈরি পোশাক। এ পণ্যটিই মোট রফতানি অর্থমূল্যের ৮২ শতাংশ। এছাড়া অন্য পণ্যগুলোর মধ্যে রয়েছে হেডগিয়ার, জুতা, অন্যান্য বস্ত্রপণ্য, পালক এবং পালক দ্বারা তৈরি সামগ্রী, চামড়াজাত পণ্য, মাছ, শস্যদানা, আসবাব প্রভৃতি। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানি করেছে ২৫৩ কোটি ৫৭ লাখ ডলারের পণ্য। এসব পণ্যের মধ্যে আছে লোহা ও ইস্পাত, জ্বালানি পণ্য, তুলা, তেলবীজ, শস্য, নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টর, বয়লার ও মেশিনারি; অপটিক্যাল, ফটোগ্রাফিক, সিনেমাটোগ্রাফিক, পরিমাপক, পরীক্ষণ, নির্ভুলতা, চিকিৎসা বা শল্যচিকিৎসা সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি। এ পণ্যগুলোর হিস্যাই মোট আমদানিতে বেশি।

বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধিরা বলেছেন, ট্রাম্পের শুল্ক আরোপের হিসাব পদ্ধতিটি বিচার-বিশ্লেষণ শুরু করেছেন তারা। এছাড়া বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্র থেকে যেসব পণ্য আমদানি করে তার কোনটির ওপর কতটা শুল্ক আরোপ আছে, সেগুলোও যাচাই-বাছাই শুরু করেছেন তারা।

এদিকে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে শুল্ক ইস্যু সমাধানে ইতিবাচক অগ্রগতি হবে বলে দৃঢ় আশা প্রকাশ করেছেন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। তিনি বলেছেন, 'আমরা বিষয়টি পর্যালোচনা করছি। যেহেতু এটি আলোচনাযোগ্য, তাই আমরা আলোচনা করব এবং আমি নিশ্চিত যে আমরা সর্বোত্তম সমাধানে পৌঁছাতে পারব।' গতকাল ব্যাংককে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম অধ্যাপক ইউনূসের বরাত দিয়ে বাসসকে এ কথা বলেন।

যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশী পণ্য আমদানির ওপর ৩৭ শতাংশ শুল্ক আরোপের বিষয়ে শফিকুল আলম বলেন, 'এখনো পুরো বিষয়টি আলোচনা শুরুর পর্যায়ে রয়েছে। আমরা এটা পর্যালোচনা করছি এবং আমরা যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করছি, তাতে আশাবাদী সামনের দিনগুলোতে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক আরো সুদৃঢ় হবে। আমরা এমন একটা সমাধানের দিকে যেতে পারব, যাতে উভয় পক্ষের জন্য উইন উইন সিচুয়েশন হয়।'

প্রেস সচিব বাসসকে আরো বলেছেন, আমরা এমন কিছু করব যাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশ উভয়ের স্বার্থ সংরক্ষণ হয়। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যোগাযোগ অব্যাহত রাখছে বলে জানান তিনি।

এর আগে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম বাংলাদেশের পণ্যের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের ৩৭ শতাংশ পাল্টা শুল্ক আরোপের পর গতকাল নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে দেয়া এক পোস্টে জানান, যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানি করা পণ্যের ওপর আরোপিত শুল্ক এনবিআর পর্যালোচনা করছে। এনবিআর দ্রুততম সময়ে শুল্কহার যৌক্তিক করার বিভিন্ন বিকল্প খুঁজে বের করবে, যা বিষয়টি সমাধানে অত্যন্ত জরুরি উল্লেখ করে পোস্টে তিনি লেখেন, যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং সবচেয়ে বড় রফতানি গন্তব্য। ট্রাম্প প্রশাসন ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সহযোগিতা বাড়াতে আমরা কাজ করে যাচ্ছি। মার্কিন সরকারের সঙ্গে আমাদের চলমান কাজ শুল্ক ইস্যু সমাধানে সহায়তা করবে আশা করছি।

বাণিজ্য বিশ্লেষকরা বলছেন, বাংলাদেশের ওপর আরোপিত শুল্কহারের তুলনায় প্রতিযোগী কিছু দেশের চেয়ে বাংলাদেশ সুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছে। অন্যদিকে ভারত, পাকিস্তানের মতো প্রতিযোগী বাংলাদেশের তুলনায় কিছুটা সুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছে। অতিরিক্ত শুল্ক আরোপের ফলে দুনিয়াজুড়ে বাণিজ্য যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল বলে মনে করছেন তারা।

পোশাক খাতসংশ্লিষ্ট সূত্র অনুযায়ী, তৈরি পোশাক রফতানিতে বাংলাদেশের প্রতিযোগী দেশগুলোর মধ্যে চীনের পরে রয়েছে ভিয়েতনাম, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, কম্বোডিয়া, পাকিস্তান ও শ্রীলংকা। এর মধ্যে ভিয়েতনামের ওপর আরোপিত শুল্কহার ৪৬ শতাংশ, ভারত ২৭ শতাংশ, ইন্দোনেশিয়া ৩২, কম্বোডিয়া ৪৯, পাকিস্তান ৩০ শতাংশ এবং শ্রীলংকার ওপর আরোপ হয়েছে ৪৪ শতাংশ।

ট্রাম্পের ঘোষণায় প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধান ও প্রতিনিধিরা। বিশ্বনেতাদের প্রতিক্রিয়া স্পষ্ট করেছে যে ট্রাম্পের নতুন শুল্কনীতি বৈশ্বিক বাণিজ্যে অস্থিরতা তৈরি করবে। অনেক দেশ পাল্টা ব্যবস্থা নেয়ার ইঙ্গিত দিয়েছে, যা নতুন এক বৈশ্বিক বাণিজ্যযুদ্ধের সূচনা করতে পারে। এখন দেখার বিষয়, যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য দেশ এ সংকট সমাধানে কোনো সমঝোতায় পৌঁছাতে পারে কিনা।

দৈনিক ইত্তেফাক
রবিবার
৬ এপ্রিল ২০২৫

বাংলাদেশসহ ১৩ দেশের ওপর সাময়িক ভিসা নিষেধাজ্ঞা সৌদির

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

পবিত্র হজ সামনে রেখে নিরাপত্তা ও বাড়তি ভিড় এড়াতে বিশেষ পদক্ষেপ নিল সৌদি আরব। হজ মৌসুমে বাংলাদেশ, পাকিস্তানসহ ১৩টি দেশের ওপর ওমরাহ, ব্যবসা ও পারিবারিক ভিসার সাময়িক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে সৌদি আরব।

সূত্র জানায়, ওমরাহ, ব্যবসা ও পারিবারিক ভিসার ক্ষেত্রে এই নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য হবে। এই ভিসা নিষেধাজ্ঞা জুনের মাঝামাঝি শেষ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। খবর জিয়ো নিউজের। কূটনৈতিক সূত্রগুলো জানিয়েছে, ওমরাহ ভিসাধারীরা ১৩ এপ্রিল পর্যন্ত সৌদি আরবে প্রবেশ করতে পারবেন। এই তালিকায় রয়েছে পাকিস্তান, ভারত, বাংলাদেশ, মিশর, ইন্দোনেশিয়া, ইরাক, নাইজেরিয়া, জর্ডান, আলজেরিয়া, সুদান, ইথিওপিয়া, তিউনিসিয়া ও ইয়েমেন। সূত্র জানায়, সাময়িক নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও আইন অমান্যকারীদের সৌদি আরবে পুনঃপ্রবেশ ও অবস্থানে পাঁচ বছরের নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হতে পারে।

সৌদি সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে পাকিস্তানকে এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছে বলে কূটনৈতিক সূত্রগুলো নিশ্চিত করেছে। এছাড়া পাকিস্তানি ওমরাহ ভিসাধারীদের ২৯ এপ্রিলের মধ্যে দেশে ফিরে আসার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। কর্তৃপক্ষ জানায়, কিছু ভ্রমণকারী দীর্ঘমেয়াদি ভিসায় প্রবেশ করে অনুমতি না নিয়েই হজ করেন। আবার কেউ কেউ অবৈধভাবে থেকে যান। অনুমতি না নিয়ে হজ করতে আসা ব্যক্তিদের চাপে তীব্র ভিড়ের সৃষ্টি হয়। ফলে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

প্রথম আলো • সোমবার, ৭ এপ্রিল ২০২৫

মানব পাচারের বিচারে আছে শক্তিশালী আইনি কাঠামো

বিমসটেক সভায় স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

বাসস, ঢাকা

মানব পাচারসংক্রান্ত অপরাধে জড়িত ব্যক্তিদের জবাবদিহির আওতায় আনতে বাংলাদেশে শক্তিশালী আইনি কাঠামো প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী। তিনি বলেছেন, এ বিষয়ে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো সজাগ ও সক্রিয় রয়েছে।

বঙ্গোপসাগরীয় দেশগুলোর আঞ্চলিক সহযোগিতা জোট বিমসটেকে সাব-গ্রুপের তৃতীয় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা। গতকাল রোববার সকালে রাজধানীর একটি হোটেলে এ সভার আয়োজন করা হয়।

সভায় বিমসটেক জোটভুক্ত সাত সদস্যদেশের (বাংলাদেশ, ভারত, মিয়ানমার, শ্রীলংকা, থাইল্যান্ড, নেপাল ও ভুটান) মানব পাচারসংক্রান্ত সাব-গ্রুপের সংশ্লিষ্ট সদস্যরা অংশগ্রহণ করেন।

সীমান্তে নিরাপত্তাব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে উল্লেখ করে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, পাচারের বিপদ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সচেতন করার জন্য বিভিন্ন জনসচেতনতামূলক প্রচারণা জোরদার করা হয়েছে। মানব পাচার রোধে বাংলাদেশ তার প্রতিশ্রুতিতে অটল রয়েছে এবং এ লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে।

উপদেষ্টা বলেন, বাংলাদেশ মানব পাচার মোকাবিলায় জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, মানব পাচারের শিকার ব্যক্তিদের শনাক্ত করে তাঁদের কথা শোনা এবং উপযুক্ত পরিষেবা প্রদানকারীদের সঙ্গে সংযুক্ত করার জন্য একটি জাতীয় রেফারেল ব্যবস্থাসহ (ওয়েব প্ল্যাটফর্মে হোস্ট করা) সক্রিয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

মানব পাচারকারীদের বিচার দ্রুত করার জন্য নিবেদিত বিশেষ ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে উল্লেখ করে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, 'আমাদের জাতীয় কৌশলে সচেতনতামূলক প্রচারণাগুলোকে পদ্ধতিগতভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। উপরন্তু, আমরা বিমসটেক এবং অন্যান্য দেশের সঙ্গে এ বিষয়ে সহযোগিতা জোরদার করার জন্য পারস্পরিক আইনি সহায়তাব্যবস্থাকে প্রসারিত করেছি।'

জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেন, 'মানব পাচারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে বিমসটেকের সদস্যরাষ্ট্রগুলো উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এ বৈঠকে সেই পদক্ষেপ ও অভিজ্ঞতাসমূহ বিনিময় করা হবে বলে আশা করছি।'

পাচারকারীরা সরকারি উদ্যোগ এড়াতে ক্রমাগত নিতানতুন কৌশল গ্রহণ করে বলে জানান স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা। তিনি বলেন, তারা সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক সংকট ও দারিদ্র্যকে কাজে লাগিয়ে ও প্রযুক্তির অপব্যবহারের মাধ্যমে তাদের গোপন কার্যকলাপ এগিয়ে নেওয়ার জন্য অভিবাসন রুটগুলোকে কাজে লাগাতে থাকে। এ অপরাধের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য একটি সম্মিলিত ও কৌশলগত কর্মপদ্ধতি প্রয়োজন।

শুক্রবার
২১ চৈত্র ১৪৩১, ৪ এপ্রিল ২০২৫
দৈনিক ইত্তেফাক

বাংলাদেশি পণ্যে ৩৭ শতাংশ শুল্ক আরোপ

যুক্তরাষ্ট্রে পোশাক রপ্তানিতে শঙ্কা

অতিরিক্ত শুল্ক আরোপের ফলে বাণিজ্যযুদ্ধ শুরু হয়ে যেতে পারে—**অধ্যাপক ড. মোস্তাফিজুর রহমান**
সম্মাননীয় ফেলো, সিপিডি

পরিস্থিতি মোকাবিলায় জরুরি কর্মপরিকল্পনা নিতে হবে—**রুবানা হক**
সাবেক সভাপতি, বিজিএমইএ

সরকার, উদ্যোক্তা, ক্রেতা এবং আন্তর্জাতিক শ্রমসংগঠনগুলো নিয়ে পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে হবে
—**মাহমুদ হাসান খান**
সাবেক সহসভাপতি, বিজিএমইএ

বাংলাদেশসহ উন্নয়নশীল দেশের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ
—**সেলিম রায়হান**
নির্বাহী পরিচালক, সানেম

■ আলাউদ্দিন চৌধুরী

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প 'রিসিপ্রোকাল ট্যারিফ' বা পালটা শুল্কের যে ঘোষণা দিলেন, তাতে রীতিমতো ঝড় বয়ে যাচ্ছে বিশ্ব অর্থনীতিতে। এর প্রভাব শুধু বড় অর্থনীতির দেশগুলোতেই নয়, উন্নয়নশীল এমনকি ছোট অর্থনীতির দেশগুলোও পড়েছে। সবাই এখন হিসাব কষছে, এর প্রভাব কতটা পড়বে দেশগুলোতে। বিশ্বের শতাধিক দেশের পণ্যের ওপর নতুন করে শুল্ক আরোপের যে ঘোষণা এসেছে, তাতে বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্য যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের সময় ৩৭ শতাংশ সম্পূরক শুল্কের মুখোমুখি হবে। এতদিন বাংলাদেশের পণ্যের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের শুল্কহার ছিল গড়ে সাড়ে ১৫ শতাংশ, যা এখন দ্বিগুণেরও বেশি বেড়ে গেল।

যুক্তরাষ্ট্রের যেসব পণ্য বাংলাদেশ আমদানি করে, তার মধ্যে রয়েছে—স্ক্র্যাপ আয়রন, পেট্রোলিয়াম ও কটন বা তুলা। এছাড়া কৃষিপণ্য, যেমন—খাদ্যশস্য, বীজ, সয়াবিন, তুলা, গম ও ভুট্টা আমদানি করে বাংলাদেশ। সব মিলিয়ে বছরে আড়াই বিলিয়ন ডলারের কম পণ্য বাংলাদেশে আমদানি হয় যুক্তরাষ্ট্র থেকে। অন্যদিকে বাংলাদেশি তৈরি পোশাকের সবচেয়ে বড় বাজার যুক্তরাষ্ট্র। বাংলাদেশ ২০২৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় ৮৪০ কোটি ডলারের (৮.৪ বিলিয়ন) পণ্য রপ্তানি করে, যার মধ্যে তৈরি পোশাকের পারিমাণ ৭৩৪ কোটি ডলার। নতুন করে সম্পূরক শুল্ক আরোপের ফলে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাত বড় ধাক্কা খেতে পারে বলে আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

হোয়াইট হাউজের প্রকাশিত তালিকায় বলা হচ্ছে—বাংলাদেশ মার্কিন পণ্যের ওপর ৭৪ শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক আরোপ করে। তবে এর মধ্যে শুল্ক ছাড়াও আরো কিছু বিষয়ে আমলে নেওয়া হয়েছে। যেমন—মুদ্রার বিনিময় হার, অশুল্ক বাধা, সংশ্লিষ্ট দেশের বাণিজ্যনীতি ইত্যাদি। এর প্রতিক্রিয়ায় এখন থেকে বাংলাদেশি পণ্য যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে প্রবেশের ক্ষেত্রে ৩৭ শতাংশ 'হ্রাসকৃত সম্পূরক শুল্ক' আরোপ করা হবে, যা ভারতের চেয়ে ১১ ও পাকিস্তানের চেয়ে ৮ শতাংশ বেশি। বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাতের প্রতিযোগীদের মধ্যে তুরস্কের ওপর ১০ শতাংশ, ভারতের ওপর ২৭ শতাংশ

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

পাকিস্তানের ওপর ৩০ শতাংশ, শ্রীলঙ্কার ওপর ৪৪ শতাংশ, ভিয়েতনামের ওপর ৪৬ ও কম্বোডিয়ার ওপর ৪৭ শতাংশ শুল্ক আরোপ করা হয়েছে। বিশ্লেষকরা বলছেন, ভারত, পাকিস্তান ও তুরস্কের ওপর শুল্ক আমাদের চেয়ে কম। তবে বাংলাদেশ মূলত মধ্যম ও কম দামের পোশাক পণ্য রপ্তানি করে। অন্যদিকে ভিয়েতনাম, চীন বা এমনকি ভারত এখন উচ্চ মূল্যের পোশাক রপ্তানি করছে। ফলে তারা যতটা আক্রান্ত হবে, বাংলাদেশ ততটা না-ও হতে পারে। তবে সার্বিক ভাবে বাংলাদেশের রপ্তানি বাধাগ্রস্ত হবে। সব মিলিয়ে ট্রাম্পের এই শুল্ক ঘোষণার রেশ দীর্ঘস্থায়ী হবে বলেই ধারণা করা হচ্ছে। বাজার বিশেষজ্ঞদের মতে, ট্রাম্পের এই পালটা শুল্ক বিশ্বকে বাণিজ্যযুদ্ধের দিকেও ঠেলে দিতে পারে। এই শুল্ক যুক্তরাষ্ট্রের বাজারেও মন্দা পরিস্থিতি তৈরি করবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন একাধিক বিশেষজ্ঞ ও বাজার সমীক্ষা সংস্থা। ইতিমধ্যে তার লক্ষণ দেখা গেছে। ট্রাম্প যখনই শুল্ক নিয়ে কিছু বলেছেন বা সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেছেন, তাৎক্ষণিকভাবে মার্কিন শেয়ার বাজারে তার প্রভাব পড়েছে।

বেসরকারি গবেষণা-প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) সম্মাননীয় ফেলো অধ্যাপক ড. মোস্তাফিজুর রহমান এ প্রসঙ্গে বলেন, 'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে শুল্ক আরোপ হলো, সেটা অপ্রত্যাশিত ছিল না। তবে মাত্রাটা আমাদের আশ্চর্য করেছে। তারা ৩৭ শতাংশ অতিরিক্ত শুল্ক বসাচ্ছে। এটা যোগ হবে আমাদের মার্কিন বাজারে যে গড়ে সাড়ে ১৫ শতাংশ রপ্তানি শুল্ক আছে তার সঙ্গে। অর্থাৎ এটা দাঁড়াবে ৫২ শতাংশে। এটা যে কোনো বিচারে বড় মাত্রার আমদানি শুল্ক। অতিরিক্ত শুল্কের কারণে পণ্যের মূল্য বাড়বে। এর ফলে মার্কিন ভোক্তারা তাদের চাহিদা কমিয়ে দেবে। যুক্তরাষ্ট্র থেকে বাংলাদেশ যে তিনটি পণ্য সবচেয়ে বেশি আমদানি করে, সেগুলো হলো স্ক্র্যাপ আয়রন, পেট্রোলিয়াম ও কটন। এর মধ্যে স্ক্র্যাপ আয়রন ও কটন কাঁচামাল হিসেবে আমদানি করা হয়, এসব পণ্যে শুল্ক নেই অর্থাৎ এই দুটি পণ্য বিনা শুল্কে আমদানি করা হচ্ছে। সুতা দিয়ে তৈরি পোশাক সেই যুক্তরাষ্ট্রেই রপ্তানি হচ্ছে এবং যুক্তরাষ্ট্রে আমরা যেসব পণ্য রপ্তানি করি, তার ৯০ ভাগই এই তৈরি পোশাক। বাস্তবতা হলো, যুক্তরাষ্ট্রের কটনের পঞ্চম বৃহত্তম ক্রেতা দেশ বাংলাদেশ। এক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের নিজেরই নিয়ম আছে, তাদের দেশের কাঁচামাল আমদানি করে প্রস্তুতকৃত পণ্য সেই দেশেই রপ্তানি করা হলে শুল্কের ক্ষেত্রে কিছু ছাড় দেওয়া হবে কিন্তু বাংলাদেশের ক্ষেত্রে সেই নিয়ম প্রযোজ্য হলো না। এই বাস্তবতায় আমাদের কথা বলার অবকাশ আছে। আমি মনে করি, টিকফার মতো প্ল্যাটফরম ব্যবহার করে আমাদের এ কথা তুলতে হবে। প্রথমত, আমাদের জানতে চাইতে হবে, কীসের ভিত্তিতে তারা ৭৪ শতাংশ শুল্কের হিসাব করল। তাদের কাছ থেকে আমদানি করা পণ্যে আমাদের শুল্ক অনেক কম। তারা মুদ্রার বিনিময় হার নিয়ে কারসাজির হিসাব করেছে। একসময় আমাদের টাকার বিনিময় হার কৃত্রিমভাবে বাড়িয়ে রাখা হতো ঠিক, কিন্তু গত তিন বছরে ধাপে ধাপে মুদ্রার বিনিময় হার বাজারের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা হয়েছে। ফলে আমাদের বিনিময় হার এখন বাজারের হারের কাছাকাছি। এই বিষয়গুলো আমাদের তুলে ধরতে হবে।'

সাউথ এশিয়ান নেটওয়ার্ক অন ইকোনমিক মডেলিংয়ের (সানেম) নির্বাহী পরিচালক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক সেলিম রায়হান এক প্রতিক্রিয়ায় জানিয়েছেন, শুল্ক আরোপের কারণে বাংলাদেশের পণ্য প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়তে পারে। বর্তমানে বাংলাদেশের মোট বৈশ্বিক রপ্তানির ১৭ থেকে ১৮ শতাংশই যায় যুক্তরাষ্ট্রে। রেসিপ্রোকাল ট্যারিফ ব্যবস্থায় বিভিন্ন দেশের জন্য এমনকি বিভিন্ন পণ্যের জন্য ভিন্ন ভিন্ন শুল্কহার প্রযোজ্য হবে, যা বৈশ্বিক বাণিজ্য পরিবেশকে আরো অনিশ্চিত করে তুলবে। এর ফলে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে রপ্তানিকারক দেশগুলোর মধ্যে কারা লাভবান হবে আর কারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে, তা নির্ধারণ করা ক্রমশ কঠিন হয়ে উঠছে। একই সঙ্গে এটি বিশ্ব বাণিজ্য পরিবেশকে আরো অস্থিতিশীল করে তুলছে। নতুন পরিস্থিতি মোকাবিলায় বাংলাদেশকে অবশ্যই তার অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যনীতিগুলো পুনর্বিবেচনা করতে হবে, বৈশ্বিক বাণিজ্য ব্যবস্থার সংস্কারে সক্রিয়ভাবে অংশ নিতে হবে এবং পরিবর্তিত বিশ্ব বাণিজ্য ব্যবস্থায় নিজের অবস্থান সুরক্ষিত করতে মূল অংশীদারদের সঙ্গে বাণিজ্য-সহযোগিতা বাড়াতে হবে।

যুক্তরাষ্ট্রে পোশাক

তৈরি পোশাকশিল্প মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএর সাবেক সভাপতি রুবানা হক ইত্তেফাককে বলেন, 'শুল্ক আরোপের যে কাঠামো দেখা যাচ্ছে, তাতে বাংলাদেশের প্রতিযোগী অন্য দেশ; যেমন—তুরস্ক, ভারত, পাকিস্তান তুলনামূলক সুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছে। কারণ বাংলাদেশের চেয়ে তাদের পণ্যে কম শুল্ক আরোপ করা হয়েছে। এর ফলে আমরা এখন মার্কিন বায়ারদের কাছে পণ্যের মূল্য নিয়ে চাপের সম্মুখীন হব। বাংলাদেশি পণ্যের দাম কমে যাবে। প্রতিযোগিতা আরো তীব্র হবে; যা পরবর্তীকালে এই শিল্পকে অস্থিতিশীল করে তুলতে পারে। এজন্য শুল্কহার পুনর্নির্ধারণের উপায় নিয়ে মার্কিন প্রশাসনের সঙ্গে খুব দ্রুত আলোচনা করতে হবে।'

যুক্তরাষ্ট্রের বড় রপ্তানিকারক বিজিএমইএর সাবেক সহসভাপতি মাহমুদ হাসান খান বলেন, 'বিষয়টির বিস্তারিত এখনো আমাদের হাতে আসেনি। বিস্তারিত জানলে সে অনুযায়ী কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা যাবে।' তিনি বলেন, 'যে হারে শুল্ক বেড়েছে, তার চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা আমাদের একার পক্ষে সম্ভব নয়। উদ্যোক্তা, সরকার, ক্রেতা এবং আন্তর্জাতিক শ্রমসংগঠনগুলো মিলে এ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হবে।'

এ বিষয়ে জানতে চাইলে বাংলাদেশ নিটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিকেএমইএ) সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম বলেন, 'আমরা মনে করি, বাংলাদেশের রপ্তানিটা, বিশেষ করে পোশাক রপ্তানিটা বিশালভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আমাদের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে বোঝাতে হবে, তারা বাংলাদেশে যে পণ্যগুলো রপ্তানি করে, তার সবই ডিউটি ফ্রি। আবার আমরা তাদের কাছ থেকে তুলা আমদানি করে সেটা দিয়েই পোশাক তৈরি করে তাদের পাঠাচ্ছি। ফলে এখানেও আমরা আলোচনাটা তুলতে পারি। এতে ফল আসবে বলে আমার মনে হয়।'

বিজিএমইএর সাবেক পরিচালক মহিউদ্দিন রুবেল বলেন, 'আমরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাজারের জন্য ৭০ শতাংশ কটনবেজ প্রোডাক্ট তৈরি করি। সেগুলো তো রাতারাতি সরিয়ে নেওয়া সম্ভব নয়। শঙ্কার জায়গা হলো, ভারত ও পাকিস্তানে শুল্ক আমাদের চেয়ে কম বেড়েছে। কটনবেজ প্রোডাক্টগুলো তারাও তৈরি করে। আবার এই পণ্যের কাঁচামালও ওদের কাছ থেকে আসে। ফলে ওরা ভালো করবে। আমরা যদি অভ্যন্তরীণ খরচ কমাতে পারি, তাহলে সক্ষমতা বাড়বে। সবকিছু মিলিয়ে সামনে আমাদের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ অপেক্ষা করছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নতুন এই শুল্ক আরোপের ফলে রপ্তানি কমে গেলে শ্রমিকরা কি চাকরি হারাতে পারেন, জানতে চাইলে শ্রমিক নেত্রী বাংলাদেশ সেন্টার ফর ওয়ার্কার্স সলিডারিটির প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী পরিচালক কল্পনা আক্তার বলেন, সত্যি বলতে কি, এই প্রথম আমি ভয় পাচ্ছি। কোভিডকালে বা অন্য সময়ে আমরা একসঙ্গে লড়েছি। শ্রমিকদের চাকরির ব্যাপারে এত ভীত আগে কখনো হইনি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যেহেতু একক হিসেবে বাংলাদেশের জন্য বড় বাজার, ফলে এটার প্রভাব পড়বেই। মালিকরা যদি বায়ারদের সঙ্গে ঠিকমতো দেনদরবারটা না করতে পারে কিংবা টাকা বাড়িয়ে না নিতে পারে, তাহলে শ্রমিকদের চাকরি হারানো বা কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ঝুঁকি আছে।

সোমবার ৭ এপ্রিল ২০২৫ ইত্তেফাক

মানব পাচারকারীরা নতুন কৌশল নিচ্ছে

বিমসটেক সাব-গ্রুপের বৈঠকে আলোচনা

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

মানব পাচারকারীরা প্রতিনিয়তই তাদের কৌশল বদল করছে। নিত্য নতুন কৌশলে তারা মানব পাচার অব্যাহত রেখেছে। মানব পাচার বন্ধে প্রতিটি দেশের কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে বিমসটেক সাব-গ্রুপের বৈঠকে। রাজধানীর হোটেল প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁওয়ে মানব পাচার সংক্রান্ত বিমসটেক সাব-গ্রুপের তৃতীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রধান অতিথি ছিলেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের রাজনৈতিক ও আইসিটি অনুবিভাগের অতিরিক্ত সচিব এবং মানব পাচার-সংক্রান্ত বিমসটেক সাব-গ্রুপের তৃতীয় সভার চেয়ারম্যান খন্দকার মো. মাহবুবুর রহমান স্বাগত বক্তব্য দেন। এছাড়া শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন বিমসটেক সেক্রেটারিয়েট ঢাকার পরিচালক প্রশান্ত চান্দ্রান।

স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেছেন, মানব পাচার রোধে বাংলাদেশ তার প্রতিশ্রুতিতে অটল রয়েছে এবং এ লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। মানব পাচার সংক্রান্ত অপরাধের সঙ্গে জড়িতদের জবাবদিহি করার জন্য শক্তিশালী আইনি কাঠামো প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এ বিষয়ে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোকে সজাগ রাখার পাশাপাশি সীমান্তে নিরাপত্তাব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। মানব পাচারকারীদের বিচার দ্রুত করার জন্য বিশেষ ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে জানিয়ে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা জাহাঙ্গীর বলেন, আমাদের জাতীয় কৌশলে সচেতনতামূলক প্রচারণাগুলোকে পদ্ধতিগতভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। একই সঙ্গে আমরা বিমসটেক এবং অন্যান্য দেশের সঙ্গে এ বিষয়ে সহযোগিতা জোরদার করার জন্য আমাদের পারস্পরিক আইনি সহায়তা ব্যবস্থাকে প্রসারিত করেছি।

মানব পাচারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে বিমসটেক সদস্য রাষ্ট্রগুলো উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে মন্তব্য করে তিনি বলেন, পাচার কারীরা সরকারি উদ্যোগগুলোকে এড়িয়ে যাওয়ার জন্য ক্রমাগত নিত্য নতুন কৌশল গ্রহণ করে। তারা সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক সংকট ও দারিদ্র্যকে কাজে লাগিয়ে ও প্রযুক্তির অপব্যবহারের মাধ্যমে তাদের গোপন কার্যকলাপ এগিয়ে নেওয়ার জন্য অভিবাসন রুটগুলোকে কাজে লাগাতে থাকে। এই অপরাধের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য একটি সম্মিলিত এবং কৌশলগত কর্মপদ্ধতি প্রয়োজন এবং সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে গোয়েন্দা তথ্য ও সেরা অনুশীলন বিনিময়ের মাধ্যমে একটি প্ল্যাটফরম প্রদানে বিমসটেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। সভায় বিমসটেকভুক্ত সাত সদস্য দেশের (বাংলাদেশ, ভারত, মিয়ানমার, শ্রীলংকা, থাইল্যান্ড, নেপাল ও ভুটান) মানব পাচার সংক্রান্ত সাব-গ্রুপের সংশ্লিষ্ট সদস্যরা অংশগ্রহণ করেন।

উপদেষ্টা বলেন, বাংলাদেশ মানব পাচার মোকাবিলায় জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, মানব পাচারের শিকার ভুক্তভোগীদের দক্ষতার সঙ্গে শনাক্তকরণ, তাদের চাহিদা মূল্যায়ন এবং উপযুক্ত পরিষেবা প্রদানকারীদের সঙ্গে সংযুক্ত করার জন্য একটি জাতীয় রেফারেল ব্যবস্থা (ওয়েব প্ল্যাটফরমে হোস্ট করা)-সহ সক্রিয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। উপদেষ্টা আগামী দুই বছরের জন্য বিমসটেকের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব বাংলাদেশকে অর্পণ করার জন্য এর সদস্য রাষ্ট্রগুলোর প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

যুগান্তর
শনিবার ১২ এপ্রিল ২০২৫
২৯ চৈত্র ১৪৩১

লিবিয়া থেকে ফিরলেন আরও ১৬৭ বাংলাদেশি

যুগান্তর প্রতিবেদন

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ত্রিপোলিতে বাংলাদেশ দূতাবাস ও আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থার (আইওএম) সহায়তায় লিবিয়া থেকে আরও ১৬৭ জন অবৈধ বাংলাদেশি অভিবাসীকে প্রত্যাবর্তন করা হয়েছে। শুক্রবার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। এতে বলা হয়েছে, প্রত্যাবর্তনকারীদের মধ্যে ১৬ জন বেনগাজি ও আশপাশের এলাকা থেকে স্বেচ্ছায় ফিরে এসেছেন এবং ১৫১ জনকে গানফুদা আটক কেন্দ্র থেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়েছে, তারা বৃহস্পতিবার ভোর ৫টায় বুরাক এয়ার পরিচালিত একটি ভাড়া করা বিমানের সাহায্যে দেশে পৌঁছান। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থার কর্মকর্তারা হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে প্রত্যাবর্তনকারীদের স্বাগত জানান।

মানব পাচারকারীদের মাধ্যমে বিভ্রান্ত ও সুযোগ-সুবিধার আশায় বেশিরভাগ প্রত্যাবর্তনকারীই সমুদ্রপথে অবৈধভাবে ইউরোপে অভিবাসনের উদ্দেশে লিবিয়ায় প্রবেশ করেছিল। লিবিয়ায় অবস্থানকালে তাদের অনেকেই বিভিন্ন সময়ে অপহৃত ও নির্যাতনের শিকার হয়েছেন।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা সংশ্লিষ্ট সবাইকে সচেতনতা বৃদ্ধি ও নিশ্চিত করার আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, অন্য কেউ যেন অবৈধভাবে লিবিয়ায় প্রবেশের জন্য এই ধরনের বিপজ্জনক পথ ব্যবহার না করে। আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা (আইওএম) প্রতিটি প্রত্যাবর্তনকারীকে নগদ ৬ হাজার টাকা, খাদ্য সরবরাহ, চিকিৎসা সহায়তা ও প্রয়োজনে অস্থায়ী আশ্রয় প্রদান করেছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, লিবিয়ার বিভিন্ন আটক কেন্দ্রে বন্দি বাংলাদেশিদের নিরাপদে প্রত্যাবর্তন নিশ্চিত করতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ত্রিপোলিতে বাংলাদেশ দূতাবাস এবং আইওএম অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছে।

NEW AGE SATURDAY, APRIL 5, 2025,

SUPPORTING JULY MOVEMENT

10 migrants jailed in KSA return home

Staff Correspondent

A migrant speaks to journalists at Hazrat Shahjalal International Airport after 10 worker return home on Friday as the Kingdom of Saudi Arabia frees 12 Bangladeshis who had been detained for organising special prayers for the July uprising victims. — New Age photo

A TOTAL of 10 Bangladeshi migrants returned home on Friday after the authorities in the Kingdom of Saudi Arabia freed 12 Bangladeshis who had been detained for organising special prayers for the victims of the student-led mass uprising that led to the ousting of Sheikh Hasina on August 5.

Officials said that a Saudia Airlines flight carried them to Hazrat Shahjalal International Airport early Friday.

The migrants said at the airport that they were picked up by the Saudi police on August 8 while attending a special prayer session.

After spending eight months in prison, the 12 detainees were released, with 10 of them deported.

The remaining two are expected to return soon, said Olid Talukder, president of the Jatiya Janata Forum, one of the organisations that supported the victims in Saudi Arabia.

Wage Earners' Welfare Board deputy director Md Shariful Islam said that the Bangladesh embassy in Saudi Arabia had informed them about the release of the 12 Bangladeshi migrants.

He, however, noted that the embassy did not provide specific details regarding the timing of their return.

'I have heard about the return of 10 Bangladeshis from Saudi Arabia,' he said.

The released Bangladeshis are Md Badol, son of Siddiqur Rahman from Jamalpur; Md Ershad, son of Israfil, and Md Shakil Hossain, son of Kabir Hossain from Tangail; Md Abul Hossain, son of Nanu Miah, Saddam Hossain, son of Abu Tayeb, and Jewel Rana, son of Firoj Miah from Brahmanbaria; Ismail Hossain, son of Ibrahim Khalil from Noakhali; Kausar Hosen Swapon, son of Abul Hosen, Habibur Rahman, son of Hafez Ali Mijhi, and Masud Gazi, son of Munaf Gazi from Chandpur; Md Jamil Hossain from Cumilla; and Mohammad Yakub, son of Md Akter from Dhaka.

The returnees alleged that the Bangladesh embassy in Saudi Arabia did not take proper measures to secure their release, which resulted in a prolonged detention period.

A senior official at the Bangladesh embassy in Saudi Arabia, however, denied the allegation, stating that nearly 100 Bangladeshis were arrested in connection with the July movement.

The Saudi authorities released the others and allowed them to continue working in the country, but the 12 migrants accused of organising the unauthorised prayer session were deported, the official added.

যুগান্তর | বৃহস্পতিবার ১৭ এপ্রিল ২০২৫ | E-mail : sportsjugantor@gm

রবিন টেক্স গার্মেন্টসে শ্রমিক অসন্তোষ

রূপগঞ্জে শ্রমিক নেতা সেলিম গ্রেফতার

যুগান্তর প্রতিবেদন, *নারায়ণগঞ্জ*

রূপগঞ্জের রবিন টেক্স গার্মেন্টসের শ্রমিক অসন্তোষের ঘটনায় শ্রমিকদের ইন্ধন দেওয়ার অভিযোগে গার্মেন্টস শ্রমিক ফ্রন্ট নারায়ণগঞ্জ জেলার সভাপতি সেলিম মাহমুদকে গ্রেফতার করেছে যৌথ বাহিনী। মঙ্গলবার রাত দেড়টায় ফতুল্লা রেলস্টেশনসংলগ্ন ভাড়া বাসা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন নারায়ণগঞ্জের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম) তারেক আল মেহেদী। তিনি বলেন, সম্প্রতি রূপগঞ্জের রবিন টেক্স গার্মেন্টস কারখানায় শ্রমিক অসন্তোষের পেছনের মাস্টার মাইন্ড হচ্ছে শ্রমিক নেতা সেলিম মাহমুদ। তার ইন্ধনেই শ্রমিকরা বেপরোয়া আচরণ করে যৌথ বাহিনীর ওপর হামলা ও ভাঙচুর করেছে। তবে শ্রমিক নেতা সেলিম মাহমুদরে স্ত্রী বিথী মাহমুদ অভিযোগ করেন, রাত দেড়টার দিকে যৌথ বাহিনীর সদস্যরা বাড়ির গেটে ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার ও মারধর করে সেলিম মাহমুদকে কোনো রকম গ্রেফতারি পরোয়ানা বা মামলা ছাড়াই তাকে বাড়ি থেকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। এসময় বিথী মাহমুদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার ও তার স্কুল পড়ুয়া ছেলে ওয়াজিদকে লাঠি দিয়ে আঘাত করাসহ চড়থাপ্পড় মারেন বলে অভিযোগ করেন। এদিকে শ্রমিক নেতা সেলিম মাহমুদের গ্রেফতারের প্রতিবাদে এবং তার মুক্তির দাবিতে নারায়ণগঞ্জ জেলা বাসদের পক্ষ থেকে বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ করা হয়। মিছিলটি নগরীর ২নং রেলগেটে থেকে বের হয়ে চাষাঢ়া হয়ে পুনরায় ২নং রেলগেটে গিয়ে শেষ হয়।

যুগান্তর শনিবার ১৯ এপ্রিল ২০২৫

মালয়েশিয়ায় ১৬৫ বাংলাদেশি আটক

যুগান্তর ডেস্ক

মালয়েশিয়ায় ১৬৫ জন বাংলাদেশিসহ বিভিন্ন দেশের ৫০৬ জন অবৈধ অভিবাসীকে আটক করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার কুয়ালালামপুরের মেদান ইম্বি ব্যবসায়িক এলাকায় দেশটির অভিবাসন বিভাগ (জেআইএম) অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করে।

মালয়েশিয়ার সংবাদমাধ্যম নিউ স্ট্রেট টাইমসের প্রতিবেদনে বলা হয়, আটকদের মধ্যে ১৬৫ জন বাংলাদেশি। এছাড়া নেপালের ১২৪ জন রয়েছে। এ অভিযানে ৫৮ জন নারীকেও আটক করা হয়। তবে আটক নারীদের মধ্যে কোনো বাংলাদেশি নেই।

ঢাকা : সোমবার ২৪ চৈত্র ১৪৩১
Dhaka : Monday 7 April 2025
সংবাদ
e-mail : sangbadec

জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারিতে যুক্তরাষ্ট্রে তৈরি পোশাক রপ্তানিতে প্রবৃদ্ধি প্রায় ২৭ শতাংশ

অর্থনৈতিক বার্তা পরিবেশক

যুক্তরাষ্ট্রে চলতি বছরের প্রথম দুই মাস জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারিতে দেড় বিলিয়ন বা ১৫০ কোটি মার্কিন ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি করেছে বাংলাদেশ। এই রপ্তানি গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ২৬ দশমিক ৬৪ শতাংশ বেশি। বড় এই বাজারের আমদানি করা মোট তৈরি পোশাকের সাড়ে ৯ শতাংশ বর্তমানে বাংলাদেশের দখলে রয়েছে।

গত জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারিতে যুক্তরাষ্ট্রে শীর্ষ ১০ তৈরি পোশাক রপ্তানিকারক দেশের মধ্যে বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধিই সর্বোচ্চ। তবে এই উচ্চ প্রবৃদ্ধি সামনের দিনগুলোতে অব্যাহত থাকবে কি না, সেটি নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সম্প্রতি বিভিন্ন দেশের পণ্য আমদানিতে পাল্টা শুল্ক আরোপ করায় সবকিছু ওলটপালট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

ক্রেতাদের ইতিমধ্যে চূড়ান্ত করা ক্রয়াদেশ ও ভবিষ্যৎ ক্রয়াদেশ নিয়ে এখন দুশ্চিন্তায় আছেন দেশের তৈরি পোশাকশিল্পের রপ্তানিকারকেরা। তারা বলছেন, আগামী গ্রীষ্মের ক্রয়াদেশ থেকেই নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে। কারণ, উচ্চ শুল্কের প্রভাবে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে তৈরি পোশাকের চাহিদা কমবে। আবার শুল্কের কারণে খরচ কমাতে দীর্ঘ মেয়াদে এক দেশ থেকে অন্য দেশে ক্রয়াদেশ স্থানান্তর করতে পারেন ক্রেতারা। সব মিলিয়ে নতুন শুল্ক আরোপ যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশি পণ্য রপ্তানিতে সংকট তৈরি হতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে শীর্ষ তৈরি পোশাক রপ্তানিকারক দেশগুলো হচ্ছে চীন, ভিয়েতনাম, বাংলাদেশ, ইন্দোনেশিয়া, ভারত, মেক্সিকো, হন্ডুরাস, কম্বোডিয়া, পাকিস্তান ও দক্ষিণ কোরিয়া। ২ এপ্রিল বাংলাদেশি পণ্যের ওপর ৩৭ শতাংশ পাল্টা শুল্ক বসিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। একই সঙ্গে তিনি চীনা পণ্যে ৩৪ (মোট শুল্ক ৫৪ শতাংশ), ভিয়েতনামের পণ্যে ৪৬, ভারতীয় পণ্যে ২৬, ইন্দোনেশিয়ার পণ্যে ৩২, হন্ডুরাসের পণ্যে ১০ শতাংশ, কম্বোডিয়ার পণ্যে ৪৯, পাকিস্তানি পণ্যে ২৯ ও দক্ষিণ কোরিয়ার পণ্যে ১৭ শতাংশ হারে পাল্টা শুল্ক আরোপ করেছেন। মেক্সিকোর ওপর এবার পাল্টা শুল্ক আরোপ না করা হলেও গত ফেব্রুয়ারিতে ২৫ শতাংশ শুল্ক বসায় ট্রাম্প প্রশাসন।

ইউএস ডিপার্টমেন্ট অব কমার্সের আওতাধীন অফিস অব টেক্সটাইল অ্যান্ড অ্যাপারেলের (অটেক্সা) হালনাগাদ তথ্যানুযায়ী, চলতি বছরের প্রথম দুই মাসে জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারিতে ১ হাজার ৩৫৫ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক আমদানি করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসায়ীরা। এই আমদানি গত বছরের একই সময়ের চেয়ে ১১ দশমিক ২৫ শতাংশ বেশি।

অটেক্সার তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, চলতি বছরের প্রথম দুই মাসে যুক্তরাষ্ট্রে শীর্ষ ১০ পোশাক রপ্তানিকারক দেশের মধ্যে তিনটির ২০ শতাংশের বেশি প্রবৃদ্ধি হয়েছে। এর মধ্যে বাংলাদেশ সর্বোচ্চ ২৬ দশমিক ৬৪ শতাংশ, ভারত ২৫ দশমিক ৭০ ও পাকিস্তান ২৩ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। ডোনাল্ড ট্রাম্প ভারত ও পাকিস্তানের চেয়ে বাংলাদেশি পণ্যে বেশি পাল্টা শুল্ক আরোপ করেছেন।

যুক্তরাষ্ট্রে চলতি বছরের প্রথম দুই মাস জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারিতে দেড় বিলিয়ন বা ১৫০ কোটি মার্কিন ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি করেছে বাংলাদেশ। এই রপ্তানি গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ২৬ দশমিক ৬৪ শতাংশ বেশি

যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে তৈরি পোশাক রপ্তানির ২০ দশমিক ৭৮ শতাংশ হিস্যা নিয়ে এখন চীন শীর্ষে অবস্থান করছে। চলতি বছরের প্রথম দুই মাসে যুক্তরাষ্ট্রে ২৭৭ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি করেছে চীন। এতে তাদের প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৮ দশমিক ৮৫ শতাংশ। এদিকে ট্রাম্প পাল্টা শুল্ক আরোপের পর চীনও মার্কিন পণ্যের ওপর সমান হারে (৩৪ শতাংশ) শুল্ক বসিয়েছে। ফলে দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্যযুদ্ধ নতুন মাত্রা পেয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ তৈরি পোশাক রপ্তানিকারক হলো ভিয়েতনাম। গত জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাসে যুক্তরাষ্ট্রে ২৬২ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি করেছে ভিয়েতনাম, যা গত বছরের একই সময়ের চেয়ে ১১ শতাংশ বেশি।

ভারত গত জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারিতে যুক্তরাষ্ট্রে ৯৬ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি করেছে, যা আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় ২৫ দশমিক ৭০ শতাংশ বেশি। ভারতীয় পণ্যে ২৬ শতাংশ পাল্টা শুল্ক আরোপ করেন ট্রাম্প, যা বাংলাদেশের চেয়ে কম (৩৪%)। এতে বাংলাদেশ থেকে ক্রয়াদেশ ভারতে চলে যেতে পারে এমন আশঙ্কা রপ্তানিকারকদের।

ঢাকা : শুক্রবার ২১ চৈত্র ১৪৩১
Dhaka : Friday 4 April 2025
সংবাদ
e-mail : sangbadec

বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের শীর্ষ পণ্যগুলোর রপ্তানি কমছে

অর্থনৈতিক বার্তা পরিবেশক

চার দশকের বেশি সময় ধরে কম দামের তৈরি পোশাক রপ্তানি করে আসছে বাংলাদেশ। তার মধ্যে পাঁচটি ক্যাটাগরি বা শ্রেণির তৈরি পোশাকই বেশি রপ্তানি হয়। সেগুলো হচ্ছে ট্রাউজার, টি-শার্ট ও নিট শার্ট, সোয়েটার, শার্ট ও ব্লাউজ এবং অন্তর্বাস। মূলত ট্রাউজার, টি-শার্ট ও সোয়েটারই সবচেয়ে বেশি রপ্তানি হয়। গত দুই অর্থবছর (২০২২-২৩ ও ২০২৩-২৪) ধরে এই পাঁচ শ্রেণির পোশাকের রপ্তানি কমছে। তৈরি পোশাকশিল্পের মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএ সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

> বিজিএমইএর পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বাংলাদেশের মোট তৈরি পোশাক রপ্তানির প্রায় ৮১ শতাংশই আসে ট্রাউজার, টি-শার্ট ও নিট শার্ট, সোয়েটার, শার্ট ও ব্লাউজ এবং অন্তর্বাস থেকে। গত দুই অর্থবছর ধরে এই পাঁচ শ্রেণীর পোশাকের রপ্তানি কমছে

সংগঠনটির পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বাংলাদেশের মোট তৈরি পোশাক রপ্তানির প্রায় ৮১ শতাংশই আসে ট্রাউজার, টি-শার্ট ও নিট শার্ট, সোয়েটার, শার্ট ও ব্লাউজ এবং অন্তর্বাস থেকে। শীর্ষ তিন পোশাক পণ্যের রপ্তানি কমে যাওয়া নিয়ে রপ্তানিকারকেরা বলছেন, দুই বছর ধরে সামগ্রিকভাবে তৈরি পোশাকের রপ্তানি কমেছে। বিশেষ করে সবচেয়ে বেশি রপ্তানি হওয়া পোশাকের রপ্তানি কমেছে।

এসব পণ্যের ক্রয়াদেশ পেতে রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানগুলোকে এখন তীব্র প্রতিযোগিতা করতে হয়। বিভিন্ন কারণে উৎপাদন ব্যয় বেড়ে যাওয়ায় ট্রাউজার, টি-শার্ট ও সোয়েটারের মতো পোশাকের প্রতিযোগিতা সক্ষমতা কমছে। যে কারণে কোনো কোনো প্রতিষ্ঠান ক্রয়াদেশ ছেড়ে দিতে বাধ্য হচ্ছে। ২০২২ সালে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর বাংলাদেশের তৈরি পোশাকের বড় গন্তব্য যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) বাজারে জ্বালানি ও নিত্যপ্রয়োজনীয় ছাড়া অন্যান্য পণ্যের চাহিদা কমে যায়। তার প্রভাবে গত দুই বছর সেসব দেশে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রপ্তানি কমে। সর্বশেষ ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৩ হাজার ৬১৫ কোটি মার্কিন ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি হয়েছে। তার আগের দুই অর্থবছরে ২০২১-২২ ও ২০২২-২৩ অর্থবছরে রপ্তানি হয়েছে যথাক্রমে ৪ হাজার ২৬১ ও ৩ হাজার ৮১৪ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক। এমনটা জানা গেছে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) সূত্রে।

বিজিএমইএর পরিসংখ্যান অনুযায়ী, মোট পোশাক রপ্তানির ৩৩ শতাংশই হলো ট্রাউজার। তবে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ট্রাউজারের রপ্তানি প্রায় ৪ শতাংশ কমে ১ হাজার ১৯৩ কোটি ডলারে নেমে যায়। করোনার সময় ২০২০-২১ অর্থবছরে ১ হাজার ১০০ কোটি ডলারের কম ট্রাউজার রপ্তানি হয়েছিল। তারপর ২০২১-২২ ও ২০২২-২৩ অর্থবছরে যথাক্রমে ১ হাজার ৪৫১ এবং ১ হাজার ২৪১ কোটি ডলারের ট্রাউজার রপ্তানি হয়।

সস্তায় টি-শার্ট রপ্তানিতে বাংলাদেশের বেশ সুনাম রয়েছে। ওয়ার্ল্ড টপ এক্সপোর্ট ডট কমের তথ্যানুযায়ী, ২০২৩ সালে বিশ্বজুড়ে ৫১ বিলিয়ন ডলারের টি-শার্ট রপ্তানি হয়। সবচেয়ে বেশি টি-শার্ট রপ্তানি করে চীন, যা মোট রপ্তানির ১৭ শতাংশ। তারপরই বাংলাদেশের অবস্থান, যা মোট রপ্তানির ১৫ শতাংশ। তবে ওই বছর কটন টি-শার্ট রপ্তানিতে শীর্ষে ছিল বাংলাদেশ।

বাংলাদেশের মোট তৈরি পোশাক রপ্তানির ২১ শতাংশ হচ্ছে টি-শার্ট। গত ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৭৭৩ কোটি ডলারের টি-শার্ট রপ্তানি হয়। এই রপ্তানি তার আগের ২০২২-২৩ অর্থবছরের তুলনায় ১ বিলিয়ন বা ১০০ কোটি ডলার কম। এর আগের ২০২১-২২ অর্থবছরে রপ্তানি হয়েছিল ৯৮৬ কোটি ডলারের টি-শার্ট।

২০২১-২২ অর্থবছরে ৫ বিলিয়ন বা ৫০০ কোটি ডলারের বেশি মূল্যের সোয়েটার রপ্তানি হয়। পরের দুই বছরই পণ্যটির রপ্তানি কমেছে। সর্বশেষ অর্থবছরে ৪৮২ কোটি ডলারের সোয়েটার রপ্তানি হয়। এই রপ্তানি তার আগের অর্থবছরের তুলনায় ২ দশমিক ৪৩ শতাংশ বা ১২ কোটি ডলার বেশি।

বিজিএমইএর তথ্যানুযায়ী, শার্ট ও ব্লাউজের রপ্তানি ৮ শতাংশ কমেছে। সর্বশেষ অর্থবছরে ২৯৩ কোটি ডলারের শার্ট ও ব্লাউজ রপ্তানি হয়। তার আগের অর্থবছর রপ্তানি হয়েছিল ৩১৮ কোটি ডলারের শার্ট ও ব্লাউজ।

দৈনিক ইত্তেফাক | বুধবার ২৬ চৈত্র ১৪৩১, ৯ এপ্রিল ২০২৫

যুক্তরাষ্ট্রে ক্রয়াদেশ ও পণ্যের দাম কমে যাওয়ার আশঙ্কা রপ্তানিকারকদের

বাংলাদেশের পোশাকে যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চ শুল্ক আরোপ করা উচিত হয়নি : নোবেলজয়ী মার্কিন অর্থনীতিবিদ পল ক্রুগম্যান

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

বাংলাদেশের মোট রপ্তানি আয়ের ৮০ শতাংশের বেশি আসে তৈরি পোশাক খাত থেকে। আর সেই পোশাক রপ্তানির একক বড় বাজার যুক্তরাষ্ট্র। সর্বশেষ ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বাংলাদেশ থেকে রপ্তানি হওয়া তৈরি পোশাকের ১৮ শতাংশের গন্তব্য ছিল যুক্তরাষ্ট্র। ফলে ট্রাম্পের পালটা শুল্ক আরোপের পর থেকেই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন দেশের পোশাক রপ্তানিকারকেরা। অনেক উদ্যোক্তাই পণ্যের দাম কমে যাওয়ার আশঙ্কা করছেন। কারণ মূল ক্রেতার কাছে থেকে বাড়তি দাম আদায় করা কঠিন। সে কারণে উৎপাদন ব্যয় কমিয়ে আনার চাপ আসছে।

২ এপ্রিল যে শুল্ক আরোপ করা হয়, তাতে হোয়াইট হাউজের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, এই আদেশের দ্বারা নির্ধারিত শুল্কের হারগুলো প্রযোজ্য অন্য কোনো শুল্ক, ফি, কর বা চার্জের অতিরিক্ত। তবে তারা দেশ বা পণ্য অনুসারে আর কিছু জানায়নি। বাংলাদেশি পণ্যে গড়ে ১৫ শতাংশ শুল্ক রয়েছে। এর সঙ্গে যদি ৩৭ শতাংশ যুক্ত হয় সেক্ষেত্রে বাংলাদেশি পণ্যে ৫২ শতাংশেরও বেশি হতে পারে শুল্ক। তবে আজ ৯ এপ্রিল থেকে নতুন শুল্কহার কার্যকর হওয়ার পর বিস্তারিত জানা যাবে।

বাংলাদেশ গার্মেন্টস বায়িং হাউজ অ্যাসোসিয়েশনের (বিজিবিএ) নেতারা জানান, মার্কিন শুল্ক আরোপের পর একটি ক্রেতা প্রতিষ্ঠান জাহাজীকরণের পর মূল্যছাড় দাবি করেছে। ঐ প্রতিষ্ঠানটি আগামী জুনের ক্রয়াদেশও স্থগিত করেছে। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক একটি পোশাক ব্র্যান্ড ইতিমধ্যে জানিয়েছে, বাংলাদেশে নতুন শুল্ক ৪৮ দশমিক ৫৬ শতাংশ হতে পারে। সেই ধারণার ওপর ভিত্তি করে তারা পণ্যের দাম কমানোর জন্য চাপ দিচ্ছে। তবে আজ ৯ এপ্রিল থেকে নতুন শুল্কহার কার্যকর হওয়ার পর প্রকৃত অবস্থা জানা যাবে। ট্রাম্প প্রশাসনের নতুন শুল্কনীতির ফলে বৈশ্বিক ক্রেতা প্রতিষ্ঠানগুলোর অনৈতিক সুযোগ নেওয়ার আশঙ্কা করছেন দেশের তৈরি পোশাক খাতের উদ্যোক্তারা।

তারা বলেন, এই সুযোগে কোনো কোনো ক্রেতা প্রতিষ্ঠান পণ্য স্থগিত, বাতিল, ডিসকাউন্ট বা পণ্যের মূল্য পরিশোধে বিলম্ব করতে পারে। তবে কোনো কোনো উদ্যোক্তা জানান, তারা পণ্য জাহাজিকরণ (এফওবি) পর্যন্ত দায়িত্ব নিয়ে থাকেন। কিছু কিছু এজেন্ট প্রতিষ্ঠান কাস্টম বর্ডার প্রটেকশন (সিবিপি) দেয়। এসব প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ৯ তারিখের শুল্ক কার্যকর হবে না। কেননা এরই মধ্যে অনেক উদ্যোক্তা আগের কার্যাদেশের পণ্য জাহাজীকরণ করেছেন, যেগুলো মধ্য এপ্রিলে গন্তব্যে পৌঁছবে।

বাংলাদেশ থেকে পণ্য ক্রয় করে এমন শীর্ষ একটি ক্রেতা প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশ সাধারণত কম দামের বা মৌলিক পোশাক বেশি রপ্তানি করে থাকে। মৌলিক পোশাকের প্রতিযোগিতাও তুলনামূলক বেশি। ফলে রেসিপ্রোকাল বা পালটা শুল্ক আরোপের পরও ভোক্তা পর্যায়ে ঐসব পোশাকের মূল্যবৃদ্ধির শঙ্কা তুলনামূলক কম। কারণ দাম বাড়ালে বিক্রি কমে যাওয়ার শঙ্কা থাকে, যা যুক্তরাষ্ট্রের ক্রেতা প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্যই ক্ষতিকর হবে।

বাংলাদেশ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) তথ্য অনুযায়ী, পোশাক ছাড়াও যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশ থেকে রপ্তানি হওয়া পণ্যের মধ্যে রয়েছে জুতা, অন্যান্য বস্ত্রপণ্য, ওষুধ, চামড়াজাত পণ্য, মাছ, শস্যদানা, আসবাব প্রভৃতি।

বাংলাদেশের পোশাকে যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চ শুল্ক আরোপ করা উচিত হয়নি : পল ক্রুগম্যান

বাংলাদেশের পোশাকের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চ শুল্ক আরোপ করা উচিত হয়নি বলে মন্তব্য করেন নোবেলজয়ী মার্কিন অর্থনীতিবিদ পল ক্রুগম্যান। মার্কিন সংবাদপত্র নিউ ইয়র্ক টাইমসকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এসব কথা বলেছেন তিনি। সাক্ষাৎকারে ক্রুগম্যান বলেন, 'বাংলাদেশ থেকে কাপড় আমদানির ওপর উচ্চ শুল্ক আরোপ করা ঠিক কাজ নয়। এ ধরনের পদক্ষেপ অস্থিতিশীলতা তৈরি করে, মার্কিন গ্রাহকদের জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি করে এবং আমাদের নিরাপত্তা বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে কোনো সহায়ক ভূমিকা পালন করে না।' তিনি আরো বলেন, 'দেশীয় উৎপাদনের জন্য একটি জাতীয় নিরাপত্তা যুক্তি রয়েছে। তবে একইভাবে বন্ধু রাষ্ট্রের কাছে উৎপাদন স্থানান্তর এবং নিকটবর্তী দেশে উৎপাদন স্থানান্তরও গুরুত্বপূর্ণ। কারণ যে পণ্যগুলো কাছে রয়েছে, সেগুলোর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা অনেক সহজ। যদি আমরা এটাই করতে চাইতাম, তাহলে ভিয়েতনাম ও বাংলাদেশে শুল্ক আরোপ করতাম না এবং অবশ্যই কানাডা ও মেক্সিকোর ওপর শুল্ক আরোপ করতাম না।'

বণিক বার্তা | সোমবার, এপ্রিল ৭, ২০২৫

বিজিএমইএর তথ্য

ঈদের ছুটি শেষে উৎপাদনে ফিরেছে ৪১.৪৯ শতাংশ পোশাক কারখানা

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

ঈদুল ফিতর উপলক্ষে টানা ছুটির ফাঁদে পড়েছে দেশের বিভিন্ন শিল্পাঞ্চলে অবস্থিত পোশাক কারখানাগুলো। ঈদের ছুটি শেষে কিছু কারখানা খুললেও অধিকাংশই বন্ধ রয়েছে। তৈরি পোশাক শিল্প মালিকদের সংগঠন বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রফতানিকারক সমিতির (বিজিএমইএ) তথ্য অনুযায়ী, সারা দেশে ২ হাজার ১০৪টি সক্রিয় পোশাক কারখানা রয়েছে। এর মধ্যে গতকাল পর্যন্ত উৎপাদনে ফিরেছে ৮৭৩টি, যা মোট কারখানার ৪১ দশমিক ৪৯ শতাংশ। বাকি ১ হাজার ২৩১টি অর্থাৎ ৫৮ দশমিক ৫১ শতাংশ পোশাক কারখানা বর্তমানে বন্ধ রয়েছে।

সারা দেশে ২ হাজার ১০৪টি সক্রিয় পোশাক কারখানা রয়েছে। এর মধ্যে গতকাল পর্যন্ত উৎপাদনে ফিরেছে ৮৭৩টি, যা মোট কারখানার ৪১ দশমিক ৪৯ শতাংশ। বাকি ১ হাজার ২৩১টি অর্থাৎ ৫৮ দশমিক ৫১ শতাংশ পোশাক কারখানা বর্তমানে বন্ধ রয়েছে

বিজিএমইএর দেয়া অঞ্চলভিত্তিক খোলা-বন্ধের চিত্র পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, গাজীপুর ও ময়মনসিংহ অঞ্চলের ৮৫৪টি পোশাক কারখানার মধ্যে মাত্র ৩২৮টি খোলা হয়েছে, বন্ধ রয়েছে ৫২৬টি। অর্থাৎ মাত্র ৩৮ দশমিক ৪১ শতাংশ কারখানা উৎপাদনে ফিরেছে।

ঢাকার অদূরে অবস্থিত সাভার, আশুলিয়া ও জিরানী শিল্পাঞ্চলে মোট ৪০৩টি পোশাক কারখানা রয়েছে। এর মধ্যে ২১৫টি উৎপাদনে ফিরেছে, যা মোট কারখানার ৫৩ দশমিক ৩৫ শতাংশ। বাকি ১৮৮টি বন্ধ রয়েছে।

নারায়ণগঞ্জ শিল্পাঞ্চলে মোট ১৮৮টি পোশাক কারখানা রয়েছে। এর মধ্যে ৯৮টি চালু করা হয়েছে, যা মোট কারখানার ৫২ দশমিক ১৩ শতাংশ। বন্ধ রয়েছে ৯০টি পোশাক কারখানা।

ঢাকা মহানগরীতে অবস্থিত ৩২১টি পোশাক কারখানার মধ্যে ১০৭টি চালু করা হয়েছে, বাকিগুলো ছুটিতে রয়েছে। খোলা কারখানার হার ৩৩ দশমিক ৩৩ শতাংশ।

চট্টগ্রাম অঞ্চলে রয়েছে মোট ৩৩৮টি পোশাক কারখানা। এর মধ্যে ১২৫টি চালু হয়েছে, যা মোট কারখানার ৩৬ দশমিক ৯৮ শতাংশ। বন্ধ রয়েছে ২১৩টি কারখানা।

অন্যদিকে শ্রমিকদের বেতন প্রদানের অগ্রগতি নিয়ে বিজিএমইএর দেয়া তথ্যে দেখা গেছে, ২ হাজার ৯৯টি পোশাক কারখানা ফেব্রুয়ারির পূর্ণ বেতন পরিশোধ করেছে, যা মোট কারখানার ৯৯ দশমিক ৭৬ শতাংশ। বাকি পাঁচটি অর্থাৎ শূন্য দশমিক ২৪ শতাংশ কারখানা এখনো শ্রমিকদের বেতন পরিশোধ করেনি।

এছাড়া ২ হাজার ৭৬টি কারখানা মার্চ মাসের আংশিক বেতন (১৫ বা ৩০ দিন) পরিশোধ করেছে, যা মোট কারখানার ৯৮ দশমিক ৬৭ শতাংশ। বাকি ২৮টি অর্থাৎ ১ দশমিক ৩৩ শতাংশ কারখানা এখনো শ্রমিকদের বেতন দেয়নি। যেসব কারখানা এখনো ফেব্রুয়ারির বেতন দেয়নি, তাদের মধ্যে ঢাকায় রয়েছে আটটি ও চট্টগ্রামে পাঁচটি।

বিজিএমইএর কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, ঈদের ছুটি শেষে ধাপে ধাপে সব পোশাক কারখানা খুলে দেয়া হবে।

DHAKA MONDAY APRIL 7, 2025
CHAITRA 24, 1431 BS
The Daily Star

Remittances ride formal channels to hit record $3.29b in March

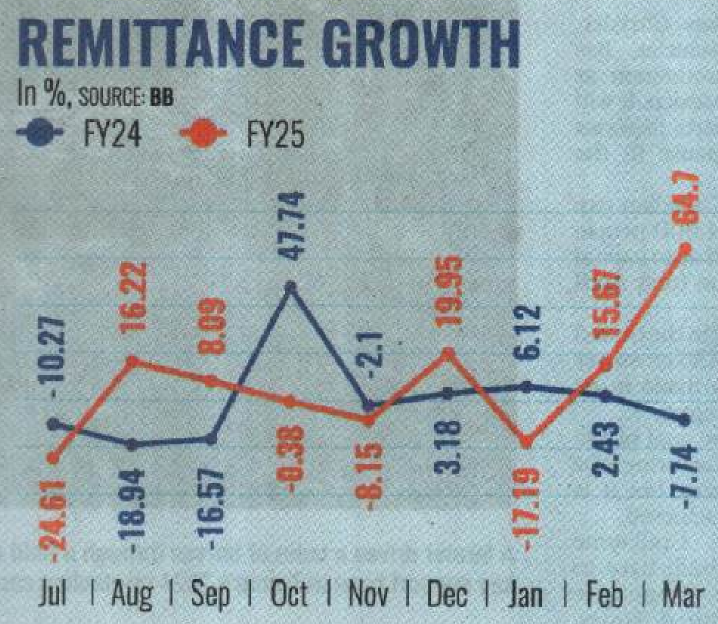

BANGLADESHIS GOING ABROAD FOR JOBS
SOURCE: BMET

Year	Number in lakh
2019	7
2020	2.17
2021	6.17
2022	11.35
2023	13.05
2024	10.11
2025 (Till Feb)	1.60

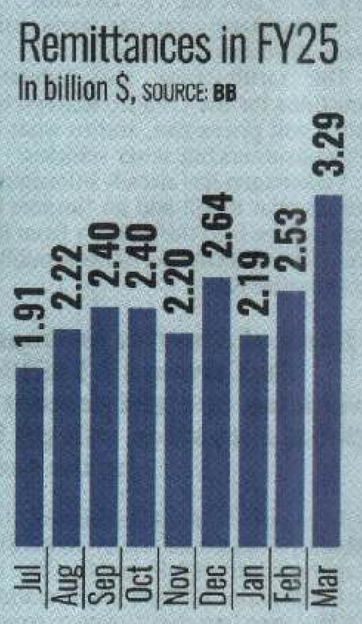

REJAUL KARIM BYRON *and* **AHSAN HABIB**

Bangladesh received a record $3.29 billion in remittances in March -- the highest monthly figure to date -- marking a 65 percent year-on-year surge.

The rise is largely attributed to stronger inflows through formal channels, an uptick in overseas employment and expatriates sending more money home for Eid-related expenses.

This influx has offered a much-anticipated tonic to an economy under strain, with foreign exchange reserves under pressure and the interim government navigating macroeconomic challenges.

Remittance earnings have been climbing steadily since August last year, providing some much-needed breathing space.

According to the Bangladesh Bank, the previous monthly record was set in December 2024, when remittances reached $2.64 billion. The latest figure crossed that, setting a new benchmark for Bangladesh.

Between July and March of the current fiscal year (FY) 2024-25, total remittances amounted to $21.77 billion -- up from $16.69 billion during the same period the previous year.

Zahid Hussain, former lead economist at the World Bank's Dhaka office, said a shift towards formal remittance channels has most likely caused the spike.

The change, he said, followed a decline in demand for informal hundi networks after politically linked money launderers went into hiding with the political changeover in August last year.

Quoting the White Paper on the State of the Bangladesh Economy, the economist said illicit outflows -- historically equivalent to 35-75 percent of official remittance flows -- were estimated at around $16 billion annually.

"As hundi-driven outflows declined, formal channels absorbed significant volumes," he added.

While the US dollar's depreciation played a role, Hussain said its impact was marginal.

Remittances are usually sent in dollars, so when currencies like the Malaysian ringgit gain strength, the dollar value of remittances increases. However, this factor alone doesn't account for the recent surge, he said.

"Religious occasions such as Ramadan and Eid, or the shifting timing of Ramadan, also fail to fully explain the increase, as historical patterns have shown mixed trends," he added.

Following the Covid-19 pandemic, the number of Bangladeshi migrants sending money home rose by 2.9 million. Although political turmoil disrupted flows temporarily, formal channels capitalised on the larger migrant base and the reduced reliance on hundi networks.

Their speed, security, and expanding range of services also contributed to their growing popularity among expatriates, according to Hussain.

Figures from the Bureau of Manpower, Employment and Training (BMET) show that manpower exports crossed 1 million in 2017 before falling to between 200,000 and 700,000 annually over the next four years.

The number rebounded in 2022, crossing 1.1 million, and surged further in 2023 and 2024, reaching 2.3 million.

Although manpower exports rose, remittance growth remained subdued during

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

Remittances ride formal channels

FROM PAGE B1

2022 and 2023. The turning point came in late 2024, after Sheikh Hasina's fall in a popular uprising in August last year.

The upward trend began in September 2024, when remittances soared 80.3 percent year-on-year to $2.4 billion. The momentum continued: $2.39 billion in October, $2.19 billion in November, $2.63 billion in December, $2.18 billion in January and $2.52 billion in February.

This sustained growth has eased pressure on the country's foreign exchange reserve. Improved liquidity in banks' net open positions has helped clear foreign currency payment backlogs, support the rebound in imports, and strengthen reserves.

According to central bank data, the country's forex reserves reached a record high of $48 billion in August 2021 but declined to $25 billion by July 2024. Due to a plunge in reserves, local currency Taka weakened by 42 percent over the three years leading up to August 2024.

As of April 6 this year, the country's foreign exchange reserves rose to $25.63 billion. However, under the BPM6 calculation method of the International Monetary Fund (IMF), reserves increased to $20.46 billion, a BB official said.

"The surge in remittance has significantly stabilised the forex market," Hussain said. "It has enabled the country to meet external obligations on time, helping restore confidence in the economy."

Remittance inflows are rising largely due to growing public confidence in the current government, said Prof Rashed Al Mahmud Titumir, chairperson of Unnayan Onneshan.

"When people can put trust in a government, they feel happy to send their hard-earned money through the formal channels. So, the remittance will increase if the government stabilises," he said.

Prof Titumir, a former chair of the Department of Development Studies at Dhaka University, added that banks are also playing a more active role in attracting remittances through official channels, contributing further to the steady rise in formal inflows.

Remittance inflows surged ahead of Eid-ul-Fitr, driven largely by increased transfers during the festive period, said Ashikur Rahman, principal economist at the Policy Research Institute (PRI).

He noted that reduced pressure from money laundering has weakened demand for informal hundi transactions, prompting more expatriates to turn to formal banking channels.

"Besides, the narrowing exchange rate gap between formal and informal channels -- now just Tk 1.5 to Tk 2 -- has further incentivised remitters to utilise official banking routes," Rahman added.

The rise in remittance has helped ease the country's foreign debt burden. At the same time, the smaller gap between open market and bank exchange rates has boosted confidence in formal channels, contributing to greater stability in the dollar market.

Reflecting this trend, the current account deficit fell sharply to $552 million during the July-January period of FY25, an 87 percent drop compared to the $4.28 billion deficit recorded over the same period in FY24.

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
মঙ্গলবার ॥ ২২ এপ্রিল ২০২৫

অনুমতিতেই আটকা শ্যামপুর চিনিকল

অর্থ ছাড় না দেওয়ায় আটকে আছে আখ চাষিদের স্বপ্ন

নিজস্ব প্রতিবেদক, রংপুর

দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর অবশেষে রংপুরের শ্যামপুর চিনিকলে চলতি অর্থবছরের আখ রোপণের অনুমতি দিয়েছে শিল্প মন্ত্রণালয়। ওই অনুমতিতে চিনিকল ঘিরে আশার আলো দেখা দিয়েছিল স্থানীয় মানুষ ও কৃষকদের মাঝে। কিন্তু অনুমতির প্রায় ৬ মাস পেরিয়ে গেলেও মাঠপর্যায়ে কোনো পদক্ষেপ দেখা যাচ্ছে না। জানা গেছে, বন্ধ চিনিকল চালু করতে শিল্প মন্ত্রণালয় থেকে একটি বাজেট অর্থ মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে। অর্থ মন্ত্রণালয়ে তা আটকে আছে। পাঁচ বছর আগে পতিত আওয়ামী লীগ সরকার রংপুরের শ্যামপুর সুগার মিল, পাবনা সুগার মিল, পঞ্চগড় সুগার মিল, সেতাবগঞ্জ সুগার মিল, রংপুর সুগার মিল ও কুষ্টিয়া সুগার মিলে চিনি উৎপাদন বন্ধ করে দেয়। তবে অন্তর্বর্তী সরকার বন্ধ চিনিকল চালু করতে একটি টাস্কফোর্স কমিটি গঠন করে। সেই অনুযায়ী শিল্প মন্ত্রণালয় অর্থবছরে রংপুরের শ্যামপুর সুগার মিল এলাকায় আখ চাষের অনুমতি দেয়। এ ছাড়া বন্ধ চিনিকল চালু করতে শিল্প মন্ত্রণালয় থেকে একটি বাজেট অর্থ মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়। অর্থ মন্ত্রণালয় অর্থ ছাড় দিলে চিনিকল এলাকায় আখ চাষ করা শুরু হবে। কিন্তু এরপর প্রায় ছয় মাস পেরিয়ে গেলেও এখন পর্যন্ত অর্থ ছাড় হয়নি। মাঠ পর্যায়ে আখ চাষেও কার্যকর কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। আর কয়েক দিন পরে আখ রোপণের মৌসুম শুরু হবে। আগে চাষিদের বীজ-সার সরবরাহ করা হতো। কিন্তু এখন পর্যন্ত চাষিরা বীজ-সার সম্পর্কে কিছুই জানেন না। এ বিষয়ে এখন পর্যন্ত চাষিদের সংগঠিতও করা হয়নি। চিনিকল এলাকায় চাষিদের আখ চাষে উদ্বুদ্ধসহ বিভিন্ন পরামর্শ দিতেন চিনিকলের ইক্ষু উন্নয়ন সহকারীরা। এখন পর্যন্ত তাদের কাউকে মাঠপর্যায়ে দেখা যায়নি। ফলে চিনিকল চালু করতে পর্যাপ্ত আখ পাওয়া যাবে কি না এ নিয়ে সন্দিহান সংশ্লিষ্টরা।

সরেজমিনে দেখা যায়, বর্তমানে বন্ধ থাকায় শ্যামপুর চিলিকল জনমানবশূন্য ভুতুড়ে অবস্থায় রয়েছে। চিনিকল যন্ত্রপাতি ও যানবাহন পাহারা দেয়ার জন্য রয়েছে হাতে গোনা কয়েকজন গার্ড এবং দুই-একজন কর্মকর্তা। মিলটি যখন চালু ছিল তখন ৬ হাজারের বেশি আখ চাষি ছিলেন। চিনিকল চালু রাখতে ৬০ হাজার মেট্রিক টন আখের প্রয়োজন হয়। এ বিষয়ে বন্ধ ছয় চিনিকল টাস্কফোর্স কমিটির সদস্য আলতাফ হোসেন বলেন, বন্ধ চিনিকল চালু করতে শিল্প মন্ত্রণালয় থেকে একটি বাজেট অর্থ মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে। অর্থ মন্ত্রণালয় অর্থ ছাড় দিলে চিনিকল এলাকায় আখ চাষ করা শুরু হবে। কিন্তু দীর্ঘদিনেও অর্থ ছাড়ের কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। ফলে আখচাষকে ঘিরে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। তিনি আরও বলেন, চলতি অর্থবছরে আড়াই হাজার একর জমিতে আখ চাষের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। পরের বছর ৪ হাজার একরে আখ চাষ করা হবে। এই সিদ্ধান্ত শিল্প মন্ত্রণালয় থেকে নেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্যশিল্প করপোরেশন উপমহাব্যবস্থাপক (অর্থ) ইশতিয়াক হোসেন রাজীব বলেন, প্রায় তিন মাস আগে অর্থ বরাদ্দ চেয়ে প্রস্তাবনা অর্থ মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে। অর্থ মন্ত্রণালয় এখন পর্যন্ত কোনো সাড়া দেয়নি। অর্থ মন্ত্রণালয় অর্থ ছাড় দিলেই বন্ধ চিনিকলগুলো চালুর উদ্যোগ নেওয়া হবে।

সূত্র : এনসিসি ব্যাংক ও ট্রেডিং ইকোনমিকস

কালের কণ্ঠ

ঢাকা । মঙ্গলবার । ৮ এপ্রিল ২০২৫ । ২৫ চৈত্র ১৪৩১ । ৯ শাও

বাণিজ্য কূটনীতি বাড়ানোর তাগিদ

সংকটেও রপ্তানি আয় বাড়ল ১১%

২০২৪-২৫ অর্থবছরের ৯ মাসে প্রবৃদ্ধি ১০.৬৩%

মার্চে পণ্য রপ্তানি থেকে আয় এসেছে ৪২৪ কোটি ৮৬ লাখ ডলার

- ২০২৪ সালের মার্চে রপ্তানি আয়ের পরিমাণ ছিল ৩৮১ কোটি ২৩ লাখ ডলার
- মার্চে তৈরি পোশাক খাতে রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ১২.৪০%
- নিটওয়্যার পোশাক রপ্তানিতে প্রবৃদ্ধি ১২.৯৩%
- ওভেন পোশাক রপ্তানিতে প্রবৃদ্ধি ১১.৮২%

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

অদম্য দেশের রপ্তানি আয়ের খাত। নানা প্রতিকূলতার পরও ইতিবাচক প্রবৃদ্ধি ধরে রাখছে। সদ্যোবিদায়ি মার্চ মাসে দেশে পণ্য রপ্তানি থেকে আয় এসেছে ৪২৪ কোটি ৮৬ লাখ মার্কিন ডলার। বছর ব্যবধানে যা বেড়েছে ১১.৪৪ শতাংশ। ২০২৪ সালের মার্চে রপ্তানি আয়ের পরিমাণ ছিল ৩৮১ কোটি ২৩ লাখ ডলার। গতকাল সোমবার রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) হালনাগাদ প্রতিবেদনে এসব তথ্য উঠে এসেছে।

বিশ্লেষকরা বলছেন, এতে করে বৈশ্বিক বাজারে দেশের রপ্তানি খাতের ওপর আস্থা ও নির্ভরতা বাড়ছে। এ ছাড়া বিশ্বের বড় বড় সবুজবান্ধব কারখানা এখন বাংলাদেশে। তবে সম্প্রতি ট্রাম্প প্রশাসনের শুল্ক যুদ্ধ নিয়ে চিন্তায় পড়েছে দেশের ব্যবসায়ী গোষ্ঠী। শুল্কের প্রভাবে রপ্তানি চাহিদা কমার শঙ্কা রয়েছে তাঁদের মধ্যে। তাঁরা আশা করছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের বাণ্যি কূটনীতি এই বাধা অতিক্রম করতে পারবে। ইপিবির তথ্য অনুযায়ী, মার্চ মাসে তৈরি পোশাক খাতে আয় গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ১২.৪০ শতাংশ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৪৪ কোটি ৯৯ লাখ ডলারে। আর ২০২৪ সালের একই সময়ে এ আয় ছিল ৩০৬ কোটি ৯৪ লাখ ডলার। তৈরি পোশাক খাতের রপ্তানি আয়ের মধ্যে ১৮০ কোটি ৬৩ লাখ ডলার এসেছে নিটওয়্যার রপ্তানি থেকে, যা বছর ব্যবধানে ১২.৯৩ শতাংশ বেড়েছে। এ ছাড়া ১৬৪ কোটি ৩৬ লাখ ডলার এসেছে ওভেন পোশাক রপ্তানি থেকে, যা গত বছরের একই সময়ের তুলনায় বেড়েছে ১১.৮২ শতাংশ।

ইপিবির তথ্যানুযায়ী, মার্চে অন্যান্য উল্লেখযোগ্য খাতের মধ্যে হোম টেক্সটাইল, চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য রপ্তানি বেড়েছে। তবে কমেছে কৃষি পণ্য। হোম টেক্সটাইলের রপ্তানি আয় ৩.৩০ শতাংশ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯ কোটি ৯৬ লাখ ডলারে। আর চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যের রপ্তানি বেড়েছে ২২.৬৪ শতাংশ। মার্চে রপ্তানি হয়েছে ৯ কোটি ৪৫ লাখ ডলারের চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য। এ ছাড়া কৃষি পণ্যের রপ্তানি আয় ২৫.৭২ শতাংশ কমে দাঁড়িয়েছে ছয় কোটি ৪৫ লাখ ডলারে। ২০২৪ সালের একই সময়ে যা ছিল আট কোটি ৬৯ লাখ ডলার। এদিকে চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জুলাই-মার্চে বাংলাদেশ থেকে রপ্তানি হয়েছে তিন হাজার ৭১৯ কোটি ১৩ লাখ মার্কিন ডলারের পণ্য, যা গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ১০.৬৩ শতাংশ বেশি।

৯ মাসে রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ১০.৬৩ শতাংশ : এদিকে চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রথম ৯ মাসের (জুলাই-মার্চ) হিসাবে বাংলাদেশে এ সময়ে মোট রপ্তানি আয় হয়েছে তিন হাজার ৭১৯ কোটি মার্কিন ডলার। যেখানে পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে তিন হাজার ৩৬১ কোটি ডলারের তুলনায় ১০.৬৩ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে, ২০২৫ সালের মার্চ মাসে ৪২৫ কোটি ডলার রপ্তানি আয় হয়েছে, যা ২০২৪ সালের মার্চের ৩৮১ কোটি ডলারের তুলনায় ১১.৪৪ শতাংশ প্রবৃদ্ধি। প্রথাগতভাবে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক (আরএমজি) খাত তার শীর্ষস্থান ধরে রেখেছে। চলতি অর্থবছরের জুলাই-মার্চ এই ৯ মাসে তৈরি পোশাক রপ্তানি খাত থেকে তিন হাজার ২৪ কোটি ৬৩ লাখ ডলার আয় হয়েছে, যা গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ১০.৮৪ শতাংশ বৃদ্ধির প্রতিফলন। এর মধ্যে শুধু মার্চেই এই খাতে রপ্তানি আয় দাঁড়িয়েছে ৩৪৫ কোটি ডলার, যা গত বছরের মার্চে ছিল ৩০৭ কোটি ডলার। এ হিসাবে ১২.৪০ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়েছে। তৈরি পোশাক ছাড়াও আরো বেশ কয়েকটি খাত সামগ্রিক রপ্তানি বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে।

জানতে চাইলে তৈরি পোশাক খাতের শীর্ষ সংগঠন বিজিএমইএ সাবেক সভাপতি মো. ফারুক হাসান কালের কণ্ঠকে বলেন, 'নানা প্রতিকূলতার পরও রপ্তানিতে ইতিবাচক প্রবৃদ্ধি ধরে রেখেছে তৈরি পোশাক শিল্প। সবুজবান্ধব কারখানা বিনিয়োগ, ইতিবাচক ব্র্যান্ডিং বৈশ্বিক বাজারে দেশের রপ্তানি খাতের ওপর আস্থা ও নির্ভরতা বেড়েছে। তবে সম্প্রতি ট্রাম্প প্রশাসনের শুল্ক যুদ্ধ নিয়ে কিছুটা উদ্বিগ্ন। আমাদের আশা, অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান ড. মুহাম্মদ ইউনূসের বাণিজ্য কূটনীতি এই বাধাও অতিক্রম করে যাবে।'

প্রথম আলো • রোববার, ২৭ এপ্রিল ২০২৫,

দেশি বিনিয়োগে বেশি কর্মসংস্থান, বিদেশি বিনিয়োগে বেশি উৎসাহ

বিডার বিনিয়োগ পরিসংখ্যান

প্রতীক বর্ধন, ঢাকা

কর্মসংস্থানের প্রধান চালিকা শক্তি বিনিয়োগ। যত বেশি বিনিয়োগ, তত বেশি উৎপাদন এবং সেই অনুপাতে তৈরি হয় কর্মসংস্থান। বাংলাদেশে এই বিনিয়োগের ক্ষেত্রে দেশি-বিদেশি উভয় ধরনের বিনিয়োগই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তবে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (বিডা) পরিসংখ্যান বলছে, কর্মসংস্থান তৈরিতে বিদেশি বিনিয়োগের চেয়ে দেশীয় বিনিয়োগের অবদান বেশি।

যদিও বিদেশি বিনিয়োগকারীরা তুলনামূলকভাবে বেশি সুযোগ-সুবিধা পান, এই অভিযোগ রয়েছে। এ নিয়ে দেশি বিনিয়োগকারীদের মধ্যেও আছে হতাশা। তা সত্ত্বেও বিদেশি বিনিয়োগের প্রয়োজনীয়তা আছে বলে মনে করেন বিশ্লেষকেরা। কারণ, বিদেশি বিনিয়োগে কর্মসংস্থান কম হলেও নতুন প্রযুক্তি জ্ঞান, শোভন কর্মসংস্থান, মানসম্মত পণ্য তৈরিতে বিদেশি প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ ধরনের বিনিয়োগে প্রতিযোগিতাও বৃদ্ধি পায়।

বিডার বিনিয়োগবিষয়ক পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০০৯-১০ সালে প্রায় ৩৯৩ কোটি মার্কিন ডলারের দেশি বিনিয়োগের বিপরীতে কর্মসংস্থান হয়েছে ২ লাখ ৯১ হাজার ৪১৮ জনের। একই বছর ৮৯ কোটি ডলারের বিদেশি বিনিয়োগের বিপরীতে কর্মসংস্থান হয় ৩৯ হাজার ২৪৫ জনের। আর ২০২০-২১ সালে ৬৬৬ কোটি ৬৯ লাখ ডলারের দেশি বিনিয়োগের বিপরীতে কর্মসংস্থান হয়েছে ১ লাখ ৬০ হাজার ১০০ জনের। তার বিপরীতে প্রায় ১০৬ কোটি ডলারের বিদেশি বিনিয়োগের বিপরীতে কর্মসংস্থান হয় ২০ হাজার ৬৮৬ জনের। ২০০৯-১০ থেকে ২০২০-২১ সাল পর্যন্ত মোট ১২ বছরে ১০ হাজার ৫৭৫ কোটি ডলারের স্থানীয় বিনিয়োগের বিপরীতে কর্মসংস্থান হয়েছে প্রায় ২৮ লাখ ১৮ হাজার জনের। একই সময় ৫ হাজার ৯৪৩ কোটি ডলারের বিদেশি বিনিয়োগের বিপরীতে কর্মসংস্থান হয় প্রায় ৫ লাখ ৪৬ হাজার জনের।

বিডার তথ্য অনুযায়ী, বিদেশি বিনিয়োগে এ দেশে আনুষ্ঠানিক খাতে একজনের কর্মসংস্থানে ৯৩ হাজার ৪২৮ ডলার বিনিয়োগ করতে হয়। তার বিপরীতে একজনের কর্মসংস্থান তৈরিতে স্থানীয় বিনিয়োগ লাগে ৩৭ হাজার ৫২৮ ডলার। অর্থাৎ একজনের কর্মসংস্থানে দেশি বিনিয়োগের তুলনায় বিদেশি বিনিয়োগ লাগে আড়াই গুণ বেশি।

বিদেশি বিনিয়োগে কম কর্মসংস্থান হলেও বিদেশি বিনিয়োগের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে বলে মনে করেন বিশ্লেষকেরা। তাঁরা বলছেন, বিদেশি বিনিয়োগে দেশীয় পণ্যের আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশের সুযোগ বাড়ে। রপ্তানি বৃদ্ধি পায়। অবকাঠামো উন্নয়ন হয়। তাই দেশি বা বিদেশি বিনিয়োগ কখনো একে অপরের প্রতিপক্ষ নয়, বরং পরিপূরক।

কোন বিনিয়োগে কত কর্মসংস্থান

অর্থবছর	দেশি বিনিয়োগ	কর্মসংস্থান	বিদেশি বিনিয়োগ	কর্মসংস্থান
২০০৯-১০	৩৯৩.১০	২,৯১,৪১৮	৮৯	৩৯,২৪৫
২০১০-১১	৭৭৪.৮	৪,৩২,৩৭২	৫১০.৪	৭১,২৯০
২০১১-১২	৫৫৯.৯	২,৬৮,৮৭১	২৭৩.৩	৪০,৮৩৮
২০১৩-১৪	৬৩৯.২৩	১,৯৯,৫০০	২৩৮.৩২	২৫,৪৪৩
২০১৪-১৫	১,১৬৮.৩১	২,০৯,১০৬	১০৩.২৪	১৭,৩০৫
২০১৫-১৬	১,২০০.৮০	২,৩২,৬১৪	১৯৬.১	৩৩,৮৭৮
২০১৬-১৭	১,২৪৯.৪২	২,২০,৯৬২	১,০৭৫.৬	৫৭,১১৯
২০১৭-১৮	১,৫৩৩.৩৭	২,৬০,৫৫৫	১,০৩১.৬২	২৬,৯৯১
২০১৮-১৯	৮৪০.৯২	১,৩২,৯৩৮	৫২৫.৩২	৩৩,২১৯
২০১৯-২০	৮৮০.৩৫	৮২,৯৩১	৪৯৮.৪৯	৫৫,২৪৬
২০২০-২১	৬৬৬.৯০	১,৬০,১০০	১০৫.৮৪	২০,৬৮৬
মোট :	১০,৫৭৫.০৬	২৮,১৭,৯০২	৫,০৯৪.১৩	৫,৪৫,৮৭৫

বিনিয়োগ হিসাব কোটি ডলারে, কর্মসংস্থান সংখ্যায়

সূত্র : বিডা

বিদেশি বিনিয়োগের দুরবস্থা

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে (জুলাই থেকে ডিসেম্বর) দেশে প্রকৃত বিদেশি বিনিয়োগ (এফডিআই) এসেছে ২১ কোটি ৩০ লাখ ডলারের। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের একই সময়ে যার পরিমাণ ছিল ৭৪ কোটি ৪০ লাখ ডলার। সেই হিসাবে এক বছরের ব্যবধানে প্রকৃত বিদেশি বিনিয়োগ ৫৩ কোটি ১০ লাখ ডলার বা ৭১ শতাংশের বেশি কমেছে।

বিশ্লেষকেরা বলেন, স্থানীয় বিনিয়োগ থেকে যে মুনাফা হয়, তা সাধারণত দেশেই থাকে এবং পুনর্বিনিয়োগ হয়। আর বিদেশি কোম্পানিগুলো মুনাফার একটি বড় অংশ নিজ দেশে ফেরত নিয়ে যায়। সেই কারণে স্থানীয় বিনিয়োগে যে পরিমাণ কর্মসংস্থান হয়, বিদেশি বিনিয়োগে ততটা হয় না।

সম্প্রতি ঢাকায় অনুষ্ঠিত বিডার বিনিয়োগবিষয়ক সম্মেলনে আইএফসি প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বাংলাদেশে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে পাঁচটি বড় বাধা চিহ্নিত করা হয়। সেগুলো হচ্ছে বিদ্যুতের সমস্যা, অর্থায়নের সীমিত সুযোগ, দুর্নীতি, অনানুষ্ঠানিক খাতের আধিক্য ও উচ্চ করহার।

দেশি বিনিয়োগকারীদের সঙ্গে বৈষম্য

দেশের ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তাদের অভিযোগ, দেশে ব্যাংকঋণের সুদহার বেশি, যদিও বিদেশি বিনিয়োগকারীরা বিদেশ থেকে কম সুদে ঋণ আনতে পারেন। সেই সঙ্গে তাঁরা মুনাফা অন্য দেশে নিয়ে যেতে পারেন; বাংলাদেশের স্থানীয় বিনিয়োগকারীরা সাধারণত অন্য দেশে বিনিয়োগ করতে পারেন না। করতে চাইলে নানা সংস্থা থেকে অনুমোদন নিতে হয়। সেই কারণে বিদেশিদের তুলনায় দেশি উদ্যোক্তাদের বেশি প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হতে হয়।

এ বিষয়ে ঢাকা চেম্বারের সাবেক সভাপতি ও শাশা ডেনিমসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক শামস মাহমুদ বলেন, সম্প্রতি বিডা আয়োজিত বিনিয়োগ সম্মেলনে বিদেশি বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগ সমস্যার সমাধান নিয়ে নানা কথা বলা হয়েছে। এসব সমস্যা সমাধানে কিছু উদ্যোগও নেওয়া হয়েছে। কিন্তু স্থানীয় বিনিয়োগকারীদের সমস্যার সমাধানে এ ধরনের উদ্যোগ কম।

বর্তমানে দেশে সামগ্রিকভাবে যে পরিবেশ বিরাজ করছে, তা বিনিয়োগের জন্য অনুকূল নয় বলেই মনে করেন শামস মাহমুদ। তিনি বলেন, সম্প্রতি বিডা এত ঘটা করে বিনিয়োগ সম্মেলন করল, কিন্তু সেই সম্মেলনের পরপরই শিল্পে গ্যাসের দাম বাড়ানো হলো। এমনকি নতুন দামে গ্যাস দেওয়া হবে বলে অনেক দিন ধরে গ্যাসের নতুন সংযোগ দেওয়া হচ্ছে না।

অর্থনীতিবিদেরা বলছেন, স্থানীয় বিনিয়োগ না বাড়লে বিদেশি বিনিয়োগ বাড়বে না। স্থানীয় হোক বা বিদেশি হোক—বিনিয়োগের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও নীতি ধারাবাহিকতার নিশ্চয়তা খুবই জরুরি। দুটি ক্ষেত্রেই বাংলাদেশে সমস্যা রয়েছে। এ কারণে দীর্ঘদিন ধরে বিনিয়োগে স্থবিরতা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক সেলিম রায়হান বলেন, দেশের বিদ্যমান অস্থিতিশীল পরিবেশ বিনিয়োগের জন্য অনুকূল নয়। এ পরিস্থিতিতে দেশি বিনিয়োগকারীরা আস্থা না পেলে বিদেশি বিনিয়োগকারীরাও আস্থা পাবেন না। বিদ্যমান এই অনিশ্চয়তা থেকে উত্তরণে গণতান্ত্রিক উত্তরণের রূপরেখা প্রয়োজন বলে মত দেন সেলিম রায়হান। তিনি বলেন, সংস্কার কবে নাগাদ করা হচ্ছে, এরপর যাঁরা ক্ষমতায় আসবেন, তাঁরা বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে কী ব্যবস্থা নেবেন—এসব বিষয় বোঝার জন্য বিনিয়োগকারীরা মুখিয়ে আছেন।

কালের কণ্ঠ । শুক্রবার । ১৮ এপ্রিল ২০২৫

ইউরোপে পোশাক রপ্তানিতে প্রবৃদ্ধি ১১ শতাংশ

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

চলমান বৈশ্বিক বাণিজ্য যুদ্ধেও দেশের রপ্তানি আয়ে ইতিবাচক প্রবৃদ্ধি বিশ্ববাজারে বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানিকে আরো টেকসই করছে। তবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মতে, বাণিজ্য যুদ্ধের শঙ্কা থেকে সম্ভাবনা তৈরি করছে। ফলে প্রচলিত বাজারের পাশাপাশি অপ্রচলিত বাজারগুলোতে ইতিবাচক রপ্তানির ধারা অব্যাহত রয়েছে। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) ও তৈরি পোশাক প্রস্তুত ও রপ্তানিকারকদের সংগঠন বিজিএমইএর পরিসংখ্যানে এমন তথ্য উঠে এসেছে।

সম্প্রতি ইপিবি চলতি অর্থবছরের (২০২৪-২৫) জুলাই-মার্চ মাসের রপ্তানি পরিসংখ্যান প্রকাশ করেছে। এতে দেখা যায়, গত ৯ মাসে তৈরি পোশাক রপ্তানি থেকে মোট আয় হয়েছে তিন হাজার ২৫ কোটি ডলার। এ সময় প্রবৃদ্ধি হয়েছে প্রায় ১১ শতাংশ। এর আগের অর্থবছরের একই সময়ের আয় ছিল দুই হাজার ৭২৮ কোটি ৮৭ লাখ ডলার।

পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, দেশের পোশাক রপ্তানি আয়ের প্রায় ৫০ শতাংশের বাজার ইউরোপীয় ইউনিয়ন। এই বাজার থেকে আয় হয়েছে এক হাজার ৫০৭ কোটি ডলার। আর প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১১.৩১ শতাংশ। একক বড় বাজার যুক্তরাষ্ট্র থেকে আয় এসেছে ৫৭৩ কোটি ৮১ লাখ ডলার। এই বাজারের পোশাক খাতের রপ্তানি হিস্যা প্রায় ১৯ শতাংশ। অন্যতম আরেক বড় বাজার কানাডা থেকে এই সময় আয় হয়েছে ৯৬ কোটি ৩৮ লাখ ডলার। এ বাজারে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১৫.৬৬ শতাংশ। এই বাজারে দেশের পোশাক রপ্তানি আয়ের হিস্যা ৩.১৯ শতাংশ। এ ছাড়া যুক্তরাজ্যে থেকে এ সময় আয় হয়েছে ৩৩৬ কোটি ডলার, যা দেশের মোট পোশাক রপ্তানির ১১ শতাংশের বেশি।

প্রবৃদ্ধির পর্যালোচনায় দেখা যায়, ইইউতে তৈরি পোশাক রপ্তানি গত বছরের একই সময়ের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে ১১.৩১ শতাংশ বেড়েছে, যেখানে যুক্তরাষ্ট্র ১৭.২৩ শতাংশ এবং কানাডায় ১৫.৬৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে যুক্তরাজ্যে পোশাক রপ্তানি তুলনামূলক কম। এ সময় দেশটিতে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৪.১৪ শতাংশ। তথ্য অনুসারে দেখা যায়, ইইউর বাজারগুলোর মধ্যে জার্মানি গুরুত্বপূর্ণ বাজার হয়ে উঠেছে। এই বাজারে রপ্তানি হয়েছে ৩৮০ কোটি ডলার।

ইউরোপের অন্য বাজারগুলোর মধ্যে স্পেন থেকে এ সময় আয় এসেছে ২৬৫ কোটি ডলার, ফ্রান্স থেকে ১৬৫ কোটি ডলার, ইতালি থেকে ১১৭ কোটি ডলার, পোল্যান্ড থেকে ১২৬ কোটি ডলার এবং নেদারল্যান্ডস থেকে ১৬১ কোটি ডলারের আয় এসেছে। জার্মানির বাজারে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১০.৭২ শতাংশ, ফ্রান্সে ১০.৭৫

- ৯ মাসে পোশাক খাতে আয় হয়েছে ৩ হাজার ২৫ কোটি ডলার; প্রবৃদ্ধি ১১ শতাংশ
- একক বড় বাজার যুক্তরাষ্ট্র থেকে আয় এসেছে ৫৭৩ কোটি ৮১ লাখ ডলার

শতাংশ, নেদারল্যান্ডসে ২৩.১৫ শতাংশ, পোল্যান্ডে ১০.৩২ শতাংশ, ডেনমার্কে ১২.৮০ শতাংশ এবং সুইডেনে হয়েছে ১৯.৯৬ শতাংশ।

ইপিবির তথ্য অনুসারে ইউরোপ এবং আমেরিকার মতো বড় বাজারগুলো ছাড়া অপ্রচলিত বাজারগুলোতেও এ সময় সামগ্রিকভাবে ভালো প্রবৃদ্ধি হয়েছে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা মনে করেন, এসব বাজারে আরো ভালো করার সম্ভাবনা রয়েছে। গত ৯ মাসে এসব বাজারে প্রবৃদ্ধি হয়েছে প্রায় ৭ শতাংশ। আর মোট আয় হয়েছে ৫১২ কোটি ডলার, যা মোট রপ্তানির প্রায় ১৭ শতাংশ।

বাজারগুলোর মধ্যে জাপান একক শীর্ষ বাজার। এ বাজার থেকে আয় হয়েছে ৯৬ কোটি ডলার। এরপরে অস্ট্রেলিয়া থেকে আয় এসেছে ৬৫ কোটি ৩৬ লাখ ডলার এবং ভারত থেকে এসেছে ৫৩ কোটি ৫১ লাখ ডলার। তুরস্ক এবং মেক্সিকোর মতো দেশগুলোতেও রপ্তানি উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে, যথাক্রমে ৩৫ কোটি ৭২ লাখ ডলার এবং ২৫ কোটি ১২ লাখ ডলার। এ সময় ভারতে উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধি হয়েছে, যা ২০.৪৫ শতাংশ। এ ছাড়া জাপান ১০.০৬ শতাংশ, মেক্সিকো ২৩.৪৪ শতাংশ এবং তুরস্ক ৩২.৫৪ শতাংশ। এই সময় জাপান, অস্ট্রেলিয়া, ভারত, তুরস্ক এবং মেক্সিকোতে ইতিবাচক প্রবৃদ্ধি থাকলেও রাশিয়া, কোরিয়া, সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং মালয়েশিয়ায় রপ্তানি হ্রাস পেয়েছে। সংযুক্ত আরব আমিরাত ও কোরিয়ায় নেতিবাচক প্রবৃদ্ধি হয়েছে।

বণিক বার্তা । বৃহস্পতিবার, এপ্রিল ১০, ২০২৫

বাংলাদেশের পোশাক শিল্পে ১৫ কোটি ডলার বিনিয়োগ করবে চীনের হান্দা ইন্ডাস্ট্রিজ

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

বাংলাদেশে পোশাক শিল্পে ১৫ কোটি ডলার বিনিয়োগ করবে চীনের পোশাক প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান হান্দা ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড। কোম্পানিটি অর্থনৈতিক অঞ্চলের অধীনে টেক্সটাইল ও ডায়িং খাতে ১০ কোটি ডলার এবং রফতানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলের অধীনে পোশাক শিল্পে ৫ কোটি ডলার বিনিয়োগ করবে।

এ উপলক্ষে গতকাল রাজধানীর হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এ সময় বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) ও বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষের (বেজা) নির্বাহী চেয়ারম্যান চৌধুরী আশিক মাহমুদ বিন হারুন এবং হান্দা (ঢাকা) টেক্সটাইল কোম্পানি লিমিটেডের চেয়ারম্যান হেং জেলি নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সমঝোতা স্মারকে (এমওইউ) স্বাক্ষর করেন।

> কোম্পানিটি অর্থনৈতিক অঞ্চলের অধীনে টেক্সটাইল ও ডায়িং খাতে ১০ কোটি ডলার এবং রফতানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলের অধীনে পোশাক শিল্পে ৫ কোটি ডলার বিনিয়োগ করবে

জানা গেছে, বাংলাদেশের পোশাক শিল্প ও টেক্সটাইল খাতের বিনিয়োগ কার্যক্রমকে উৎসাহিত করতে চায় হান্দা চীনের ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড। কোম্পানিটি দুই ভ্রাতৃপ্রতিম দেশের মধ্যে প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগের (এফডিআই) প্রসার এবং দ্বিপক্ষীয় অর্থনৈতিক সম্পর্ক বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অনুমোদন ও আইনি শর্ত পূরণে আগ্রহ প্রকাশ করেছে।

হান্দা ইন্ডাস্ট্রিজ কোম্পানি লিমিটেড সংক্ষেপে হান্দা ইন্ডাস্ট্রিজ নামে পরিচিত। এটি চীনভিত্তিক একটি ব্যক্তিমালিকানাধীন কোম্পানি, যা টেক্সটাইল ও পোশাক শিল্প ব্যবসার সঙ্গে জড়িত। হান্দা ইন্ডাস্ট্রিজ পোশাক তৈরিতে উন্নতমানের উপকরণ ও পোশাক উৎপাদনে ওয়ান স্টপ সার্ভিস দিচ্ছে।

১৯৯৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হান্দা ইন্ডাস্ট্রিজের অধীনে একাধিক সহায়ক প্রতিষ্ঠান রয়েছে, যা ওয়েফট নিটেড কাপড়, বুননের রঙ ও ফিনিশিং, পোশাকের নকশা এবং উৎপাদন নিয়ে গবেষণা ও উন্নয়নে কাজ করে চলেছে।

বছরের পর বছর ধরে উদ্ভাবন, নিষ্ঠা, সততা ও গ্রাহককে প্রাধান্য দিয়ে কাজ করছে হান্দা ইন্ডাস্ট্রিজ। প্রায় ৩০ বছরের কঠোর পরিশ্রম, ধারাবাহিক উদ্ভাবন এবং বিন্যাসের মাধ্যমে হান্দা একটি ছোট ও মাঝারি আকারের উদ্যোগ থেকে শক্তিশালী উদ্যোগে রূপান্তরিত হয়েছে। চীন, জাপান, যুক্তরাষ্ট্র, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, আফ্রিকাসহ বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে এর উৎপাদন ও বিপণন কেন্দ্র রয়েছে। এতে প্রায় ১০ হাজারের বেশি কর্মী কাজ করেন এবং বার্ষিক আয় ৩০ কোটি মার্কিন ডলারেরও বেশি।

দৈনিক ইত্তেফাক
শনিবার
২৯ চৈত্র ১৪৩১, ১২ এপ্রিল ২০২৫

যুক্তরাষ্ট্রের শুল্ক স্থগিতের ঘোষণায় সাময়িক স্বস্তিতে পোশাক খাত

বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্রের তৃতীয় বৃহত্তম পোশাক রপ্তানিকারক। ২০২৪ সালে বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্রে ৭ দশমিক ২ বিলিয়ন ডলারের পোশাক রপ্তানি করেছে

অর্থনীতি রিপোর্ট

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দেশে দেশে পালটা শুল্ক আরোপ ৯০ দিন স্থগিতের ঘোষণা দেওয়ায় বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানিকারকরা কিছুটা স্বস্তিতে আছেন। বুধবার এই স্থগিতাদেশ আসে। বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতির (বিজিএমইএ) সূত্রে জানা গেছে, এই বিরতি বাংলাদেশকে প্রস্তুতির জন্য যথেষ্ট সময় দিচ্ছে। পোশাক রপ্তানিকারকরা জানান, তবে দীর্ঘ মেয়াদে এই শিল্পের ভবিষ্যৎ নির্ভর করবে আগামী ৯০ দিনে বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে কতটা কার্যকরভাবে দরকষাকষি করতে পারছে এর ওপর। প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস সামাজিকমাধ্যম এক্স-এ তাদের অনুরোধে সাড়া দিয়ে শুল্ক আরোপ ৯০ দিনের জন্য স্থগিত করায় প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। তিনি লিখেন, 'আমরা আপনার বাণিজ্যনীতির সমর্থনে আপনার প্রশাসনের সঙ্গে কাজ চালিয়ে যাব।' বেশ কয়েক জন পোশাক কারখানার মালিক জানিয়েছেন, আগামী ৯০ দিনের বিরতিতে তারা স্বস্তি পেয়েছেন। তবে উদ্বেগ থেকেই গেছে। ট্রাম্প ঘোষিত শুল্ক ৯০ দিন পর কার্যকর হলে বাংলাদেশের ৪০ বিলিয়ন ডলারের পোশাকশিল্প সংকটে পড়বে। কারণ যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে রপ্তানিকারকদের ৫৩ দশমিক পাঁচ শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক গুনতে হবে। সেই ঘোষণায় ২০ শতাংশের কম মার্কিন তুলার টি-শার্টে শুল্ক ছিল সাড়ে ১৬ শতাংশ। সর্বশেষ ৩৭ শতাংশ শুল্ক আগের শুল্কের সঙ্গে যোগ হওয়ায় তা ৫৩ দশমিক পাঁচ শতাংশে পৌঁছাবে বলে জানিয়েছেন কয়েকটি শীর্ষ পোশাক কারখানার মালিক। তারা আরো জানান, বাংলাদেশে তৈরি বেশির ভাগ পোশাকে ২০ শতাংশেরও কম মার্কিন তুলা ব্যবহার করা হয়। গত ২ এপ্রিল হোয়াইট হাউজ থেকে এক আদেশে বলা হয়, 'শুল্কের (নতুন) হার, অন্যান্য শুল্ক, ফি, কর বা চার্জের বাইরে। পণ্যভেদে শুল্কের হার ভিন্ন হবে। কারখানা মালিকরা গড় ৫০ শতাংশের মতো শুল্ক হারে আশঙ্কা করছেন।

যুক্তরাষ্ট্রে আমদানি করা ১০৫ বিলিয়ন ডলারের পোশাক বাজারের ৯ দশমিক ৩ শতাংশ বাংলাদেশের দখলে। বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্রের তৃতীয় বৃহত্তম পোশাক রপ্তানিকারক। ২০২৪ সালে বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্রে ৭ দশমিক ২ বিলিয়ন ডলারের পোশাক রপ্তানি করেছে। চীনা পণ্যের ওপর শুল্ক বহাল থাকায় চীন ইউরোপের বাজারে সস্তা কাপড়ের রপ্তানি বাড়াতে পারে। এটি বাংলাদেশি রপ্তানিকারকদের জন্য আরেকটি সমস্যা হতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন সংশ্লিষ্টরা। রপ্তানিকারকরা বলছেন, সরকারের উচিত মার্কিন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে নিবিড় আলোচনা শুরু করা। যুক্তরাষ্ট্রে বিক্রি কমে যাওয়ার আশঙ্কায় এক বিদেশি ক্রেতা আগের কার্যাদেশ অর্ধেকে নামিয়ে এনেছেন। বাংলাদেশি পণ্যের ওপর শুল্ক আরোপ ৯০ দিনের বিরতি চেয়ে গত সোমবার প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের কাছে চিঠি দেন ড. ইউনূস। বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের ১০০ পণ্য আমদানিতে শুল্ক সুবিধা চেয়ে বাণিজ্য প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত জেমিসন গ্রিয়ারকে আলাদা চিঠি দিয়েছেন বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন। তিনি চিঠিতে লিখেছেন, আমাদের শুল্ক তালিকায় ১৯০টি পণ্য শূন্য বা শুল্ক মুক্ত সুবিধা পাচ্ছে এবং আরো ১০০টি পণ্যকে এ তালিকাভুক্ত করার বিবেচনায় রাখা হয়েছে। বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে বাণিজ্য ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে যেসব বাধা রয়েছে, সেগুলো চিহ্নিত ও দূরীকরণে যৌথভাবে কাজ করতে উভয় দেশের মধ্যে ২০১৩ সালের ২৫ নভেম্বর বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সহযোগিতা ফোরাম চুক্তি (টিকফা) সই হয়। বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের পণ্য রপ্তানিতে যদি কোনো প্রতিবন্ধকতা থাকে, তাহলে সেটি দূর করতে আমরা উন্মুক্ত আলোচনা ও সহযোগিতার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
মঙ্গলবার ॥ ২২ এপ্রিল ২০২৫ ॥ ৯ বৈশাখ ১৪৩২

যুক্তরাষ্ট্রের শুল্ক বৃদ্ধিতে খুলতে পারে রপ্তানির নতুন দুয়ার

নিজস্ব প্রতিবেদক

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের শুল্ক বৃদ্ধি বাংলাদেশের জন্য যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি সম্প্রসারণের দরজা খুলে দিতে পারে বলে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (ডব্লিওটিও) পর্যবেক্ষণে বলা হয়েছে। ডব্লিওটিও সচিবালয়ের সর্বশেষ গ্লোবাল ট্রেড আউটলুক ও পরিসংখ্যান প্রতিবেদনে এ পর্যবেক্ষণ তুলে ধরা হয়েছে।

পর্যবেক্ষণে বলা হয়েছে, স্বল্পোন্নত দেশগুলো (এলডিসি) তাদের রপ্তানি দেখতে পাবে। কিছু স্বল্পোন্নত দেশ, যেমন- কম্বোডিয়া, বাংলাদেশ ও লেসোথো যুক্তরাষ্ট্রে তাদের রপ্তানি সম্প্রসারণ করতে পারে। কেননা তাদের রপ্তানি এমন পণ্যের ওপর নির্ভরশীল, যার একটি বড় অংশ চীন থেকে যুক্তরাষ্ট্র আমদানি করে। যেমন- পোশাক, টেক্সটাইল ও ইলেকট্রনিক সরঞ্জাম। প্রতিবেদন অনুসারে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের পাল্টা শুল্ক স্থগিতাদেশ অব্যাহত থাকলে চলতি বছরে বিশ্ব পণ্য বাণিজ্যের পরিমাণ শূন্য দশমিক ২ শতাংশ হ্রাস পেতে পারে। তবে পরিস্থিতির অবনতি হলে বাণিজ্যের পরিমাণ আরও দেড় শতাংশ হ্রাস পেতে পারে।

শুল্ক বৃদ্ধি ও বাণিজ্যনীতি অনিশ্চয়তার (টিপিইউ) কারণে বিশ্ব বাণিজ্যের সম্ভাবনা তীব্রভাবে অবনতি হয়েছে। এতে আরও বলা হয়েছে, ১৪ এপ্রিল পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের 'পাল্টা শুল্ক' স্থগিতকরণসহ গৃহীত পদক্ষেপের ভিত্তিতে ২০২৫ সালে বিশ্ব পণ্য বাণিজ্যের পরিমাণ শূন্য দশমিক ২ শতাংশ হ্রাস পাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে, যা ২০২৬ সালে ২ দশমিক ৫ শতাংশের সামান্য পুনরুদ্ধারের ইঙ্গিত দেবে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২৫ সালের জন্য নতুন প্রাক্কলন সাম্প্রতিক নীতি পরিবর্তন ছাড়া যে পরিমাণ হতো, তার চেয়ে প্রায় ৩ শতাংশ পয়েন্ট কম হবে। বছরের শুরু থেকে একটি উল্লেখযোগ্য বিপরীত চিত্র চিহ্নিত করে, যখন ডব্লিউটিওর অর্থনীতিবিদরা আশা করেছিলেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে ২০২৫ সালে সামষ্টিক অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতির মাধ্যমে অব্যাহত বাণিজ্য সম্প্রসারণ দেখা যাবে। প্রতিবেদন অনুসারে, পূর্বাভাসের ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক বর্তমানে স্থগিত পাল্টা শুল্ক বাস্তবায়নে এবং মার্কিন-সংযুক্ত বাণিজ্য সম্পর্কের বাইরে বাণিজ্যনীতির অনিশ্চয়তার বিস্তৃত বিস্তার। এতে আরও বলা হয়েছে, যদি পাল্টা শুল্ক কার্যকর করা হয়, তাহলে বিশ্ব পণ্য বাণিজ্য বৃদ্ধি অতিরিক্ত শূন্য দশমিক ৬ শতাংশ পয়েন্ট কমিয়ে দেবে, যা স্বল্পোন্নত দেশগুলোর জন্য বিশেষ ঝুঁকি তৈরি করবে, যেখানে বাণিজ্যনীতি অনিশ্চয়তার (টিপিও) বিস্তার আরও শূন্য দশমিক ৮ শতাংশ কমিয়ে দেবে। একসঙ্গে পাল্টা শুল্ক ও টিপিওর বিস্তার চলতি বছরে বিশ্ব পণ্য বাণিজ্যের পরিমাণ দেড় শতাংশ হ্রাস করবে। ডব্লিওটিও আরও উল্লেখ করেছে, বাণিজ্য নীতিতে সাম্প্রতিক পরিবর্তনের অভূতপূর্ব প্রকৃতি অর্থনৈতিক পূর্বাভাসকারীদের জন্য একটি চ্যালেঞ্জ তৈরি করেছে। কারণ সাম্প্রতিক ইতিহাসে সরাসরি তুলনামূলক এমন কোনো ঘটনা ঘটেনি। বর্তমানে যে তথ্য-উপাত্ত রয়েছে, তা পাল্টা শুল্কারোপের আগের।

ডব্লিওটিওর প্রতিবেদন সতর্ক করে দিয়েছে, যদিও পরিষেবা বাণিজ্য সরাসরি শুল্কের আওতাধীন নয়, তবে এটি প্রতিকূলভাবে প্রভাবিত হতে পারে।

এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, পণ্য বাণিজ্যে শুল্ক বৃদ্ধির ফলে পরিবহন ও সরবরাহের মতো সংশ্লিষ্ট পরিষেবার চাহিদা কমে যায়। অন্যদিকে বৃহত্তর অনিশ্চয়তা ভ্রমণের ওপর বিবেচনামূলক ব্যয়কে হ্রাস করে এবং বিনিয়োগ-সম্পর্কিত পরিষেবাগুলোকে ধীর করে দেয়। সুতরাং বাণিজ্যিক পরিষেবাগুলোতে বিশ্বব্যাপী বাণিজ্যের পরিমাণ চলতি বছরে ৪ শতাংশ এবং ২০২৬ সালে ৪ দশমিক ১ শতাংশ বৃদ্ধি পেতে পারে, যা ৫ দশমিক ১ শতাংশে এবং ৪ দশমিক ৮ শতাংশের বেস লাইন অনুমানের অনেক কম।

উল্লেখ্য, প্রথমবারের মতো ডব্লিওটিওর গ্লোবাল ট্রেড আউটলুক ও পরিসংখ্যান প্রতিবেদনে পরিষেবা বাণিজ্যের জন্য পূর্বাভাস অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এখন পর্যন্ত এটি পণ্যদ্রব্য বাণিজ্যের অনুমানের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হয়েছে।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, 'যুক্তরাষ্ট্র-চীন বাণিজ্যে ব্যাঘাতের ফলে 'উল্লেখযোগ্য বাণিজ্য বিচ্যুতি ঘটতে পারে, যা চীনের কাছ থেকে প্রতিযোগিতা বৃদ্ধির বিষয়ে তৃতীয় বাজারগুলোর মধ্যে উদ্বেগ তৈরি করবে।' বাণিজ্য পুনর্নির্দেশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উত্তর আমেরিকার বাইরের সব অঞ্চলে চীনা পণ্য রপ্তানি ৪ শতাংশ থেকে ৯ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, একই সময় চীন থেকে টেক্সটাইল, পোশাক ও বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের মতো খাতে মার্কিন আমদানি তীব্র হ্রাস পাবে বলে আশা করা হচ্ছে, যা অন্যান্য সরবরাহকারীদের জন্য শূন্যতা পূরণ করতে সক্ষম নতুন রপ্তানি সুযোগ তৈরি করবে। ডব্লিওটিওর প্রতিবেদনে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, বাণিজ্য সম্ভাবনার সাম্প্রতিক মন্দা ২০২৪ সালে একটি শক্তিশালী কর্মক্ষমতার পরে এসেছে, যখন বিশ্ব পণ্যদ্রব্য বাণিজ্যের পরিমাণ ২ দশমিক ৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বাণিজ্যিক পরিষেবা বাণিজ্য ৬ দশমিক ৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

প্রতিবেদন অনুসারে, বাজার বিনিময় হারে বিশ্বব্যাপী জিডিপি ২ দশমিক ৮ শতাংশ বৃদ্ধি পাওয়ায় ২০১৭ সালের পর (মহামারি পরবর্তী প্রত্যাবর্তন বাদে) এটিই প্রথম বছর, যখন পণ্য বাণিজ্যের প্রবৃদ্ধি উৎপাদনকে ছাড়িয়ে গেছে। ডব্লিওটিওর অর্থনীতিবিদরা আশা করছেন, ২০২৫ সালে বাজার বিনিময় হারে বিশ্ব জিডিপি ২ দশমিক ২০ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে। মূল্যের দিক থেকে, বিশ্ব পণ্য রপ্তানি ২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ২৪ দশমিক ৪৩ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে, যা গড় রপ্তানি ও আমদানি মূল্যের হ্রাস নির্দেশ করে। আবার বাণিজ্যিক পরিষেবা রপ্তানির ৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৮ দশমিক ৬৯ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে, যা বিভিন্ন ক্ষেত্রে শক্তিশালী চাহিদা প্রতিফলিত করে।

বণিক বার্তা রোববার, এপ্রিল ২০, ২০২৫

পোশাক শিল্প মালিকদের একাংশের দাবি

মার্কিন শুল্ক প্রত্যাহার না হলে মাসে গুনতে হবে ২৫০ মিলিয়ন ডলার

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশী রফতানি পণ্যের ওপর ৩৭ শতাংশ শুল্ক আরোপের ঘোষণা ৯০ দিনের জন্য স্থগিত করেছে মার্কিন প্রশাসন। এ শুল্ক পুরোপুরি প্রত্যাহার না হলে দেশের তৈরি পোশাক খাতকে প্রতি মাসে গড়ে ২৫০ মিলিয়ন ডলার শুল্ক পরিশোধ করতে হবে দাবি করেছেন পোশাক শিল্প মালিকরা। তাই মার্কিন শুল্ক প্রত্যাহারের জন্য অন্তর্বর্তী সরকারকে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের সঙ্গে আলোচনা করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন ব্যবসায়ী প্রতিনিধিরা।

বিজিএমইএর ২০২৫-২৭ মেয়াদের নির্বাচন উপলক্ষে গতকাল রাজধানীর উত্তরায় সম্মিলিত পরিষদের নির্বাচনী অফিস উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বক্তারা এ কথা বলেন।

অনুষ্ঠানে সম্মিলিত পরিষদের প্যানেল লিডার মো. আবুল কালাম বলেন, 'যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে আমাদের পণ্য রফতানিতে ৩৭ শতাংশ শুল্ক ৯০ দিনের জন্য স্থগিত হওয়া নিঃসন্দেহে একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ।' এজন্য মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে চিঠি দেয়ায় অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে ধন্যবাদ জানান তিনি। তবে শুল্ক পুরোপুরি প্রত্যাহার না হওয়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করে এ ব্যবসায়ী নেতা বলেন, '৯০ দিনের সময়সীমা শেষে আমরা যেন আবারো এ শুল্কের মুখোমুখি না হই, এজন্য কূটনৈতিক তৎপরতার পাশাপাশি ড. ইউনূস যেন সরাসরি মার্কিন প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।'

তিনি আরো বলেন, 'চূড়ান্তভাবে শুল্ক প্রত্যাহার না হলে তৈরি পোশাক খাতকে প্রতি মাসে গড়ে অতিরিক্ত ২৫০ মিলিয়ন ডলার শুল্ক দিতে হবে। এ খাতের উদ্যোক্তারা গড়ে ৩-৪ শতাংশের বেশি মুনাফা করতে পারেন না। এমন পরিস্থিতিতে ৩৭ শতাংশ শুল্ক দিলে এক হাজারের মতো প্রতিষ্ঠানের টিকে থাকা অসম্ভব হয়ে পড়বে।'

তিনি জানান, সাধারণত শুল্ক পরিশোধের দায়িত্ব ক্রেতার হলেও বর্তমান বায়িং প্যাটার্ন অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে, ক্রেতারা অতিরিক্ত খরচ সরবরাহকারীর ওপর চাপিয়ে দিচ্ছেন।

অনুষ্ঠানে বিজিএমইএর সাবেক সভাপতি ও সম্মিলিত পরিষদের প্রধান সমন্বয়কারী ফারুক হাসান বলেন, 'আমরা যে শিল্পের ধারাবাহিক সাফল্য দেখছি, তার পেছনে সম্মিলিত পরিষদের অবদান অপরিসীম।' এ সময় তিনি এলডিসি উত্তরণের সময়সীমা অন্তত তিন বছর পিছিয়ে দেয়ার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে শুল্ক কাঠামো প্রসঙ্গে ফারুক হাসান বলেন, 'যদি শুল্ক আরোপ পারস্পরিক হতো, তবে আমাদের ওপর শুল্ক আরো কমে যেত। বাস্তবতা হলো, তারা বাণিজ্য ঘাটতি কমাতে শুল্কারোপ করেছে। শুধু আমদানি বাড়িয়ে বাণিজ্য ঘাটতি সমাধান সম্ভব নয়। তবে আমরা আমদানি বাড়াতে আগ্রহী। তাই বর্তমান সরকারকে এ বিষয়ে কোনো অযাচিত প্রতিশ্রুতি না দেয়ার অনুরোধ জানাই।'

এ সময় সম্মিলিত পরিষদের সভাপতি কাজী মনিরুজ্জামান বিজিএমইএর আগামী নির্বাচনে জয়লাভে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য দেন বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা জয়নুল আবেদিন ফারুক, বাংলাদেশ গার্মেন্টস বায়িং হাউজ অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মোফাজ্জল হোসেন পাভেল, বিজিএমইএর সহায়ক কমিটির সদস্য আসিফ আশরাফ এবং বাংলাদেশ অ্যাপারেল ইয়ুথ লিডারস অ্যাসোসিয়েশনের (বায়লা) সভাপতি আবরার হোসেন সায়েম।

দেশ রূপান্তর মঙ্গলবার, ২২ এপ্রিল ২০২৫

দুবাইয়ের 'কালো বিড়াল' মালয়েশিয়ার শ্রমবাজারে

- ১২ লাখ শ্রমিকের যাত্রা অনিশ্চিত
- নথি তলব করেছে দুদক

নিজস্ব প্রতিবেদক

মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশের শ্রমবাজার ধ্বংস করার জন্য আবার অপতৎপরতায় লিপ্ত শক্তিশালী একটি চক্র। আগামী ২১-২২ মে অনুষ্ঠিতব্য বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়ার মধ্যে নিরাপদ অভিবাসন ও কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণসহ মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশের শ্রমবাজার সম্পর্কিত তৃতীয় ওয়ার্কিং গ্রুপের সভার আগে এই চক্রটি নানা অপতৎপরতা শুরু করেছে। এতে মালয়েশিয়ায় আগামী ছয় বছরে প্রায় ১২ লাখ শ্রমিক পাঠানোর বিষয়টি অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। একই সঙ্গে সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের শ্রমবাজারেও তারা নানা অপতৎপরতা চলছে। এতে বাংলাদেশ বছরে প্রায় পাঁচ বিলিয়ন রাজস্ব হারানোর আশঙ্কা তৈরি হচ্ছে বলে সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন। ইতিমধ্যে দুদকে অভিযোগ পড়েছে সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে।

অভিযোগ উঠেছে, মালয়েশিয়ায় জনশক্তি রপ্তানি খাত ধ্বংস করার মিশনে নেমেছেন বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব রিক্রুটিং এজেন্সিসের (বায়রা) কিছু বহিষ্কৃত নেতা। তারা সৌদি আরবের পর বাংলাদেশি কর্মীদের জন্য দ্বিতীয় বৃহত্তম শ্রমবাজার মালয়েশিয়াকে ঘিরে দেশের ভেতরে নানা ধরনের নেতিবাচক বক্তব্য দিচ্ছে। ওইসব বক্তব্য গণমাধ্যমে প্রকাশিত হওয়ায় পুরো অভিবাসন প্রক্রিয়াটি বাধাগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

সংশ্লিষ্ট একাধিক ব্যবসায়ী জানান, যাদের অপতৎপরতায় শ্রমবাজারে নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে, তাদের অন্যতম হচ্ছে বায়রার সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ফখরুল ইসলাম। তার সহযোগী হিসেবে কাজ করছেন ধামাসী করপোরেশনের নোমান চৌধুরী। এই চক্রটি ফ্যাসিবাদের দোসর হিসেবে কাজ করছে। তারা বিতর্কিত সাবেক এমপি ফেনীর নিজাম হাজারীর প্রেসক্রিপশনে চলছেন। তার সঙ্গে আছেন একই জেলার আলাউদ্দিন নাসিম ও আবুল বাশার।

জানা গেছে, জনশক্তি রপ্তানি খাতে জাল-জালিয়াতির অভিযোগে জনশক্তি রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান মেসার্স হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্টের বিভিন্ন নথিপত্র তলব করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। প্রতিষ্ঠানটির কাছে সংযুক্ত আরব আমিরাতে কর্মী পাঠানোর বহির্গমন ছাড়পত্র দেওয়ার মূলকপি ও সত্যায়িত কপি চেয়েছে দুদক। এর আগে আমিরাতে শ্রমিক প্রেরণে মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ও দূতাবাসের সত্যায়নকৃত ডিমান্ড নোটের অপব্যবহার করায় এক বছরের জন্য কালো তালিকাভুক্ত হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট সেন্টারকে। প্রতিষ্ঠানটির স্বত্বাধিকারী ফখরুল ইসলাম মালয়েশিয়ায় জনশক্তি রপ্তানিতে বিপুল অঙ্কের অর্থ পাচার করেছেন। কিছুদিন আগে রাজধানীর পল্টন থানায় তার বিরুদ্ধে সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেছেন অন্য এক ব্যবসায়ী।

এসব অভিযোগের বিষয়ে ফখরুল ইসলাম বলেন, 'আমি সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে কথা বলি। এজন্য আমার বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালানো হচ্ছে।'

বায়রার মহাসচিব মুক্তিযোদ্ধা আলী হায়দার চৌধুরী বলেন, বায়রার নেতা পরিচয় দিয়ে ফখরুল ইসলাম ও তার সহযোগী নোমান চৌধুরীসহ কয়েকজন নেতা বিভিন্ন স্থানে মিথ্যা তথ্যসংবলিত স্মারকলিপিসহ অভিযোগ দিয়ে যাচ্ছেন। তাদের মূল লক্ষ্য শ্রমবাজার তথা দেশকে ক্ষতিগ্রস্ত করা।

শনিবার
১৩ বৈশাখ ১৪৩২
২৬ এপ্রিল ২০২৫
দৈনিক ইত্তেফাক

নতুন বাজারে তৈরি পোশাক রপ্তানি বাড়ছে

অর্থনীতি রিপোর্ট

নতুন বাজারে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রপ্তানি বাড়ছে। তবে নতুন বাজারে তৈরি পোশাক রপ্তানি বৃদ্ধির গতি ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ), যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার মতো বড় বাজারের তুলনায় বেশ কম। চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রথম ৯ মাসে (জুলাই-মার্চ) নতুন বাজারে ৫১২ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি হয়েছে। এ রপ্তানি গত অর্থবছরের একই সময়ে রপ্তানি হওয়া ৪৮০ কোটি ডলারের তুলনায় ৬ দশমিক ৬৬ শতাংশ বেশি। অথচ চলতি অর্থবছর এখন পর্যন্ত তৈরি পোশাক রপ্তানিতে ইইউতে ১১ শতাংশ, যুক্তরাষ্ট্রে ১৭ শতাংশ ও কানাডায় ১৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়েছে। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) তথ্য বিশ্লেষণ করে এমন তথ্য জানিয়েছে তৈরি পোশাকশিল্পের মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএ। তাদের দেওয়া তথ্যানুযায়ী, চলতি অর্থবছরের প্রথম ৯ মাসে ৩ হাজার ২৫ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি হয়েছে। এর মধ্যে ইইউতে ৫০, যুক্তরাষ্ট্রে ১৯, যুক্তরাজ্যে ১১, কানাডায় ৩ ও নতুন বাজারে ১৭ শতাংশে তৈরি পোশাক যায়।

নতুন বাজারের মধ্যে রাশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, মালয়েশিয়া ও সংযুক্ত আরব আমিরাত (ইউএই) তৈরি পোশাক রপ্তানি কমেছে। আবার অস্ট্রেলিয়া ও চীনে রপ্তানি প্রবৃদ্ধি হয়েছে খুবই কম। বাংলাদেশের পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে অপ্রচলিত সবচেয়ে বড় বাজার জাপান। চলতি অর্থবছরের প্রথম ৯ মাসে এ বাজারে বাংলাদেশ থেকে ৯৬ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি হয়েছে। এ রপ্তানি তার আগের বছরের তুলনায় ১০ শতাংশ বেশি। দ্বিতীয় বড় বাজার অস্ট্রেলিয়ায় চলতি অর্থবছরের জুলাই-মার্চ সময়ে ৬৫ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি হয়েছে। এ ক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধি ১ দশমিক ৯৭ শতাংশ।

ভারত বাংলাদেশের তৈরি পোশাকের তৃতীয় শীর্ষ নতুন বাজার। চলতি অর্থবছরের প্রথম ৯ মাসে দেশটিতে ৫৪ কোটি তৈরি পোশাক রপ্তানি হয়েছে। এ রপ্তানি গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ২০ দশমিক ৪৫ শতাংশ বেশি। চতুর্থ শীর্ষ নতুন বাজার তুরস্ক। চলতি অর্থবছরের প্রথম ৯ মাসে দেশটিতে ৩৫ কোটি ৭২ লাখ ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি হয়েছে। এ ক্ষেত্রে রপ্তানি বেড়েছে ৩২ দশমিক ৫৪ শতাংশ। তুরস্কের কাছাকাছি তৈরি পোশাক রপ্তানি হয়েছে দক্ষিণ কোরিয়ায়, ৩৫ কোটি ৫৪ লাখ ডলার। এ রপ্তানি গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ৪ দশমিক ৬৭ শতাংশে কম।

বিজিএমইএর তথ্যানুযায়ী, রাশিয়ার বাজারে তৈরি পোশাক রপ্তানি কমেছে ১০ দশমিক ৮৫ শতাংশ। চলতি অর্থবছরের জুলাই থেকে মার্চ পর্যন্ত ৯ মাসে এ বাজারে রপ্তানি হয়েছে ২৫ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক। গত বছরের একই সময়ে রপ্তানি হয়েছিল ২৮ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বিভিন্ন দেশের ওপর পালটা শুল্ক আরোপ করেছেন। এরই অংশ হিসেবে বাংলাদেশের পণ্যের ওপর বসেছে অতিরিক্ত ৩৭ শতাংশ। ট্রাম্প ৯০ দিনের জন্য পালটা শুল্ক স্থগিত করলেও ইতিমধ্যে ন্যূনতম ১০ শতাংশে পালটা শুল্ক কার্যকর হয়েছে। এমন প্রেক্ষাপটে পণ্য রপ্তানি বাড়াতে নতুন বাজারে জোর দেওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন দেশের বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদেরা। বিশ্লেষকরা বলছেন, এশিয়ায় বড় বাজার রয়েছে। চীন বছরে ২ হাজার ৮০০ বিলিয়ন ডলারের পণ্য আমদানি করে। ভারত আমদানি করে ৭৫০ কোটি ডলারের পণ্য। বাংলাদেশ এখন পর্যন্ত চীনে ১ বিলিয়ন ও ভারতে ২ বিলিয়ন ডলারের কম রপ্তানি করে। এ জায়গা মনোযোগ দেওয়া গেলে পণ্য ও বাজার বহুমুখী করার মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশের ওপর নির্ভরশীলতা কমানো সম্ভব।

যুগান্তর
শনিবার ১২ এপ্রিল ২০২৫
২৯ চৈত্র ১৪৩১

মালয়েশিয়ায় ৯৮ বাংলাদেশিসহ গ্রেফতার ২৮৮

মালয়েশিয়া প্রতিনিধি

মালয়েশিয়া অভিবাসন বিভাগ সাঁড়াশি অভিযান চালিয়ে ৯৮ বাংলাদেশিসহ ২৮৮ জন অবৈধ অভিবাসীকে গ্রেফতার করেছে। বৃহস্পতিবার সেলাঙ্গর রাজ্যের কাজাং স্টপওভার সেন্টারে অভিযান চালিয়ে এদের গ্রেফতার করা হয়েছে বলে ইমিগ্রেশন সূত্রে জানা গেছে।

মালয়েশিয়ান ইমিগ্রেশনের (অপারেশন) ডেপুটি ডিরেক্টর-জেনারেল, জাফরি এমবক তাহা এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার স্থানীয় সময় সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিটে ৯০টি প্রাঙ্গণসহ ছয়টি ব্লকে অভিযান চালানো হয়। এ সময় মোট ১,০৩৫ জনের কাগজপত্র পরীক্ষা করা হয়। যার মধ্যে ৭৮৫ জন বিদেশি এবং ২৫০ জন স্থানীয়।

এর মধ্যে যাদের বৈধ কোনো কাগজপত্র নেই তাদের গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারদের মধ্যে ২৪২ জন পুরুষ এবং ৪৬ জন মহিলা রয়েছেন। যাদের বয়স ১৮ থেকে ৬০ বছরের মধ্যে। গ্রেফতারদের মধ্যে বাংলাদেশ, ইন্দোনেশিয়া, মিয়ানমার, পাকিস্তান, নেপাল, ভারত, শ্রীলংকা এবং সুদানের নাগরিক রয়েছেন।

জাফরি বলেন, এলাকায় অভিযান প্রথমবারের মতো নয়, বরং সময়ে সময়ে ধারাবাহিকভাবে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সহায়তায় এমন অভিযান চালানো হবে।

সমকাল ■ রোববার। ২৭ এপ্রিল ২০২৫।

শিল্পে উৎপাদন ব্যাহত

■ চট্টগ্রাম ব্যুরো

দেশে ছোট-বড় ইস্পাত কারখানা অর্ধশত। এর ৬২ শতাংশ চট্টগ্রামে। শুধু ইস্পাত নয়; গার্মেন্ট সেক্টরেও ঢাকার পরে অবস্থান চট্টগ্রামের। সংকটে পড়ে গত সাত মাসে এসব কারখানার ৫০টি বন্ধ হয়ে গেছে। আর বিনিয়োগের পথে থাকা শতাধিক প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম থমকে গেছে।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, গ্যাস ও বিদ্যুতের সংকট এবং দাম বৃদ্ধির প্রভাব পড়েছে শিল্পকারখানায়; বিশেষত টেক্সটাইল, সিরামিক ও ইস্পাত কারখানা। এগুলো গ্যাসনির্ভর। তাই গ্যাসের সরবরাহ ঠিকমতো না পাওয়া, কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় গ্যাসের চাপ না পাওয়া এবং দাম বৃদ্ধির কারণে উৎপাদন উল্লেখযোগ্য মাত্রায় ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

২০২৩ সালে শিল্পে গ্যাসের দাম বেড়েছে ১৭৮ শতাংশ। চলতি মাসে (১৩ এপ্রিল) নতুন শিল্প ও ক্যাপটিভ বিদ্যুৎকেন্দ্রের জন্য গ্যাসের দাম আরও ৩৩ শতাংশ বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (বিইআরসি)। শিল্প উদ্যোক্তারা বলছেন, এতে নতুন বিনিয়োগকারীরা পিছিয়ে যাচ্ছেন। পাশাপাশি পুরোনো শিল্পমালিকরাও চাপে পড়েছেন। কারণ অনুমোদিত লোডের ৫০ শতাংশের বেশি ব্যবহার করলে তাদেরও গুনতে হবে বাড়তি দাম।

এর বাইরে গত ১৪ বছরে দেশে বিদ্যুতের দাম বেড়েছে ৯ বার। এ সময়ে বিদ্যুতের দাম পাইকারি পর্যায়ে ১১৮ আর গ্রাহক পর্যায়ে বেড়েছে ৯০ শতাংশ। সেটিও শিল্প উৎপাদনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে।

ভোক্তা অধিকার সংগঠন কনজ্যুমারস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ক্যাব) জ্বালানি উপদেষ্টা এম শামসুল আলম সমকালকে বলেন, সিস্টেম লস না কমিয়ে গ্যাস ও বিদ্যুতের দাম দফায় দফায় বাড়ানো হচ্ছে। এতে আবাসিকের গ্রাহক যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন, তেমনি উৎপাদন ব্যয় বেড়ে যাচ্ছে শিল্প মালিকদের। সিস্টেম লসের দায় ভোক্তার ওপর চাপানো অন্যায়। সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর দুর্নীতি ও অনিয়ম বন্ধ করা দরকার। তাহলে কিছু দিন পরপর দাম বাড়ানোর চাপ আর নিতে হবে না গ্রাহককে।

বিইআরসি ১৩ এপ্রিল নতুন শিল্পের জন্য গ্যাসের দাম প্রতি ইউনিটে ১০ টাকা বাড়িয়ে ৪০ টাকা করেছে। শিল্পে নিজস্ব বিদ্যুৎকেন্দ্রে (ক্যাপটিভ) ব্যবহৃত গ্যাসের দাম ছিল ৩১ টাকা ৫০ পয়সা। এটি বেড়ে হয়েছে ৪২ টাকা। এখন যত গ্যাস সংযোগ অনুমোদন করা হবে, তাদের বাড়তি দাম দিতে হবে। এ জন্য হঠাৎ করে শিল্পকারখানার উৎপাদন ব্যয় বেড়েছে।

জিপিএইচ ইস্পাতের অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক আলমাস শিমুল বলেন, গ্যাস ও বিদ্যুতের দাম যেভাবে বাড়ছে, সেভাবে সেবার মান বাড়ছে না। বিদ্যুতের উৎপাদন বাড়লেও কিছু দিন পরপর দাম বাড়ছে। চাহিদা মতো মিলছে না গ্যাসও। আবার তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাসের (এলএনজি) সরবরাহ প্রক্রিয়ায় কোনো সমস্যা হলে তার প্রভাব পড়ছে চট্টগ্রামের শিল্পকারখানায়। এসব নিয়ে দায়িত্বশীলদের গভীরভাবে ভাবতে হবে। তা না হলে ক্রমবর্ধমান উৎপাদন ব্যয়ের সঙ্গে তাল মেলাতে গিয়ে বন্ধ হয়ে যাবে ছোট কারখানাগুলো।

বিজিএমইএর সাবেক সহসভাপতি নাছির উদ্দিন চৌধুরী বলেন, যে পদ্ধতিতে গ্যাসের দাম নির্ধারণ করা হচ্ছে, এটা ঠিক না। আমদানি ও সরবরাহকারী পর্যায়ে দুই দফায় ভ্যাট, পরিচালন খরচ ও উন্নয়ন খরচ যুক্ত করে দাম নির্ধারণ করছে। দফায় দফায় বাড়ানো হচ্ছে বিদ্যুতের দামও। সব চাপ দেওয়া হচ্ছে ব্যবসায়ীদের ওপর। অথচ সিস্টেম লসের নামে গ্যাস ও বিদ্যুৎ চুরি ঠেকাতে পারছেন না দায়িত্বশীলরা। তাদের অনিয়ম ও অদক্ষতার দায় নিতে হচ্ছে ১৬ কোটি মানুষকে। কারণ পণ্য উৎপাদনের ব্যয় বেড়ে গেলে স্বাভাবিকভাবে তার প্রভাব পড়ে দেশের জনগণের ওপর।

নতুন চ্যালেঞ্জে ইস্পাত কারখানা

মার্কেট ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড কনসালটিংয়ের প্ল্যাটফর্ম বিগমিন্টের তথ্য অনুসারে, দেশে ছোট-বড় ইস্পাত কারখানার মধ্যে চট্টগ্রামে ৬২ এবং ৩২ শতাংশ ঢাকায়। দফায় দফায় গ্যাস ও বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধিতে এসব ভারী প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন ব্যয় বাড়ছে আশঙ্কাজনক হারে। কেএসআরএমের মিডিয়া অ্যাডভাইজার মিজানুল ইসলাম বলেন, এক মিনিটের জন্যও ইস্পাত কারখানায় উৎপাদন বন্ধ রাখা যায় না। তাই চাহিদা কমে গেলেও কারখানা সচল রাখতে হয়। এর মধ্যে কয়েক দফা বেড়েছে গ্যাস ও বিদ্যুতের দাম। বাড়ছে কাঁচামালের দামও। এমন নানা কারণে গত দুই বছরে আমাদের উৎপাদন ব্যয় বেড়েছে অন্তত ২০ শতাংশ।

প্রতিদিন চার হাজার টন রড উৎপাদনক্ষমতার আবুল খায়ের স্টিলও মোকাবিলা করছে কঠিন চ্যালেঞ্জ। প্রতিষ্ঠানটির সহকারী মহাব্যবস্থাপক ইমরুল কাদের ভূঁইয়া বলেন, উৎপাদন খরচ যেভাবে বাড়ছে, সেভাবে বাড়ছে না রডের দাম। কারণ, এটি বেশি বেড়ে গেলে আবার চাহিদা কমে যাবে। এমন উভয় সংকটের মধ্যে ব্যবসা চালিয়ে নিতে হচ্ছে।

সার উৎপাদন ব্যাহত

আনোয়ারায় রাষ্ট্রায়ত্ত কারখানা চিটাগাং ইউরিয়া ফার্টিলাইজার লিমিটেড (সিইউএফএল) গ্যাস সংকটে গত শুক্রবার সকাল থেকে সার উৎপাদন বন্ধ রেখেছে। চালু থাকলে দৈনিক ১ হাজার ২০০ টন ইউরিয়া উৎপাদন করতে সক্ষম এই প্রতিষ্ঠান। পাশাপাশি বার্ষিক ৩ লাখ ১০ টন অ্যামোনিয়া উৎপাদন করতে পারে সিইউএফএল। এর আগে কয়েক দফা উৎপাদন বন্ধ রাখতে হয়েছিল কাফকো ও ডিএপি সার কারখানাকেও।

সিইউএফএলের উৎপাদন বিভাগের প্রধান উত্তম চৌধুরী বলেন, ১১ এপ্রিল সকাল ৭টা থেকে কারখানায় উৎপাদন বন্ধ। গ্যাস সংকটের কারণে আমরা এখনও উৎপাদনে যেতে পারিনি।

সিইউএফএলে প্রতিদিন গড়ে ৪৫ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস দরকার হয়। এক দিন বন্ধ থাকলে কারখানাটিতে গড়ে ৩ কোটি টাকার ইউরিয়া সার উৎপাদন বন্ধ থাকে।

চট্টগ্রামে গ্যাস সরবরাহ তদারকি প্রতিষ্ঠান কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেডের (কেজিডিসিএল) মহাব্যবস্থাপক (অপারেশন) আমিনুর রহমান এর আগে বলেছেন, চট্টগ্রামে দৈনিক ৩১২ মিলিয়ন থেকে ৩৫০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাসের চাহিদা রয়েছে। মহেশখালী এলএনজি টার্মিনাল থেকে পাওয়া যায় ২৮০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস। ঘাটতি থাকলেও সার কারখানায় দেওয়া হয় ১০০ মিলিয়ন ঘনফুটের বেশি গ্যাস। বিদ্যুৎকেন্দ্রে যাচ্ছে ৪০ মিলিয়ন ঘনফুট। সিএনজি ফিলিং স্টেশনে দিতে হচ্ছে ১৯ মিলিয়ন ঘনফুট। বাকি গ্যাস দেওয়া হয় কেজিডিসিএলের ৬ লাখ ১ হাজার ৯১৪টি আবাসিক ও বাণিজ্যিক গ্রাহককে। গৃহস্থালি ছাড়াও ইস্পাত, কাচ, সিমেন্ট, শিপ ব্রেকিং, ঢেউটিন, গার্মেন্টের মতো ভারী শিল্প খাতেও সংযোগ রয়েছে।

সংকট বাড়ছে পোশাক কারখানায়

পোশাক মালিকরা বলছেন, উৎপাদন ব্যয় বেড়ে যাওয়ায় তারা তাল মেলাতে পারছেন না। গত সাত মাসে এমন বন্ধ হওয়া কারখানার সংখ্যা অন্তত ৫০টি।

তৈরি পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারকদের সংগঠন বিজিএমইএ জানায়, গ্যাসের চাপ কম থাকলে টেক্সটাইল কারখানায় রঙের গুণগত মান নষ্ট হয়ে যায়। আবার বিকল্প জ্বালানি দিয়ে উৎপাদন স্বাভাবিক রাখতে গেলে খরচ বেড়ে যায় দ্বিগুণের বেশি।

গত সাত মাসে বন্ধ হয়ে যাওয়া কারখানার মধ্যে বিজিএমইএর আওতাধীন ১৪টি, বাংলাদেশ নিটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিকেএমইএ) আওতাধীন দুটি, বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস অ্যাসোসিয়েশনের (বিটিএমএ) একটি, বেপজার ৯টি ও অন্য সংগঠনের সদস্যপদে থাকা ২২টি কারখানা রয়েছে।

নতুন শতাধিক প্রতিষ্ঠানের ওপর চাপ

আনোয়ারার সাদ মুসা শিল্প পার্কে বিনিয়োগ করবে ৩২টি প্রতিষ্ঠান। এর মধ্যে ৯টি প্রতিষ্ঠান সেখানে উৎপাদন শুরু করেছে। বাকি প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন। গ্যাসের দাম বৃদ্ধির নতুন সিদ্ধান্তে তাদের ওপর চাপ তৈরি হয়েছে। আবার মিরসরাইয়ের শিল্পনগরে হচ্ছে দেশের প্রথম অ্যালুমিনিয়াম ইনগট ও কপার ইনগট তৈরির কারখানা। বাংলাদেশ-জাপান যৌথ বিনিয়োগে কারখানাটি হবে ৫০ একর জমির ওপর। কাঁচামাল আসবে জাপান থেকে। এ জন্য বাংলাদেশি শিল্প গ্রুপকে নিয়ে গঠন করা হয়েছে স্টার অ্যালাইড ভেঞ্চার লিমিটেড। বিপদে পড়বে এই প্রতিষ্ঠানও।

যুগান্তর
বুধবার ৩০ এপ্রিল ২০২৫
১৭ বৈশাখ ১৪৩২

গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন

ডিইপিজেডের ৩০ শতাংশ কারখানায় উৎপাদন বন্ধ

যুগান্তর প্রতিবেদন, *সাভার ও ঢাকা উত্তর*

ঢাকা রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলে (ডিইপিজেড) বিদ্যুৎ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান ইউনাইটেড পাওয়ারের গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন করেছে তিতাস গ্যাস কর্তৃপক্ষ। এতে ইউনাইটেড পাওয়ার ডিইপিজেড অঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে না পারায় ওই অঞ্চলের ৯০টি কারখানায় উৎপাদন বন্ধ রয়েছে। বাধ্য হয়ে ছুটি ঘোষণা করেছে কারখানা কর্তৃপক্ষ। সোমবার সকালে এ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়। কারখানা কর্তৃপক্ষ উৎপাদন অব্যাহত রাখতে মঙ্গলবার বিকল্প উপায়ে পল্লী বিদ্যুৎ থেকে সংযোগ নিয়ে কারখানাগুলো সচল করেছে।

ডিইপিজেড ও ইউনাইটেড পাওয়ার কর্মকর্তাদের দাবি, কোনো পূর্বঘোষণা ছাড়াই তিতাস গ্যাস কর্তৃপক্ষ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করেছে। এতে ওই দিন ডিইপিজেডের সব প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। তবে তিতাস গ্যাস কর্তৃপক্ষ বলছে বকেয়া থাকায় গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে।

ডিইপিজেডের নির্বাহী পরিচালক মো. শরীফুল ইসলাম বলেন, ৭০ শতাংশ কারখানায় উৎপাদন চালু করা হয়েছে। বাকি ৩০ শতাংশ কারখানায় উৎপাদন বন্ধ রয়েছে। তিনি বলেন, সকাল সাড়ে ৯টার দিকে আরইবি বিদ্যুৎ সরবরাহের পরিমাণ কিছুটা বাড়িয়ে দেয়। ১১টা থেকে আমরা ২৫ থেকে ২৬ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ পাচ্ছি। আরইবি থেকে ৩৫ মেগাওয়াট পাব বলে আশা করছি। সেটি পেলে ৯০ ভাগ সমাধান হয়ে যাবে। তবে, তারা (পল্লী বিদ্যুৎ) নিরবচ্ছিন্নভাবে বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে পারবে না। এতে, সমস্যার স্থায়ী সমাধান হচ্ছে না।

ইউনাইটেড পাওয়ার প্লান্টের ব্যবস্থাপক মো. মমতাজ হাসান বলেন, তিতাস কর্তৃপক্ষ পূর্বনোটিশ ছাড়াই বিদ্যুৎকেন্দ্রে গ্যাস সরবরাহ বন্ধ করে দিয়েছে। সংকট সমাধানে আমাদের হেড অফিস থেকে তিতাসের সঙ্গে যোগাযোগ করা হচ্ছে।

তিতাসের আশুলিয়া আঞ্চলিক কার্যালয়ের ব্যবস্থাপক প্রকৌশলী আবু ছালেহ মুহাম্মদ খাদেমুদ্দীন বলেন, সরকারের ঊর্ধ্বতন মহলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বকেয়া বিল পরিশোধ না করায় ওই প্রতিষ্ঠানের গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে।

প্রথম আলো • সোমবার, ২৮ এপ্রিল ২০২৫,

বিদ্যুৎ খাতে সরবরাহ বাড়ায় শিল্পে গ্যাস-সংকট

গ্যাস সরবরাহ

চাহিদার তুলনায় গ্যাসের সরবরাহ কম। এর মধ্যে লোডশেডিং কমাতে বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোয় গ্যাস সরবরাহ বাড়ানো হয়েছে।

মহিউদ্দিন, *ঢাকা*

গ্রীষ্ম মৌসুমে বিদ্যুৎ চাহিদা সর্বোচ্চ পর্যায়ে থাকে। চাহিদামতো বিদ্যুৎ উৎপাদন করা না গেলে লোডশেডিং দিতে হয়। এবার লোডশেডিং সীমিত রাখার চেষ্টা করছে সরকার। তাই বিদ্যুৎ সরবরাহ অব্যাহত রাখতে বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়ানো হয়েছে। এই উৎপাদন ধরে রাখতে বিদ্যুৎ খাতে বাড়ানো হয়েছে গ্যাস সরবরাহ। কমানো হয়েছে শিল্প ও আবাসিক খাতের সরবরাহ।

বাংলাদেশ তেল, গ্যাস, খনিজ সম্পদ করপোরেশন (পেট্রোবাংলা) সূত্র বলছে, দেশে দিনে গ্যাসের চাহিদা ৩৮০ কোটি ঘনফুট। ৩০০ কোটি ঘনফুট সরবরাহ পেলে মোটামুটি চাহিদা মেটানো যায়। রেশনিং করে (এক খাতে কমিয়ে, আরেক খাতে বাড়ানো) পরিস্থিতি সামাল দেওয়া হয়। এখন সরবরাহ হচ্ছে ২৭০ কোটি ঘনফুট। এর মধ্যে ১০৫ কোটি ঘনফুট যাচ্ছে বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোয়। বিদ্যুৎ খাত এখন সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার পাচ্ছে। তাই আবাসিক ও শিল্প গ্রাহকের গ্যাস-সংকট বেড়েছে।

বৃহত্তম গ্যাস বিতরণ সংস্থা তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন ঢাকা, গাজীপুর, ময়মনসিংহ ও নারায়ণগঞ্জ এলাকায় গ্যাস সরবরাহ করে। এ কোম্পানির দায়িত্বশীল কর্মকর্তারা বলছেন, তাঁদের দিনে চাহিদা ১৯০ কোটি ঘনফুট। এখন সরবরাহ পাচ্ছেন ১৫২ থেকে ১৫৩ কোটি ঘনফুট। এমন সরবরাহের সময় তাঁরা বিদ্যুৎ খাতে সর্বোচ্চ ২৩ কোটি ঘনফুট দিতে পারতেন। এখন দিতে হচ্ছে ৩৬ থেকে ৩৭ কোটি ঘনফুট। এতে শিল্প ও আবাসিক খাতে ১৩ থেকে ১৪ কোটি ঘনফুটের ঘাটতি তৈরি হয়েছে। স্বাভাবিক সময়েও শিল্পে গ্যাসের ঘাটতি থাকে। এখন এটি আরও বেড়েছে।

পেট্রোবাংলার পরিচালক (অপারেশন অ্যান্ড মাইনস) মো. রফিকুল ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, বিদ্যুৎ খাতে গ্যাস সরবরাহ বাড়ানো হয়েছে। এতে কিছুটা ঘাটতি তৈরি হয়েছে। দু-এক দিনের মধ্যে দেশীয় গ্যাস উৎপাদন কিছুটা বাড়তে পারে। আর এলএনজি আমদানিও বাড়ানোর চিন্তা করা হচ্ছে।

দেশে একসময় দিনে ২৭০ কোটি ঘনফুট গ্যাস উৎপাদন হতো। ২০১৮ সালে উৎপাদন কমতে থাকলে এলএনজি আমদানি শুরু হয়। উৎপাদন কমে এখন ১৮৪ কোটি ঘনফুটে নেমে এসেছে। আগের চেয়ে এলএনজি আমদানি বাড়ানো হলেও তা পর্যাপ্ত নয়। আমদানি করা এলএনজি থেকে দিনে সরবরাহ করা হচ্ছে ৮০ থেকে ৮৫ কোটি ঘনফুট।

পেট্রোবাংলার একজন কর্মকর্তা বলেন, প্রতি ইউনিট গ্যাস বিক্রি করে পেট্রোবাংলা পায় ২২ টাকা ৮৭ পয়সা। তাদের এখন খরচ হচ্ছে গড়ে ২৭ টাকার বেশি। যদিও শিল্পে প্রতি ইউনিট গ্যাস বিক্রি হয় ৩০ টাকায়। কিন্তু বিদ্যুৎ খাতে গ্যাসের দাম ১৪ টাকা ৭৫ পয়সা। শিল্প গ্রাহকেরা বাড়তি দাম দিলেও গ্যাস সরবরাহে বিদ্যুৎ খাতকে অগ্রাধিকার দিতে হচ্ছে। চাহিদামতো সরবরাহ করতে হলে আরও দুই কার্গো এলএনজি জাহাজ বাড়তি আমদানি করতে হবে। এতে পেট্রোবাংলার লোকসান বাড়বে। কিন্তু পিডিবি যদি ২৭ টাকা করে দাম দেয়, তাহলে আরও কার্গো আনা যাবে।

গ্যাস-সংকটের কারণে নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লার বিসিক শিল্পনগরীতে ডাইং কারখানার মেশিনগুলো অচল হয়ে রয়েছে। ছবি : প্রথম আলো

ঢাকার পাশের দুই জেলা নারায়ণগঞ্জ ও গাজীপুর মূলত শিল্প এলাকা হিসেবে পরিচিত। রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাকের অধিকাংশ কারখানা এখানে। গ্যাসের অভাবে দীর্ঘদিন ধরে কারখানাগুলোতে উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। দুই সপ্তাহ ধরে গ্যাস-সংকট আরও বেড়েছে। গাজীপুর তিতাস গ্যাসের ব্যবস্থাপক (সঞ্চালন ও বিতরণ) মো. রেদওয়ান *প্রথম আলোকে* বলেন, গাজীপুরে গ্যাসের চাহিদা এখন ৬০ কোটি ঘনফুট, পাওয়া যাচ্ছে ৩৫ কোটি ঘনফুট।

শিল্প পুলিশের তথ্যমতে, গাজীপুর জেলায় মোট কারখানার সংখ্যা ২ হাজার ১৭৬। এর মধ্যে পোশাক কারখানা রয়েছে ১ হাজার ১৮৭টি। লাইসেন্সবিহীন কারখানাসহ সব মিলিয়ে পাঁচ হাজারের মতো ছোট-বড় কারখানা রয়েছে। বেশির ভাগই গ্যাসের ওপর নির্ভরশীল।

গাজীপুরের মৌচাক এলাকার সাদমা গ্রুপের পরিচালক সোহেল রানা *প্রথম আলোকে* বলেন, কারখানা চালাতে গ্যাসের চাপ ১০ থেকে ১৫ পিএসআই (প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে চাপ) থাকতে হয়। ১৫ দিন ধরে ২ থেকে ৩ পিএসআইয়ের বেশি গ্যাসের চাপ পাওয়া যায়নি। এতে আমাদের উৎপাদন ৩০ থেকে ৪০ ভাগ কমে গেছে।

তিতাস গ্যাস নারায়ণগঞ্জ অফিসের উপমহাব্যবস্থাপক মামুনার রশিদ *প্রথম আলোকে* বলেন, সরবরাহ কম থাকায় অনেক জায়গায় শিল্প ও আবাসিক গ্রাহক গ্যাস কম পাচ্ছেন।

নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লার বিসিক শিল্পনগরীতে এম এস ডাইং প্রিন্টিং অ্যান্ড ফিনিশিং লিমিটেডের উৎপাদন ক্ষমতা ৪০ টন। উৎপাদন নেমেছে ১০ টনে। গ্যাসের চাপস্বল্পতার কারণে ব্যবসায়িক ক্ষতির বিষয়টি জানিয়ে ২৩ এপ্রিল তিতাসকে চিঠি দিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি। গতকাল রোববার দুপুরে প্রতিষ্ঠানটিতে গিয়ে দেখা যায়, বয়লার মেশিন বন্ধ, গ্যাসের চাপ শূন্য পিএসআই। বিসিকের অপর প্রতিষ্ঠান ফেয়ার অ্যাপারেলস লিমিটেডে সকাল থেকে উৎপাদন বন্ধ। শ্রমিকেরা বসে অলস সময় কাটাচ্ছেন।

বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সিপিডির গবেষণা পরিচালক খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম *প্রথম আলোকে* বলেন, জ্বালানি সরবরাহে ঘাটতি ব্যবস্থাপনা সরকারের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ। সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দিক বিবেচনায় রাখতে হয়। গ্যাস সরবরাহে ভারসাম্য আনতে গিয়ে বেশি হারে এলএনজি আমদানির দিকে যাওয়া যাবে না। দেশীয় গ্যাস অনুসন্ধান ও উৎপাদনে জোর দিতে হবে।

[তথ্য দিয়ে সহায়তা করেছেন **প্রতিনিধি**, *গাজীপুর ও নারায়ণগঞ্জ*]

যুগান্তর | সোমবার ২৮ এপ্রিল ২০২৫
১৫ বৈশাখ ১৪৩২

শিল্পের গ্যাস যাচ্ছে বিদ্যুতে

কারখানায় উৎপাদনে ধস

বিশেষ প্রতিনিধি

শিল্প খাতের জন্য বরাদ্দকৃত গ্যাস সরবরাহ কমিয়ে বিদ্যুৎ ও সার উৎপাদনের জন্য দেওয়া হচ্ছে। এতে তীব্র গ্যাস সংকট দেখা দিয়েছে শিল্প কল-কারখানায়। গ্যাস না থাকায় কারখানাগুলোর উৎপাদনে ধস নেমেছে। গার্মেন্টস ও টেক্সটাইল মিলগুলোর উৎপাদন ৭০ থেকে ৯০ শতাংশ পর্যন্ত কমে গেছে। অনেক কারখানা বন্ধ হওয়ার পথে। দেশের একটি বৃহৎ শিল্পপ্রতিষ্ঠান পেট্রোবাংলা চেয়ারম্যানকে চিঠি দিয়ে এই উদ্বেগের কথা জানিয়েছেন। বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকেও গ্যাস সংকটের বিষয়ে পেট্রোবাংলার চেয়ারম্যানকে চিঠি দেওয়া হয়েছে। গ্যাসের অভাবে গত কয়েক দিনে প্রায় ৪০০ গ্যাসনির্ভর কারখানা, পূর্ণক্ষমতায় উৎপাদন করতে পারছে না। বিশেষজ্ঞদের মতে, শিল্পের গ্যাস বিদ্যুৎ উৎপাদনে সরবরাহ দেশের অর্থনীতির জন্য ভয়ংকর দুসংবাদ।

> তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য গ্যাস সরবরাহে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে

গ্যাস বিতরণ কোম্পানিগুলো জানিয়েছে, তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য গ্যাস সরবরাহে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। এর সরাসরি প্রভাব পড়েছে দেশের প্রধান শিল্পাঞ্চলগুলোতে।

তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানির উপ-মহাব্যবস্থাপক প্রকৌশলী ফারুক জানান, দেশের অন্যতম বৃহৎ শিল্পাঞ্চল গাজীপুরের কারখানাগুলোয় দৈনিক ৬০০ থেকে ৭০০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস (এমএমসিএফডি) প্রয়োজন হয়। সেখানে সরবরাহ সীমাবদ্ধ রয়েছে মাত্র ৪৫০ মিলিয়ন ঘনফুটে । তিনি বলেন, সরবরাহের চেয়ে চাহিদা অনেক বেশি হওয়ায় গ্যাসের চাপ কম থাকে। পেট্রোবাংলার তথ্যমতে, বর্তমানে দেশের মোট গ্যাস চাহিদা ৩,৮০০ মিলিয়ন ঘনফুট, অথচ সরবরাহ মাত্র ২,৭০০ মিলিয়ন ঘনফুট। পেট্রোবাংলা চেয়ারম্যানকে গত ২২ এপ্রিল দেওয়া চিঠিতে বলা হয়েছে, তিতাস গ্যাস কর্তৃপক্ষ হঠাৎ করে তিতাস নেটওয়ার্কের শিল্প কারখানাগুলোতে ১২০ মিলিয়ন ঘনফুটের বেশি গ্যাস সরবরাহ কমিয়ে দিয়েছে। এই গ্যাস তারা বিদ্যুৎ ও সার উৎপাদনের জন্য দিচ্ছে। এতে তিতাস নেটওয়ার্কে বিশেষ করে নারায়ণগঞ্জ, ধামরাই, মানিকগঞ্জ, সাভার, কোনাবাড়ী, শফিপুর ও গাজীপুরের বেশির ভাগ রপ্তানিমুখী কারখানায় গ্যাসের চাপ শূন্যে নেমে গেছে। এতে তাদের উৎপাদন কার্যক্রম প্রায় অচল হয়ে পড়ছে। ফলে তারা ক্রেতার অর্ডার অনুযায়ী পণ্য রপ্তানি করতে পারছেন না। অতীতে এসব এলাকায় গ্যাসের চাপ কখনোই শূন্যে নামেনি।

সরেজমিন গাজীপুর, কোনাবাড়ী, শফিপুর এলাকা ঘুরে ও সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে গত কয়েক দিনে প্রায় ৪০০ গ্যাসনির্ভর কারখানা, প্রধানত বস্ত্র, সিরামিক ও স্টিল খাতে এখন পূর্ণক্ষমতার অনেক নিচে চলছে। অনেক উদ্যোক্তা জানান, ৭ থেকে ১৫ পিএসআইয়ের অনুমোদিত গ্যাস লোডের জন্য বিল দিয়েও ব্যাপক আর্থিক ক্ষতির শিকার হচ্ছেন তারা। গ্যাস সংকট, বৈশ্বিক চাহিদার পতন ও উৎপাদন ব্যয়ের ঊর্ধ্বগতির কারণে দেশের অন্তত ২০টি টেক্সটাইল মিল বিক্রির প্রক্রিয়ায় রয়েছে বলে জানা গেছে।

বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, সরকার চাইলে সার আমদানি করতে পারে। অন্য জ্বালানি দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারে। কিন্তু তা করছে না। উলটো শিল্পের গ্যাস কমিয়ে বিদ্যুৎ ও সার উৎপাদনে দেওয়া হচ্ছে। এটা দেশে অর্থনীতির জন্য খুবই ভয়ংকর সংবাদ। তাদের প্রশ্ন অর্থনীতি ধ্বংস করে মানুষকে এয়ারকন্ডিশনে রেখে সরকার কি লোডশেডিং না করার বাহাবা নিতে চাচ্ছে?

শিল্পমালিকরা বলছেন, সময়মতো পণ্য রপ্তানি করতে না পারায় বাতিল হচ্ছে ক্রয়াদেশ। পণ্য না পেয়ে বিদেশি বায়াররা চলে যাচ্ছেন অন্য দেশে। সংশ্লিষ্টদের মতে, একটি কারখানার বয়লার চালানোর জন্য প্রতি ঘনফুটে ১৫ পিএসআই গ্যাসের চাপ দরকার হলেও সে চাপ কমে প্রতি ঘনফুটে এক থেকে দুই পিএসআইতে দাঁড়িয়েছে। কোথাও কোথাও শূন্যে নেমেছে। বাধ্য হয়ে উচ্চমূল্যের ডিজেলচালিত জেনারেটর ব্যবহার করে উৎপাদন

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

কারখানায় উৎপাদনে ধস

কার্যক্রম চালাতে হচ্ছে। এতে বেড়ে যাচ্ছে উৎপাদন খরচ। এভাবে চলতে থাকলে অনেক শিল্পকারখানা একেবারেই বন্ধ হয়ে যাওয়ার শঙ্কায় মালিকরা। শ্রমিকদের বেতন নিয়েও চলছে দুশ্চিন্তা।

গাজীপুরের পোশাক কারখানা সাদমা গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. নাসির উদ্দিন বলেন, রাতের শিফটে কাজ করে, বিকল্প জ্বালানির ব্যবস্থা করেও আমরা ৪০ শতাংশ উৎপাদন সক্ষমতা রক্ষা করতে পারছি না। আগে যেখানে দৈনিক ৬০ টন সুতা তৈরি হতো, এখন তা নেমে এসেছে ১০ টনে। এ অবস্থায় কারখানা কার্যক্রম চালু রাখতে তারা ব্যয়বহুল ডিজেল, এলপিজি ও সংকুচিত প্রাকৃতিক গ্যাস (সিএনজি)-এর মতো বিকল্প জ্বালানিতে ঝুঁকছে।

নোমান গ্রুপের চেয়ারম্যান নুরুল ইসলাম যুগান্তরকে বলেন, গত ৯ ফেব্রুয়ারি থেকে ২০ এপ্রিল পর্যন্ত গ্যাস সরবরাহের চিত্র তুলে ধরে তিনি পেট্রোবাংলা চেয়ারম্যানকে চিঠি দিয়েছেন। চিঠিতে জানিয়েছেন, ১০০ থেকে ১২০ মিলিয়ন ঘনফুটের বেশি গ্যাস এখন শিল্পকারখানায় কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। এতে তিতাস নেটওয়ার্কের বেশির ভাগ শিল্পকারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, গত দুই বছরে গ্যাসের দাম দুই দফায় বাড়ানোর পরেও গ্যাসের তীব্র সংকট চলছে। সরকার প্রথমে ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহের আশ্বাস দিয়ে ১৭৯ শতাংশ দাম বাড়ায়। এরপর ফের একই প্রতিশ্রুতি দিয়ে ২০২৫ সালের এপ্রিল মাসে আরও ৩৩ শতাংশ বাড়ানো হয়। কারখানা মালিকরা বলছেন, সব আশ্বাস সত্ত্বেও গ্যাস সরবরাহ আরও খারাপের দিকে যাচ্ছে, উন্নতির কোনো লক্ষণ নেই।

গাজীপুরের স্প্যারো অ্যাপারেলসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও বিজিএমইএ'র সাবেক পরিচালক শোভন ইসলাম গণমাধ্যমকে বলেন, আমাদের আপত্তি সত্ত্বেও সরকার গ্যাসের দাম বাড়িয়েছে, কিন্তু সরবরাহ তো পাচ্ছি না। কোনো কোনো দিন মাত্র ২ ঘণ্টার মতো গ্যাস থাকে। গত সপ্তাহ থেকে পরিস্থিতি খুবই খারাপ হয়ে পড়েছে।

শিল্পমালিকরা বলছেন, এমনিতে তারা লোকসানে জর্জরিত। এভাবে চলতে থাকলে আর্থিক চাপের মধ্যে ব্যাংক ঋণের কিস্তি পরিশোধ অসম্ভব হয়ে পড়বে। ফলে ব্যবসায়ীদের ঋণখেলাপি হওয়া, কর্মী ছাঁটাই ও ভয়াবহ শিল্পমন্দার ঝুঁকি বাড়বে।

বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস অ্যাসোসিয়েশনের (বিটিএমএ) তথ্য অনুযায়ী, দেশে বর্তমানে ১,৮৫৪টি টেক্সটাইল কারখানা রয়েছে, যেখানে মোট বিনিয়োগ প্রায় ২২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এর মধ্যে প্রায় ৯০০টি কারখানা গ্যাসনির্ভর, টেক্সটাইল শিল্প স্থাপনে বিপুল বিনিয়োগের প্রয়োজন হয়। বিশেষ করে স্পিনিং মিলগুলোর ক্ষেত্রে যেখানে মূলধনের পরিমাণ ১০০ কোটি টাকা থেকে শুরু করে ১,০০০ কোটি টাকা পর্যন্ত হতে পারে। ফলে যেসব কারখানা মালিক বড় অঙ্কের ব্যাংক ঋণ করেছেন, তারা এখন এই আর্থিক দায় নিয়ে চরম দুশ্চিন্তায় রয়েছেন।

দেশের টেক্সটাইল খাতের উদ্যোক্তারা বলছেন, ২০২৩ সালের শুরুতে হঠাৎ করেই গ্যাসের দাম দ্বিগুণ হয়ে যায়। এর পরপরই নতুন মজুরি কাঠামো বাস্তবায়নের চাপ আসে। এসব মিলিয়ে সাম্প্রতিক মাসগুলোতে তাদের উৎপাদনের খরচ বেড়েছে বহুগুণ। সে তুলনায় তাদের পণ্যের বিক্রয়মূল্য যথাযথ হারে না বাড়ায় ব্যবসা টিকিয়ে রাখাই কঠিন হয়ে পড়েছে।

ইসরাক স্পিনিং মিলসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. ফজলুল হক বলেন, আমরা এখন প্রায় ৪০ শতাংশ সক্ষমতায় উৎপাদন চালাচ্ছি। অথচ দৈনিক ১৮০ টন সুতা উৎপাদনের সক্ষমতা রয়েছে আমাদের কারখানায়।

গাজীপুরের শিল্পাঞ্চলে প্রায় ২২ লাখ শ্রমিক কাজ করছেন। গত ১ মাস ধরে এ এলাকার শিল্পমালিকদের চোখে ঘুম নেই। এ অবস্থায় তারা প্রধান উপদেষ্টার হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন। তাদের দাবি, রপ্তানি বাজার ধরে রাখতে দ্রুত নিরবচ্ছিন্ন গ্যাস সরবরাহ করতে হবে। শিল্পমালিকরা বলছেন, একদিকে পর্যাপ্ত বৈদেশিক মুদ্রা (ডলার) মিলছে না, অন্যদিকে গ্যাসের এমন সংকট চলতে থাকলে এ খাতে বড় ধরনের বিপর্যয় নেমে আসবে।

কালিয়াকৈর উপজেলার শফিপুর যমুনা স্পিনিং ডিভিশনের এক জিএম (প্রশাসন ও মানবসম্পদ) বলেন, দিনভর কারখানায় গ্যাস থাকে না। কারখানার চার শিফটের মধ্যে এক শিফট কাজ চলে; বাকি তিন শিফট কাজ করানো যাচ্ছে না। ফলে উৎপাদন মারাত্মক ব্যাহত হচ্ছে। এভাবে চলতে থাকলে কারখানার শ্রমিকদের বেতন দিতে কষ্ট হবে। কালিয়াকৈর উপজেলার চন্দ্রা এলাকার এক ব্যবসায়ী জানান, কারখানায় গ্যাসের চাপ ২-৩ পিএসআই বেশি উঠে না। বাধ্য হয়ে ডিজেলের জেনারেটর চালাতে হয়। এভাবে ডিজেল ব্যবহার করলে উৎপাদন খরচ বেড়ে যায়। তখন লোকসান গুনতে হবে।

সংকট সমাধানের তাৎক্ষণিক কোনো সম্ভাবনা নেই : পেট্রোবাংলার পরিচালক মো. রফিকুল ইসলাম যুগান্তরকে বলেন, আগে বিদ্যুৎ খাতে বরাদ্দ ছিল ১,০৫০ এমএমসিএফডি। শীতে চাহিদা কম থাকায় সরবরাহেরও প্রয়োজন কমে যায়। কিন্তু এখন গ্রীষ্মে চাহিদা বেড়েছে। ফলে ঘাটতি প্রকট হয়েছে। তিনি বলেন, গ্যাসের স্থানীয় উৎপাদন না বাড়ানো পর্যন্ত এই সংকট সহজে কাটিবে না। তবে মাসের শেষ নাগাদ দেশীয় উৎস থেকে ২৮ এমএমসিএফডি গ্যাস জাতীয় গ্রিডে যুক্ত হতে পারে এবং মে মাসে আরও কিছু পরিমাণ গ্যাস যোগ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

দৈনিক ইত্তেফাক | সোমবার, ১৫ বৈশাখ ১৪৩২, ২৮ এপ্রিল ২০২৫

১৭ হাজার ৭৭৭ কর্মী মালয়েশিয়ায় যেতে না পারার জন্য দায়ী রিক্রুটিং এজেন্সিগুলো

কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে জানাতে হবে হাইকোর্টকে

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি) ছাড়পত্র সংগ্রহের পরও ১৭ হাজার ৭৭৭ জন কর্মীর মালয়েশিয়ায় যেতে না পারার সকল দায়দায়িত্ব রিক্রুটিং এজেন্সিগুলোর। হাইকোর্টে দাখিল করা সরকার কর্তৃক গঠিত তদন্ত প্রতিবেদনে এমন তথ্য উঠে এসেছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, অভিবাসী কর্মীর বিএমইটি হতে বহির্গমন ছাড়পত্র সংগ্রহ করা, অভিবাসী কর্মীকে নিয়োগের ব্যবস্থা করা এবং তার কর্মপরিবেশসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা সম্পূর্ণভাবে রিক্রুটিং এজেন্সির দায়িত্ব। বিএমইটি হতে ক্লিয়ারেন্স কার্ড সংগ্রহ করার পর ১৭ হাজার ৭৭৭ জন কর্মী মালয়েশিয়াতে প্রেরণ করতে না পারার দায়দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে সংশ্লিষ্ট রিক্রুটিং এজেন্সিসমূহের ওপর বর্তায়। বিচারপতি ফাহমিদা কাদের ও বিচারপতি মুবিনা আসাফের দ্বৈত হাইকোর্ট বেঞ্চে রবিবার এই প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হয়। প্রতিবেদনের ভিত্তিতে জড়িত রিক্রুটিং এজেন্সিগুলোর বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, ভুক্তভোগী কর্মীদের সমুদয় টাকা পরিশোধ করা হয়েছে কি না এবং তাদেরকে মালয়েশিয়ায় পাঠানোর বিষয়ে কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তা প্রতিবেদন আকারে আগামী ২৭ আগস্ট হাইকোর্টকে জানাতে রাষ্ট্রপক্ষকে বলা হয়েছে। আদালতের আদেশের বিষয়টি সাংবাদিকদের জানান রিটকারী আইনজীবী ব্যারিস্টার তানভীর আহমেদ।

এক রিট আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে গত বছরের ২৪ জুন মালয়েশিয়া শ্রমিক পাঠানোর কেলেংকারির ঘটনায় ভিকটিমের জীবন ধ্বংসের জন্য কর্তৃপক্ষের নিষ্ক্রিয়তা এবং খামখেয়ালিপনাকে কেন অবৈধ ঘোষণা করা হবে না এবং কেন মালয়েশিয়া যেতে না পারা ১৭ হাজার ৭৭৭ শ্রমিকের টাকা সুদসহ ফেরত দেওয়া হবে না, তা জানতে চেয়ে রুল জারি করে হাইকোর্ট। এর আগে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব নূর মো. মাহবুবুল হককে আহ্বায়ক করে ছয় সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করে দেয় সরকার।

গত বছরের ২৪ জুন কমিটির দেওয়া তদন্ত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, রিক্রুটিং এজেন্সিসমূহের পক্ষ থেকে কর্মী প্রেরণে ব্যর্থতার জন্য শেষ মুহূর্তে বিমানের টিকিট না পাওয়াকে কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। কিন্তু তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায়, কর্মী প্রেরণের সর্বশেষ তারিখ (কাট অফ) এর শেষের দিকে মন্ত্রণালয়

১৭ হাজার ৭৭৭ জন মালয়েশিয়ায়

থেকে নতুন নিয়োগানুমতি নেওয়ার সংখ্যার চেয়ে বিএমইটি থেকে ক্লিয়ারেন্স কার্ড না সংখ্যা এবং প্রকৃত গমনকারীর সংখ্যা বহুগুণ বেশি। এক্ষেত্রে রিক্রুটিং এজেন্সিসমূহের দায়িত্বহীনতাই দায়ী এবং তাদের অজুহাত গ্রহণযোগ্য নয়। মালয়েশিয়া সরকার কর্মী প্রেরণের জন্য গত বছরের ৩১ মে সর্বশেষ তারিখ নির্ধারণ করলেও নিয়োগকারী কোম্পানির চাহিদাপত্র প্রদান ও ভিসা ইস্যুর ক্ষেত্রে কোনো সময়সীমা নির্ধারণ করেনি। ফলে, কর্মী প্রেরণের সময়ের শেষের দিকেও চাহিদাপত্র ইস্যু ও ভিসা প্রদান করা হয়।

তদন্তের ফলাফল ও সুপারিশ : কর্মী প্রেরণের ব্যর্থতা এবং দায়িত্বে অবহেলার জন্য সংশ্লিষ্ট রিক্রুটিং এজেন্সিসমূহের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা। যেসব কর্মী বিদেশে যেতে পারেননি তাদের কাছ থেকে গৃহীত অর্থ অবিলম্বে ফেরত প্রদানের জন্য প্রত্যেকটা এজেন্সিকে নির্দেশনা প্রদান। রিক্রুটিং এজেন্সি কর্তৃক মন্ত্রণালয় নির্ধারিত সর্বোচ্চ অভিবাসন ব্যয় (৭৮,৯৯০ টাকা)-এর অতিরিক্ত অর্থ প্রাপ্ত অভিযোগসমূহের আইনানুগ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ। ভবিষ্যতে কর্মী প্রেরণের ক্ষেত্রে সময়সীমা নির্ধারণ করা হলে নির্ধারিত সময়সীমার সঙ্গে সংগতি রেখে ও ভিসা ইস্যুর তারিখ নির্ধারণ করার কথা বলা হয়েছে। মালয়েশিয়াসহ বিভিন্ন দেশে কর্মী প্রেরণের ক্ষেত্রে একটি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু করা, যাতে করে চাহিদাপত্র ইস্যু থেকে কর্মীর বিদেশ গমন ও পরবর্তী পরিস্থিতি তদারকি করা যায়। এই সিস্টেমে ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ দূতাবাসসমূহ এবং রিক্রুটিং এজেন্সিসমূহ সংযুক্ত থাকতে পারে। মন্ত্রণালয় হতে নিয়োগানুমতি গ্রহণের পর বিএমইটির ক্লিয়ারেন্স কার্ড গ্রহণ এবং কর্মী প্রেরণের সময়সীমা। রিক্রুটিং এজেন্সিসমূহ কর্তৃক অভিবাসী কর্মীদের নিকট থেকে অভিবাসন ব্যয় গ্রহণের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণের কথা বলা হয়েছে।

দৈনিক ইত্তেফাক | মঙ্গলবার
১৬ বৈশাখ ১৪৩২, ২৯ এপ্রিল ২০২৫

নারায়ণগঞ্জে আট মাসে বন্ধ ১৯ পোশাক কারখানা

গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধি, ব্যাংকের উচ্চ সুদহার, নেই কার্যাদেশ

■ এম এ খান মিঠু, নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি

এক সময় চাশিল্প ছিল দেশের প্রধান অর্থ আয়কারী খাত। রপ্তানি করে সবচেয়ে বেশি আয় হতো এই শিল্প থেকে। সেই চাশিল্পকে পেছনে ফেলে তার স্থান দখল করে নিয়েছিল 'তৈরি পোশাক শিল্প খাত'। বেশ দাপটের সঙ্গেই এই শিল্প দেশের প্রধান অর্থ আয়কারী শিল্প হিসেবে প্রথম স্থান দখল করে রেখেছে দীর্ঘ সময় ধরে। কিন্তু নানা কারণে দেশের তৈরি পোশাক শিল্প এখন ঝুঁকির মুখে পড়েছে।

নিট শিল্পের অন্যতম প্রধান জেলা নারায়ণগঞ্জে গত আট মাসে ১৯টি তৈরি পোশাক কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। এতে চাকরি হারিয়েছেন ১ হাজার ৫৭৩ জন। যার মধ্যে পুরুষ শ্রমিকের সংখ্যা ৭৮৯ জন। বিকেএমইএ, শিল্প পুলিশ এবং বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার সদস্যদের সঙ্গে কথা বলে এসব তথ্য জানা গেছে।

গত ৫ আগস্টের পর থেকেই নারায়ণগঞ্জের পোশাক কারখানাগুলোতে নানা কারণে অস্থিরতা বৃদ্ধি পায়। এরসঙ্গে যুক্ত হয়েছে গ্যাস-সংকট এবং গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধি। গ্যাস-সংকটের কারণে কারখানাগুলোতে ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ উৎপাদন কমে যাওয়ায় উৎপাদন ব্যয় বেড়ে গেছে। নিট ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, বর্তমানে কার্যাদেশ না থাকা, ব্যাংক ঋণের উচ্চ সুদহার, উৎপাদন অপ্রতুলতায় নারায়ণগঞ্জের বেশ কয়েকটি পোশাক কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। এছাড়া পোশাক শ্রমিকদের কেউ কেউ নানাভাবে উসকে দিয়ে এ খাতে অস্থিরতা সৃষ্টির চেষ্টা করছে। গত ৫ আগস্টের পর প্রায়ই নানা দাবি নিয়ে শ্রমিকদের আন্দোলনের কারণে কারখানায় কাজের ব্যাঘাত ঘটছে। এর ফলে সময়মতো অর্ডার সরবরাহ করতে পারছেন না অনেক কারখানা মালিক।

জেলা শিল্পাঞ্চল পুলিশ কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, বর্তমানে নারায়ণগঞ্জে ছোটবড় মিলিয়ে সর্বমোট ৪৪২টি তৈরি পোশাক কারখানা সচল রয়েছে। আর বিভিন্ন কারণে গত ৫ আগস্টের পর থেকে এ পর্যন্ত গত আট মাসে ১৯টি পোশাক কারখানা স্থায়ীভাবে বন্ধ হয়ে গেছে। পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, ১৯টি পোশাক কারখানার মধ্যে সিংহভাগই বন্ধ হয়েছে আর্থিক সংকট এবং পর্যাপ্ত কার্যাদেশের অভাবে।

শিল্পাঞ্চল পুলিশ-৪, নারায়ণগঞ্জ জোনের পরিদর্শক (গোয়েন্দা) সেলিম বাদশা বলেন, কিছু কারখানা বন্ধ হওয়ার পাশাপাশি আবার অনেক কারখানা নতুন করে উৎপাদনে শুরু করেছে। কারখানাগুলোতে গ্যাস-সংকটজনিত সমস্যা আছে বলে তিনি জানান।

বাংলাদেশ নিটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টাস অ্যাসোসিয়েশনের (বিকেএমইএ) সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম বলেন, বিভিন্ন সমস্যা মিলিয়ে আমরা কঠিন সংকটে রয়েছি। কারখানা পরিচালনা করতে আমাদের অনেকটাই হিমশিম খেতে হচ্ছে। আমাদের যখন টিকে থাকাই দায়, তখন গ্যাসের দাম ৩৩ শতাংশ বাড়ানোর ঘোষণা আমাদের ওপর বাড়তি চাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। শিল্প খাত ও ক্যাপটিভে গ্যাসের দাম ৩৩ শতাংশ বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত শিল্প খাতের জন্য আত্মঘাতী হবে বলে মন্তব্য করেন তিনি। এ মূল্যবৃদ্ধির ফলে শ্রমজীবী মানুষের ভোগান্তি বাড়বে। এ সিদ্ধান্তে ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো নতুন সংকটে পড়বে এবং নতুন শিল্প উদ্যোক্তাদের শিল্প কারখানা স্থাপনে নিরুৎসাহিত করবে। তিনি বলেন, গ্যাসের দাম বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে যদি সে অনুযায়ী আমরা নিয়মিত গ্যাস সরবরাহ পেতাম তাহলেও আমরা এতো ক্ষতির সম্মুখীন হতাম না।

পোশাক কারখানা বন্ধের কারণ হিসেবে তিনি বলেন, 'বায়ার না পাওয়া, আর্থিক সংকট ও বিভিন্ন সিন্ডিকেটের কারণে শিল্প-কারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এর মধ্যে কিছু মালিক পতিত সরকারের ঘনিষ্ঠ ছিলেন, তারাও আত্মগোপনে চলে গেছেন। আর এসব সমস্যার কারণে বিগত কয়েক মাসে গাজীপুর, সাভার ও নারায়ণগঞ্জে ৯৫টি শিল্প-কারখানায় উৎপাদন বন্ধ হয়ে গেছে। এছাড়া গ্যাস-সংকটে উৎপাদনের গতি কিছুটা কমেছে।'

বণিক বার্তা সোমবার, এপ্রিল ২৮, ২০২৫

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য

এপ্রিলের ২৬ দিনে দেশে রেমিট্যান্স এসেছে ২ দশমিক ২৭ বিলিয়ন ডলার

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

দেশে রেমিট্যান্স বা প্রবাসী আয়ের উচ্চ প্রবৃদ্ধি এপ্রিলেও অব্যাহত রয়েছে। চলতি মাসের প্রথম ২৬ দিনে প্রবাসীরা ২২৭ কোটি বা ২ দশমিক ২৭ বিলিয়ন ডলার রেমিট্যান্স পাঠিয়েছেন। এর আগে ২০২৪ সালের পুরো এপ্রিলে দেশে এসেছিল ২ দশমিক শূন্য ৪ বিলিয়ন ডলার। বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে গতকাল এ তথ্য জানানো হয়।

এদিকে রেমিট্যান্সের উচ্চ প্রবৃদ্ধির ওপর ভর করে দেশে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বেড়েছে। আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী (বিপিএম৬) গতকাল (২৭ এপ্রিল) দেশের মোট রিজার্ভ ছিল ২১ দশমিক ৪৩ বিলিয়ন ডলার। গত মার্চের শেষে এর পরিমাণ ছিল ২০ দশমিক ৩৫ বিলিয়ন ডলারের ঘরে। তবে বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাবে, ২৬ এপ্রিল গ্রস রিজার্ভ ২৬ দশমিক ৭৯ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি ছিল।

দেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ রেমিট্যান্স আসে চলতি বছরের মার্চে। এ সময় প্রবাসীরা রেকর্ড ৩২৯ কোটি বা ৩ দশমিক ২৯ বিলিয়ন ডলার পাঠিয়েছেন। এর আগে কখনই এক মাসে এত পরিমাণ রেমিট্যান্স আসেনি। এক্ষেত্রে রমজান মাস ও ঈদুল ফিতরের বড় ভূমিকা ছিল।

ব্যাংক কর্মকর্তারা বলছেন, মার্চের ধারাবাহিকতায় এপ্রিলেও রেমিট্যান্সে বড় প্রবৃদ্ধি অর্থনীতির জন্য ভালো সংবাদ। সাধারণত ঈদের পরের মাসে রেমিট্যান্স প্রবাহ কিছুটা কমে যায়। কিন্তু গত বছরের পুরো এপ্রিলে যা এসেছিল, এবার ২৬ দিনেই তার চেয়ে অনেক বেশি প্রবাসী আয় এসেছে। রেমিট্যান্সের বড় উল্লম্ফনের পেছনে দেশ থেকে অর্থ পাচার ও হুন্ডির তৎপরতা কমে যাওয়ার প্রভাব রয়েছে।

ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থান তথা গত বছরের ৫ আগস্ট থেকেই দেশে রেমিট্যান্স প্রবাহে বড় প্রবৃদ্ধি শুরু হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরে প্রথম নয় মাসে (জুলাই-মার্চ) ২১ দশমিক ৭৮ বিলিয়ন ডলারের রেমিট্যান্স দেশে এসেছে। বাংলাদেশী মুদ্রায় যার পরিমাণ প্রায় ২ লাখ ৬৫ হাজার কোটি টাকা (প্রতি ডলার ১২২ টাকা হিসাবে)। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের একই সময়ে রেমিট্যান্স এসেছিল ১৭ দশমিক শূন্য ৭ বিলিয়ন ডলার। সে হিসাবে চলতি অর্থবছরে প্রবাসীরা ৪ দশমিক ৭১ বিলিয়ন ডলার বেশি পাঠিয়েছেন। এ ক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধি হয়েছে প্রায় ২৭ দশমিক ৬ শতাংশ।

বিদ্যমান প্রবৃদ্ধি ধরে রাখা সম্ভব হলে চলতি বছর রেমিট্যান্সের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অনন্য উচ্চতায় পৌঁছাবে বলে মনে করেন মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) সৈয়দ মাহবুবুর রহমান। বণিক বার্তাকে তিনি বলেন, 'বিদেশে হুন্ডির চাহিদা তৈরি হয় দেশ থেকে। বাংলাদেশীদের পাচারকৃত অর্থের বড় অংশ বিদেশে প্রধান শ্রমবাজারগুলো থেকে সংগ্রহ করা হয়। গণ-অভ্যুত্থানের পর দেশ থেকে টাকা পাচারের পথ অনেকটাই সংকুচিত হয়ে এসেছে। এ কারণে বিদেশে হুন্ডি কারবারিদের চাহিদাও কমে গেছে। কালোবাজারে চাহিদা কমলে বৈধ চ্যানেলে রেমিট্যান্স প্রবাহ বাড়ে। বর্তমানে ব্যাংক খাতে রেমিট্যান্স প্রবাহে যে উল্লম্ফন আমরা দেখছি, সেটি তারই প্রভাব।'

রেমিট্যান্সের বিদ্যমান প্রবৃদ্ধি ধরে রাখতে হলে টাকা পাচারকারীদের বিরুদ্ধে আরো কঠোর হতে হবে জানিয়ে সৈয়দ মাহবুবুর রহমান বলেন, 'টাকা পাচার বন্ধ হলে হুন্ডির তৎপরতাও কমে যাবে। প্রবাসী বাংলাদেশীরা বৈধ চ্যানেলে রেমিট্যান্স পাঠাতে আরো বেশি উৎসাহিত হবেন। আর যে প্রবাসীরা অর্থনীতিতে এত বড় ভূমিকা রাখছেন, তাদের জন্যও সরকারের দিক থেকে সুযোগ-সুবিধা বাড়াতে হবে।'

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, দেশের ইতিহাসে এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ রেমিট্যান্স এসেছে ২০২০-২১ অর্থবছরে। কভিড মহামারীর ওই বছরে প্রবাসীরা রেকর্ড ২৪ দশমিক ৭৭ বিলিয়ন ডলারের রেমিট্যান্স দেশে পাঠান। এর আগে ২০১৯-২০ অর্থবছরে দেশে রেমিট্যান্স এসেছিল ১৮ দশমিক ২০ বিলিয়ন ডলার। আর ২০২১-২২ অর্থবছরে ২১ দশমিক শূন্য ৩ বিলিয়ন ও ২০২২-২৩ অর্থবছরে ২১ দশমিক ৬১ বিলিয়ন ডলারের প্রবাসী আয় দেশে আসে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে রেমিট্যান্স প্রবাহ কিছুটা বেড়ে ২৩ দশমিক ৯১ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত হয়।

বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তারা বলছেন, বিদ্যমান প্রবৃদ্ধি অব্যাহত থাকলে চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরে দেশে ২৮ বিলিয়ন ডলারের বেশি রেমিট্যান্স আসার সম্ভাবনা রয়েছে।

বণিক বার্তা
মঙ্গলবার, এপ্রিল ২৯, ২০২৫

গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন

ঢাকা ইপিজেডে বেশির ভাগ শিল্পের উৎপাদন ব্যাহত

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

গ্যাস সরবরাহ বাবদ বিপুল পরিমাণ বিল বকেয়া-সংক্রান্ত জটিলতাকে কেন্দ্র করে সাভারে অবস্থিত ঢাকা ইপিজেডে (ডিইপিজেড) গ্যাস সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেছে। বিতরণ কোম্পানি তিতাসের কাছ থেকে গ্যাস নিয়ে সেখানকার কারখানাগুলোয় বিদ্যুৎ সরবরাহ করে ইউনাইটেড গ্রুপের বিদ্যুৎ কেন্দ্র। গতকাল দুপুরের পর ঢাকা ইপিজেডে গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন করায় সেখানকার রফতানিমুখী বেশির ভাগ শিল্প-কারখানার উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। রাত ৯টায় এ প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত সেখানে বেশির ভাগ কারখানাই ঠিকমতো উৎপাদনে যেতে পারেনি। ঢাকা ইপিজেড-সংশ্লিষ্ট বেশ কয়েকটি সূত্র বণিক বার্তাকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। আজ শিল্প-কারখানাগুলো পুরোদমে উৎপাদনে যেতে পারবে কিনা সে বিষয়ে নিশ্চিত করে কিছু জানাতে পারেননি ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।

ঢাকা ইপিজেডের নির্বাহী পরিচালক (ইডি) শরিফুল ইসলাম বণিক বার্তাকে বলেন, 'তিতাস গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন করায় ইপিজেডে ইউনাইটেড পাওয়ারের বিদ্যুৎ কেন্দ্র বন্ধ হয়ে যায়। ফলে গতকাল দুপুরের পর থেকে অনেক কারখানা কোনো উৎপাদনে যেতে পারেনি। রাতে অনেক কারখানায় নাইট শিফট ছিল। বিদ্যুৎ সংযোগ না থাকায় এসব কারখানা তাদের কর্মীদের ছুটি দিয়েছে।'

ইপিজেডে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় কারখানা কর্তৃপক্ষ বিদ্যুতের জন্য কোনো চাপ দিচ্ছে কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'বিদ্যুৎ না থাকায় আমরা চাপে আছি। এটা রফতানিমুখী ইপিজেড, অর্থনৈতিকভাবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমরা সরকারের সর্বোচ্চ মহলের সঙ্গে যোগাযোগ করছি। তবে গ্যাস সংযোগ পুনরায় দেয়া হবে এমন কোনো আশ্বাস আমরা এখনো পাইনি। বিষয়টি যদি রাতের মধ্যে সমাধান না হয়, তাহলে এখানকার বিদেশী কোম্পানিগুলো ক্ষতির মুখে পড়বে। কর্মীদের নিয়েও অস্বস্তি তৈরি হবে।'

ঢাকা ইপিজেড বাংলাদেশ রফতানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল কর্তৃপক্ষের (বেপজা) অধীন। সংস্থাটির ওয়েবসাইটে দেয়া তথ্য অনুযায়ী, ঢাকা ইপিজেডে মোট ১১৫টি বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান রয়েছে। তবে ঢাকা ইপিজেডের কর্মকর্তারা বলছেন, সক্রিয় শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৯০, যার বেশির ভাগ বিদেশী। এসব প্রতিষ্ঠানে প্রায় এক লাখ কর্মী কাজ করেন।

গতকাল রাত ১০টায় সরজমিন পরিদর্শনে গিয়ে সেখানকার কারখানাগুলোয় তেমন কোনো কর্মতৎপরতা দেখা যায়নি।

গতকাল দুপুরের পর ঢাকা ইপিজেডে গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন করায় সেখানকার রফতানিমুখী বেশির ভাগ শিল্প-কারখানার উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। রাত ৯টায় এ প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত বেশির ভাগ কারখানাই ঠিকমতো উৎপাদনে যেতে পারেনি। ঢাকা ইপিজেড সংশ্লিষ্ট বেশ কয়েকটি সূত্র বণিক বার্তাকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। আজ শিল্প-কারখানাগুলো পুরোদমে উৎপাদনে যেতে পারবে কিনা সে বিষয়ে নিশ্চিত করে কিছু জানাতে পারেননি ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা

ঢাকা ইপিজেডে বেশির ভাগ

১ম পৃষ্ঠার পর

ব্যবস্থা কেবল ইমার্জেন্সিতে (জরুরি অবস্থা) আমরা ব্যবহার করি। এখন কোনো ইমার্জেন্সি পরিস্থিতি তৈরি হলে অবশ্যই উৎপাদন ব্যাহত হবে।'

যে কারণে আমরা গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছি। বকেয়া বিল পরিশোধের প্রক্রিয়া শুরু করলে আমরা তাদের বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গ্যাস দেয়ার বিষয়টি বিবেচনা করব। বকেয়া

সংবাদ
ঢাকা : সোমবার ১৫ বৈশাখ ১৪৩২
Dhaka : Monday 28 April 2025
e-mail : sangbadeconomic@gmail.com
খ

ইউরোপে তৈরি পোশাক রপ্তানিতে সুবাতাস

অর্থনৈতিক বার্তা পরিবেশক

যুক্তরাষ্ট্রের মতো ইউরোপের বাজারেও পোশাক রপ্তানিতে চমক দেখিয়ে চলেছে বাংলাদেশ। নানা বাধাবিপত্তির মধ্যে বড় বড় বাজারে রপ্তানি বাড়ায় খুবই খুশি এ খাতের রপ্তানিকারকরা। তবে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নতুন বাণিজ্য নীতি অর্থাৎ ট্রাম্প শুল্কের ধাক্কার শেষ পরিণতি কী হবে, তা

> চলতি বছরের প্রথম দুই মাসে (জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি) বাংলাদেশের পোশাক শিল্পমালিকরা ৩৬৯ কোটি ৩৩ লাখ (৩.৬৯ বিলিয়ন) ডলারের পোশাক রপ্তানি করেছেন। এই অঙ্ক গত বছরের একই সময়ের চেয়ে ৩৭ দশমিক শতাংশ বেশি।

নিয়ে চিন্তিত সবাই। ২৭ দেশের জোট ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানি পণ্য তৈরি পোশাকের সবচেয়ে বড় বাজার। মোট পোশাক রপ্তানি আয়ের প্রায় ৬০ শতাংশ আসে এই বাজার থেকে।

পোশাক শিল্পে শ্রমিক অসন্তোষে কারখানা বন্ধসহ নানা উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা ও অনিশ্চয়তার মধ্যে গত বছরের শেষ দিকে ইউরোপের বাজারে বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানি বেশ কমে গিয়েছিল। ২০২৪ সালের নয় মাস (জানুয়ারি-সেপ্টেম্বর) পর্যন্ত ২ দশমিক শূন্য ছয় শতাংশ নেতিবাচক (ঋণাত্মক) প্রবৃদ্ধি ছিল। অর্থাৎ ২০২৪ সালের জানুয়ারি-সেপ্টেম্বর সময়ে ইউরাপের বাজারে পোশাক রপ্তানি করে বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানিকারকরা ২০২৩ সালের একই সময়ের চেয়ে ২ দশমিক শূন্য ছয় শতাংশ কম আয় করেছিলেন। আর তাতে রপ্তানিকারকদের কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়েছিল।

তবে বছরের শেষ তিন মাসে (অক্টোবর-ডিসেম্বর) রপ্তানি বাড়ায় শেষ পর্যন্ত ৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধি নিয়ে শেষ হয়েছিল বছর। ২০২৪ সালে ইউরোপের দেশগুলোতে মোট ১ হাজার ৯৭৭ কোটি ১২ লাখ (১৯.৭৭ বিলিয়ন) ডলারের পোশাক রপ্তানি হয়েছিল। আগের বছরে অর্থাৎ ২০২৩ সালে রপ্তানির অঙ্ক ছিল ১ হাজার ৮৮৫ কোটি ৫৭ লাখ (১৮.৮৫ বিলিয়ন) ডলার।

২০২৫ সাল শুরু হয়েছে বড় চমক নিয়ে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের পরিসংখ্যান অফিসের (ইউরোস্ট্যাট) সবশেষ তথ্য অনুযায়ী, এই বছরের প্রথম দুই মাসে (জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি) বাংলাদেশের পোশাক শিল্পমালিকরা ৩৬৯ কোটি ৩৩ লাখ (৩.৬৯ বিলিয়ন) ডলারের পোশাক রপ্তানি করেছেন। এই অঙ্ক গত বছরের

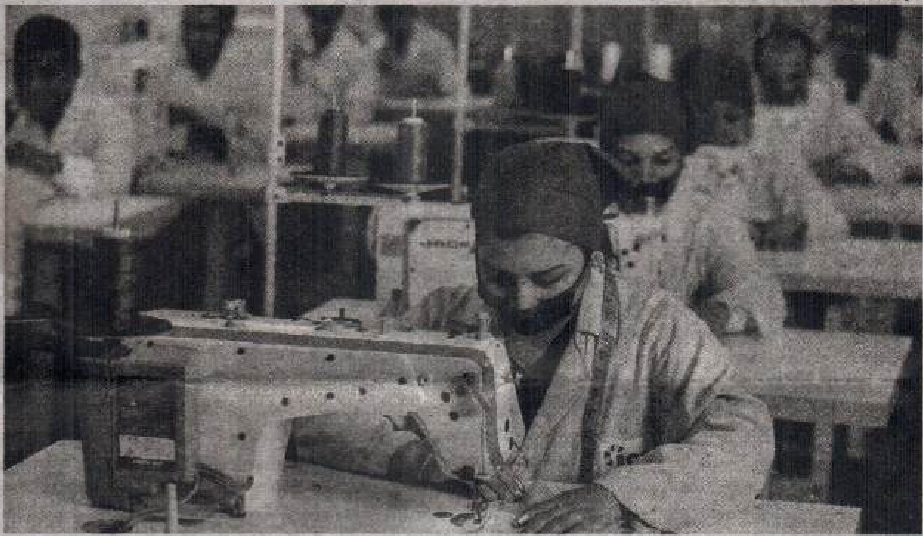

একই সময়ের চেয়ে ৩৭ দশমিক শতাংশ বেশি।

এর আগে দুই মাসে কখনই এত প্রবৃদ্ধি দেখা যায়নি এই বাজারে। প্রধান প্রতিযোগী দেশ চীন, ভিয়েতনাম, ভারত ও পাকিস্তান বাংলাদেশের এই প্রবৃদ্ধির ধারেকাছেও নেই। ২০২৪ সালের জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি সময়ে এই বাজারে ২৬৯ কোটি ৫৮ লাখ (২.৬৯ বিলিয়ন) ডলারের পোশাক রপ্তানি হয়েছিল।

গত শনিবার প্রকাশিত ইউরোস্ট্যাটের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫ সালের প্রথম দুই মাসে ইইউর কোম্পানিগুলো বিভিন্ন দেশ থেকে ১ হাজার ৬০৯ কোটি ৮২ লাখ (১৬.০৯ বিলিয়ন) মার্কিন ডলারের তৈরি পোশাক আমদানি করেছে। এই আমদানি গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ১৭ দশমিক ৮১ শতাংশ বেশি। ইইউতে বাংলাদেশ দ্বিতীয় শীর্ষ পোশাক রপ্তানিকারক দেশ। চীন সবার শীর্ষে। তৃতীয় তুরস্ক।

জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি সময়ে চীন ইউরোপের বাজারে ৪৫৪ কোটি ৬৬ লাখ (৪.৫৪ বিলিয়ন) ডলারের পোশাক রপ্তানি করেছে যা গত বছরের একই সময়ের চেয়ে ২৫ দশমিক ১২ শতাংশ বেশি। ২০২৪ সালের এই দুই মাসে চীনের রপ্তানির অঙ্ক ছিল ৩ দশমিক ৬৩ বিলিয়ন ডলার। তবে এই বাজারে তুরস্কের রপ্তানি কমেছে, ৩ দশমিক ৬৪ শতাংশ নেতিবাচক (ঋণাত্মক বা নেগেটিভ) প্রবৃদ্ধি হয়েছে। জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি সময়ে তুরস্ক ইউরোপে ১৬১ কোটি ৫১ লাখ (১.৬১ বিলিয়ন) ডলারের পোশাক রপ্তানি করেছে। ২০২৪ সালের এই দুই মাসে রপ্তানির অঙ্ক ছিল ১ দশমিক ৬৭ বিলিয়ন ডলার।

ইউরোপে রপ্তানিতে চতুর্থ স্থানে রয়েছে ভারত। জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি সময়ে ভারত ইউরোপের বাজারে ৮৬ কোটি ৫২ লাখ ডলারের পোশাক রপ্তানি করেছে; প্রবৃদ্ধি হয়েছে ২৭ দশমিক ৬০ শতাংশ। কম্বোডিয়ার প্রবৃদ্ধি হয়েছে সবচেয়ে বেশি ৪১ শতাংশ। এই দুই মাসে দেশটি ইউরোপে ৭৭ কোটি ৫১ লাখ ডলারের পোশাক রপ্তানি করেছে। ২০২৪ সালের জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি তাদের রপ্তানির অঙ্ক ছিল ৬৮ কোটি ৮৮ লাখ ডলার।

অন্য দেশগুলোর মধ্যে জানুয়ারিতে ভিয়েতনামের প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১৬ দশমিক ৫৮ শতাংশ। পাকিস্তানের ২৯ দশমিক ৬৫ শতাংশ, শ্রীলঙ্কার ২৪ দশমিক ৩৪ শতাংশ, ইন্দোনেশিয়ার ৯ দশমিক ৬৪ শতাংশ এবং মরক্কোর প্রবৃদ্ধি হয়েছে ২ দশমিক ৮৪ শতাংশ। ২০২৪ সালে ইউরোপের কোম্পানিগুলো বিভিন্ন দেশ থেকে ৯২ দশমিক ৫৬ বিলিয়ন ডলারের তৈরি পোশাক আমদানি করেছিল, যা ছিল ২০২৩ সালের চেয়ে ১ দশমিক ৫৩ শতাংশ বেশি।

গত বছর চীন ইউরোপের বাজারে ২৬ দশমিক শূন্য সাত বিলিয়ন ডলারের পোশাক রপ্তানি করেছে; যা আগের বছরের চেয়ে ২ দশমিক ৬১ শতাংশ বেশি। তবে গত বছর এই বাজারে তুরস্কের রপ্তানি বেশ খানিকটা কমেছিল: ৬ দশমিক ৬৪ শতাংশ। ইন্দোনেশিয়ার কমেছিল ৫ দশমিক ৮১ শতাংশ। ভারতের বেড়েছিল প্রায় ২ শতাংশ। কম্বোডিয়ার বেড়েছিল ২০ দশমিক ৭৩ শতাংশ। অন্য দেশগুলোর মধ্যে ভিয়েতনামের বেড়েছিল ৪ দশমিক ২১ শতাংশ। পাকিস্তানের বেড়েছিল ১২ দশমিক ৪১ শতাংশ। মরক্কোর প্রবৃদ্ধি হয়েছিল ৬ দশমিক ৮৮ শতাংশ।

কোটা সংস্কার আন্দোলনকে কেন্দ্র করে চলতি ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের প্রথম মাস জুলাই থেকে দেশে সংঘাতময় পরিস্থিতিতে পণ্য উৎপাদন ও রপ্তানি ব্যাহত হয়। ৫ অগাস্ট সরকার পতনের পর আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির আরও অবনতি হয়। এর মধ্যে গাজীপুর ও ঢাকার সাভারে শ্রমিক অসন্তোষের বেশ কয়েক দিন অনেক পোশাক কারখানা বন্ধ থাকে; উৎপাদন ব্যাপকভাবে ব্যাহত হয়। শ্রমিক অসন্তোষের কারণে এখনও পুরোপুরি স্বাভাবিক হয়নি বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের প্রধান এ খাতের কর্মকাণ্ড।

তৈরি পোশাক শিল্প মালিকদের শীর্ষ সংগঠন বিজিএমইএর তথ্য অনুযায়ী, রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রায় ২০০ কারখানা বন্ধ আছে। শ্রমিক অসন্তোষ-বিক্ষোভের কারণে এসব কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। বন্ধ থাকা অধিকাংশ কারখানার মালিক আওয়ামী লীগ নেতাদের। তাদের অনেকেই এখন কারাগারে রয়েছেন। অনেকে গা ঢাকা দিয়েছেন। বিদেশেও পালিয়ে গেছেন কেউ কেউ। ট্রাম্প গত ২ এপ্রিল হোয়াইট হাউসে সংবাদ সম্মেলন করে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে রপ্তানিকারক শতাধিক দেশের পণ্যের ওপর সম্পূরক শুল্ক হার পুনর্নির্ধারণ করে দেন। তাতে বাংলাদেশের পণ্যে নতুন করে ৩৭ শতাংশ শুল্ক আরোপ হয়েছে, যা এতদিন ছিল ১৫ শতাংশ। বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশের অনুরোধে ১০ এপ্রিল চীন ছাড়া অন্য সব দেশের পাল্টা শুল্ক ৯০ দিন স্থগিত রাখার ঘোষণা দেন ডোনাল্ড ট্রাম্প।

একক দেশ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের প্রধান খাত তৈরি পোশাকের সবচেয়ে বড় বাজার। মোট রপ্তানি আয়ের ২০ শতাংশের মতো আসে বিশ্বের সবচেয়ে বড় অর্থনীতির এই দেশ থেকে। অতীতের সব রেকর্ড ছাড়িয়ে ২০২২ সালে এই বাজারে বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানি ৩৬ শতাংশ বেড়ে ৯৭৩ কোটি (৯.৭৩ বিলিয়ন) ডলারে উঠেছিল। পরের বছর অর্থাৎ ২০২৩ সালে প্রবৃদ্ধি তো দূরের কথা, উল্টো ২৫ শতাংশ কমেছিল। সেই নেতিবাচক ধারা চলে ২০২৪ সালেও। তবে বছরের শেষ দিকে এসে গতি বাড়ায় শেষ পর্যন্ত নামমাত্র প্রবৃদ্ধি দিয়ে শেষ হয়েছিল বছর।

গত বছর বাংলাদেশ থেকে ৭৩৪ কোটি (৭.৩৪ বিলিয়ন) ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি হয় যুক্তরাষ্ট্রে, যা ছিল ২০২৩ সালের তুলনায় শূন্য দশমিক ৭৫ শতাংশ বেশি। ট্রাম্পের পাল্টা শুল্কের প্রভাব পড়তে শুরু করেছিল বাংলাদেশে। যুক্তরাষ্ট্রের আমদানিকারকদের কাছ থেকে তৈরি পোশাকের ক্রয়াদেশ স্থগিতের নির্দেশনা আসতে শুরু করে। পাল্টা শুল্ক তিন মাস স্থগিতের পর অবশ্য পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে।

২০২৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রপ্তানি উল্লম্ফন দিয়ে শুরু হয়েছে। জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি এই দুই মাসে ১৫০ কোটি (১.৫০ বিলিয়ন) ডলারের পোশাক রপ্তানি হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রে, যা গত বছরের এই সময়ের চেয়ে প্রায় ২৭ শতাংশ বেশি।

বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি ইন্টিগ্রেশন ফর ডেভেলপমেন্টের (র‍্যাপিড) এক গবেষণায় বলা হয়েছে, ২০৩০ সালের মধ্যে ইইউর বাজারে বাংলাদেশের ৬৫ বিলিয়ন ডলারের পোশাক রপ্তানি করা সম্ভব। পোশাকের বৈশ্বিক বাজারের গতি-প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে এই পরিসংখ্যান দিয়েছে র‍্যাপিড। বর্তমান অবস্থায়ও ইইউতে বাড়তি ১৮ বিলিয়ন ডলারের রপ্তানির সুযোগ রয়েছে বলে মনে করে র‍্যাপিড।

দেশ রূপান্তর

সোমবার, ২৮ এপ্রিল ২০২৫,

১৩ কারখানায় উৎপাদন ব্যাহত

নিজস্ব প্রতিবেদক

১০ দিন ধরে ভোলার গ্যাস পরিবহন বন্ধ

স্থানীয়দের বাধায় ভোলা থেকে গ্যাস পরিবহন বন্ধ রয়েছে প্রায় ১০ দিন। এ গ্যাসের অভাবে ঢাকা, গাজীপুর, মানিকগঞ্জ ও মুন্সীগঞ্জের ১৩টি কারখানায় ব্যাহত হচ্ছে উৎপাদন। অনেক কারখানায় বিকল্প জ্বালানি দিয়ে উৎপাদন স্বাভাবিক রাখতে গিয়ে ব্যয় বাড়ছে। ভোলার গ্যাসক্ষেত্রের সঙ্গে সরাসরি কোনো পাইপলাইন না থাকায় সরকারের সঙ্গে চুক্তির আওতায় সেখানকার গ্যাসক্ষেত্র থেকে নৌ ও সড়কপথে বিশেষ পরিবহনের মাধ্যমে এ গ্যাস বিভিন্ন কারখানায় সরবরাহ করছে ইন্ট্রাকো রিফুয়েলিং স্টেশন।

এদিকে ভোলার গ্যাস অন্যত্র নেওয়া বন্ধ করে ভোলায় গ্যাসভিত্তিক কলকারখানা স্থাপন, ঘরে ঘরে গ্যাস সংযোগ দেওয়াসহ পাঁচ দফা দাবিতে দীর্ঘদিন ধরেই আন্দোলন চলছে। দাবি আদায়ে গত ১৮ ও ১৯ এপ্রিল ইন্ট্রাকোর গ্যাস বহনকারী কয়েকটি গাড়ি আটকে দেন আন্দোলনকারীরা। এরপর দফায় দফায় আন্দোলনকারীদের সঙ্গে ইন্ট্রাকো কর্তৃপক্ষ আলোচনায় বসলেও শেষ পর্যন্ত কোনো সুরাহা হয়নি। আটক গাড়ি ছেড়ে দিলেও স্থানীয়দের বাধার কারণে এরপর আর গ্যাস সরবরাহ করতে পারেনি তারা।

গ্যাস সরবরাহ বন্ধের ফলে বিভিন্ন কারখানায় নানারকম ক্ষতি হচ্ছে বলে জানিয়েছেন একাধিক কর্মকর্তা। তাদেরই একজন নারায়ণগঞ্জের ফকির ফ্যাশনের হেড অব সাপ্লাই চেইন মো. গোলাম মোস্তাফা জানান, ইন্ট্রাকো থেকে তাদের কারখানায় গড়ে প্রতিদিন ১৭ হাজার ঘনমিটার গ্যাস সরবরাহ করা হতো। কিন্তু এ গ্যাস বন্ধ থাকায় দিনে প্রায় ১০ লাখ টাকার আর্থিক ক্ষতি হচ্ছে। উৎপাদন ব্যাহত হওয়ায় সময়মতো পণ্য সরবরাহ করা যাচ্ছে না। বাধ্য হয়ে অনেক ক্ষেত্রে বিমানে চড়া মাশুল দিয়ে পণ্য পাঠাতে হচ্ছে ক্রেতার কাছে। এতে ব্যয় বেড়ে যাচ্ছে।

ঢাকার সাভারের আল মুসলিম গ্রুপে গড়ে প্রতিদিন ১০ হাজার ঘনমিটার গ্যাস সরবরাহ করে ইন্ট্রাকো। কিন্তু এ গ্যাস সরবরাহ বন্ধ থাকায় উৎপাদন ব্যয় দ্বিগুণ হয়ে গেছে বলে জানান আল মুসলিম গ্রুপের উপব্যবস্থাপক মো. জাহিদুল ইসলাম। তিনি বলেন, তিতাস গ্যাসের অবস্থা খুবই খারাপ। ইন্ট্রাকোর গ্যাস সরবরাহ বন্ধ হওয়ায় সংকট আরও বেড়েছে। সময়মতো পণ্য সরবরাহ করতে গিয়ে ডিজেল দিয়ে উৎপাদন ঠিক রাখতে হচ্ছে। এতে যে পণ্য উৎপাদন করতে ১০০ টাকা লাগত, এখন তা ২০০ টাকা লাগছে।

নারায়ণগঞ্জের এসিআই সল্টের একজন কর্মকর্তা জানান, তিতাসের গ্যাস সংকটের কারণে তারা ইন্ট্রাকোর কাছ থেকে দৈনিক গড়ে প্রায় সাড়ে ১৭ হাজার ঘনমিটার গ্যাস নিচ্ছিলেন। হঠাৎ করে গ্যাস সরবরাহ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় কারখানার উৎপাদন প্রায় ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ কমেছে। বিকল্প উপায়ে উৎপাদন স্বাভাবিক রাখারও কোনো সুযোগ নেই। এতে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পাশাপাশি সময়মতো পণ্য সরবরাহ করতে না পারায় প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায়িক সুনামও ক্ষুণ্ন হচ্ছে।

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ সূত্রমতে, ভোলার গ্যাস নিয়ে সেখানকার আন্দোলনকারীদের সঙ্গে সোমবার (আজ) ঢাকায় বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবীর খানের সঙ্গে বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে। সেখানে একটা সুষ্ঠু সমাধান হবে বলে আশা করছেন কর্মকর্তারা।

জানতে চাইলে ইন্ট্রাকোর মহাব্যবস্থাপক কমান্ডার আবু সাঈদ, বিএন (অব.) জানান, গ্যাস সংকটে ভুগতে থাকা বিভিন্ন কারখানায় প্রতিদিন গড়ে অন্তত ৩ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস সরবরাহ করা হচ্ছে। কিন্তু স্থানীয়দের বাঁধার কারণে গত ১৮ এপ্রিল থেকে গ্যাস সরবরাহ বন্ধ রয়েছে। কারখানার মালিকরা গ্যাস চাচ্ছেন জরুরি ভিত্তিতে কিন্তু তারা গ্যাস দিতে পারছেন না।

আবু সাঈদ আরও জানান, সরকারের যথাযথ নিয়ম মেনেই এ গ্যাস সরবরাহ করা হচ্ছে। এখান থেকে খুব বেশি মুনাফা করা হচ্ছে তা নয়। বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে লোকসান হচ্ছে। তারপরও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার অংশ হিসেবে অনেকটা ঝুঁকি নিয়ে ইন্ট্রাকো দেশে প্রথম এই প্রক্রিয়ায় গ্যাস সরবরাহ শুরু করে। এতে অনেক কারখানা উপকৃত হচ্ছিল।

'আন্দোলনকারীদের দাবিদাওয়া সরকারের সঙ্গে আলোচনা করে সমাধান করতে পারে। কিন্তু দাবি আদায়ে গ্যাস সরবরাহ বন্ধের ফলে দেশের শিল্পকারখানা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। সরকার নানাভাবে রাজস্ব বঞ্চিত হচ্ছে আয় থেকে। সেই সঙ্গে ইন্ট্রাকোও ক্ষতির শিকার হচ্ছে'– বলেন তিনি।

ভোলায় বিভিন্ন গ্যাসক্ষেত্রে ২ দশমিক ৪ ট্রিলিয়ন ঘনফুট গ্যাসের মজুদ রয়েছে। স্থানীয়ভাবে ৭০ থেকে ৮০ মিলিয়ন ঘনফুট চাহিদার বিপরীতে এসব ক্ষেত্রের দৈনিক উৎপাদন সক্ষমতা ২০০ মিলিয়ন ঘনফুট। ফলে প্রায় ১২০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস অব্যবহৃত থাকে। জাতীয় সঞ্চালন লাইনের সঙ্গে সংযোগ না থাকায় ভোলার অব্যবহৃত গ্যাস কাজে লাগানো যাচ্ছে না।

প্রথম আলো • বৃহস্পতিবার, ৩ এপ্রিল ২০২৫,

দুদিনে একই স্থানে ৩ দুর্ঘটনা, নিহত ১৫

চট্টগ্রামের লোহাগাড়া

গতকালের দুর্ঘটনায় নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে ঢাকার এক পরিবারের মা-বাবা ও দুই মেয়ে রয়েছেন। এ ছাড়া নিহত হন আরেক দম্পতিও।

প্রতিনিধি, *লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম*

চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কের লোহাগাড়ার জাঙ্গালিয়ায় ঈদের ছুটিতে ৪৮ ঘণ্টার ব্যবধানে তিনটি সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ গেছে ১৫ জনের। আহত হয়েছেন ২১ জন।

সর্বশেষ গতকাল বুধবার সকাল সাতটায় বাস ও মাইক্রোবাসের সংঘর্ষে দুই দম্পতিসহ ১০ জনের মৃত্যু হয়েছে। এর আগে ঈদের দিন সোমবার সকাল সাড়ে সাতটায় বাস ও মিনিবাসের সংঘর্ষে মারা যান ৫ তরুণ। ঈদের পরদিন মঙ্গলবার দুটি মাইক্রোবাস উল্টে গিয়ে আহত হন ৯ পর্যটক।

মহাসড়কের জাঙ্গালিয়া এলাকায় দুর্ঘটনার শিকার হওয়া আহত ও নিহত ব্যক্তিদের বেশির ভাগ কক্সবাজারগামী পর্যটক। ঈদের ছুটিতে দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে সমুদ্রসৈকতে ঘুরতে যাচ্ছিলেন তাঁরা।

লোহাগাড়ার চুনতি বন্য প্রাণী অভয়ারণ্য শুরু হওয়ার পর থেকে মাজার টেক এলাকা পর্যন্ত মহাসড়কের দেড় কিলোমিটার অংশ জাঙ্গালিয়া এলাকা নামে পরিচিত। সড়কের দুই পাশের অভয়ারণ্যের গাছপালার সৌন্দর্য যাত্রীদের মুগ্ধ করে। তবে এই অংশ পরিণত হয়েছে মৃত্যুফাঁদে।

সড়ক পরিবহনবিশেষজ্ঞ, হাইওয়ে পুলিশ ও সড়ক বিভাগের প্রকৌশলীদের মতে, সরু সড়ক, লবণপানি, বিপজ্জনক বাঁক, অদক্ষ চালক ও সচেতনতামূলক ব্যবস্থা না থাকার কারণে বারবার দুর্ঘটনা ঘটছে।

কক্সবাজারে ঘুরতে যাওয়া হলো না তাঁদের

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, গতকাল সকালে কক্সবাজার থেকে চট্টগ্রামগামী রিলাক্স পরিবহনের দ্রুতগতির যাত্রীবাহী একটি বাস চুনতি জাঙ্গালিয়া এলাকার মহাসড়কের একটি বাঁকে আসে। তখন চালক 'হার্ড ব্রেক' করতে গেলে বাসটির সামনের অংশ ঘুরে মহাসড়কে আড়াআড়ি হয়ে যায়। এ সময় বিপরীত দিক থেকে আসা কক্সবাজারগামী দ্রুতগতির একটি মাইক্রোবাসের সঙ্গে বাসটির সংঘর্ষ হয়। মুহূর্তেই কক্সবাজারগামী দ্রুতগতির আরেকটি মাইক্রোবাস দুর্ঘটনাকবলিত মাইক্রোবাসটিকে পেছন থেকে ধাক্কা দেয়। এতে ১০ জন নিহত হন। আহত হয়েছেন তিনজন। আহত তিনজন চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

হাইওয়ে পুলিশ ও নিহত ব্যক্তিদের প্রতিবেশীরা জানান, নিহত ব্যক্তিরা সবাই মাইক্রোবাসের যাত্রী ছিলেন। ঈদের ছুটিতে পরিবারের সদস্যদের নিয়ে কক্সবাজার যাচ্ছিলেন তাঁরা।

দুর্ঘটনায় নিহত ব্যক্তিরা হলেন ঢাকার মিরপুর এলাকার বাসিন্দা রফিকুল ইসলাম (৪৮), তাঁর স্ত্রী লুৎফুন নাহার (৩৭)। তাঁদের মেয়ে আনিশা আক্তার (১৪) ও লিয়ানা (৮)। রফিকুলের ভাগনি তানিফা ইয়াসমিন (১৬)। ঝিনাইদহ জেলার শৈলকুপা উপজেলার বোয়ালিয়া গ্রামের বাসিন্দা দিলীপ বিশ্বাস (৪৩) ও তাঁর স্ত্রী সাধনা মণ্ডল (৩৭), ঢাকার আজমপুর এলাকার বাসিন্দা ইউছুফ আলী (৫৭), আশীষ মণ্ডল (৫০) ও মোক্তার আহমেদ (৫২)। ইউছুফ আলী গাড়িচালক বলে জানা গেছে। দুর্ঘটনায় দিলীপ বিশ্বাস ও সাধনা বিশ্বাসের মেয়ে আরাধ্য বিশ্বাস (৮) আহত হয়ে চমেক হাসপাতালে ভর্তি আছে।

নিহত দিলীপ বিশ্বাসের প্রতিবেশী কাজল কর্মকার জানান, উত্তর বোয়ালিয়া গ্রামের বিমল বিশ্বাসের একমাত্র ছেলে দিলীপ বিশ্বাস। দিলীপ প্রায় ১৫ বছর আগে ঢাকার টঙ্গীতে চলে যান। সেখানে পোশাক কারখানায় কাজ নিয়েছিলেন। এক বছর আগে বায়িং হাউসের ব্যবসা শুরু করেছিলেন তিনি। বর্তমানে দিলীপের পরিবারের কেউ গ্রামে থাকেন না। তাঁর মা-বাবা মেয়ের সঙ্গে শ্রীপুর থাকেন।

এদিকে গতকাল বেলা আড়াইটার দিকে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ফারুক-ই-আজম, চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসক ফরিদা খানম জাঙ্গালিয়া এলাকা পরিদর্শন করেছেন। এ সময় উপদেষ্টা বলেন, 'আহত ব্যক্তিদের ইতিমধ্যে চিকিৎসার জন্য আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে। চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কে দুর্ঘটনা প্রতিরোধে করণীয় বিষয়ে আমি সড়ক পরিবহন উপদেষ্টার সঙ্গে কথা বলব।

বাসের সঙ্গে সংঘর্ষে দুমড়ে মুচড়ে গেছে মাইক্রোবাসটি। গতকাল সকালে লোহাগাড়ার জাঙ্গালিয়া এলাকায় চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কে। ছবি : প্রথম আলো

ঈদের দিনে প্রাণ গেল পাঁচ তরুণের

ঈদের দিন সোমবার সকাল সাড়ে সাতটায় জাঙ্গালিয়ায় যাত্রীবাহী সৌদিয়া পরিবহনের একটি বাসের সঙ্গে একটি মিনিবাসের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলে পাঁচজনের মৃত্যু হয়। মিনিবাসটি কক্সবাজারের দিক থেকে লোহাগাড়ায় আসছিল। আর সৌদিয়া পরিবহনের বাসটি কক্সবাজারের দিকে যাচ্ছিল।

নিহত ব্যক্তিরা হলেন লোহাগাড়া উপজেলার পদুয়া ইউনিয়নের আধারমানিক এলাকার মো. আলমের ছেলে রিফাত হোসেন (১৯), একই এলাকার সোনা মিয়ার ছেলে আরাফাত হোসেন (২১), একই ইউনিয়নের চকরিয়াপাড়ার নুরুল ইসলামের ছেলে নাজিম উদ্দিন (২৫), একই উপজেলার আমিরাবাদ ইউনিয়নের সুখছড়ি মৌলভীপাড়ার আমির হোসেনের ছেলে জিসান হোসেন (২২) এবং সাতকানিয়া উপজেলার ডেলিপাড়া এলাকার মো. সাত্তারের ছেলে মো. সিদ্দিক (২০)।

নিহত তরুণেরা একে অপরের বন্ধু ও পরিচিতজন। তাঁরা কক্সবাজারের উখিয়া উপজেলার কোর্টবাজার এলাকায় বিপণিবিতান ও প্রসাধনীর দোকানে চাকরি করতেন। গ্রামে অপেক্ষারত প্রিয়জনদের সঙ্গে ঈদের আনন্দ ভাগাভাগি করতে বাড়িতে ফিরছিলেন তাঁরা।

ঈদের পরদিন মঙ্গলবার ভোর চারটায় জাঙ্গালিয়ায় একই জায়গায় পর্যটকবাহী দুটি মাইক্রোবাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মহাসড়কের পূর্ব পাশে ৩০ ফুট গভীর খাদে পড়ে উল্টে যায়। এতে ৯ যাত্রী আহত হন। পুলিশ জানায়, ঢাকার সাভার ও কুমিল্লা থেকে পৃথক দুটি মাইক্রোবাস প্রায় ২২ জন পর্যটক নিয়ে কক্সবাজারে যাচ্ছিল।

যে কারণে বারবার দুর্ঘটনা

গতকাল দুপুরে ঘটনাস্থল সরেজমিন দেখা যায়, মহাসড়কের উভয় পাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে দুর্ঘটনাকবলিত গাড়ির ভাঙা কাচের টুকরা। জাঙ্গালিয়া এলাকায় সড়কের দুই স্থানে ঢালুর অংশে রয়েছে বিপজ্জনক বাঁক। জাঙ্গালিয়া এলাকায় দেখা যায়নি সচেতনতামূলক কোনো সাইনবোর্ড।

বারবার দুর্ঘটনার বিষয়ে দোহাজারী হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শুভ রঞ্জন চাকমা *প্রথম আলো*কে বলেন, অপ্রশস্ত মহাসড়ক, বিপজ্জনক বাঁক, বাঁকের আগে-পরে গতিরোধক না থাকা, বেপরোয়া গতিতে আগের গাড়িকে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার চেষ্টা (ওভারটেকিং), অদক্ষ চালক, বেপরোয়া গতি, লবণপানি, রোড সাইন না থাকার কারণে দুর্ঘটনা ঘটছে। আর ছুটির দিনগুলোতে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে আসা চালকদের এই সড়ক সম্পর্কে ধারণা না থাকার কারণে দুর্ঘটনা ঘটে।

চট্টগ্রাম দক্ষিণের সড়ক ও জনপথ বিভাগের উপসহকারী প্রকৌশলী আবু হানিফ *প্রথম আলো*কে বলেন, লবণবাহী ট্রাক থেকে নিঃসরণ করা পানির কারণে ওই স্থানে সড়ক সব সময় পিচ্ছিল থাকে। পিচ্ছিল মহাসড়কের ওপর গাছ থেকে কুয়াশা ঝরে পড়ার পর আরও বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। সওজের পক্ষ থেকে গতিরোধক, বাঁকে গ্লাস বসানো ও সতর্কতামূলক সাইনবোর্ড দেওয়ার কাজ শুরু করেছেন।

দুর্ঘটনা রোধে সরু মহাসড়কটি ছয় লেনে উন্নীত করার দাবি জানিয়েছেন লোহাগাড়া উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল ফরিদ উদ্দিন খান।

মহাসড়ক ও এর দুই পাশে ভূমির বিশৃঙ্খল ব্যবহারের কারণে বারবার দুর্ঘটনা ঘটছে বলে মন্তব্য করেন বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) পুরকৌশল বিভাগের অধ্যাপক সড়ক পরিবহনবিশেষজ্ঞ এম সামছুল হক। তিনি *প্রথম আলো*কে বলেন, চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়ক নামেই মহাসড়ক। সড়কের দুই পাশে বাজার, মোড়ে মোড়ে গাড়ি দাঁড় করিয়ে যাত্রী ওঠানো-নামানো করাসহ চরম বিশৃঙ্খলা অবস্থা বিরাজ করে সড়কটিতে। আর সড়কটি এমনিতেই সরু ও আঁকাবাঁকা। গাড়ির চাপ নেওয়ার জন্য পর্যাপ্ত ধারণক্ষমতা নেই। এর মধ্যে মহাসড়কটি বৈধ-অবৈধ নানা ধরনের গাড়ি চলাচল করে। মহাসড়কটিতে অন্তত ১১-১২টি স্পটে বড় ধরনের প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। এই স্পটগুলো পার হলেই চালকেরা দ্রুতগতিতে গাড়ি চালানো শুরু করেন। এসব কারণে এখানে দুর্ঘটনা ঘটে চলছে।

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

দুদিনে একই স্থানে তিন দুর্ঘটনা, নিহত ১৫

তিন দিনে সড়কে নিহত আরও ১৯ জন

চুনতির দুর্ঘটনা ছাড়াও গত সোমবার ঈদের দিন থেকে গত বুধবার রাত আটটা পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় আরও ১৭ জন নিহত হয়েছেন। এর মধ্যে গত মঙ্গলবার দিবাগত রাত থেকে গতকাল রাত আটটা পর্যন্ত দেশের পাঁচ জেলায় সড়কে ১০ জন নিহত হয়েছেন। এর মধ্যে কুষ্টিয়ায় নিহত হয়েছেন ৪ জন। মঙ্গলবার দিবাগত রাত ও গতকাল সকালে সদর ও খোকসা উপজেলায় এসব ঘটনা ঘটে।

মঙ্গলবার দিবাগত রাত দেড়টার দিকে কুষ্টিয়া-ঝিনাইদহ মহাসড়কের জিলা স্কুলের সামনে প্রাইভেট কারের ধাক্কায় মোটরসাইকেলে থাকা রাহাত ইসলাম পলাশ (৩০) ও মো. ফাহিম অনিক (২৩) নিহত হন। নিহত ব্যক্তিরা সম্পর্কে মামা-ভাগনে। তাঁরা চা পান করে বাড়িতে ফিরছিলেন।

এর আগে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার দিকে খোকসা উপজেলার বিলজানি বাজার এলাকায় মোটরসাইকেলের ধাক্কায় রাস্তায় ছিটকে পড়ে মঈনুদ্দিন শেখ (৭০) নামের এক নির্মাণশ্রমিক গুরুতর আহত হন। স্থানীয় লোকজন তাঁকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। কুষ্টিয়ার মিরপুরে প্রাইভেট কারের ধাক্কায় অটোরিকশার চালক রফজেল শেখ (৬৫) নিহত হয়েছেন। বুধবার সকালে কুষ্টিয়া-ঈশ্বরদী মহাসড়কের মিরপুর উপজেলার বহলবাড়ীয়া এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

রাজবাড়ীর কালুখালীর গঙ্গানন্দপুর এলাকায় মোটরসাইকেল ও প্রাইভেট কারের মুখোমুখি সংঘর্ষে মোটরসাইকেলচালক সুজন শেখ (২৪) নিহত হয়েছেন। গতকাল দুপুরে কালুখালীর রতনদিয়া ইউনিয়নের গঙ্গানন্দপুর এলাকার হিরো মোল্লার ঘাটের কাছে বেড়িবাঁধ সড়কে দুর্ঘটনা ঘটে।

এর আগে মঙ্গলবার দিবাগত রাতে রাজবাড়ী সদর উপজেলার বাগমারা এলাকায় নছিমনের সঙ্গে মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে মোটরসাইকেলচালক জিয়াউল হক নিহত হন।

রাজবাড়ী সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চিকিৎসা কর্মকর্তা রাজীব দে সরকার বলেন, গতকাল সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত মোটরসাইকেল ও থ্রি-হুইলার দুর্ঘটনায় অন্তত ১০ জন আহত রোগী চিকিৎসা নিতে এসেছেন। এ ছাড়া ঈদের দিন থেকে শুরু করে গতকাল বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ৭২ ঘণ্টায় অন্তত ৪৫ জন আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছেন।

চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কে পড়ে গিয়ে রাজীব বৈদ্য (৩৮) নামের এক আসবাব ব্যবসায়ীর মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার দিবাগত রাতে জোরারগঞ্জ বাজারের দক্ষিণ পাশে ঢাকা-চট্টগ্রাম পুরোনো মহাসড়কে হাজীশ্বরাই এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

রাজধানীর মতিঝিলে গত মঙ্গলবার দিবাগত রাতে বাসের ধাক্কায় পথচারী রুহুল আমিন শেখ (৫৫) নিহত হন। মতিঝিলের কমলাপুর বিআরটিসি কাউন্টারের সামনে এ ঘটনা ঘটে। রুহুল আমিনের গ্রামের বাড়ি গাজীপুরে। তিনি সবুজবাগ এলাকায় থাকতেন।

গতকাল গোপালগঞ্জে মোটরসাইকেল-মাহিন্দ্রার সংঘর্ষে মারুফ ও মোহাননেত নামের দুই কিশোর নিহত হয়েছে।

এর আগে গত সোমবার ঢাকাসহ পাঁচ জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় অন্তত ৯ জন নিহত হন। গত সোমবার দিবাগত রাত থেকে মঙ্গলবার দুপুর পর্যন্ত এসব ঘটনা ঘটে। এর মধ্যে মাদারীপুরের শিবচর উপজেলার জাজিরা সীমান্তবর্তী কুতুবপুর সাহেববাজার এলাকায় দুটি মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে নিহত হন ৪ জন। নিহত ব্যক্তিরা হলেন শিবচরের মিঠুন তালুকদার (২৫), শরীয়তপুরের হৃদয় ঢালী (১৯), জাজিরার রহমান সরদার (২১) ও অলি খান (২২)।

এ ছাড়া গাজীপুরের কালিয়াকৈরে অটোরিকশার ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী পুলিশ সদস্য রনি শিকদার (২৬ নিহত হন। রংপুরে মোটরসাইকেলের সঙ্গে ব্যাটারিচালিত ভ্যানের ধাক্কায় নিহত হন ২ জন। নরসিংদী সদর উপজেলার আট বছরের এক শিশু নিহত হয়েছে কাভার্ড ভ্যানের চাপায়। বগুড়ার শেরপুর উপজেলায় মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় জয়ন্ত সরকার (২০) নামের এক ব্যক্তি নিহত হন।

সমকাল বৃহস্পতিবার। ৩ এপ্রিল ২০২৫

ঈদের ছুটিতে চার দিনে ২৩ দুর্ঘটনায় নিহত ৪৫

■ সমকাল ডেস্ক

এবারের ঈদের ছুটি শুরু হয় গত রোববার থেকে। ৯ দিনের ছুটি হওয়ায় সড়কে তেমন ভোগান্তি ছিল না। তাই ঈদের আগে সড়কে দুর্ঘটনা না থাকলেও ঈদের দিন থেকে সড়কে প্রাণহানি শুরু হয়। গতকাল বুধবার পর্যন্ত সমকালের হাতে আসা তথ্য অনুযায়ী প্রাণ গেছে অন্তত ৪৫ জনের ও আহত হয়েছেন ৫০ জন। গতকাল রাজবাড়ীর কালুখালী উপজেলার রতনদিয়া ইউনিয়নের গঙ্গানন্দপুর গ্রামে প্রাইভেটকারের সঙ্গে সংঘর্ষে মোটরসাইকেল আরোহী সুজন শেখ নামে এক যুবক নিহত হয়েছেন। তিনি একই গ্রামের লিয়াকত শেখের ছেলে। গোপালগঞ্জে মহাসড়কে গাড়িচাপায় আহত এক বৃদ্ধ (৬০) হাসপাতালে মারা যান।

কুষ্টিয়ার মিরপুরে গতকাল সকালে প্রাইভেটকারের ধাক্কায় রফজেল শেখ (৬০) নামে এক সিএনজিচালিত অটোচালক নিহত হয়েছেন। তিনি উত্তর ভবানীপুর গ্রামের সাহাদ আলী শেখের ছেলে। অন্যদিকে জিলা স্কুলের সামনে প্রাইভেটকারের ধাক্কায় মোটরসাইকেলে থাকা রাহাত ইসলাম পলাশ (৩০) ও ফাহিম অনিক (২৩) নিহত হন। নিহতরা সম্পর্কে মামা-ভাগনে। খোকসায় ডাক্তার দেখিয়ে স্ত্রীসহ বাড়ি ফেরার পথে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় ময়েন উদ্দিন (৮০) নিহত হন। চট্টগ্রামের লোহাগাড়ায় যাত্রীবাহী বাসের সঙ্গে মাইক্রোবাসের সংঘর্ষে আরও তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে এই দুর্ঘটনায় মোট ১০ জন মারা গেল।

মঙ্গলবারের দুর্ঘটনা

চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ের হাজীশ্বরাই এলাকায় রাতে মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে জুয়েল বৈদ্য (৩৮) নামে একজন ব্যবসায়ী নিহত হন। মাদারীপুরের শিবচরে দুই মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে চার যুবক নিহত হন। তারা হলেন– শিবচরের মিঠুন তালুকদার (২৫), শরীয়তপুরের হৃদয় ঢালী (১৯), রমজান সরদার (২১) ও অলি খান (২২)। রংপুরের বদরগঞ্জে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় নিহত হয় দুই তরুণ। তাদের মধ্যে একজনের নাম আশিক (১৭)।

রাজধানীর মতিঝিলে রাস্তা পার হওয়ার সময় বাসের ধাক্কায় রুহুল আমিন শেখ (৫৫) নামে এক ব্যক্তির প্রাণ যায়। হবিগঞ্জের নবীগঞ্জ পৌরসভায় অটোরিকশার চাপায় নিহত হয় মরিয়ম বেগম (৪)। কুমিল্লার চান্দিনায় বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খুঁটিতে ধাক্কা লেগে প্রাণ হারিয়েছেন তিনজন। আহত হয়েছেন আরও ৩০ জন।

সন্তানকে দেখা হলো না পুলিশ সদস্যের

গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলার মৌচাক এলাকায় অটোরিকশার ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী গাজীপুর মহানগর পুলিশের কনস্টেবল রনি সিকদার (২৬) নিহত হন। অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীর অস্ত্রোপচারের জন্য ছুটি নিয়ে বাড়িতে যাওয়ার পথে এ দুর্ঘটনা ঘটে। রাত ৮টায় ছেলের জন্মের মাত্র এক ঘণ্টা পর তাঁকে দাফন করা হয়। রনির বাড়ি টাঙ্গাইল সদর উপজেলার শাহানশাহগঞ্জ ছোনাটি এলাকায়।

ছেলের জন্মের এক ঘণ্টা পরই দাফন বাবার

সোমবারের (ঈদের দিন) দুর্ঘটনা

চট্টগ্রামের লোহাগাড়ায় দুই বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে ৫ জন নিহত হন। আহত হয়েছেন কমপক্ষে ৯ জন। গাজীপুর মহানগরের চান্দনা চৌরাস্তার সঙ্গে যুক্ত শিববাড়ী আঞ্চলিক সড়কে বাসের ধাক্কায় অটোরিকশায় থাকা শিশু তাবাসসুম ও তার ফুফু ঘটনাস্থলেই মারা যান। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও একজন। পিরোজপুরের ইন্দুরকানীর চরবলেশ্বর ফকিরবাড়ী মোড়ে মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তুহিন হোসেন (২৫) নামের এক যুবক নিহত হন। স্ত্রী মিম আক্তার আহত হন।

কিশোরগঞ্জের কুলিয়ারচরে দুই মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে দু'জনের প্রাণহানি ঘটে। তারা হলেন শামীম মিয়া (২৫) ও আল আমিন (২৭)। নাটোরের বড়াইগ্রামের কেন্দ্রীয় ঈদগাহ এলাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছের সঙ্গে মোটরসাইকেলের ধাক্কা লেগে আব্দুল্লাহ (১৮) নামে এক রংমিস্ত্রি নিহত হন। নওগাঁর সাপাহারে মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে শাহীন আলম (১৭) নামের এক যুবক নিহত ও দু'জন আহত হন। মেহেরপুর পৌরশহরের কাছে মাইক্রোবাসের ধাক্কায় শিশুসহ তিনজন নিহত হন। আহত হন আরও দু'জন। নিহতরা হলেন– আক্তারুজ্জামান শোভন (২৭), যোবায়ের হোসেন (১০) ও আল ইমরান।

ময়মনসিংহের ফুলবাড়িয়ায় সড়ক দুর্ঘটনায় শিক্ষার্থীসহ দুই কিশোর নিহত হন। তারা হলো আশিকুর হক (১৬) ও মিনহাজ (১৬)। মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় প্রাণ গেছে বিনোদ বাউরী (৬৫) নামে এক চা শ্রমিকের। সিরাজগঞ্জের তাড়াশে মোটরসাইকেল ও বাইসাইকেলের সংঘর্ষে নিহত হন ইদ্রিস আলী (৪২)।

এ ছাড়া গত রোববার গাজীপুরে পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় চারজন নিহত হন। এ সময় আহত হন আরও পাঁচজন।

(প্রতিবেদনে তথ্য দিয়েছেন সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিরা)

যুগান্তর
কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা
বৃহস্পতিবার ৩ এপ্রিল ২০২৫
২০ চৈত্র ১৪৩১

লোহাগাড়ায় বাস দুই মাইক্রোর সংঘর্ষে নিহত ১০

(১ম পৃষ্ঠার পর)

দুর্ঘটনায় তার বাবা ও মা মারা গেছেন। এছাড়া ঈদের ছুটির তিনদিনে ১৯. জেলায় আরও ৪৩ জন নিহত হয়েছেন। ব্যুরো ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

কক্সবাজার ও লোহাগাড়া দ. (চট্টগ্রাম) : প্রত্যক্ষদর্শী ব্যক্তিরা জানান, কক্সবাজার থেকে চট্টগ্রামগামী রিলাক্স পরিবহণের দ্রুতগতির যাত্রীবাহী একটি বাস চুনতি জাঙ্গালিয়া এলাকার মহাসড়কের একটি বাঁকে আসে। তখন চালক 'হার্ড ব্রেক' করতে গেলে বাসটির সামনের অংশ ঘুরে যায়। এতে বাসটি মহাসড়কে আড়াআড়ি হয়ে যায়। এ সময় বিপরীত দিক থেকে আসা কক্সবাজারগামী দ্রুতগতির একটি মাইক্রোবাসের সঙ্গে বাসটির সংঘর্ষ হয়। মুহূর্তেই কক্সবাজারগামী দ্রুতগতির আরেকটি মাইক্রোবাস দুর্ঘটনাকবলিত মাইক্রোবাসটিকে পেছন থেকে ধাক্কা দেয়। এতে হতাহতের ঘটনা ঘটে।

দুর্ঘটনায় নিহতরা হলেন—কুষ্টিয়া সদর থানার বাসিন্দা যতীন্দ্র নাথ মন্ডলের ছেলে আশিষ মন্ডল, একই জেলার বোয়ালিয়া উপজেলার দুলাল বিশ্বাসের ছেলে দিলীপ বিশ্বাস, বোয়ালিয়া উপজেলার বিসিক কুমারপাড়ার বাসিন্দা যতীন্দ্র নাথ মন্ডলের মেয়ে সাধনা বিশ্বাস, রাজধানী ঢাকার দক্ষিণখান থানার আজমপুর মধ্যপাড়ার বাসিন্দা কালা মিয়ার ছেলে ইউসুফ আলী, ঢাকার পল্লবীর বাসিন্দা আব্দুল মতিন আকনের কন্যা লুৎফর নাহার সুমি, ঢাকার মিরপুরের বাসিন্দা রেফাইল ইসলামের কন্যা তাসনীম ইসলাম প্রেমা ও একই এলাকার বাসিন্দা রফিকুল ইসলাম শামীমের ছেলে আব্দুল জব্বার। নিহত অন্য তিনজনের মধ্যে দুজনের নাম জানা গেলেও তাদের ঠিকানা জানা যায়নি। তারা হলেন—আনিসা ও মোক্তার। অপর একজনের নাম ও পরিচয় জানা যায়নি। এদের মধ্যে দিলীপ বিশ্বাস ও সাধনা বিশ্বাস স্বামী-স্ত্রী। আর আশীষ মণ্ডল নিহত সাধনা বিশ্বাসের ভাই। দিলীপ ও সাধনা দম্পতির মেয়ে ৭ বছর বয়সি আরাধ্য বিশ্বাস ও আরেক তরুণী আহত হয়ে চট্টগ্রামে মেডিকেলে চিকিৎসাধীন আছে। দুর্ঘটনার কারণে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কে ঘণ্টাখানেক যান চলাচল বন্ধ ছিল। পরে লোহাগাড়া ফায়ার সার্ভিস ও লোহাগাড়া থানা পুলিশ টিম এসে যান চলাচল স্বাভাবিক করে।

এর আগে সোমবার ভোরে একই স্থানে কক্সবাজার অভিমুখী সৌদিয়া পরিবহণের সঙ্গে চট্টগ্রাম অভিমুখী বলাকা পরিবহণের একটি মিনিবাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে ঘটনাস্থলে ৫ জন নিহত ও ৯ জন আহত হন। নিহতরা ব্যক্তিরা হলেন—লোহাগাড়া উপজেলার পদুয়া ইউনিয়নের আধারমানিক এলাকার মো. আলমের ছেলে রিফাত হোসেন, একই এলাকার সোনা মিয়ার ছেলে আরফাত হোসেন, একই ইউনিয়নের চকরিয়াপাড়ার নুরুল ইসলামের ছেলে নাজিম উদ্দিন, একই উপজেলার আমিরাবাদ ইউনিয়নের সুখছড়ি মৌলভীপাড়ার আমির হোসেনের ছেলে জিসান হোসেন ও সাতকানিয়া উপজেলার ডেলিপাড়া এলাকার মো. সাত্তারের ছেলে মো. সিদ্দিক। আর মঙ্গলবার ভোরে ওই এলাকার জাঙ্গালিয়া মাজারের দক্ষিণ পাশে দুটি মাইক্রোবাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে অন্তত ৮ জন আহত হন।

লোহাগাড়া থানার ওসি মো. আরিফুর রহমান বলেন, উপজেলার চুনতি বন রেঞ্জ কর্মকর্তার কার্যালয়ের সামনের জাঙ্গালিয়া মাজারটেক এলাকা কক্সবাজার মহাসড়কের সবচেয়ে বিপজ্জনক মোড় হিসাবে পরিচিত। অন্য যে কোনো স্থান থেকে মোড়টি অত্যন্ত সরু ও বাঁকা। তার ওপর লবণবাহী গাড়ি থেকে পানি পড়ে সড়ক পিচ্ছিল হওয়ার কারণে বারবার এই এলাকায় দুর্ঘটনা ঘটছে। এলাকার মাত্র ৩০০ মিটার সড়ক এখন দুর্ঘটনার হটস্পট হয়ে ওঠেছে।দোহাজারী সড়ক বিভাগ (সওজ) এর প্রকৌশলী রোকন উদ্দিন বলেন, যানবাহনের সংখ্যার তুলনায় মহাসড়কটি খুবই ছোট। দ্রুত সময়ের মধ্যে মহাসড়ক প্রশস্তকরণের কাজ শুরু হবে। সড়কটি প্রশস্ত হলে দুর্ঘটনা কমবে। মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনার খবর পেয়ে বুধবার দুপুরে দুর্যোগ ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ফারুক-ই আজম লোহাগাড়ার চুনতি জাঙ্গালিয়ার দুর্ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। তিনি তাৎক্ষণিক সড়ক বিভাগকে দুর্ঘটনা রোধের ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশনা দেন। এ সময় চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসক ফরিদা খানম, সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল অ্যাডভোকেট ফরিদ উদ্দিন খান, লোহাগাড়া উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. ইনামুল হাসান ও সওজের প্রকৌশলী রোকন উদ্দিন উপস্থিত ছিলেন।

গৌরীপুর (ময়মনসিংহ) : জানাজার পর সারিসারি কফিনে চিরনিদ্রায় ঘুমিয়ে আছেন মা, মেয়ে ও নাতনি। রোববার রাতে একসঙ্গে তাদের লাশ এলে হৃদয়বিদারক অবস্থার সৃষ্টি হয়। রাত সাড়ে ৯টায় নিজ ভাংনামারী ইউনিয়নের দুর্বাচর গ্রামে তাদের জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। ময়মনসিংহ-কিশোরগঞ্জ মহাসড়কের ময়মনসিংহের গৌরীপুরে চরশ্রীরামপুরে রোববার সকালে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন—উপজেলার দুর্বাচর নামাবাড়ির ওবায়দুর রহমান আকন্দের স্ত্রী কুলসুম বেগম, মোহাম্মদ মানিক মিয়ার স্ত্রী দিলরুবা আক্তার, দুই নাতনি রীতি আক্তার ও প্রীতি আক্তার।

শিবচর (মাদারীপুর) : দুই মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে চার যুবক নিহত হয়েছেন। এ সময় আহত হয়েছেন আরও দুইজন। মঙ্গলবার শিবচর-জাজিরা সীমান্তের কুতুবপুর সাহেববাজারে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন—শিবচর উপজেলার কুতুবপুর সাহেববাজারের শাজাহান তালুকদারের ছেলে মিঠু তালুকদার, জাজিরার কলম ঢালীকান্দির বাবুল ঢালীর ছেলে হৃদয় ঢালী। নিহত অপর দুই আরোহীর পরিচয় জানা যায়নি।

কুষ্টিয়া ও ভেড়ামারা : বুধবার সকালে কুষ্টিয়া-ঈশ্বরদী মহাসড়কের মিরপুর উপজেলার বহলবাড়িয়া এলাকায় প্রাইভেট কারের ধাক্কায় অটোরিকশার চালক রুবজেল শেখ নিহত হন। তিনি ভেড়ামারা উপজেলার সাতবাড়িয়া ইউনিয়নের উত্তর ভবানীপুর গ্রামের সাহাদ আলী শেখের ছেলে। মঙ্গলবার রাত দেড়টার দিকে কুষ্টিয়া-ঝিনাইদহ মহাসড়কের জিলা স্কুলের সামনে প্রাইভেট কারের ধাক্কায় মোটরসাইকেলে থাকা রাহাত ইসলাম পলাশ ও ফাহিম অনিক নামের দুই যুবক নিহত হন। তারা সম্পর্কে মামা-ভাগনে। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন তানভীর গণি নামে এক যুবক। এর আগে সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে খোকসা উপজেলার বিলজানি বাজারে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় রাস্তায় ছিটকে পড়ে মঈনুদ্দিন শেখ নামের এক নির্মাণ শ্রমিক নিহত হন।

কুমিল্লা ও চান্দিনা : মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৬টায় ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে চান্দিনা উপজেলার পালকি সিনেমা হল সংলগ্ন ইন্দ্রারচর এলাকায় বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বৈদ্যুতিক খুঁটি ও গাছের সঙ্গে ধাক্কা লেগে তিনজন নিহত হন। ওই ঘটনায় আহত হন অন্তত ২৫ জন। নিহতরা হলেন নোয়াখালীর সেনবাগ উপজেলার খাজুরিয়া গ্রামের তোবারক উল্লাহর ছেলে আব্দুল্লাহ রাসেল, বাসের সুপারভাইজার কুমিল্লার নাঙ্গলকোট উপজেলার শাকতলী গ্রামের হারুনুর রশিদের ছেলে ফরহাদ হোসেন ও দেবীদ্বার উপজেলার ভানী ইউনিয়নের সাহারপাড় গ্রামের আব্দুল হালিমের ছেলে সেলিম মিয়া। এছাড়া সোমবার সকালে মহাসড়কের চান্দিনার কাঠেরপুল এলাকায় একটি পিকআপভ্যান নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মহাসড়ক বিভাজনে ধাক্কা লেগে উলটে যায়। এতে ঘটনাস্থলেই চালক সাইফুল ইসলাম নিহত হন।

ফরিদপুর ও ভাঙ্গা : রোববার রাতে ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের সদর উপজেলার গঙ্গাবর্দী রয়েল ফিলিং স্টেশনের সামনে প্রাইভেট কারের ধাক্কায় অটোরিকশা যাত্রী বৃদ্ধ মুজিবুর রহমান নিহত হয়েছেন। তিনি সদর উপজেলার কবিরপুর গ্রামের ধনুউল্লাহ বেপারীর ছেলে। এ সময় অটোরিকশার আরও দুই যাত্রী আহত হন। সোমবার সদরপুর উপজেলার নিজ বাড়ির সামনে মোটরসাইকেলের চাপায় নিহত হয়েছেন বৃদ্ধ মালেক ব্যাপারী। এছাড়া নগরকান্দায় সোমবার বিকালে মোটরসাইকেল চাপায় সূর্য বেগম নামে নারী নিহত হয়েছেন। তিনি নগরকান্দার মিনার গ্রামের তৈয়ব মাতুব্বরের স্ত্রী। আতশবাজি কিনতে গিয়ে ভাঙ্গায় মোটরসাইকেল-ট্রাক ও দুই মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে দুইজন নিহত হয়েছেন। মঙ্গলবার সকালে ঢাকা একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সাইমুনের মৃত্যু হয়। সে পাম্পীবেড়া গ্রামের সৌদি প্রবাসী রিপন আহমেদের একমাত্র ছেলে ও কওমি মাদ্রাসায় ৩য় শ্রেণিতে লেখাপড়া করত।

মেহেরপুর : মেহেরপুরে সোম ও মঙ্গলবারে ১৩টি সড়ক দুর্ঘটনায় চারজন নিহত ও ১৭ জন আহত হয়েছেন। সোমবার মেহেরপুর-চুয়াডাঙ্গা সড়কে প্রাইভেট কার, ভ্যান ও মোটরসাইকেল ত্রিমুখী সংঘর্ষে এক ব্যাংক কর্মকর্তা, শিশুসহ তিনজন নিহত হয়। নিহতরা হলেন সদর উপজেলার উজ্জ্বলপুর গ্রামের হাসান মোল্লায় ছেলে এনআরবিসি ব্যাংকের রূপনগর ব্রাঞ্চের অফিসার আক্তারুজ্জামান ওরফে শোভন, তার অপর বন্ধু মেহেরপুর সদর উপজেলার বাড়িবাঁকা গ্রামের মোখলেসুর রহমানের ছেলে আল ইমরান, গাংনী উপজেলার ধানখোলা গ্রামের ভ্যানচালক আলী হাসানের ছেলে সন্তান জুবায়ের হাসান। সোমবার বিকালে মেহেরপুর-চুয়াডাঙ্গা সড়কের ব্রিটিশ আমেরিকান টোবাকো কার্যালয়ের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এছাড়া গাংনী উপজেলার ধানখোলা ইউনিয়নের ভাটপাড়া-কচুইখালী সড়কে মোটরসাইকেল ও বাইসাইকেলের সংঘর্ষে গাংনী উপজেলার কসবা গ্রামের শাহীন আলীর ছেলে স্কুলছাত্র জাভেদ আলী নিহত হয়েছে।

বদরগঞ্জ (রংপুর) : বদরগঞ্জে মোটরসাইকেল প্রতিযোগিতার কারণে প্রাণ গেল দুই তরুণের। মঙ্গলবার দুপুরে পার্বতীপুর-রংপুর সড়কের বদরগঞ্জ উপজেলার টেক্সেরহাট এলাকায় ঘটে এ দুর্ঘটনা। এতে অপর চারজন গুরুতর আহত হন। নিহতরা হলেন বদরগঞ্জ উপজেলার মধুপুর ইউনিয়নের রাজারামপুর ধনতোলা গ্রামের ইবরাহিমের ছেলে আশিকুর রহমান আসিক ও তার বন্ধু উপজেলার পাঠানেরহাট এলাকার মমিন হোসেনের ছেলে নাঈম হোসেন।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া : আশুগঞ্জে বাস ও অটোরিকশার সংঘর্ষে দুইজন নিহত হয়েছে। এ ঘটনায় আরও দুইজন আহত হয়েছেন। সোমবার ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে উপজেলার সোনারামপুরে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতদের একজন কিশোরগঞ্জ জেলার দ্বীন ইসলাম। তবে অপর নিহত অটোরিকশাচালকের পরিচয় জানাতে পারেনি পুলিশ।

কিশোরগঞ্জ : কুলিয়ারচরে ঈদের দিন বিকালে বেড়াতে বের হয়ে দুই মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে আরোহী দুই যুবক নিহত হয়েছেন। সোমবার ঈদের দিন বিকালে উপজেলার আগরপুর-পোড়াদিয়া সড়কে এ মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন গোবরিয়া নামাকান্দা গ্রামের কৃষক নোহাজ উদ্দিনের ছেলে শামীম মিয়া ও লক্ষীপুর কাছারীপাড়ার কৃষক তারা মিয়ার ছেলে আল আমিন। তারা দুজনই কাঠমিস্ত্রির কাজ করতেন।

ঢাকা : মতিঝিলে বাসের ধাক্কায় মো. রুহুল আমিন শেখ নামে এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। তিনি গাজীপুরের শ্রীপুর উপজেলার নান্দাসাগর গ্রামের মোছের আলী শেখের ছেলে। তিনি পরিবারের সঙ্গে সবুজবাগের পূর্ব বাসাবো এলাকায় ভাড়া থাকতেন। তিনি বাসাবো স্কুল অ্যান্ড কলেজের সিকিউরিটি গার্ড হিসাবে কর্মরত ছিলেন।

গলাচিপা ও দক্ষিণ (পটুয়াখালী) : গলাচিপায় মোটরসাইকেল ও মালবাহী টমটমের সংঘর্ষে মোটরসাইকেলচালক নিহত ও তিনজন আহত হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার রাতে উপজেলার রতনদী তালতলী ইউনিয়নের দেওয়ান বাজার এলাকায়। নিহত তামিম তালুকদার উপজেলার সদর ইউনিয়নের লতিফ তালুকদারের ছোট ছেলে।

অভয়নগর (যশোর) : দুটি মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে নাজমুল মোল্যা নামের এক স্কুলছাত্র নিহত হয়েছে। সোমবার উপজেলার সিদ্দিপাশা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নাজমুল উপজেলার সিদ্দিপাশা সোনাতলা গ্রামের নাজিম মোল্যার ছেলে।

কাশিয়ানী (গোপালগঞ্জ) : কাশিয়ানীতে সড়ক দুর্ঘটনায় অজ্ঞাতনামা বৃদ্ধ নিহত হয়েছেন। তার বয়স আনুমানিক ৬০ বছর। বুধবার উপজেলার সাজাইল ইউনিয়নের মাজড়া এলাকায় ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের এ দুর্ঘটনা ঘটে।

বড়াইগ্রাম (নাটোর) : বড়াইগ্রামে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছের সঙ্গে মোটরসাইকেলের ধাক্কা লেগে আব্দুল্লাহ নামে এক রংমিস্ত্রি নিহত হয়েছে। সোমবার উপজেলার বড়াইগ্রাম কেন্দ্রীয় ঈদগাহ এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। আব্দুল্লাহ বড়াইগ্রাম থানা মোড় এলাকার ইসমাইল হোসেনের ছেলে।

বগুড়া : বগুড়া সদরে ঈদের উপহার নিয়ে মহাসড়ক পার হওয়ার সময় বাসের ধাক্কায় ও শিবগঞ্জে ট্রাক এবং ইজিবাইকের মধ্যে সংঘর্ষে দুই নারী নিহত হয়েছেন। এ সময় নারীসহ চারজন আহত হয়েছেন। শনিবার সন্ধ্যা ও রোববার সকালে এসব দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন শিবগঞ্জ উপজেলার বিহার ইউনিয়নের শোলাগাড়ি গ্রামের আবু তালেবের স্ত্রী তাহেরা বিবি ও গাবতলীর মৃত শাহেদ আলীর স্ত্রী খুকলে বেওয়া। এছাড়া সারিয়াকান্দিতে অটোভ্যান উলটে চালক আবদুল হাকিম নিহত হয়েছেন।

মীরসরাই : ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের মীরসরাই উপজেলার জোরারগঞ্জ থানার ঘরতাকিয়া এলাকায় মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় জুয়েল বৈদ্য রাজিব নামে এক ব্যবসায়ী নিহত হয়েছেন। মঙ্গলবার রাত ৯টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। জুয়েল ঘরতাকিয়া গ্রামের বিমল বৈদ্যের ছেলে।

চরফ্যাশন দক্ষিণ (ভোলা) : চরফ্যাশন উপজেলার চরমাদ্রাজ গ্রামের আলী হোসেন নামক এক নির্মাণ শ্রমিক মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন। রোববার বিকালে কুমিল্লা থেকে ঈদে বাড়িতে আসার পথে চান্দিনা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। ওইদিন রাতে তাকে চরফ্যাশনের চরমাদ্রাজ গ্রামে তার লাশ দাফন করা হয়।

বাঘা (রাজশাহী) : বাঘায় স্কুলশিক্ষক লতিফুর রহমান কচি শনিবার সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সোমবার মারা গেছেন। তিনি পারশাওতা-বিনোদপুর উচ্চবিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক ছিলেন। তিনি উপজেলা জাসাসের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক, জেলা তাঁতীদলের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক ছিলেন।

রাজবাড়ী : কালুখালীতে প্রাইভেট কারের সঙ্গে সংঘর্ষে সুজন শেখ নামে এক মোটরসাইকেল আরোহী যুবক নিহত হয়েছেন। বুধবার বেলা সাড়ে ১১টায় উপজেলার রতনদিয়া ইউনিয়নের গঙ্গানন্দপুরে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত সুজন গঙ্গানন্দপুরের নিয়াকত শেখের ছেলে। তিনি রাজমিস্ত্রির সহযোগী হিসাবে কাজ করতেন।

যুগান্তর | শুক্রবার ৪ এপ্রিল ২০২৫ ২১ চৈত্র ১৪৩১

যশোরে সড়কে ঝরল বাবা মেয়েসহ চারজনের প্রাণ

যুগান্তর ডেস্ক

যশোর-বেনাপোল মহাসড়কের পুলেরহাট চৌরাস্তায় বাসচাপায় মোটরসাইকেল আরোহী বাবা-মেয়ে নিহত হয়েছে। শার্শায় প্রাণ গেছে মোটরসাইকেল চালকসহ দুজনের। এছাড়া ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বাঞ্ছারামপুরে কৃষকদল নেতাসহ নয় জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছে আর ১১ জন। তাদের মধ্যে সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ায় অটোরিকশাচালক ও এক যাত্রী, চুয়াডাঙ্গা, ফরিদপুরের ভাঙ্গা, ময়মনসিংহের ফুলপুর এবং বরগুনার আমতলীতে চার মোটরসাইকেল আরোহী, বরিশালের আগৈলঝাড়ায় নছিমনযাত্রী, ঢাকার ধামরাইয়ে বাসযাত্রী, ময়মনসিংহের তারাকান্দায় অটোরিকশাচালক রয়েছে। প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

ফুলপুর (ময়মনসিংহ) : ফুলপুরের বালিয়ায় অটোরিকশা-মোটরসাইকেল সংঘর্ষে যুবক নয়ন মিয়া নিহত হয়েছেন। তিনি উপজেলার কইচাপুরের রবি মিয়ার ছেলে। শালজান বালিয়া স্কুলের কাছে বুধবার বিকালে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এছাড়া তারাকান্দায় গাড়ির ধাক্কায় অটোরিকশাচালক লাল চাঁন নিহত হয়েছেন। তিনি গৌরীপুর উপজেলার ডেউয়াখলা ইউনিয়নের ঝাউগাই গ্রামের রজব আলীর ছেলে। ময়মনসিংহ-হালুয়াঘাট সড়কের মধুপুর বটতলা এলাকায় বৃহস্পতিবার সকালে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

রোববার, এপ্রিল ৬, ২০২৫ ■ চৈত্র ২৩, ১৪৩১ বণিক বার্তা

ছয় জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ৮

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

দেশের ছয় জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় আটজন নিহত হয়েছেন। এর মধ্যে গাজীপুর ও সিরাজগঞ্জে চারজন রয়েছেন। এছাড়া ময়মনসিংহ, মেহেরপুর, রাজশাহী ও শরীয়তপুরে আরো চারজনের প্রাণহানি হয়েছে। গতকাল দিনের বিভিন্ন সময় এসব দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন বেশ কয়েকজন। বিস্তারিত প্রতিনিধিদের পাঠানো খবরে—

ময়মনসিংহ: ভালুকায় প্রাইভেট কার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একজন নিহত হয়েছেন। গতকাল সকালে উপজেলার গফরগাঁও-ভালুকা আঞ্চলিক সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত রুবেল (৩০) টাঙ্গাইলের সখিপুর উপজেলার নলুয়া গ্রামের খোরশেদ আলমের ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গতকাল সকালে প্রাইভেট কারে সিলেট থেকে টাঙ্গাইল যাচ্ছিলেন রুবেল মিয়া। ভালুকা উপজেলার বিরুনিয়া মোড় এলাকায় পৌঁছালে প্রাইভেট কারটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে যায়। এতে চালক রুবেলসহ দুজন গুরুতর আহত হয়। স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক রুবেলকে মৃত ঘোষণা করেন।

মেহেরপুর: শ্যালোইঞ্জিনচালিত যানবাহন আলগামন উল্টে জুয়েল রানা নামে এক মাছচাষী নিহত হয়েছেন। গতকাল সকালে গাংনী মাছের আড়তে যাওয়ার সময় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত জুয়েল রানা (৩২) গাংনী উপজেলার ছাতিয়ান গ্রামের মিনহাজ উদ্দীনের ছেলে।

সময়ের আলো শনিবার। ৫ এপ্রিল ২০২৫

রাজধানীর বনানী

মধ্যরাতে গাড়িচাপায় মৃত্যু নিরাপত্তাকর্মীর

● নিজস্ব প্রতিবেদক

ঈদের আগের রাত। সময় সাড়ে ১১টা। ঢাকা ছিল অনেকটাই ফাঁকা। নির্জন রাস্তা দিয়ে প্রতিদিনের মতো ডিউটি শেষে মেসে ফিরছিলেন নিরাপত্তারক্ষী দীন মোহাম্মদ (৫০)। কিন্তু তার আর মেসে ফেরা হয়নি। বেপরোয়া এক প্রাইভেট কার চাপায় গুরুতর আহত হন তিনি। ঈদের দিন সবাই যখন নামাজে ব্যস্ত তখন এ দুনিয়া থেকে বিদায় নেন দীন মোহাম্মদ। ঘটনাটি ঘটে রাজধানীর অভিজাত এলাকা বনানীতে। এ ঘটনায় দরিদ্র দীন মোহাম্মদের পরিবার কিংবা তার নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান কেউ কোনো অভিযোগ করেনি থানায়। পুলিশও জানে না ঘটনাটি। তবে মোবাইল ফোন যখন সবার হাতে হাতে তখন যেকোনো ঘটনা এড়িয়ে যাওয়াটা খুব সহজও নয়। রায়ান কবির নামে এক ব্যক্তি ঘাতক ওই গাড়িটির একটি ছবি দিয়ে ঘটনার বিবরণ তার ফেসবুকে পোস্ট করেন। ইংরেজিতে লেখা সেই পোস্টে তিনি উল্লেখ করেন, ওই ঘাতক গাড়ির চালক মাতাল অবস্থায় ছিল। পাঁচ ফুট দূর থেকেও ওই চালকের মুখ থেকে অ্যালকোহলের গন্ধ আসছিল। গাড়িটি ছিল হ্যাভাল এসইউভি (ঢাকা মেট্রো-ঘ-১৮-৬৫৩১)। দীন মোহাম্মদের নিয়োগকারী সিকিউরিটি প্রতিষ্ঠান ম্যাক্স সিকিউরিটি লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ফাহাদ বিন মাহমুদ দুর্ঘটনা এবং মৃত্যুর বিষয়টি স্বীকার করেন। তিনি সময়ের আলোকে বলেন, ডিউটি শেষ করে দীন মোহাম্মদ বাসায় ফিরছিলেন। বনানী ১২ নম্বর সড়কে একটি গাড়ির ধাক্কায় আহত হলে পরদিন পঙ্গু হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি। তবে এ ঘটনায় দীন মোহাম্মদের পরিবার কিংবা তার নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে কোনো অভিযোগ করা হয়নি বলে জানান তিনি। এ প্রসঙ্গে ম্যাক্স সিকিউরিটি লিমিটেডের জিএম মুক্তাদির আল নাহিদ সময়ের আলোকে বলেন, নিহতের পরিবারকে তারা মামলা কিংবা জিডি করার জন্য বললেও তারা রাজি হননি। তাই কোনো ধরনের পুলিশ রিপোর্ট কিংবা পোস্টমর্টেম ছাড়াই মরদেহ দাফন করা হয়। দুর্ঘটনার বর্ণনা দিয়ে তিনি বলেন, ঘটনার দিন ৩০ মার্চ ডিউটি শেষে তাদের প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তাকর্মী দীন মোহাম্মদ বাসায় ফিরছিলেন। ওই সময় দ্রুতগামী একটি গাড়ি তাকে চাপা দেয়। পরে স্থানীয় লোকজন প্রথমে তাকে বনানী ক্লিনিকে নিয়ে যায়। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়ার পর তাকে পঙ্গু হাসপাতালে নেওয়া হয়। যেহেতু তার মাথায়ও আঘাত লেগেছিল তাই সেখান থেকে তাকে পাঠানো হয় শেরেবাংলা নগরের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরোসায়েন্স হাসপাতালে। সেখান থেকে তাকে আবারও পাঠানো হয় পঙ্গু হাসপাতালে। সেখানেই চিকিৎসাধীন অবস্থায় সকাল সাড়ে ৮টার দিকে মারা যান তিনি।

দেশ রূপান্তর বুধবার, ৯ এপ্রিল ২০২৫,

খুলনায় কেমিক্যাল ড্রাম বিস্ফোরণে দুজন দগ্ধ

নিজস্ব প্রতিবেদক, খুলনা

খুলনায় কেমিক্যাল ড্রাম বিস্ফোরণে গ্যারেজ মালিক ও গ্যারেজের মিস্ত্রি দগ্ধ হয়েছেন। গতকাল মঙ্গলবার সোনাডাঙ্গা থানাধীন ট্রাকস্ট্যান্ড কাঁচা বাজার এলাকার সুমন মোটর গ্যারেজে এ ঘটনা ঘটে। আহত দুজনকে চিকিৎসার জন্য খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তারা হলেন, সোনাডাঙ্গা থানাধীন গোবরচাকা এলাকার সুমন ও গল্লামারী দরগা রোড এলাকার হৃদয়।

হাসপাতাল সূত্র জানায়, গ্যারেজের সামনে কেমিক্যাল ড্রামের মুখ গ্যাস কাটারের মাধ্যমে খুলতে থাকেন তারা দুজন। এ সময়ে ড্রামটি বিস্ফোরিত হয়। শব্দ পেয়ে লোকজন এদিক-সেদিকে ছোটাছুটি করতে থাকেন। বিস্ফোরণে গ্যারেজের মালিক সুমন ও তার কর্মচারী হৃদয় গুরুতর আহত হন। তাদের হাঁটুর নিচের অংশ দগ্ধ হয়। স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করান।

প্রথম আলো • সোমবার, ৭ এপ্রিল ২০২৫,

বৈদ্যুতিক ফাঁদে প্রাণ গেল কৃষকের

বরগুনার তালতলীতে ধানখেতে ইঁদুর মারার ফাঁদে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে কাদের মুন্সী (৬৫) নামের এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। গত শনিবার উপজেলার সোনাকাটা ইউনিয়নের বড় আমখোলা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বড় আমখোলা গ্রামে বোরো ধান চাষ করেন একই গ্রামের সিদ্দিক ও নাসির মিয়া। তাঁরা ধানখেতে ইঁদুর মারার জন্য বৈদ্যুতিক ফাঁদ পেতে রাখেন। এর পাশেই বোরো ধান চাষ করেন কৃষক কাদের মুন্সী। তিনি গত শনিবার বিকেল ৪টার দিকে তাঁর ধানখেত দেখতে গিয়ে আর বাড়ি ফিরে আসেননি। সন্ধ্যায় বাড়ি না ফেরায় পরিবারের লোকজন খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। একপর্যায়ে রাত ৮টার দিকে ধানখেতে পাতা বৈদ্যুতিক ফাঁদের পাশে তাঁকে পাওয়া যায়। পরে স্বজনেরা উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। তালতলী থানার ওসি মো. শাহজালাল বলেন, নিহত কৃষকের মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য বরগুনা সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

প্রতিনিধি, বরগুনা

কালের কণ্ঠ | রবিবার । ৬ এপ্রিল ২০২৫ ।

৯ জেলায় সড়কে ঝরল ১৫ প্রাণ

কালশী ফ্লাইওভারে কারের ধাক্কায় দুজনের মৃত্যু

কালের কণ্ঠ ডেস্ক ▷

রাজধানীর কালশী ফ্লাইওভারে প্রাইভেট কারের ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী দুজনের মৃত্যু হয়েছে। নিহতরা হলো মো. তোফাজ্জল (১৬) ও রিয়াদ হোসেন (১৮)। গত শুক্রবার রাত পৌনে ১০টার দিকে দুর্ঘটনাটি ঘটে। পল্লবী থানার উপপরিদর্শক মো. আতিকুর রহমান জানান, রাতে দুই বন্ধু মোটরসাইকেলে ঘুরতে বের হয়েছিল। কালশী ফ্লাইওভারে একটি দ্রুতগামী প্রাইভেট কার তাদের মোটরসাইকেলে ধাক্কা দেয়। এ সময় তারা রাস্তায় ছিটকে পড়ে যায়। উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাদের মৃত ঘোষণা করেন। এ ঘটনায় প্রাইভেট কারটি জব্দ এবং চালককে আটক করা হয়েছে।

প্রত্যক্ষদর্শী আরিফ হাসান জানান, মোটরসাইকেলটি ফ্লাইওভারে উঠছিল। পেছন থেকে একটি দ্রুতগতির প্রাইভেট কার এসে মোটরসাইকেলে ধাক্কা দেয়। এ সময় মোটরসাইকেলের পেছনে বসা যাত্রী ফ্লাইওভার থেকে ছিটকে ২৫ ফুট নিচের রাস্তায় পড়ে যায়। মোটরসাইকেলচালকের দেহ রেলিংয়ের পাশে পড়ে ছিল। নিহত তোফাজ্জল মাটিকাটা স্কুলের নবম শ্রেণির শিক্ষার্থী। সে কিশোরগঞ্জ জেলার ইটনা উপজেলার মাওরা গ্রামের মো. রেনুর ছেলে। সে মাটিকাটা এলাকায় থাকত। অন্যদিকে নিহত রিয়াদ চাঁদপুর সদরের ইমামকান্দি গ্রামের বিল্লাল গাজির ছেলে। সে স্থানীয় একটি কলেজের শিক্ষার্থী ছিল।

বাঘায় বাসের ধাক্কায় ভ্যানচালক নিহত : রাজশাহীর বাঘা উপজেলার মনিগ্রাম ইউনিয়নের সাজিব্র বটতলা মান্নান কাজীর বাড়ির সামনে বাসের ধাক্কায় ভ্যানচালক নিহত হয়েছেন। নিহত মাজদার রহমান (৬০) মনিগ্রাম ইউনিয়নের হাবাসপুর গ্রামের মৃত সৈয়দ আলীর ছেলে।

ভালুকায় দুজন নিহত : ময়মনসিংহের ভালুকায় পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় দুজন নিহত এবং একজন আহত হয়েছেন। নিহতরা হলেন টাঙ্গাইলের সখীপুর উপজেলার নলুয়া গ্রামের মো. রুবেল (৩০) এবং ভালুকা উপজেলার মেদুয়ারী ইউনিয়নের বান্দিয়া গ্রামের মোফাজ্জল হোসেন খান (৭৮)।

মাইক্রোবাসের ধাক্কায় বৃদ্ধা নিহত : নাতিকে নিয়ে ওষুধ কিনতে গিয়ে রাস্তা পারাপারের সময় দুর্ঘটনায় আছিয়া বেগম (৫৮) নিহত হয়েছেন। পটুয়াখালীর দুমকীতে গত শুক্রবার রাত ৮টায় ঢাকা-কুয়াকাটা মহাসড়কসংলগ্ন কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের পার্শ্ববর্তী বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুর রশিদ সরকারের বাড়ির সামনে দুর্ঘটনাটি ঘটে।

গলাচিপায় এক বৃদ্ধ নিহত : গলাচিপা-পটুয়াখালী সড়কে হরিদেবপুর পলিটেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজের সামনে রাস্তা পারাপারের সময় গতকাল বিপরীত দিক থেকে আসা এক মোটরসাইকেলের ধাক্কায় সুলতান খান (৭০) নামের এক বৃদ্ধ নিহত হয়েছেন।

জীবননগরে নিহত ২ : চুয়াডাঙ্গার জীবননগরে পৃথক দুর্ঘটনায় দুই মোটরসাইকেলচালক নিহত হয়েছেন। নিহতরা হলেন নাহিদ হোসেন (২০) ও প্রত্যয় (১৮)। নাহিদ হোসেন উপজেলার রায়পুর গ্রামের এবং প্রত্যয় আলিপুর গ্রামের বাসিন্দা।

মেহেরপুরে মাছ ব্যবসায়ী নিহত: মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কে মাছবোঝাই আলগামন উল্টে মাছ ব্যবসায়ী জুয়েল রানা (২৮) নিহত হয়েছেন। নিহত জুয়েল রানা গাংনী উপজেলার ছাতিয়ান গ্রামের বাসিন্দা।

শরীয়তপুরে সেনা সদস্যের মৃত্যু : শরীয়তপুর-চাঁদপুর আঞ্চলিক সড়কের বালার বাজার এলাকায় মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বৈদ্যুতিক খুঁটির সঙ্গে ধাক্কা লেগে আল মামুন সরদার (৩০) নামের এক সেনা সদস্যের মৃত্যু হয়েছে। আল মামুন সরদার ডামুড্যা উপজেলার বাহেরচর ইউনিয়নের মৃত আব্দুল মান্নান সরদারের ছেলে।

অটোচাপায় শিশু নিহত : দোকান থেকে চানাচুর কিনে বাড়ি ফেরার পথে অটোরিকশার চাপায় একটি শিশু নিহত হয়েছে। শেরপুরের নকলা উপজেলার উরফা ইউনিয়নের হাসনখিলা গ্রামে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে।

বাস-অটো সংঘর্ষে প্রাণ গেল নারীর : রাজশাহীতে বাস ও যাত্রীবাহী অটোরিকশার সংঘর্ষে একজন নারী নিহত এবং আহত হয়েছে চারজন। চাঁপাইনবাবগঞ্জ-রাজশাহী মহাসড়কের পবা উপজেলার হরিপুর মোড় এলাকায় এই সড়ক দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত শারমিন (২৬) গোদাগাড়ী উপজেলার হুজরাপুর এলাকার শামীম হোসেনের মেয়ে।

গাজীপুরে নিহত দুই : ট্রাকচাপায় মোটরসাইকেলের দুই আরোহী গার্মেন্ট শ্রমিক নিহত হয়েছেন। গতকাল রাতে ঢাকা-বাইপাস সড়কের যোগীতলায় এই দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন, কুড়িগ্রামের নাগেশ্বরী উপজেলার চণ্ডীপুর গ্রামের মাহাবুর রহমান বাবু (৪০) এবং একই উপজেলার বাটুয়াখানা গ্রামের মো. ওবাইদুল হক (৪৭)।

শুক্রবার
২১ চৈত্র ১৪৩১
৪ এপ্রিল ২০২৫
দৈনিক ইত্তেফাক

যশোরে সড়ক দুর্ঘটনায় বাবা-মেয়ে নিহত, বাসে আগুন

চট্টগ্রাম ও সিরাজগঞ্জে আরো তিন জনের মৃত্যু

■ ইত্তেফাক ডেস্ক

যশোরে যাত্রীবাহী বাসের চাপায় মোটরসাইকেল আরোহী বাবা-মেয়ে নিহত এবং মা ও আরেক মেয়ে গুরুতর আহত হয়েছেন। গতকাল বৃহস্পতিবার বিকালে যশোর-বেনাপোল মহাসড়কের পুলেরহাটে এ দুর্ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনার পর উত্তেজিত জনতা যাত্রীবাহী বাসে আগুন ধরিয়ে দেয়। পরে ফায়ার সার্ভিস ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে এবং সেনাবাহিনী ও পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে। এদিকে একই দিন সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ায় ট্যাংকলরি-সিএনজি অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে দুই জন ও চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়ায় মোটরসাইকেল-অটোরিকশা সংঘর্ষে একজন নিহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে।

যশোর অফিস জানায়, বাসের চাপায় নিহত মোটরসাইকেল আরোহীরা হলেন : খুলনার খালিশপুর থানার মুজগুন্নী এলাকার মিল্লাত গাজীর ছেলে রুবেল হোসেন (৩০) ও তার মেয়ে ঐশী (১০)। আহতরা হলেন : রুবেল হোসেনের স্ত্রী জেসমিন (২৮), আরেক

উল্লাপাড়া (সিরাজগঞ্জ) সংবাদদাতা জানান, বেলা সাড়ে ৩টার দিকে ঢাকা-পাবনা মহাসড়কে উল্লাপাড়া উপজেলার পূর্ব দেলুয়া গ্রামের তেলবাহী ট্যাংকলরির সঙ্গে সিএনজিচালিত অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে ঘটনাস্থলেই উপজেলার আলোকদিয়ার গ্রামের আব্দুল আজিজের ছেলে সিএনজি চালক শরিফুল ইসলাম (৩২) এবং ভুবডাঙ্গা গ্রামের আনোয়ার হোসেনের ছেলে আব্দুল মোমিন (৩৫) মারা যান। এছাড়া আহতদেরকে সিরাজগঞ্জ এম মনসুর আলী হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। হাটিকুমরুল হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. আব্দুর রউফ ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, মরদেহ হাটিকুমরুল হাইওয়ে থানায় রাখা হয়েছে।

দৈনিক ইত্তেফাক
শুক্রবার
২১ চৈত্র ১৪৩১, ৪ এপ্রিল ২০২৫

দুবলারচরে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে জেলের মৃত্যু

■ শরণখোলা (বাগেরহাট) সংবাদদাতা

বঙ্গোপসাগরের দুবলারচরের আলোরকোলে জেনারেটরের তারে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে এক জেলে মারা গেছে। নিহত জেলের লাশ বৃহস্পতিবার সকালে তার গ্রামের বাড়িতে পাঠানো হয়েছে। বুধবার রাতে তার মৃত্যু হয়।

দুবলার আলোরকোল থেকে দুবলা ফিসারমেন গ্রুপের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. কামাল উদ্দিন আহমেদ গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে মোবাইল ফোনে বলেন, বুধবার রাতের কোন এক সময় আলোরকোলে জেনারেটরের বিদ্যুতের তারের সংস্পর্শে দিলীপ চন্দ্র (৪০) নামে এক জেলে মারা গেছে। বৃহস্পতিবার সকালে বিদ্যুতের তারের পাশে পড়ে থাকা তার লাশ দেখতে পায় জেলেরা। নিহত জেলে খুলনার পাইকগাছা উপজেলার খড়িয়া গ্রামের শৈলেন্দ্র নাথের ছেলে। নিহত জেলের লাশ বৃহস্পতিবার সকালে তার বাড়িতে পাঠানো হয়েছে বলে দুবলা ফিসারমেন গ্রুপের সভাপতি জানিয়েছেন।

জেলেপল্লি দুবলা ফরেস্ট টহল ফাঁড়ির ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ফরেস্ট রেঞ্জার মো. খলিলুর রহমান বলেন, নিহত জেলের লাশ দুবলা ফিসারমেন গ্রুপের ব্যবস্থাপনায় তার বাড়িতে পাঠানো হয়েছে।

প্রথম আলো • রোববার, ৬ এপ্রিল ২০২৫

সড়কে ৮ জেলায় নিহত ১৭ জন

প্রথম আলো ডেস্ক

দেশের আট জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় অন্তত ১৭ জন নিহত হয়েছেন। এর মধ্যে ময়মনসিংহে পাঁচজন, সিরাজগঞ্জ ও পটুয়াখালীতে তিনজন করে নিহত হন।

গত শুক্রবার সন্ধ্যা থেকে গতকাল শনিবার রাত ৮টা পর্যন্ত এসব দুর্ঘটনা ঘটে। প্রথম আলোর প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর।

ময়মনসিংহে পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় শিশুসহ পাঁচজন নিহত হয়েছেন। এর মধ্যে গতকাল সকালে ভালুকার বিরুনীয়া মোড় এলাকায় প্রাইভেট কার খাদে পড়ে নিহত হন যাত্রী মো. রুবেল। তাঁর বাড়ি টাঙ্গাইলের সখীপুরের নলুয়া গ্রামে। এ ঘটনায় চালক আহত হয়েছেন। এর আগে শুক্রবার সন্ধ্যায় একই উপজেলার মেদুয়ারী বান্দিয়ায় সড়ক পার হতে গিয়ে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় নিহত হন মোফাজ্জল হোসেন খান। একই দিন রাত একটার দিকে গফরগাঁওয়ে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় নিহত হন চা-দোকানে বসে থাকা সাত্তার মাঝি (৪৫)। এ ঘটনায় চালক আহত হয়েছেন। শুক্রবার সন্ধ্যায় গৌরীপুরের চৈয়ারকান্দায় মোটরসাইকেলচাপায় নিহত হয় শিশু মো. সাফওয়ান (৪)। গতকাল বেলা একটার দিকে মুক্তাগাছার ভাবকীর মোড়ে অটোরিকশার ধাক্কায় নিহত হন মোটরসাইকেলের আরোহী মিল্লাত হোসাইন (৩৩)। তাঁর বাড়ি জামালপুরের ইসলামপুরে। মুক্তাগাছা থানার ওসি মো. কামাল হোসেন বলেন, অটোরিকশাকে ধাক্কা দিয়ে মিল্লাত রাস্তায় পড়ে গেলে সিএনজিচালিত একটি অটোরিকশা তাঁকে চাপা দেয়।

প্রথম আলো • মঙ্গলবার, ৮ এপ্রিল ২০২৫

ফতুল্লায় ডাইং কারখানার দেয়ালচাপায় একজনের মৃত্যু, তিনজন আহত

প্রতিনিধি, *নারায়ণগঞ্জ*

নারায়ণগঞ্জ সদর উপজেলার একটি ডাইং কারখানার দেয়ালচাপায় একজনের মৃত্যু ও আরও তিনজন আহত হয়েছেন। গতকাল সোমবার বিকেলে সদর উপজেলার ফতুল্লার দাপা ইদ্রাকপুর এলাকায় মেসার্স দীপ্তি ডাইং কারখানায় এ ঘটনা ঘটে। আহত ব্যক্তিদের শহরের খানপুরে অবস্থিত ৩০০ শয্যাবিশিষ্ট নারায়ণগঞ্জ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

নিহত মো. আশরাফুল (৪০) ভোলার চরফ্যাশন থানার দক্ষিণ আইচা গ্রামের সাত্তার সরদারের ছেলে। তিনি ওই ডাইং কারখানায় মেশিন অপারেটরের কাজ করতেন। আহত ব্যক্তিরা হলেন ডাইংয়ের মেশিন অপারেটর মো. হৃদয় (১৮), সোহেল মিয়া (৩৫) ও হেলপার মো. রাকিব (১৫)।

কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গতকাল সকাল থেকে সদর উপজেলার দাপা ইদ্রাকপুর এলাকায় ওই কারখানায় ইটিপি প্ল্যান্ট নির্মাণকাজের জন্য মাটি খুঁড়ছিলেন নির্মাণশ্রমিকসহ মিলের শ্রমিকেরা। বেলা সাড়ে তিনটার দিকে হঠাৎ করে দেয়াল ধসে পড়লে মিলের তিন মেশিন অপারেটরসহ চারজন চাপা পড়েন। ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা আশপাশের লোকজনের সহায়তায় তাঁদের উদ্ধার করে শহরের খানপুরে অবস্থিত ৩০০ শয্যাবিশিষ্ট নারায়ণগঞ্জ হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসকেরা আশরাফুলকে মৃত ঘোষণা করেন। আহত হৃদয়, সোহেল ও রাকিবকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

আশরাফুলের মৃত্যুর খবরে স্বজনেরা হাসপাতালে ছুটে আসেন। মরদেহ দেখে কান্নায় ভেঙে পড়েন তাঁরা।

ফতুল্লা মডেল থানার ওসি শরিফুল ইসলাম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

সোমবার ৭ এপ্রিল ২০২৫
২৪ চৈত্র ১৪৩১ | যুগান্তর

তালতলীতে ইঁদুর মারার ফাঁদে প্রাণ গেল কৃষকের

বিদ্যুৎস্পৃষ্টে গুরুদাসপুর গাজীপুরে দুজনের মৃত্যু

যুগান্তর ডেস্ক

তালতলীতে শনিবার রাতে ইঁদুর মারার ফাঁদে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে প্রাণ গেছে কৃষকের। এছাড়া গুরুদাসপুর ও গাজীপুরে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট দুজনের মৃত্যু হয়েছে। যুগান্তর প্রতিনিধিরা জানান—**বরগুনার তালতলীতে** ধানখেত দেখতে গিয়ে ইঁদুর মারার ফাঁদে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে কাদের মুন্সি নামে এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। শনিবার রাতে উপজেলার সোনাকাটা ইউনিয়নের বড় আমখোলা গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত কাদের মুন্সি একই এলাকার মৃত নূর মোহাম্মদ মুন্সির ছেলে। জানা গেছে, উপজেলার কবিরাজপাড়া গ্রামের নাসির হাওলাদার ও সিদ্দিক হাওলাদার ধানখেতের পাশেই তরমুজ চাষ করেছেন। ইঁদুর নিধনের জন্য তারা গোপনে তাদের তরমুজখেত ও কাদের মুন্সির ধানখেতে বিদ্যুতের ফাঁদ পেতে রাখে। শনিবার কৃষক কাদের মুন্সি তার ধানখেত দেখতে যাওয়ার পথে মাটিতে পড়ে থাকা বিদ্যুতের তারে জড়িয়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান। **নাটোরের গুরুদাসপুরে** শনিবার সন্ধ্যায় চাপিলা ইউনিয়নের নওপাড়া গ্রামে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে কালু শেখ নামে এক বৃদ্ধের মৃত্যু হয়েছে। তিনি নওপাড়া গ্রামের কুরান শেখের ছেলে। স্থানীয়রা জানান, ডাবগাছের ডাল পড়ে রান্না ঘরের বিদ্যুৎ সংযোগের তার ছিঁড়ে যায়। ওই বাড়ির কেউ বিষয়টা জানতেন না। জ্বালানির জন্য ওই ডাবের ডাল নিতে গিয়ে পড়ে থাকা বিদ্যুতের তারে আটকে যান ওই বৃদ্ধ। পরিবারের লোকজন দেখতে পেয়ে তাকে উদ্ধার করে বড়াইগ্রাম উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। **গাজীপুরে** মশার কয়েল থেকে লাগা আগুন নেভাতে গিয়ে রোববার ভোরে বিদ্যুতায়িত হয়ে বাড়ির কর্তা মোবারক হাওলাদারের মৃত্যু হয়েছে। তিনি মহানগরের শিমুলতলীর এটিআই এলাকার বাসিন্দা। আগুনে ওই পরিবার ও প্রতিবেশীসহ আরও চারজন আহত হন। জানা গেছে, মশার কয়েল থেকে আগুন লেগে বিদ্যুতের তার ও মিটার পুড়ে পুরো ঘরে বিদ্যুতায়িত হয়। এ সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন মোবারক হাওলাদার। পরে হাসপাতালে নেওয়ার পথে তার মৃত্যু হয়।

যুগান্তর | সোমবার ৭ এপ্রিল ২০২৫
২৪ চৈত্র ১৪৩১

বাসে পিকআপের ধাক্কা মা নিহত ছেলে আহত

যুগান্তর ডেস্ক

গোপালগঞ্জে থেমে থাকা যাত্রীবাহী বাসে পিকআপের ধাক্কায় এক মা প্রাণ হারিয়েছেন। দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়ে হাসপাতালে রয়েছেন ছেলে। রোববার সকালে সদর উপজেলা চর পাথালিয়া পিঠা গার্ডেনের সামনে ঢাকা-খুলনা মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। সিরাজগঞ্জে ট্রাক-অটো সংঘর্ষে শিশুসহ তিনজন নিহত হয়েছেন। এছাড়া সাত স্থানে দুর্ঘটনায় আরও আটজনের প্রাণহানি ঘটেছে। তাদের মধ্যে গাজীপুর ও রংপুরে বৃদ্ধা-বৃদ্ধ, টাঙ্গাইলে কিশোর, কিশোরগঞ্জ ও পটুয়াখালীতে দুই যুবকসহ তিনজন, পাবনায় চালক এবং বগুড়ায় নারী রয়েছেন। ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় যাত্রীবাহী বাস উলটে খাদে পড়ে নারী ও শিশুসহ ২৫ যাত্রী আহত হয়েছেন। ব্যুরো, স্টাফ রিপোর্টার

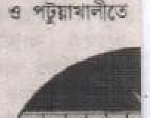

চাটমোহর (পাবনা) : চাটমোহরে অটোভ্যান উলটে চালক হোসেন আলীর মৃত্যু হয়েছে। রোববার পৌর শহরের জারদিস মোড় এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। হোসেন উপজেলার ছোট শালিকা মহল্লার মৃত আব্দুল আজিজের ছেলে।

কটিয়াদী (কিশোরগঞ্জ) : কটিয়াদীতে বাস-পিকআপ সংঘর্ষে হেলপার প্রান্ত চন্দ্র বর্মণ এবং অটোচাপায় শিশু মুরসালিন হোসেনের মৃত্যু হয়েছে। রোববার কটিয়াদী-মঠখোলা সড়কের মান্দার কান্দি ও শনিবার কটিয়াদী উপজেলার মুমুরদিয়া পশ্চিম চাতল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সংলগ্ন এলাকায় দুর্ঘটনা দুটি ঘটে। প্রান্ত নারায়ণগঞ্জ জেলা সদরের আনন্দ বাজার দামদরদি গ্রামের সুজন চন্দ্র বর্মণের ছেলে ও মুরসালিন কটিয়াদী উপজেলার বাঘবেড় গ্রামের মল্লিক হোসেনের ছেলে।

দৈনিক ইত্তেফাক | বৃহস্পতিবার
২৭ চৈত্র ১৪৩১, ১০ এপ্রিল ২০২৫

বিভিন্ন স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় শিশুসহ নিহত ৪

ইত্তেফাক ডেস্ক

বিভিন্ন স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় শিশুসহ চার জন নিহত হয়েছে। মঙ্গলবার রাত থেকে বুধবার সকাল পর্যন্ত এসব দুর্ঘটনা ঘটে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি জানান, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইলে দুই ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে ফাহাদ (২৩) নামে এক ট্রাকচালক নিহত হয়েছেন। বুধবার ভোর সাড়ে ৫টার দিকে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের সরাইল উপজেলার কুট্টাপাড়া এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় আরো তিন জন আহত হয়েছেন।

খাঁটিহাতা হাইওয়ে থানার ওসি মো. মামুন রহমান জানান, লাশ হাইওয়ে থানায় রাখা আছে।

সময়ের আলো মঙ্গলবার। ৮ এপ্রিল ২০২৫

নাজিমউদ্দিন রোডে অগ্নিকাণ্ড

ফার্নিচার দোকানের ম্যানেজার নিহত

● নিজস্ব প্রতিবেদক

পুরান ঢাকার নাজিমউদ্দিন রোডে পাঁচ তলা ভবনে লাগা আগুনে আমিন উদ্দিন (৭৪) নামে এক বৃদ্ধ নিহত হয়েছেন। ভবনের নিচ তলায় থাকা একটি ফার্নিচারের দোকানে শর্টসার্কিট থেকে লাগা আগুনের ধোঁয়ায় নিশ্বাস বন্ধ হয়ে মৃত্যু হয় তার। যে দোকানে আগুনের সূত্রপাত তিনি সেটির পাশের আরেকটি ফার্নিচার দোকানের ম্যানেজার ছিলেন। এ ছাড়াও এই ঘটনায় ভবনে বসবাসকারী নারী-শিশুসহ ১৩ জনের শ্বাসনালি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তারা হলেন–ইকবাল হোসেন (৪৭), তার স্ত্রী ইশরাত জাহান (৩৬), তাদের দুই মেয়ে ইশতিমাম (১২) ও ইশায়েত (১০), ইশরাতের ভাগিনা মুশফিকা আক্তার (২৫), ইকবালের মা মমতাজ বেগম (৬৫) এবং অন্য পরিবারের ইউনুস মিয়া (৭৪), তার স্ত্রী ল্যাহেলা বেগম (৬০), দুই ছেলে আমিন (২৭) ও বুলবুল (৩৭), মেয়ে শিল্পী আক্তার (৪০), শিল্পীর মেয়ে তালহা (৩) ও রিয়াদ উড ফার্নিচার দোকানের কর্মচারী সাব্বির (২২)। তাদের ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইউনিটে ভর্তি করা হয়েছে। তাদের অবস্থা আশঙ্কামুক্ত নয় বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা। গতকাল ভোর সোয়া ৪টার দিকে নাজিমউদ্দিন রোডের মাকরোশা মাজারের পাশের ওই পাঁচ তলা ভবনে আগুন লাগে। পরে ফায়ার সার্ভিসের ৭টি ইউনিট প্রায় এক ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। ফায়ার সার্ভিস সূত্র বলছে, ভবনটির নিচ তলার 'দ্য গুলশান' ফার্নিচার দোকান থেকে শর্টসার্কিটে আগুনের সূত্রপাত ঘটে। এতে দুই লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে। তবে আগুনের ধোঁয়ায় ভবনের ওপরের বাসিন্দারা নিশ্বাস নিতে না পেরে অসুস্থ হয়ে পড়ে। পরে ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা আহত অবস্থায় ১৮ জনকে উদ্ধার করে ১৩ জনকে ঢামেক বার্ন ইউনিটে পাঠান। তাদের মধ্যে একজন মারা গেছেন। ঢামেক হাসপাতালের বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইউনিটের আবাসিক সার্জন ডা. হারুনুর রশীদ বলেন, ভোরে ১৩ জনকে হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। তাদের মধ্যে ইকবাল হোসেন নামে একজনের শরীরের ২ শতাংশ দগ্ধ হয়েছে। বাকিরা বাহ্যিকভাবে কেউ দগ্ধ নন। তবে সবারই শ্বাসনালি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তাদের মধ্যে মুশফিকা ও রাহেলা বেগম আইসিইউতে আছেন। বাকিরা সাধারণ ওয়ার্ডে আছেন। তাদের কেউই আশঙ্কামুক্ত নন।

অসুস্থ ইউনুস মিয়ার মেয়ে জামাই শফিকুল ইসলাম জানান, তার শ্বশুর পরিবার নিয়ে ওই ভবনের পাঁচ তলায় থাকেন। ভোরে নিচ তলায় আগুন লাগে এতে পুরো ভবনে ধোঁয়ার সৃষ্টি হয়। ধোঁয়ার কারণে কেউ বাইরে বের হতে পারেনি। পরে ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা তাদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে আসে।

সংবাদ
ঢাকা : বুধবার ২৬ চৈত্র ১৪৩১
Dhaka : Wednesday 9 April 2025

সোনারগাঁয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে মিস্ত্রির মৃত্যু, আহত ১

প্রতিনিধি, সোনারগাঁ (নারায়ণগঞ্জ)

নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ে পানির মোটরের কাজ করার সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্টে আমির হোসেন (৫০) নামের এক বিদ্যুৎ মিস্ত্রির মৃত্যু হয়েছে এবং তার সাথে কাজ করতে যাওয়া শরীফ হোসেন (৫০) নামের এক সহযোগী আহত হয়েছে। সোনারগাঁও সরকারী কলেজে পানির মটরের কাজ করার সময় গত সোমবার দুপুরে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

সোনারগাঁও সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ আবুল কালাম জানান, বিদ্যুৎ থাকার পরও কলেজের পানি ওঠানোর মটরটি চলছিলনা। সেটি ঠিক করার জন্য মিস্ত্রি ডেকে আনা হয়। তারা মটর রুমে বিদ্যুৎ লাইনে কাজ করার সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্টে আহত হন। এসময় ঘটনাস্থলেই মিস্ত্রি মৃত্যুবরণ করে ও তার সহযোগি আহত হয়। আহতকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। সোনারগাঁ থানার অফিসার ইনচার্জ মফিজুর রহমান জানান, সোনারগাঁও সরকারী কলেজে একজনের মৃত্যু হয়েছে জানতে পেরে মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। আরেকজনকে আহতাবস্থায় ঢাকায় একটি হাসপাতালে পাঠিয়েছে স্থানীয়রা। তবে নিহতের পরিবারের আবেদনের প্রেক্ষিতে মরদেহটি ময়নাতদন্ত ছাড়াই তাদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। নিহত আমির হোসেন উপজেলার মোগরাপাড়া ইউনিয়নের দমদমা গ্রামের মৃত তোফাজ্জল হোসেনের ছেলে এবং আহত শরীফ হোসেন একই এলাকার নুরুজ্জামান মিয়ার ছেলে।

যুগান্তর
মঙ্গলবার ৮ এপ্রিল ২০২৫
২৫ চৈত্র ১৪৩১

ফতুল্লায় মাটিচাপা পড়ে শ্রমিক নিহত, আহত ৩

ফতুল্লা (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি

ফতুল্লায় একটি ডাইং কারখানায় মাটি খোঁড়ার সময় চাপা পড়ে আশরাফুল ইসলাম (৩৫) নামে এক শ্রমিক নিহত হয়েছেন। এ সময় রাকিব, হৃদয় ও সোহেল নামে আরও তিন যুবক আহত হন। সোমবার বিকাল সাড়ে ৩টায় ফতুল্লা ইউনিয়ন পরিষদসংলগ্ন দৃষ্টি ডাইংয়ে এ ঘটনা ঘটে।

ফতুল্লা মডেল থানার ওসি শরিফুল ইসলাম জানান, দৃষ্টি ডাইংয়ে চার শ্রমিক মাটি খোঁড়ার সময় এক পাশের মাটি ও ইটের দেওয়াল চার শ্রমিকের ওপর পড়ে। এতে ঘটনাস্থলেই আশরাফুল ইসলামের মৃত্যু হয়। অপর তিনজনকে উদ্ধার করে খানপুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। আহতদের অবস্থাও আশঙ্কাজনক। নিহত শ্রমিকের লাশ ভিক্টোরিয়া জেনারেল হাসপাতাল মর্গে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। এ বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। নিহত ও আহত শ্রমিকদের পরিচয় তাৎক্ষণিক পাওয়া যায়নি।

দেশ রূপান্তর
সোমবার, ৭ এপ্রিল ২০২৫,

হাজারীবাগে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে অটোচালকের মৃত্যু

ঢামেক প্রতিনিধি

রাজধানী হাজারীবাগে কোম্পানিঘাট এলাকায় একটি গ্যারেজে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে শফিউর রহমান (৪৫) নামে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। গত শনিবার রাত সাড়ে ৩টার দিকে কোম্পানিঘাট আনোয়ার হোসেনের রিকশার গ্যারেজে এ দুর্ঘটনা ঘটে। আহতকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নেওয়ার পর ভোরে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। শফিউরের বাড়ি লালমনিরহাটের পাটগ্রাম উপজেলার বালাপাড়া গ্রামে। তিনি কামরাঙ্গীরচর মালেক কলোনিতে থাকতেন।

শফিউরকে হাসপাতালে নিয়ে আসা সহকর্মী অলিউর রহমান জানান, ঈদের ছুটিতে গ্রামে গিয়েছিলেন শফিউর। গতকাল শনিবার সকালে গ্রাম থেকে ঢাকায় আসেন। এরপর মধ্যরাতে তিনি কোম্পানিঘাট আনোয়ার হোসেনের গ্যারেজে গিয়েছিলেন রিকশা ভাড়া নিতে।

যুগান্তর
রোববার ১৩ এপ্রিল ২০২৫
৩০ চৈত্র ১৪৩১

সড়কে পাঁচ যুবকসহ ঝরল ৯ প্রাণ

যুগান্তর ডেস্ক

সড়ক দুর্ঘটনায় আটজন প্রাণ হারিয়েছেন। শনিবার ও আগেরদিন এসব দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতদের মধ্যে সিলেট, কুষ্টিয়া ও ময়মনসিংহে পাঁচ যুবক, খুলনা ও নোয়াখালীতে দুই শিশু এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ট্রাকচালকসহ দুজন রয়েছেন। ব্যুরো ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

সিলেট : নিহতরা হলেন—মোটরসাইকেল আরোহী যুবক লাকি ইমাম ও আবির আহমেদ। শুক্রবার রাতে ফেঞ্চুগঞ্জের নূরপুর এলাকায় মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারালে লাকি দুর্ঘটনার কবলে পড়েন। তিনি নূরপুর এলাকার ছইফ আলীর ছেলে। মৌলভীবাজারের কুলাউড়ায় দুই মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে যুবক আবির আহমেদ প্রাণ হারিয়েছেন। শুক্রবার সন্ধ্যায় ব্রাহ্মণবাজার এলাকায় কুলাউড়া-মৌলভীবাজার-ফেঞ্চুগঞ্জ সড়কে আবির দুর্ঘটনার শিকার হন। তিনি সিলেটের বিয়ানীবাজার পৌর শহরের শ্রীধরা গ্রামের বাসিন্দা।

কুষ্টিয়া : বাসের ধাক্কায় নিহত যুবকরা হলেন—কুমারখালী উপজেলার বাগুলাট ইউনিয়নের শালঘর মধুয়া গ্রামের বাসিন্দা নয়ন ইসলাম ও কুষ্টিয়া সদর উপজেলার উজানগ্রাম ইউনিয়নের দুর্বাচারা গ্রামের বাসিন্দা রনি ইসলাম। তারা দুজনে একই প্রতিষ্ঠানে চাকরি করতেন। শনিবার সকালে সদর উপজেলার কুষ্টিয়া-ঝিনাইদহ সড়কে বটতৈল ঈদগাহপাড়া এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

গৌরীপুর (ময়মনসিংহ) : গৌরীপুর উপজেলায় অটো উলটে চালক যুবক তাপস চন্দ্রর মৃত্যু হয়েছে। তিনি নেত্রকোনার মদন উপজেলার বাড়রী গ্রামের সুদাংশু চন্দ্র দের ছেলে। শনিবার সকালে উপজেলার গাজীপুর এলাকায় ময়মনসিংহ-কিশোরগঞ্জ মহাসড়কে তিনি দুর্ঘটনার কবলে পড়েন।

খুলনা : নগরীতে ট্রলির ধাক্কায় শিশু মুকরিমা বিনতে মোহনের মৃত্যু হয়েছে। শনিবার সকালে নগরীর খালিশপুর থানাধীন গোয়ালখালী কবরস্থান মোড়ে এ দুর্ঘটনাটি ঘটে। শিশুটি ঢাকার কামরাঙ্গীরচর যাগুলা গ্রামের জনৈক মোহন ব্যাপারীর মেয়ে।

চাটখিল (নোয়াখালী) : চাটখিল উপজেলায় পিকআপ চাপায় শিশু আশরাফুল আলমের প্রাণ গেছে। মোহাম্মদপুর ইউনিয়নের পুরানপুর গ্রামে শুক্রবার রাতে দুর্ঘটনাটি ঘটে। আশরাফুল মোহাম্মদপুর ইউনিয়নের পরানপুর গ্রামের মনির হোসেনের ছেলে।

ব্রা?হ্মণবাড়িয়া ও কসবা : নিহতরা হলেন—ট্রাকচালক ব্রা?হ্মণবাড়িয়ার আশুগঞ্জের চরচারতলা এলাকার রহিজ মিয়ার ছেলে আকাশ মিয়া এবং ট্রাকযাত্রী কুমিল্লার কোম্পানিগঞ্জের আমির হোসেন। উপজেলার শান্তিপুর এলাকায় কুমিল্লা-সিলেট মহাসড়কে শুক্রবার রাতে বাস-ট্রাক সংঘর্ষে তারা দুর্ঘটনার কবলে পড়েন।

প্রথম আলো • বৃহস্পতিবার, ১০ এপ্রিল ২০২৫

পাঁচ জেলায় ৫ জন নিহত

সড়ক দুর্ঘটনা

গতকাল ভোর থেকে দুপুরের মধ্যে দুর্ঘটনাগুলো ঘটেছে। নিহতদের মধ্যে এক স্কুলশিক্ষার্থীও রয়েছে।

প্রথম আলো ডেস্ক

দেশের পাঁচ জেলা ব্রাহ্মণবাড়িয়া, বগুড়া, চুয়াডাঙ্গা, পটুয়াখালী ও সিরাজগঞ্জে সড়ক দুর্ঘটনায় পাঁচজন নিহত হয়েছেন। এর মধ্যে এক স্কুলশিক্ষার্থীও রয়েছে। গতকাল বুধবার ভোর থেকে দুপুরের মধ্যে দুর্ঘটনাগুলো ঘটেছে।

এর মধ্যে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইলে পণ্যবাহী দুটি ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে রাসেল হোসেন (৩২) নামের এক ট্রাকচালক নিহত হন। তিনি ঝিনাইদহের সদর উপজেলার কাঞ্চনপুর গ্রামের মৃত আবদুল আজিজের ছেলে। গতকাল ভোরে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের সরাইল উপজেলা সদরের কলাপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ঢাকা থেকে সিলেটগামী পণ্যবাহী একটি ট্রাকের সঙ্গে সিলেট থেকে ছেড়ে আসা ঢাকাগামী পণ্যবাহী অপর একটি ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এতে ট্রাক দুটির সামনের অংশ দুমড়েমুচড়ে গেছে। এ ঘটনায় ঢাকাগামী ট্রাকচালক রাসেল হোসেন ট্রাকের ভেতর আটকা পড়েন। পরে সরাইল উপজেলা ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে রাসেল হোসেনকে উদ্ধার করে স্থানীয় উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন অপর ট্রাকচালক ও ট্রাক দুটির চালকের সহকারীরা। তাঁরা ঘটনার পরপর পালিয়ে যান। ঘণ্টাখানেক পর হাইওয়ে পুলিশ মহাসড়ক থেকে ট্রাক দুটি অপসারণ করে।

সরাইলের খাঁটিহাতা হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মামুন রহমান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, পণ্যবাহী ট্রাক দুটি জব্দ করা হয়েছে। মহাসড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে।

বগুড়ায় বালুবাহী ট্রাকের চাপায় প্রিন্স (১২) নামের এক স্কুলছাত্র নিহত হয়েছে। গতকাল সকাল ১০টার দিকে বগুড়া-পীরগাছা সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত প্রিন্স গাবতলী উপজেলার মোমিনখাদা গ্রামের মো. রোমানের ছেলে। সে স্থানীয় একটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থী ছিল।

প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, প্রিন্স প্রাইভেট পড়ে সাইকেলে বাড়ি ফেরার পথে বালুবোঝাই একটি ট্রাক তাকে চাপা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। বগুড়া সদর থানার ওসি এস এম মঈনুদ্দিন বলেন, চালককে আটক করা হয়েছে। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলায় ইটবাহী ট্রলির ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী শামসুল আলম (৫৫) নিহত হয়েছেন। গতকাল দুপুরে দামুড়হুদা-কার্পাসডাঙ্গা আঞ্চলিক সড়কের মুক্তারপুর-কোমরপুরের কাটাখালী এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত শামসুল আলমের বাড়ি দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নের পীরপুরকুল্লা গ্রামে। তিনি দামুড়হুদা সদর ইউনিয়নের কুনিয়া চাঁদপুর সিদ্দিকিয়া দাখিল মাদ্রাসার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন।

পটুয়াখালীর কলাপাড়া উপজেলার ধানখালী ইউনিয়নের প্যাদার হাট সড়কে ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা উল্টে জাহাঙ্গীর হাওলাদার নামের এক অটোরিকশাচালকের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল সকালে প্যাদার হাট বাজার এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। কলাপাড়া থানার ওসি মোহাম্মদ জুয়েল ইসলাম বলেন, মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ায় অজ্ঞাত বাসচাপায় জাহিদুল ইসলাম নামের এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। গতকাল দুপুরে সিরাজগঞ্জ-বগুড়া মহাসড়কের হাটিকুমরুল ইউনিয়ন পরিষদের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত জাহিদুল ইসলাম ওই ইউনিয়নের চড়িয়াকান্দিপাড়ার আবদুল হাকিমের ছেলে। এ ছাড়া তিনি হাটিকুমরুল ইউনিয়ন পরিষদের ২ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য ছিলেন।

হাটিকুমরুল হাইওয়ে থানার ওসি আবদুর রউফ বিষয়টি নিশ্চিত করে *প্রথম আলোকে* বলেন, মরদেহ স্বজনেরা বাড়িতে নিয়ে গেছেন। এ ব্যাপারে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন।

যুগান্তর
শনিবার ১৯ এপ্রিল ২০২৫
৬ বৈশাখ ১৪৩২

বাসায় বিস্ফোরণে গাছায় দগ্ধ শ্রমিকের মৃত্যু

গাজীপুর প্রতিনিধি

গাজীপুর মহানগরীর গাছা থানার হারিকেন ফ্যাক্টরি এলাকার একটি বাসায় বিস্ফোরণের ঘটনায় দগ্ধ পোশাক শ্রমিক হারিস মিয়া (৫০) জাতীয় বার্ন ইনস্টিটিউটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন। শুক্রবার ভোর সাড়ে ৪টার দিকে জাতীয় বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে তিনি মারা যান।

ইনস্টিটিউটের আবাসিক চিকিৎসক ডা. শাওন বিন রহমান জানান, গত মঙ্গলবার গাজীপুর থেকে পোশাক শ্রমিক হারিস মিয়ার শরীরে ৮৮ শতাংশ দগ্ধ, তার স্ত্রী পোশাক শ্রমিক আয়েশা আক্তারের শরীরে ৯০ শতাংশ ও তাদের ছেলে মইনুল ইসলামের শরীরে ৮৫ শতাংশ দগ্ধ অবস্থায় জাতীয় বার্ন ইনস্টিটিউটের জরুরি বিভাগে আনা হয়। তাদের হাসপাতালের নিবিড়পরিচর্যা কেন্দ্রে ভর্তি করানো হয়। তিন দিন পর চিকিৎসাধীন হারিস মিয়া মারা যান। দগ্ধের পরিমাণ বেশি থাকায় অন্য দুজনের অবস্থাও আশঙ্কাজনক।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক জানান, গত ১৫ এপ্রিল মঙ্গলবার সকালের দিকে গাজীপুর মহানগরীর গাছা থানার হারিকেন এলাকার একটি বাসায় গ্যাস লাইনের লিকেজ থেকে বিস্ফোরণের ঘটনায় একই পরিবারের স্বামী- স্ত্রী ও তাদের একমাত্র সন্তানসহ তিনজন দগ্ধ হয়।

যুগান্তর
মঙ্গলবার ৮ এপ্রিল ২০২৫
২৫ চৈত্র ১৪৩১

A

সোনারগাঁয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে ইলেকট্রিক মিস্ত্রির মৃত্যু

যুগান্তর প্রতিবেদন, *সোনারগাঁ (নারায়ণগঞ্জ)*

সোনারগাঁয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে আমির হোসেন (৫০) নামের এক ইলেকট্রিক মিস্ত্রির মৃত্যু হয়েছে। এ সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্টে শরীফ হোসেন (৪৮) নামে আরও এক ইলেকট্রিক মিস্ত্রি আহত হয়েছে। আহত শরীফ হোসেনকে মুমূর্ষু অবস্থায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে ভর্তি করা হয়েছে। সোমবার দুপুরে সোনারগাঁ সরকারি কলেজে পানির লাইনের ইলেকট্রিক মটরের কাজ করার সময় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত আমির উপজেলার মোগরাপাড়া ইউনিয়নের দমদমা গ্রামের মৃত তোফাজ্জল হোসেনের ছেলে। আহত শরীফ স্থানীয় নুরুজ্জামান মিয়ার ছেলে।

সোনারগাঁ সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ আবুল কালাম জানান, কলেজে সোমবার দুপুরে বিকল হয়ে পড়া বৈদ্যুতিক মটর লাইনের মেরামত কাজ শুরু করেন মিস্ত্রি আমির হোসেন ও শরীফ হোসেন। এ সময় অসাবধানতাবশত তারা দুজনই বিদ্যুস্পৃষ্ট। ঘটনাস্থলেই ইলেকট্রিক মিস্ত্রি আমির হোসেন মারা যান। এলাকাবাসী মুমূর্ষু অবস্থায় আহত শরীফ হোসেনকে উদ্ধারের পর ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে ভর্তি করেন। বিষয়টি সোনারগাঁ পুলিশকে অবহিত করা হয়েছে।

সোনারগাঁ থানার ওসি মোহাম্মদ মফিজুর রহমান বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। নিহতের পরিবারের পক্ষ থেকে বিনা ময়নাতদন্তে লাশ হস্তান্তর করার আবেদন করা হয়েছে।

রোববার, এপ্রিল ১৩, ২০২৫ ■ চৈত্র ৩০, ১৪৩১ বণিক বার্তা

তিন জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ৫

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

কুষ্টিয়ায় বাসচাপায় মোটরসাইকেলের দুই আরোহী নিহত হয়েছেন। এছাড়া ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ট্রাক ও বাসের সংঘর্ষে দুজন এবং ফেনীতে বাসচাপায় এক শিক্ষার্থীর প্রাণহানি হয়েছে। গতকাল দিনের বিভিন্ন সময় এসব দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন বেশ কয়েকজন। বিস্তারিত প্রতিনিধিদের পাঠানো খবরে—

ব্রাহ্মণবাড়িয়া : জেলার কসবায় ট্রাক ও বাসের সংঘর্ষে দুজন নিহত হয়েছেন। গতকাল সকালে কুমিল্লা-সিলেট মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন আশুগঞ্জ উপজেলার চরচারতলা গ্রামের রহিছ মিয়ার ছেলে আকাশ ও কুমিল্লার মুরাদনগর উপজেলার আনিসুর রহমানের ছেলে আমির হোসেন। এ ঘটনায় আরো কয়েকজন আহত হয়েছেন। তবে তাদের পরিচয় জানা যায়নি।

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায়, সকালে সিয়াম পরিবহনের একটি যাত্রীবাহী বাস চট্টগ্রাম থেকে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার দিকে আসছিল। পথে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি কয়লাবাহী ট্রাকের সঙ্গে বাসটির সংঘর্ষ হয়। এতে বাস ও ট্রাকের সামনের অংশ দুমড়ে-মুচড়ে যায়। ঘটনাস্থলেই ট্রাকে আমির হোসেন মারা যান। ট্রাকচালক আকাশ গুরুতর আহত হন। উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় নেয়ার পথে তিনিও মারা যান।

সরাইল খাঁটিহাতা হাইওয়ে থানার ওসি মো. মামুন রহমান জানান, আমির হোসেনের মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে। দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত ট্রাকচালক আকাশ ঢাকায় নেয়ার পথে মারা যান। দুর্ঘটনাকবলিত বাস ও ট্রাক জব্দ করা হয়েছে। এ ঘটনায় আইনি ব্যবস্থা নেয়া হবে।

বণিক বার্তা
বৃহস্পতিবার এপ্রিল ১০, ২০২৫

সাত জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল সাতজনের

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

দেশের সাত জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় সাতজনের প্রাণহানি হয়েছে। গতকাল দিনের বিভিন্ন সময় মেহেরপুর, বগুড়া, যশোর, চুয়াডাঙ্গা, পটুয়াখালী, কিশোরগঞ্জ ও রংপুরে এসব দুর্ঘটনা ঘটে। বিস্তারিত প্রতিনিধিদের পাঠানো খবরে—

পটুয়াখালী : কলাপাড়ায় ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা উল্টে চালক জাহাঙ্গীর হাওলাদার নিহত হয়েছেন। গতকাল সকাল সাড়ে ৯টার দিকে উপজেলার ধানখালী ইউনিয়নের প্যাদার বাজার এলাকা থেকে লোন্দা গ্রামের বাসায় ফেরার পথে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত জাহাঙ্গীর হাওলাদার লোন্দা গ্রামের খালেক হাওলাদারের ছেলে। কলাপাড়া থানার ওসি জুয়েল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

যুগান্তর | বৃহস্পতিবার ১০ এপ্রিল ২০২৫
২৭ চৈত্র ১৪৩১

মায়ের জন্য ওষুধ নিয়ে বাড়ি ফেরা হলো না

যুগান্তর ডেস্ক

মায়ের জন্য ওষুধ নিয়ে বাড়ি ফেরা হলো না রিয়া মজুমদারের। তার আগেই বাসচাপায় প্রাণ হারান তিনি। মঙ্গলবার রাতে চট্টগ্রাম নগরীর কোতোয়ালি থানাধীন লালখানবাজার এভেনিউ হোটেলের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। রাস্তায় পড়ে থাকা রক্তমাখা পরিচয়পত্র দেখে তার পরিচয় শনাক্ত করা হয়। দিনাজপুরে ট্রাকচাপায় মোটরসাইকেল আরোহী বড় ভাই নিহত ও ছোট ভাই গুরুতর আহত হয়েছেন। এছাড়া দুর্ঘটনায় সাত স্থানে আরও ৭ জন নিহত হয়েছেন। তাদের মধ্যে বরিশাল ও ভোলায় দুই মোটরসাইকেল আরোহী, যশোর ও বগুড়ায় দুই শিক্ষার্থী, চুয়াডাঙ্গায় মাদ্রাসা সুপার, ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ট্রাক এবং পটুয়াখালীতে অটোচালক রয়েছেন। কুমিল্লায় বাস খাদে পড়ে ১৫ যাত্রী আহত হয়েছেন। ব্যুরো ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

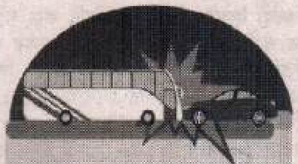

দিনাজপুরে ট্রাকচাপায় বড় ভাই নিহত, আহত ছোট ভাই

শিক্ষার্থীসহ ঝরল আরও ৮ প্রাণ

চট্টগ্রাম : ২৪ বছর বয়সী রিয়া গোল্ডস্যান্ডস নামে প্রতিষ্ঠানে চাকরি করতেন। অফিস শেষে খুলশি এলাকা থেকে ৭ নম্বর রুটের বাসে ওঠেন। এর আগে ফার্মেসি থেকে অসুস্থ মায়ের জন্য ওষুধ কেনেন। তার বাসা নগরীর জামালখান সিঁড়ির গোড়া এলাকায়। বাস থেকে লালখানবাজারে এসে নামার সময় পা ফসকে পড়ে যান। এ সময় পেছন থেকে অপর একটি বাস তাকে চাপা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই তিনি প্রাণ হারান। পরে পুলিশ লাশ উদ্ধার করে মর্গে পাঠায়। রিয়া পরিবারের স্বচ্ছলতা ফেরাতে গত বছরের জানুয়ারি থেকে পড়ালেখার পাশাপাশি চাকরি করতেন। তার মা-বাবা এখন কাঁদতে কাঁদতে শয্যাশায়ী। অফিস থেকে বের হওয়ার আগে মায়ের সঙ্গে রিয়ার কথা হয়। ওষুধ নিয়ে আসার কথা ছিল মায়ের জন্য। কিন্তু পথেই তার জীবনপ্রদীপ নিভে গেছে।

দিনাজপুর : নিহত রেফায়েত হোসেন বাঁধন ও আহত প্লাবন চিরিরবন্দর উপজেলার সাতনালা গ্রামের নজরুল হকের ছেলে। দুই ভাই মোটরসাইকেলে উপজেলার সাতনালা এলাকার নিজ বাড়ি থেকে বুধবার নীলফামারীর সৈয়দপুরে যাচ্ছিলেন। উপজেলার চাম্পাতলী এলাকার স্মিতা ফিলিং স্টেশনের সামনে পৌঁছলে বেপরোয়াগতির ট্রাক্টর তাদের মোটরসাইকেলটিকে ধাক্কা দেয়। এতে দুজনেই মোটরসাইকেল থেকে ছিটকে পড়লে বড় ভাই বাধন ট্রাক্টরের পেছনের চাকায় পিষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই নিহত হন। এছাড়া এদিন সকালে দিনাজপুর সদর উপজেলার সাতমাইল এলাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছে মোটসাইকেলের ধাক্কায় নিহত হন আরোহী মিজানুর রহমান মিজান। তিনি খানসামা উপজেলার ভেরভেরী বুড়িরবাজার গ্রামের মিরাজুল ইসলামের ছেলে।

বাকেরগঞ্জ (বরিশাল) : বাকেরগঞ্জে বাসের ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী মেহেদী হাসান প্রাণ হারিয়েছেন। বুধবার সকালে বরিশাল-পটুয়াখালী মহাসড়কের বাসস্ট্যান্ড মল্লিক মার্কেট সংলগ্ন এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। মেহেদী বরগুনার আমতলী উপজেলার খেকুয়ানী গ্রামের মৃত আব্দুল মজিদ গাজীর ছেলে।

ভোলা : সড়ক দুর্ঘটনায় মোটরসাইকেলে বৃদ্ধ আরোহী হুমায়ুন কবিরের মৃত্যু হয়েছে। ভোলা-বরিশাল সড়কের ভেদুরিয়া ব্রিজ এলাকায় মঙ্গলবার দুর্ঘটনাটি ঘটে।

যশোর : বাসের ধাক্কায় মাদ্রাসা শিক্ষার্থী উর্মি খাতুনের মৃত্যু হয়েছে। বুধবার যশোর-ঝিনাইদহ মহাসড়কের যশোর সদরের চুড়ামনকাটি বাজারে দুর্ঘটনাটি ঘটে। তার মৃত্যুর খবরে এলাকাবাসী ও ছাত্রজনতা যশোর-ঝিনাইদহ রুটে বাস চলাচল বন্ধ করে দেয়। উর্মি যশোরের কাশিমপুর ইউনিয়নের বিজয়নগর দক্ষিণপাড়ার বাসিন্দা রবিউল ইসলামের মেয়ে। তিনি ছাতিয়ানতলা কেএআই আলিম মাদ্রাসার নবম শ্রেণির শিক্ষার্থী।

বগুড়া : বগুড়ায় বাইসাইকেলে বাড়ি ফেরার পথে ট্রাকের ধাক্কায় স্কুলছাত্র সাইমুন ইসলাম প্রিন্সের মৃত্যু হয়েছে। বুধবার সদর উপজেলার পীরগাছা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। প্রিন্স বগুড়ার গাবতলী উপজেলার মোমিন খোদা গ্রামের রায়হান ইসলাম রোমানের ছেলে। সে স্থানীয় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থী।

দামুড়হুদা (চুয়াডাঙ্গা) : দামুড়হুদায় ট্রাক-মোটরসাইকেল সংঘর্ষে মাদ্রাসা সুপার বৃদ্ধ শামসুল হকের মৃত্যু হয়েছে। বুধবার দামুড়হুদার মুক্তারপুর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। তিনি উপজেলার পীরপুরকুল্লা গ্রামের ইছারদ্দির ছেলে এবং কুনিয়া চাঁদপুর দাখিল মাদ্রাসার সুপার ছিলেন।

কলাপাড়া (পটুয়াখালী) : কলাপাড়ার ধানখালী ইউনিয়নের প্যাদার হাটসড়কে অটো উলটে চালক জাহাঙ্গীর হাওলাদার নিহত হয়েছেন। বুধবার প্যাদার হাটবাজার এলাকা থেকে লোন্দা গ্রামের বাসায় ফেরার পথে এ দুর্ঘটনা ঘটে। জাহাঙ্গীর কলাপাড়ার লোন্দা গ্রামের খালেক হাওলাদারের ছেলে।

সরাইল (ব্রাহ্মণবাড়িয়া) : সরাইলে দুই ট্রাকের সংঘর্ষে ট্রাকচালক ফাহাদের মৃত্যু হয়েছে। বুধবার ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের সরাইল উপজেলার কুট্টাপাড়া এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। ফাহাদ ঝিনাইদহ সদর উপজেলার কাঞ্চনপুর মধ্যপাড়া এলাকার আকবার আলীর ছেলে।

চৌদ্দগ্রাম দ (কুমিল্লা) : বুধবার ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের মিয়াবাজার এলাকার টাইমস্কয়ার হোটেলের পাশে শীতলিয়া এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটে।

বণিক বার্তা
শনিবার, এপ্রিল ১২, ২০২৫

ফরিদপুরে মিক্সার মেশিনে বিস্ফোরণ আহত দুই শ্রমিক

বণিক বার্তা প্রতিনিধি ■ ফরিদপুর

ফরিদপুরে সড়কের কাজে ব্যবহৃত পাথর, পিচ ও গ্রিন অয়েলমিক্সারের সময় বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। বিস্ফোরণে আগুন ছড়িয়ে পড়ে প্লান্টের মালামাল পুড়ে যায়। এতে আল-আমিন ও মোকসেদ নামে দুই শ্রমিক আহত হয়েছেন। তাদের ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। গতকাল বিকালে এ দুর্ঘটনা ঘটে। পরে ফায়ার সার্ভিসের তিনটি ইউনিট আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

ফরিদপুর ফায়ার সার্ভিস স্টেশন কর্মকর্তা মো. নজরুল ইসলাম জানান, শহরের বাইপাস সড়কের ব্রাহ্মানান্দা এলাকায় ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান মেসার্স জাহিদ মোটরস সড়কের কাজের জন্য মিক্সার প্লান্ট স্থাপন করে। সেখানে পাথর, পিচ ও গ্রিন অয়েল দিয়ে মিক্সিং করে সড়ক সংস্কারকাজ করা হয়। মিক্সার মেশিনের একটি ইউনিট থেকে আগুন লাগে। মেশিনের বিভিন্ন অংশে দাহ্য পদার্থ থাকায় দ্রুত আগুন ছড়িয়ে পড়ে। মোটরের অতিরিক্ত ঘর্ষণ ও দাহ্য পদার্থ থেকে আগুন লাগতে পারে বলে প্রাথমিক ধারণা করা হচ্ছে।

প্রথম আলো • বুধবার, ১৬ এপ্রিল ২০২৫,

বজ্রপাতে ৩ কৃষকের মৃত্যু

নেত্রকোনার খালিয়াজুরিতে হাওরে বোরো ধান কাটতে এবং মাঠ থেকে গরু আনতে গিয়ে বজ্রপাতে তিন কৃষক মারা গেছেন। গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে উপজেলার পৃথক স্থানে এই ঘটনা ঘটেছে। বজ্রপাতে আহত হয়েছেন এক কৃষক। বজ্রপাতে প্রাণ হারানো তিন কৃষক হলেন রসুলপুর গ্রামের নিজাম উদ্দিন (৩২), কৃষ্ণপুর গ্রামের কবীর হোসেন (৪৫) ও হায়াতপুর গ্রামের রাখাল সরকার (৬২)।

প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা যায়, হাওরে বোরো ধান কাটার সময় বজ্রপাতে শরীর ঝলসে যায় কৃষক নিজাম উদ্দিনের। হাসপাতালে নিলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। হাওরে ধান কাটতে গিয়ে বজ্রপাতে আহত হওয়ার পর হাসপাতালে নেওয়ার পথে মারা যান কবীর হোসেন। রাখাল সরকার মাঠ থেকে গরু আনতে গিয়ে বজ্রপাতে আহত হন। হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক জানান তিনি মারা গেছেন।

প্রতিনিধি, *নেত্রকোনা*

দেশ রূপান্তর
শনিবার, ১২ এপ্রিল ২০২৫,

নির্মাণাধীন ভবন থেকে পড়ে রাজমিস্ত্রির মৃত্যু

ঢামেক প্রতিনিধি

রাজধানীর যাত্রাবাড়ী থানার বিবির বাগিচা এলাকায় নির্মাণাধীন একটি ভবনের পাঁচতলা থেকে পড়ে শফিউল ইসলাম (৩০) নামে এক রাজমিস্ত্রির মৃত্যু হয়েছে। গতকাল শুক্রবার সকালের দিকে তার মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে পাঠায় পুলিশ।

বিষয়টি নিশ্চিত করে যাত্রাবাড়ী থানা উপ-পরিদর্শক (এসআই) নাজমুল হাসান বলেন, যাত্রাবাড়ীর বাগিচা এলাকায় নির্মাণাধীন পাঁচতলা ভবনে কাজ করার সময় অসাবধানতাবশত নিচে পড়ে ঘটনাস্থলে মারা যান শফিউল ইসলাম। পরে আমরা খবর পেয়ে তার মরদেহ উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ মর্গে পাঠাই।

নিহত শফিউল ইসলামের আত্মীয় মাসুদ রানা বলেন, 'আমরা জানতে পারি নির্মাণাধীন ভবনের পাঁচতলা থেকে পড়ে মারা যান শফিউল। তার বাড়ি গাইবান্ধা জেলার সাঘাটা থানার শিমুলতলী গ্রামে। তিনি ওই এলাকার মৃত শহিদুল ইসলামের ছেলে।'

প্রথম আলো • শনিবার, ১২ এপ্রিল ২০২৫

ছেলের মোটরসাইকেল থেকে ছিটকে বাসচাপায় মা নিহত

সড়ক দুর্ঘটনা

মাগুরা সদর পৌরসভায় এ ঘটনা ঘটে। এ ছাড়া তিন জেলায় আরও তিনজন নিহত।

প্রথম আলো ডেস্ক

মাগুরায় ছেলের মোটরসাইকেল থেকে ছিটকে পড়ে বাসচাপায় এক নারী নিহত হয়েছেন। গতকাল শুক্রবার দুপুরে সদর পৌরসভার টিটিডিসি পাড়ায় মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

মাগুরার এ ঘটনাসহ দেশের চার জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় অন্তত চারজন নিহত হয়েছেন। গতকাল সকাল থেকে দুপুরের মধ্যে এসব দুর্ঘটনা ঘটে। প্রথম আলোর **প্রতিনিধি**দের পাঠানো খবর।

মাগুরায় নিহত নারীর নাম লাইলি বেগম (৬০)। তিনি পৌরসভার ভিটাসাইর পূর্ব পাড়ার মজুর মোল্লার স্ত্রী।

লাইলি বেগমের ভাই মো. মনিরুজ্জামান বলেন, ছোট ছেলে সোয়াইব মোল্লার মোটরসাইকেলে চেপে হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে গিয়েছিলেন তাঁর বোন। হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফেরার পথে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় সোয়াইব আহত হয়েছেন। তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

মাগুরা-রামনগর হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আলমগীর কবির বলেন, বিপরীত (যশোর) দিক থেকে আসা গোল্ডেন লাইন পরিবহনের একটি বাসের সঙ্গে ওই মোটরসাইকেলের ধাক্কা লাগলে ওই নারী সড়কে ছিটকে পড়েন। ওই বাসের চাপায় ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। স্থানীয়দের সহযোগিতায় পুলিশ বাসচালককে আটক করেছে।

স্থানীয় লোকজন বলছেন, যেখানে লাইলি বেগম নিহত হয়েছেন, সেখানে মহাসড়কের দুপাশে বেশির ভাগ সময় বাস ও ট্রাক পার্ক করে রাখা থাকে। এতে প্রায়ই ওই এলাকায় দুর্ঘটনা ঘটে।

তিন জেলায় তিনজন নিহত

দিনাজপুরের ঘোড়াঘাট উপজেলার সোনামুখী বাজারে সকাল সাড়ে ৯টার দিকে দিনাজপুর-গোবিন্দগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়কে বাসের ধাক্কায় নিহত হন কৃষক আবুল হোসেন (৬২)। তাঁর বাড়ি সেখানকার বুলাকিপুর ইউনিয়নের উদয়ধুল গ্রামে। তিনি চার সন্তানের জনক ছিলেন।

স্থানীয়দের বরাত দিয়ে স্থানীয় ইউপি সদস্য সামসুল হক বলেন, আবুল হোসেন নিজের বোরো ধানের জমিতে কাজ শেষে বাইসাইকেলে করে বাড়ি ফিরছিলেন। মহাসড়ক পার হওয়ার সময় নাবিল পরিবহনের একটি বাস তাঁকে ধাক্কা দেয়। এতে বাইসাইকেল থেকে ছিটকে সড়কের ওপর পড়ে ঘটনাস্থলে তাঁর মৃত্যু হয়।

গাজীপুরের শ্রীপুর উপজেলার এমসি বাজারে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে বেলা ১১টার দিকে ট্রাকচাপায় নিহত হন আশরাফুল ইসলাম (৪০)। তাঁর বাড়ি উপজেলার মাওনা মধ্যপাড়া গ্রামে।

নিহত আশরাফুলের চাচাতো ভাই মাসুম বলেন, অসুস্থ থাকায় নিজের জন্য ওষুধ কিনতে পাশের ময়মনসিংহের ভালুকা উপজেলা সদরে গিয়েছিলেন আশরাফুল। ঘটনার সময় তিনি বাসায় ফিরতে বাস থেকে নেমে মহাসড়ক পার হচ্ছিলেন।

কুমিল্লার দাউদকান্দি উপজেলার ইলিয়টগঞ্জ হাইওয়ে থানার কাছে গতকাল দুপুরে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে মোটরসাইকেলের চাপায় নিহত হন এক পথচারী (৪০)। তাৎক্ষণিক ওই পুরুষ ব্যক্তির পরিচয় জানতে পারেনি পুলিশ। এ ঘটনায় ওই মোটরসাইকেলের চালক আজহারুল ইসলাম (২৪) ও আরোহী শাকিল মিয়া (২৩) গুরুতর আহত হন।

যুগান্তর | শুক্রবার ১১ এপ্রিল ২০২৫ ২৮ চৈত্র ১৪৩১

মেয়েকে পরীক্ষা কেন্দ্রে দিয়ে ফেরা হলো না মায়ের

যুগান্তর ডেস্ক

শেরপুরের নকলায় বৃহস্পতিবার মেয়েকে এসএসসি পরীক্ষা কেন্দ্রে দিয়ে ফেরা হলো না মা শিরিনা বেগমের। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়ায় মোটরসাইকেলের সঙ্গে ব্যাটারিচালিত ইজিবাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে আফজাল হোসেন নামে এক স্কুলশিক্ষক নিহত হয়েছেন। তিনি মোগড়া উচ্চ বিদ্যালয়ে পরীক্ষা কেন্দ্রে দায়িত্বপালন শেষে বাড়ি ফিরছিলেন। এছাড়া, ১১ জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় ১২ জন নিহত হয়েছেন। এদের মধ্যে দাউদকান্দিতে দুই যুবক, সিলেটে মোটরসাইকেল আরোহী, ঝালকাঠির নলছিটিতে মানসিক প্রতিবন্ধী, পাবনার ঈশ্বরদীতে ভ্যানচালক, পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় মোটরসাইকেল চালক, চাঁপাইনবাবগঞ্জের গোমস্তাপুরে শিশু, বগুড়ার দুপচাঁচিয়ায় এক ব্যক্তি, মানিকগঞ্জের সিংগাইরে বৃদ্ধা, ঢাকার ধামরাইয়ে ব্যবসায়ী, চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে পথচারী ও ফরিদপুরের নগরকান্দায় মোটরসাইকেল আরোহী রয়েছেন। ব্যুরো, স্টাফ রিপোর্টার ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর-

আখাউড়ায় পরীক্ষার দায়িত্ব শেষে ফেরার পথে প্রাণ গেল শিক্ষকের

১১ জেলায় নিহত আরও ১২

শেরপুর : শিরিনা বেগম দুপুরে অটোরিকশার চাপায় নকলা উপজেলার চরঅষ্টধর ইউনিয়নের চরবসন্তি এলাকায় নিহত হন। তিনি পার্শ্ববর্তী রেহাইচর গ্রামের সোহেল রানার স্ত্রী। নকলা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হাবিবুর রহমান জানান, শিরিনা এসএসসি পরীক্ষার্থী মেয়ে সাদিয়া ইসলাম বৃষ্টিকে নকলা পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রে পৌঁছে দেন। পরে তিনি বাড়ি ফিরে যাওয়ার সময় দুপুর ১২টার দিকে চরবসন্তি এলাকায় অটোরিকশার ধাক্কায় গুরুতর আহত হন। তাকে নকলা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক শিরিনাকে মৃত ঘোষণা করেন।

আখাউড়া (ব্রাহ্মণবাড়িয়া) : বৃহস্পতিবার আখাউড়া-আগরতলা সড়কের গাজীরবাজারে সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান শিক্ষক আফজাল হোসেন। তিনি উপজেলার ছয়ঘড়িয়া আলহাজ শাহআলম উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন। আফজাল মোগড়া ইউনিয়নের বাউতলা গ্রামের মৃত আবুল কাশেম মিয়ার ছেলে।

ধামরাই (ঢাকা) : বিয়ের পিঁড়িতে বসা হলো না বাবুল রাজবংশী নামে এক ব্যবসায়ীর। বৃহস্পতিবার বেলা তিনটার দিকে ঢাকার ধামরাইয়ে সড়ক দুর্ঘটনায় তিনি নিহত হন। বৃহস্পতিবার রাতে তার বিয়ের পিঁড়িতে বসার কথা ছিল। যশোরের বেনাপোল এলাকায় বাড়ি বাবুল রাজবংশীর।

কুমিল্লা ও দাউদকান্দি : কুমিল্লার দাউদকান্দিতে ট্রাক কাভার্ডভ্যানের সংঘর্ষে দুইজন নিহত ও দুইজন আহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের দাউদকান্দি উপজেলার পুটিয়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটেছে। নিহতরা হলেন-কাভার্ডভ্যানের চালক টাঙ্গাইল জেলার ধনবাড়ী উপজেলার দুদু মিয়ার ছেলে বেলাল হোসেন ও অপরজন ট্রাকের হেলপার নোয়াখালীর সেনবাগ উপজেলার মোস্তফার ছেলে ইয়াকুব।

ফেঞ্চুগঞ্জ (সিলেট) : সিলেটে বাসের চাপায় আলী আহমদ নামে এক মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার সকালে সিলেট-ফেঞ্চুগঞ্জ সড়কের মোগলাবাজার ইউনিয়নের হাজীগঞ্জ এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে। আলী আহমদ মোগলাবাজার এলাকার ইনাত আলীপুর গ্রামের মৃত আজ্জব আলীর ছেলে।

নলছিটি (ঝালকাঠি) : ঝালকাঠির নলছিটিতে গাড়িচাপায় অজ্ঞাত এক মানসিক প্রতিবন্ধী যুবক নিহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার ভোরে বরিশাল-পটুয়াখালী আঞ্চলিক সড়কের উপজেলার ভরতকাঠি এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

ঈশ্বরদী (পাবনা) : ঈশ্বরদীতে শ্যালো ইঞ্জিনচালিত গাড়ির ধাক্কায় মজেল মৃধা নামে এক ভ্যানচালক নিহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার দুপুরে উপজেলার সাহাপুর ইউনিয়নের আওতাপাড়া নুরার মোড় এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় ভ্যানে থাকা আরও তিন যাত্রী গুরুতর আহত হয়েছেন।

কলাপাড়া (পটুয়াখালী) : পটুয়াখালীর কলাপাড়ার চাপলী বাজার সড়কে মোটরসাইকেল ও অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে মোটরসাইকেলচালক আবদুল কুদ্দুস নিহত হয়েছেন। তিনি নয়াকাটা গ্রামের সাহেব আলী হাওলাদারের ছেলে।

গোমস্তাপুর (চাঁপাইনবাবগঞ্জ) : চাঁপাইনবাবগঞ্জের গোমস্তাপুরে অটোরিকশার ধাক্কায় ইসমাইল হোসেন নামে এক শিশু নিহত হয়েছে। বৃহস্পতিবার দুপুরে রহনপুর-আড্ডা আঞ্চলিক সড়কের বংপুরে এ দুর্ঘটনা ঘটে। ইসমাইল বংপুর গ্রামের শফিকুল ইসলামের ছেলে।

বগুড়া : বগুড়ার দুপচাঁচিয়ায় সড়ক দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত অমল চন্দ্র দাস নামে এক ব্যক্তি মারা গেছেন। তিনি বৃহস্পতিবার দুপুরে বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ (শজিমেক) হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান।

সিংগাইর (মানিকগঞ্জ) : মানিকগঞ্জের সিংগাইরে আহত বৃদ্ধা চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন। তার নাম হাসিনা বেগম। ৬ এপ্রিল হাসিনা বেগম সিংগাইর-কাংশা সড়কের কাংশা সেতুর উত্তর পাশে অটোবাইকের ধাক্কায় তিনি গুরুতর আহত হন।

সীতাকুণ্ড (চট্টগ্রাম) : সীতাকুণ্ডে ট্রাকের ধাক্কায় আব্দুল হালিম নামে এক পথচারী নিহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার বিকালে উপজেলার বাঁশবাড়িয়া ইউনিয়নর বাঁশবাড়িয়া ইউনিটেক্স স্পিনিং মিলের সামনে এই দুর্ঘটনা ঘটে। আব্দুল হালিম একই এলাকার মৃত মনির আহমেদের ছেলে।

নগরকান্দা (ফরিদপুর) : নগরকান্দা উপজেলার রামনগর ইউনিয়নের কুঞ্জনগর বাজারের পাশে বটতলা এলায় কাদায় পিচ্ছিল সড়কে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মোটরসাইকেল আরোহী এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত ব্যক্তির নাম রাহুল। তার বাড়ি পটুয়াখালী জেলায়। তিনি ওরিয়ন গ্রুপের ওষুধ কোম্পানিতে চাকরি করতেন।

রাঙামাটি : রাঙামাটির সাজেকে পর্যটকবাহী বাস ও মাহিন্দ্র গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে মাহিন্দ্রর চালকসহ ৭ জন গুরুতর আহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার সাজেক ইউনিয়নের বাঘাইহাট-সাজেক সড়কের কিয়াংঘাট এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

সংবাদ
ঢাকা : সোমবার ১ বৈশাখ ১৪৩২
Dhaka : Monday 14 April 2025

ফকিরহাটে গাড়ির ধাক্কায় প্রাণ গেল চালকের, গাছ চাপায় শ্রমিক নিহত

প্রতিনিধি, বাগেরহাট

বাগেরহাটের ফকিরহাট উপজেলার বিশ্ব রোডে অজ্ঞাত গাড়ির ধাক্কায় আতিয়ার রহমান (৪৫) নামে একজন বাইসাইকেল চালক নিহত হয়েছেন। খুলনা-ঢাকা মহাসড়কের ফকিরহাট মূলঘর এলাকায় রাজপাট-সোনাখালী মোড়ে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত বাইসাইকেল চালক মো. আতিয়ার রহমান বাগেরহাট সদর উপজেলার যাত্রাপুর এলাকার মৃত ইমান উদ্দিনের ছেলে। সে ফকিরহাট বিসমিল্লাহ ফিড মিলস্ লিমিটেডের কর্মচারী। এর আগেরদিন উপজেলার টাউন-নওয়াপাড়া এলাকায় গাছের লক পড়ে একজন কাঠ শ্রমিক নিহত হন। মোল্লাহাট হাইওয়ে থানার ওসি শেখ নুরুজ্জামান জানান বলেন রবিবার ভোর সাড়ে ৫টার দিকে আতিয়ার রহমান রাতে ডিউটি করে বাইসাইকেলযোগে বাড়ি ফিরছিলেন। মূলঘর রাজপাট-সোনাখালী মোড়ে এসে পৌছলে পেছন দিক থেকে অজ্ঞাত একটি গাড়ি তাকে ধাক্কা দিলে তিনি সড়কের ওপর পড়ে যান। এ সময় দ্রুতগামী অপর একটি অজ্ঞাত গাড়ি তাকে চাপা দেয়। এতে তিনি ঘটনাস্থলেই নিহত হন। তিনি আরও জানান, খবর পেয়ে হাইওয়ে থানার পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের একটি দল ঘটনাস্থলে এসে মরদেহ উদ্ধার করে। আইনি প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে। অজ্ঞাত পরিবহন দুটিকে জব্দ করা সম্ভব হয়নি বলেও জানান এ কর্মকর্তা। এদিকে, ফকিরহাট উপজেলার টাউন-নওয়াপাড়া এলাকায় গাছচাপা পড়ে আব্দুস সালাম (৩৫) নামের একজন শ্রমিক নিহত হয়েছেন। নিহত আব্দুস সালাম (৩৫) বাগেরহাট সদর উপজেলার চুলকাঠি সৈয়দপুর গ্রামের আব্দুল লতিফ শেখের ছেলে। স্থানীয়রা জানান, শনিবার বিকেলে ৪ জন শ্রমিক মিলে উপজেলার পিলজংগ বলাইয়ের দোকান নামক স্থান থেকে ১টি গাছের বড় লক ভ্যানে করে টাউন নওয়াপাড়া মোড়ে নিয়ে আসেন। এ সময় তারা ভ্যান থেকে গাছের লকটি নিচে নামাতে গিয়ে লকের নিচে চাপা পড়ে আব্দুস সালাম। এতে তিনি ঘটনাস্থলেই মারা যান। খবর পেয়ে কাটাখালী হাইওয়ে থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে আসেন। পরে আইনী প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ পরিবারের নিকট হস্তান্তর করেন। বিষয়টি নিশ্চিত করে ফকিরহাট মডেল থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক মীর।

যুগান্তর
বুধবার ১৬ এপ্রিল ২০২৫
৩ বৈশাখ ১৪৩২

নারী যুবক ও বৃদ্ধসহ সড়কে ঝরল ১৫ প্রাণ

যুগান্তর ডেস্ক

সড়ক দুর্ঘটনায় ১৫ জন প্রাণ হারিয়েছেন। নিহতদের মধ্যে রাজধানীতে নারী-পুরুষ, গাজীপুরে মিস্ত্রি, পাবনায় ভ্যানচালক, বগুড়ায় ব্যবসায়ী, চুয়াডাঙ্গায় মোটরসাইকেল চালক, চট্টগ্রামে দুই বৃদ্ধ, জয়পুরহাটে অটোচালক এবং কিশোরগঞ্জে ইমামসহ দুজন, ফরিদপুর ও সিলেটে দুজন করে চারজন চালক-হেলপার রয়েছেন। লক্ষ্মীপুরে পিকআপ-মোটরসাইকেল সংঘর্ষে তিন এইচএসসি পরীক্ষার্থী আহত হয়েছেন। **ব্যুরো, স্টাফ রিপোর্টার ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—**

ঢাকা : উত্তরায় রাস্তা পারের সময় বাসচাপায় বৃদ্ধা লিপি বেগমের মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার সকালে উত্তরা পূর্ব থানাধীন আব্দুল্লাহপুর বাসস্ট্যান্ড এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। লিপি বরিশালের ঝালকাঠির সাত্তার হাওলাদারে মেয়ে। উত্তরার দক্ষিণখানে ভাড়া বাসায় থাকতেন তিনি এবং কামারপাড়ায় বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কাজ করতেন। এছাড়া হাজারীবাগে কাভার্ডভ্যানের ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী রুহুল আমিন নিহত হয়েছেন। সোমবার মধ্যরাতে শেখ রাসেল স্কুলসংলগ্ন বেড়িবাঁধ এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। রুহুল মাদারীপুরের পূর্ব থানা এলাকার বাসিন্দা। বর্তমানে তিনি কামরাঙ্গীরচর মাতব্বরবাজার কাজীবাড়ি এলাকায় ভাড়া থাকতেন।

টঙ্গী পূর্ব ও শিল্পাঞ্চল (গাজীপুর) : ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক পারের সময় গাড়ির ধাক্কায় নিহত হয়েছেন টাইলস মিস্ত্রি মিন্টু। তিনি কুষ্টিয়ার ইবি থানার ছয়ঘড়িয়া গ্রামের আলমগীর হোসেনের ছেলে। বর্তমানে তিনি টঙ্গীর বনমালা এলাকায় ভাড়া বাসায় থাকতেন।

চাটমোহর (পাবনা) : চাটমোহরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছে ভ্যানের ধাক্কায় চালক সাকিবুল ইসলামের মৃত্যু হয়েছে। সোমবার বিকালে উপজেলার মূলগ্রাম ইউনিয়নের মহরমখালী এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। তিনি ওই ইউনিয়নের শাহপুর গ্রামের আব্দুস সাত্তারের ছেলে।

বগুড়া : মোটরসাইকেলের ধাক্কায় ব্যবসায়ী ইকবাল হোসেন জুয়েল নিহত হয়েছেন। রোববার রাতে শহরের ফুলবাড়ী এলাকায় সরকারি আজিজুল হক কলেজ পুরাতন ভবন মোড়ের পাশে এ দুর্ঘটনা ঘটে। জুয়েল বগুড়া শহরের বৃন্দাবনপাড়া এলাকার মৃত ইয়াসিন আলীর ছেলে।

চুয়াডাঙ্গা : চুয়াডাঙ্গায় লাটাহাম্বারের ধাক্কায় মোটরসাইকেল চালক আল ইমরানের মৃত্যু হয়েছে। ইমরান আলমডাঙ্গা উপজেলার বলেশ্বরপুর গ্রামের রফিকুল ইসলামের ছেলে। দীর্ঘদিন তিনি চুয়াডাঙ্গা পৌর এলাকার মুক্তিপাড়ার ভাড়া বাড়িতে পরিবার নিয়ে বসবাস করে আসছিলেন। তিনি পেশায় স্যানিটারি মিস্ত্রি। রোববার রাতে চুয়াডাঙ্গা-আলমডাঙ্গা সড়কের ঘোড়ামারা ব্রিজ এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

কর্ণফুলী ও সীতাকুণ্ড (চট্টগ্রাম) : আনোয়ারায় ট্রাক-অটো সংঘর্ষে বৃদ্ধ আবু তালেব নিহত হয়েছেন। মঙ্গলবার সকালে আনোয়ারা-চন্দনাইশ সড়কের আনোয়ারা থানার মোড় এলাকায় তিনি দুর্ঘটনার কবলে পড়েন। চট্টগ্রামের চন্দনাইশের কেশুয়া এলাকার বাসিন্দা তিনি। এছাড়া সীতাকুণ্ডে প্রাইভেটকারের ধাক্কায় বৃদ্ধ মকছুদুল মোমেনিন প্রকাশ লেদা প্রাণ হারিয়েছেন। সোমবার উপজেলার মুরাদপুর ইউনিয়নের ফকিরহাট এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। লেদা উপজেলার মুরাদপুর ইউনিয়নের ৪নং ওয়ার্ড মাঝিবাড়ির বাসিন্দা। উপজেলার মুরাদপুর ইউনিয়নের ফকিরহাট ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে তিনি দুর্ঘটনার কবলে পড়েন।

জয়পুরহাট : সদর উপজেলায় ট্রাকের ধাক্কায় প্রাণ হারিয়েছেন অটোচালক নুর মিয়া। সোমবার চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান। রোববার মধ্যরাতে তিনি দুর্ঘটনার কবলে পড়েন। নুর মিয়া জয়পুরহাটের সদর উপজেলার কোমর গ্রাম নলপুকুর পাড়ার লুৎফর রহমানের ছেলে।

কিশোরগঞ্জ : অটোর ধাক্কার পাগলা মসজিদ মক্তবের ইমাম বৃদ্ধ আলী আকবর এবং গুরুদয়াল সরকারি কলেজের শিক্ষার্থী উর্মি আক্তার শিখা নিহত হয়েছেন। মঙ্গলবার সকালে শহরের চর শোলাকিয়া বনানী মোড় এলাকায় উর্মি এবং দুপুরে সদর জেনারেল হাসপাতালের সামনে আলী আকবর নিহত হন। উর্মি চর শোলাকিয়া বনানী মোড় এলাকার মহররম আলীর মেয়ে এবং আলী আকবর ময়মনসিংহের নান্দাইল উপজেলার দিলালপুর গ্রামের অধিবাসী।

ফরিদপুর ও মধুখালী : গাছে ট্রাকের ধাক্কায় নিহতরা হলেন যশোরের কেশবপুর উপজেলার সাহেব আলীর ছেলে চালক ইদ্রিস আলী এবং তার হেলপার একই এলাকার যুবক হায়দার আলী। মঙ্গলবার ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের উপজেলার বাগাট ইউনিয়নের ঘোপঘাট এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটে।

সিলেট : ট্রাকচাপায় নিহতরা হলেন ট্রাকচালক বৃদ্ধ শাহীন মিয়া ও হেলপার কামাল মিয়া। সোমবার রাতে মোগলাবাজার থানার পারাইরচক এলাকার সিলেট-ফেঞ্চুগঞ্জ রোডে এ দুর্ঘটনা ঘটে। সিলেট-ফেঞ্চুগঞ্জ সড়কের পারাইরচক এলাকায় বিকল ট্রাক মেরামত করছিলেন তারা।

রায়পুর (লক্ষ্মীপুর) : সোমবার রায়পুর-লক্ষ্মীপুর আঞ্চলিক মহাসড়কের বাসাবাড়ী বাজার এলাকায় রৌশন আরা তেলের পাম্প এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

সমকাল
সোমবার। ১৪ এপ্রিল ২০২৫

লিফটের তার ছিঁড়ে দুই শ্রমিকের মৃত্যু

সীতাকুণ্ড (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি

চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে জিপিএইচ নামের একটি ইস্পাত কারখানায় লিফটের তার ছিঁড়ে মোহাম্মদ মোস্তফা ও রিফাত নামে দুই শ্রমিক নিহত হয়েছেন। রোববার দুপুরে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত মোস্তফা ও রিফাত ওই কারখানার বিভিন্ন ভবনের শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র (এসি) মেরামতের কাজে নিয়োজিত ছিলেন।

মোস্তফা (২৫) সীতাকুণ্ডের কুমিরা সুলতানা মন্দির এলাকার রোকনুজ্জামানের ছেলে। অপর নিহত রিফাত (২৫) মিরসরাইয়ের করুয়া গ্রামের শামসুল হকের ছেলে।

প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, উপজেলার কুমিরা সুলতানা মন্দির এলাকায় অবস্থিত জিপিএইচ ইস্পাত কারখানার একটি ভবনে এসি মেরামতের প্রয়োজন দেখা দেয়। বেলা সাড়ে ১১টার দিকে এসির কাজ করতে ওই ভবনের তৃতীয় তলায় যেতে লিফটে ওঠেন মোস্তফা ও রিফাত। এ সময় তার ছিঁড়ে লিফট নিচে পড়লে তারা গুরুতর আহত হন। কারখানার অন্য শ্রমিকরা তাদের উদ্ধার করে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মোস্তফাকে মৃত ঘোষণা করেন। রিফাতকে চমেক হাসপাতালের নিউরো সার্জারি ওয়ার্ডে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসাধীন অবস্থায় বিকেল ৪টার দিকে তাঁর মৃত্যু ঘটে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ফাঁড়ির উপপরিদর্শক (এসআই) মোহাম্মদ আলা উদ্দিন।

বণিকবার্তা রোববার, এপ্রিল ১৩, ২০২৫।

ইন্ডাস্ট্রিঅল বাংলাদেশ কাউন্সিল

শ্রমিক ছাঁটাই বন্ধ, মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার ও শ্রম আইন সংশোধনের দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদক

শ্রমিক ছাঁটাই বন্ধ, মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার, শ্রম আইন সংশোধন ও যুক্তরাষ্ট্রের পাল্টা শুল্ক আরোপের বিষয়ে স্থায়ী সমাধানের দাবি জানিয়েছে ইন্ডাস্ট্রিঅল বাংলাদেশ কাউন্সিল (আইবিসি)। সেই সঙ্গে ট্রেড ইউনিয়নের নিবন্ধন প্রক্রিয়া সহজীকরণ, ছাঁটাইকৃত শ্রমিকদের তালিকা প্রকাশ ও পুনর্বাসন এবং সরকার, মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে সম্পাদিত ১৮ দফা সমঝোতা চুক্তির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন চেয়েছে সংগঠনটি। দাবি আদায়ে মে দিবসে শ্রমিক মহাসমাবেশ করার ঘোষণা দিয়েছে আইবিসি।

দেশের শ্রমিক সংগঠনগুলোর আন্তর্জাতিক জোট আইবিসির নেতারা গতকাল ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে (ডিআরইউ) সংবাদ সম্মেলন করে এসব দাবি জানান। সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন আইবিসির কেন্দ্রীয় নেতা সালাউদ্দিন স্বপন, শাহাদাত হোসেন, কামরুল হাসান, নুরুল ইসলাম, রফিকুল ইসলাম, চায়না রহমান প্রমুখ। লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন আইবিসির সাধারণ সম্পাদক বাবুল আখতার। তিনি বলেন, 'সরকার ঘোষিত ৯ শতাংশ মজুরি বৃদ্ধি এখনো অধিকাংশ কারখানায় কার্যকর হয়নি। ঈদ সামনে রেখে সরকারের নির্দেশনা ছিল মার্চে ১৫ দিনের মধ্যে মজুরি-উৎসব ভাতা পরিশোধ করার, কিন্তু অধিকাংশ প্রতিষ্ঠান এ নির্দেশনা অমান্য করেছে।'

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, গত আট-নয় মাসে প্রায় ৮০টি পোশাক কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। ফলে প্রায় ৭০ হাজার শ্রমিক কর্মহীন হয়ে পড়েছেন। তাদের বেশির ভাগেরই এখনো তালিকা ও পুনর্বাসন হয়নি। প্রতিদিন কোথাও না কোথাও শ্রমিকরা মজুরি, চাকরিচ্যুতিসহ বিভিন্ন দাবি নিয়ে আন্দোলনে নামছেন।

সংগঠনটির নেতারা জানান, বিজিএমইএ ও বিকেএমইএর কাছে সব প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকের তথ্য রয়েছে। তারা চাইলেই কোন প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়েছে এবং কোন শ্রমিক চাকরিচ্যুত হয়েছেন, সে তথ্য প্রকাশ করতে পারে। শ্রমিকের জীবিকার ওপর এ আঘাতের দায় রাষ্ট্রকে নিতে হবে বলেও মন্তব্য করেন নেতারা।

সংগঠনটির সভাপতি তৌহিদুর রহমান বলেন, 'ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে বাধার মুখে পড়তে হচ্ছে। এখনো অর্ধশতাধিক ট্রেড ইউনিয়নের আসন অনিষ্পন্ন অবস্থায় রয়েছে। শ্রমিক ফেডারেশনগুলো দলীয়করণ হচ্ছে। ফেডারেশনগুলোর কার্যকর ভূমিকা নিশ্চিতে নিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক উপায়ে কমিটি গঠন করতে হবে।'

এ সময় শ্রম আইনের সমালোচনা করে তিনি বলেন, 'শ্রম আইন ও নীতি যুগোপযোগী নয়। আশুলিয়ার কিছু প্রতিষ্ঠানে আইনের কিছুটা বাস্তবায়ন দেখা গেলেও নারায়ণগঞ্জ ও চট্টগ্রামের বেশির ভাগ প্রতিষ্ঠানে এখনো সব আইন বাস্তবায়ন হয়নি।'

সমকাল বৃহস্পতিবার। ১৭ এপ্রিল ২০২৫।

বজ্রপাত কেড়ে নিল ৭ প্রাণ

সমকাল ডেস্ক

ঝড়বৃষ্টি হবে আরও, মাসের শেষে আবহাওয়া ফের গরম হতে পারে

বৈশাখের সূর্যের তেজ টের পাওয়া যাচ্ছিল বুধবার সকাল থেকেই। রোদের তীব্রতা এমন যে চোখ মেলে রাখাও দায়। পরিস্থিতি বদলায় দুপুর পেরোতেই। মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়ে সূর্য। তারপর নামে ঝুমবৃষ্টি। কোথাও কোথাও হয়েছে বজ্রসহ ঝড়বৃষ্টি। ছয় জেলায় বজ্রপাতে মারা গেছেন সাতজন। এর মধ্যে রয়েছেন গাজীপুরের কালীগঞ্জ, নরসিংদীর রায়পুরা ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগরের তিন কৃষক; কুমিল্লার দেবিদ্বারের গৃহবধূ, হবিগঞ্জের আজমিরীগঞ্জে ধানকাটার দুই শ্রমিক এবং ময়মনসিংহের নান্দাইলের এক তরুণী।

গাজীপুরের কালীগঞ্জে বজ্রপাতে মারা যাওয়া কৃষকের নাম শুক্কুর আলী (৫০)। বাড়ি কালীগঞ্জ পৌরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ড বড়নগরে। উপজেলার তুমলিয়ার ইউনিয়নের টেক মানিকপুরের উত্তরপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

কুমিল্লার দেবিদ্বারের রাজামেহার ইউনিয়নের মরিচা গ্রামের নোয়াপাড়ায় বিকেলে বজ্রপাতে মারা যান গৃহবধূ আলেয়া বেগম (৪০)। তিনি কৃষক নজরুল ইসলামের স্ত্রী। বাড়ির পাশে জমিতে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে ধান মাড়াইয়ের কাজ করার সময় আলেয়ার মৃত্যু হয়।

হবিগঞ্জের আজমিরীগঞ্জের শিবপাশা গ্রামের হাওরে বিকেলে ধান কাটার সময় বজ্রপাতে মারা যাওয়া দু'জন হলেন চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জের মনিরুল ইসলাম ও কপিল উদ্দিন।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগরের নাটঘর ইউনিয়নের কুড়িঘর গ্রামের বিলে বিকেলে বজ্রপাতে মারা যান কৃষক আবদুল আওয়াল (৫০)। বিলে ধান কাটতে গিয়ে তিনি বজ্রপাতে আহত হন।

ময়মনসিংহের নান্দাইলের মাদারীনগর গ্রামে দুপুরে বজ্রপাতে প্রাণ হারানো কিশোরীর নাম হাসনা আক্তার। তার বাবার নাম নুরুল হক। জমিতে ধান কাটতে থাকা বাবার কাছে চট পৌঁছে দেওয়ার সময় বজ্রপাতে মারা যায় হাসনা।

নরসিংদীর রায়পুরার পলাশতলী ইউনিয়নের নূরপুর গ্রামে ধান কাটার সময় দুপুরে বজ্রপাতে কৃষক ইব্রাহিম হোসেনের মৃত্যু হয়।

এদিকে, বৃষ্টিতে স্বস্তি পেলেও রাজধানীবাসী পড়েন যানজটের ভোগান্তিতে। রাস্তায় পানি জমে যাওয়ায় হেঁটে চলতেও বেগ পেতে হয়। আবহাওয়া অধিদপ্তর জানায়, এমন বৃষ্টি টানা তিন দিন হতে পারে। তবে কোথাও কালবৈশাখী, শিলাবৃষ্টি ও বজ্রপাত হতে পারে।

আবহাওয়াবিদ শাহীনুল ইসলাম বলেন, এ সময়ে বৃষ্টি হলে গরম কমে। চলতি মাসের শেষের দিকে আবহাওয়া আবার গরম হতে পারে বলেও সতর্ক করেন তিনি।

আবহাওয়াবিদ আবুল কালাম মল্লিক বলেন, বৃষ্টি হবে, থেমে যাবে, আবার হবে– এমনই চলবে।

(প্রতিবেদনে তথ্য দিয়েছেন সমকাল প্রতিবেদক, নিজস্ব প্রতিবেদক ও প্রতিনিধিরা)

দৈনিক ইত্তেফাক
বৃহস্পতিবার
৪ বৈশাখ ১৪৩২, ১৭ এপ্রিল ২০২৫

পৃথক স্থানে সড়কে ঝরল চার প্রাণ

আহত ৯

■ ইত্তেফাক ডেস্ক

বিভিন্ন স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় চার জনের মৃত্যু হয়েছে। এছাড়া আহত হয়েছেন আরো ৯ জন। গতকাল বুধবার এসব দুর্ঘটনা ঘটে।

নোয়াখালী প্রতিনিধি : নোয়াখালীর বেগমগঞ্জে সড়কের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ট্রাকের পেছনে অপর একটি বালুভর্তি ট্রাকের ধাক্কায় হেলপারসহ দুই জনের মৃত্যু হয়েছে। দুর্ঘটনায় এক জন আহত হয়েছেন। ভোররাত ৪টার দিকে নোয়াখালী-লক্ষ্মীপুর মহাসড়কের বেগমগঞ্জ উপজেলার নাজিরপুরের জালাল মিয়ার গ্যারেজের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন মো. সজিব (১৮) ও সাকিব (২০)। বিষয়টি নিশ্চিত করে চন্দ্রগঞ্জ হাইওয়ে থানার ওসি রুহুল আমিন বলেন, দুমড়ে-মুচড়ে যাওয়া ডাম্প ট্রাকের ভেতর বসা দুই জনই ঘটনাস্থলে মারা যান ও চালক সামান্য আহত হন। পরে চৌমুহনী ফায়ার সার্ভিসের সহযোগিতায় ট্রাক কেটে নিহতদের বের করা হয়।

মহাদেবপুর (নওগাঁ) সংবাদদাতা : মহাদেবপুরে ট্রাক্টরের ধাক্কায় এক সবজি ব্যবসায়ীর মৃত্যু হয়েছে। দুর্ঘটনায় বাবা-ছেলেসহ তিন জন আহত হয়েছেন। সকালে মহাদেবপুর-সরাইগাছী পাকা সড়কের খাজুর ইউনিয়ন পরিষদের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এতে সবজি ব্যবসায়ী সিরাজ মণ্ডল ঘটনাস্থলেই নিহত হন। মহাদেবপুর থানার ওসি মো. শাহিন রেজার সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেন।

মিরপুর (কুষ্টিয়া) সংবাদদাতা : মিরপুরে ট্রাকের ধাক্কায় এক ভ্যানচালকের মৃত্যু হয়েছে। নিহতের নাম ইউনুস মালিথা (৭০)। সকাল সাড়ে ৯টার দিকে উপজেলার আমলা ইউনিয়নের আমতলা নামক স্থানে এ দুর্ঘটনা ঘটে। মিরপুর থানার ওসি মো. মমিনুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। নিহত ভ্যানচালক ইউনুস মালিথা পার্শ্ববর্তী দৌলতপুর উপজেলার আড়িয়া ইউনিয়নের ইউসুফপুর গ্রামের ঈমান মালিথার ছেলে।

কাউখালী (রাঙ্গামাটি) সংবাদদাতা : কাউখালীর বেতবুনিয়ার এলাকায় যাত্রীবাহী বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে পাঁচ জন আহত হয়েছেন। সকালে ঢাকা থেকে রাঙ্গামাটিগামী একটি বাস কাউখালী উপজেলার বেতবুনিয়ার মনাইরটেক এলাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাঙ্গামাটি-চট্টগ্রাম সড়কের পার্শ্ববর্তী খাদে পড়ে গেলে এ দুর্ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনায় চালকসহ পাঁচ জন যাত্রী আহত হয়েছেন। কাউখালী থানার ওসি সাইফুল ইসলাম সোহাগ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

দৈনিক ইত্তেফাক
বৃহস্পতিবার
৪ বৈশাখ ১৪৩২, ১৭ এপ্রিল ২০২৫

বিভিন্ন স্থানে বজ্রপাতে পাঁচ জনের মৃত্যু

■ ইত্তেফাক ডেস্ক

গতকাল দেশের বিভিন্ন স্থানে বজ্রপাতে তিন কৃষক ও দুই ধানকাটা শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে।

হবিগঞ্জ প্রতিনিধি জানান, হবিগঞ্জের আজমিরীগঞ্জে হাওরে ধান কাটার সময় বজ্রপাতে দুই শ্রমিক মারা গেছেন। বুধবার বিকালে উপজেলার শিবপাশা ইউনিয়নের ঝিলেরবন্দ নামক হাওরে এ ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন—চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ উপজেলার কানসাট ইউনিয়নের মোহনবাগ গ্রামের মনিরুল ইসলাম (৪২) ও একই ইউনিয়নের পার্বতীপুর গ্রামের আব্দুল্লাহিল কাফি ওরফে কাফিল উদ্দিন (২২)। সম্পর্কে তারা চাচা-ভাতিজা বলে জানা গেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সম্প্রতি বোরো ধান কাটার জন্য কয়েকজন শ্রমিক চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জ থেকে আজমিরীগঞ্জের শিবপাশা ইউনিয়নের মুন্সিহাটির বাসিন্দা আসমত মিয়ার বাড়িতে আসেন। বুধবার সকালে ঝিলেরবন্দ হাওরে তারা একদল শ্রমিকের সঙ্গে ধান কাটিতে যান। বিকালে হঠাৎ করে ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে বজ্রপাত শুরু হলে মনিরুল ও আব্দুল্লাহিল কাফি ঘটনাস্থলেই নিহত হন। আজমিরীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এবিএম মাইদুল হাছান দুই জনের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

নরসিংদী প্রতিনিধি জানান নরসিংদীর রায়পুরায় বজ্রপাতে ইব্রাহিম মিয়া (৪৫) নামে এক কৃষক নিহত হয়েছেন। বুধবার বেলা পৌনে দুইটার দিকে উপজেলার পলাশতলী ইউনিয়নের নূরপুর গ্রামের ফসলি মাঠে বৃষ্টির সময় এই বজ্রপাতের ঘটনা ঘটে। তার পিতার নাম আব্দুল মোতালিব বলে জানা গেছে। রায়পুরা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আদিল মাহমুদ জানান, বজ্রপাতে এক কৃষকের প্রাণহানির ঘটনা ঘটেছে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি জানান, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগরে বজ্রপাতে আব্দুল আওয়াল (৫০) নামে এক কৃষক নিহত হয়েছেন। গতকাল বুধবার দুপুরে উপজেলার নাটঘর ইউনিয়নের কুড়িঘর বিলে এই ঘটনা ঘটে। নিহত ঐ কৃষক কুড়িঘর গ্রামের মৃত সুরুজ আলীর ছেলে। নাটঘর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আক্তারুজ্জামান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

কাপাসিয়া (গাজীপুর) সংবাদদাতা জানান, গাজীপুরের কাপাসিয়ায় গতকাল বুধবার দুপুরে বজ্রপাতে ইফাজ উদ্দিন (৬০) নামে এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। সে উপজেলার ভুলেশ্বর গ্রামে আ. আউয়ালের পুত্র।

বুধবার ১৬ এপ্রিল ২০২৫
৩ বৈশাখ ১৪৩২
যুগান্তর
/DailyJugantor /DainikJugantor www.jugantor.com

আশুলিয়ায় ট্রাকের টায়ার বিস্ফোরণ

নারী শ্রমিক নিহত গাজীপুরে বিস্ফোরণে ৩ জন দগ্ধ

আশুলিয়া (ঢাকা) ও গাজীপুর প্রতিনিধি

আশুলিয়ায় ট্রাকের টায়ার বিস্ফোরিত হয়ে নারী পোশাক শ্রমিক নিহত হয়েছেন। তার নাম রিতা জোয়ার্দার (৩৭)। তিনি কুষ্টিয়ার খোকসা থানা এলাকার লিটন জোয়ার্দারের স্ত্রী। পরিবারসহ আশুলিয়ার হাকিম মার্কেট এলাকায় ভাড়া বাসায় থেকে স্থানীয় একটি পোশাক কারখানায় চাকরি করতেন রিতা জোয়ার্দার।

সোমবার বিকাল ৫টায় আশুলিয়ার ইয়ারপুর ইউনিয়নের হাকিম মার্কেট এলাকায় চাকা বিস্ফোরণের ঘটনায় গুরুতর আহত হন তিনি।

এ সময় উপস্থিত স্বজনরা তাকে আশুলিয়া নারী ও শিশু হাসপাতালে নিয়ে গেলে রাত ৮টায় ওই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি।

এদিকে গাজীপুরের মহানগরীর হারিকেন ডেগেরচালা এলাকায় রহস্যজনক বিস্ফোরণে তিনজন দগ্ধ হয়েছেন। বর্তমানে তারা ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বার্ন ইউনিটে ভর্তি রয়েছেন। মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৬টার দিকে ওই বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। পরে স্থানীয়রা তাদেরকে হাসপাতালে নিয়ে যান। দগ্ধরা হলেন মো. হারিজ, তার স্ত্রী আয়শা খাতুন ও তাদের সন্তান মাইদুল।

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানান, মহানগরীর ডেগেরচালা এলাকায় ভাড়া বাসায় হারিজ নামে দগ্ধ ওই ব্যক্তি স্ত্রী সন্তান নিয়ে বসবাস করতেন। বাসার সবাই সকালে ঘুমাচ্ছিল। হঠাৎ সকাল সাড়ে ৬টার দিকে বিকট শব্দে বিস্ফোরণ হয়। ওই শব্দের পরপর আশপাশের লোকজন বের হয়ে দেখেন ৩ জন দগ্ধ হয়েছে। তাদের গ্যাসের লাইন বা সিলিন্ডার ছিল না।

যুগান্তর
বৃহস্পতিবার ১৭ এপ্রিল ২০২৫

মধ্যপাড়া পাথর খনি দুর্ঘটনায় শ্রমিক নিহত

পার্বতীপুর (দিনাজপুর) প্রতিনিধি

মধ্যপাড়া পাথর খনি দুর্ঘটনায় সোহাগ নামে এক শ্রমিক নিহত হয়েছেন। বুধবার দুপুরে খনির ভূঅভ্যন্তরে কাজ করার সময় অসাবধানতাবশত মাথায় আঘাত পেয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে ওই শ্রমিকের মৃত্যু হয়। পরে বেলা দুটার দিকে লাশ খনির সার্ফেসভাগে তুলে আনা হয়। পুলিশ ও স্বজনরা খবর পেয়ে খনির সার্ফেস ভাগে জড়ো হয়। খনি শ্রমিকদের যথাযথ সব প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে পরিবারের স্বজনদের কাছে লাশ হস্তান্তর করা হয়। নিহত শ্রমিক সোহাগ উপজেলার দুগাই গ্রামের রফিক উদ্দিনের ছেলে। জেটিসি প্রতিনিধি মুকুল জানান, খনির নিয়ম অনুযায়ী মৃত শ্রমিকের পরিবারকে উপযুক্ত ক্ষতি পূরণ দেওয়া হবে। প্রথমত পরিবারের অনুরোধে দাফন কাজ সমাপ্ত করতে পুলিশের উপস্থিতিতে লাশ স্বজনদের দেওয়া হয়েছে। ওসি আব্দুস সালাম জানান, আপাতত খনিকর্তৃক ২০ হাজার টাকা দিয়েছে পরিবারকে। পরে পরিবারের দুই সদস্যকে খনিতে চাকরিসহ খনির বিধি অনুযায়ী সব ক্ষতি পূরণ দেওয়ার শর্তে দুর্ঘটনাজনিত উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে।

বণিকবার্তা বৃহস্পতিবার, এপ্রিল ১৭, ২০২৫

সড়ক দুর্ঘটনায় পাঁচ জেলায় নিহত ৭

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

নারায়ণগঞ্জে দাঁড়িয়ে থাকা দুটি ট্রাকের পেছনে অন্য ট্রাকের ধাক্কায় দুজন নিহত হয়েছেন। এছাড়া নোয়াখালী, চাঁদপুর, কুষ্টিয়া ও গোপালগঞ্জে সড়ক দুর্ঘটনায় আরো পাঁচজনের প্রাণহানি হয়েছে। গতকাল ও আগের দিন রাতে এসব দুর্ঘটনা ঘটে। বিস্তারিত প্রতিনিধিদের পাঠানো খবরে—

নারায়ণগঞ্জ: সিদ্ধিরগঞ্জের দাঁড়িয়ে থাকা দুটি ট্রাকে পেছন থেকে অন্য একটি ট্রাক ধাক্কা দেয়। এতে দাঁড়িয়ে থাকা দুই ট্রাকের দুই চালক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় ধাক্কা দেয়া ট্রাকচালক মো. রুবেলকে (৪২) আটক করেছে কাঁচপুর হাইওয়ে পুলিশ। গতকাল ভোর সাড়ে ৫টার দিকে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের চট্টগ্রামমুখী ডেলিগেটেড লেনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন শরীয়তপুর সদর উপজেলার রুদ্রকর গ্রামের গোলাই ঢালীর ছেলে মো. সুলতান ঢালী (৫০)। তিনি বিকল হওয়া ট্রাকের চালক ছিলেন। অন্যজন শরীয়তপুরের মো. সুমন মিয়া (৪৪)। তিনি অন্য ট্রাকের চালক ছিলেন।

পুলিশ জানায়, চট্টগ্রামগামী একটি ট্রাক হঠাৎ বিকল হয়ে পড়ে। অন্য একটি ট্রাক বিকল হওয়ায় ট্রাকটি উদ্ধার করার জন্য চেইন দিয়ে বাঁধছিল। এ সময় চট্টগ্রামগামী অন্য একটি ট্রাক বিকল হওয়া ট্রাকের পেছনে ধাক্কা দেয়। এতে বিকল হওয়া ট্রাকচালক ও উদ্ধারকারী ট্রাকচালক ঘটনাস্থলে মারা যান।

সিদ্ধিরগঞ্জ থানার ওসি শাহীনুর আলম জানান, আলুবোঝাই একটি ট্রাকের ধাক্কায় দুজন ঘটনাস্থলে নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় একজনকে আটক করেছে হাইওয়ে পুলিশ।

নোয়াখালী: জেলার বেগমগঞ্জে সড়কে দাঁড়িয়ে থাকা বালিবাহী ডাম্প ট্রাককে ধাক্কা দেয় অন্য একটি ট্রাক। এতে দুই ট্রাকের হেলপার নিহত হয়েছেন। গতকাল ভোর ৪টার দিকে উপজেলার লক্ষ্মীপুর-নোয়াখালী সড়কের বেগমগঞ্জ মডেল থানাসংলগ্ন নাজিরপুরে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন বেগমগঞ্জ উপজেলার ফাজিলপুর গ্রামের জসিম উদ্দিনের ছেলে সজীব (১৮) ও কেন্দুরবাগ এলাকার শাহ আলমের ছেলে সাকিব (২০)।

পুলিশ জানায়, বালিবাহী একটি ডাম্প ট্রাক আগে থেকেই নাজিরপুর এলাকায় সড়কে দাঁড়িয়ে ছিল। ভোর ৪টার দিকে লক্ষ্মীপুর থেকে ছেড়ে আসা অন্য একটি ডাম্প ট্রাক ওই ট্রাকটিকে ধাক্কা দেয়। এতে ধাক্কা দেয়া ট্রাকের সামনের অংশ দুমড়ে-মুচড়ে যায়। অন্য ট্রাকটি সড়কের পাশে পড়ে যায়। এ সময় ধাক্কা দেয়া ট্রাকটির সামনে বসা দুজন হেলপার সজীব ও সাকিব ঘটনাস্থলেই মারা যান।

বেগমগঞ্জ থানার ওসি লিটন দেওয়ান জানান, পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা ভোর ৫টার দিকে দুজনকে উদ্ধার করেন। পরে তাদের বেগমগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। ধারণা করা হচ্ছে দুটি গাড়ির চালক আহত অবস্থায় পালিয়ে গেছেন। গাড়ি দুটি চন্দ্রগঞ্জ হাইওয়ে পুলিশ জব্দ করেছে।

চাঁদপুর: জেলার মতলব উত্তর উপজেলায় গাছের সঙ্গে মোটরসাইকেলের ধাক্কা লেগে মেহেদী হাসান বাবু (২১) নামে এক যুবক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় মোটরসাইকেলের আরোহী মো. আলমগীর হোসেন (৩৫) গুরুতর আহত হয়েছেন। গত মঙ্গলবার রাত ১টার দিকে উপজেলার গজরা ইউনিয়নের গজরা ছৈয়ালকান্দি ফায়ার সার্ভিসসংলগ্ন এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত মেহেদী হাসান বাবু মতলব উত্তর উপজেলার ছেংগারচর পৌরসভার আদরভিটি গ্রামের মোহাম্মদ আলীর ছেলে। তিনি ছেংগারচর বাজারে ফার্নিচারের দোকানে কাজ করতেন। আহত আলমগীর হোসেন একই আদরভিটি গ্রামের আব্দুল হান্নান সরকারের ছেলে। রাতে তারা গজরা বাজারের যাত্রাপালা দেখে আসার সময় এ দুর্ঘটনার শিকার হন।

কুষ্টিয়া: ট্রাকের ধাক্কায় ইউনুস আলী (৭০) নামে ব্যাটারিচালিত অটোভ্যানের এক চালক নিহত হয়েছেন। গতকাল সকাল সাড়ে ১০টার দিকে কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার সদরপুর ইউনিয়নের আমতলা বাসস্ট্যান্ডে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত ইউনুস আলী পার্শ্ববর্তী দৌলতপুর উপজেলার ইউসুফপুর এলাকার মৃত ইমান মালিথার ছেলে।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, আমতলা-দৌলতপুর সড়ক দিয়ে ভ্যান চালিয়ে ইউনুস আলী আমলা বাজারে যাচ্ছিলেন। পার্শ্ববর্তী রাস্তা থেকে আমতলা বাসস্ট্যান্ডে ওঠার সময় ট্রাক ধাক্কা দিলে ঘটনাস্থলেই ইউনুস আলী মারা যান।

গোপালগঞ্জ: জেলার কোটালীপাড়ায় ইজিবাইকের সঙ্গে ভ্যানের সংঘর্ষে প্রশান্ত বল্লভ (২৫) নামে এক ব্যবসায়ী নিহত হয়েছেন। গতকাল দুপুরে উপজেলার কলাবাড়ী ইউনিয়নের কলাবাড়ী-রামনগর সড়কের ওঝা বাড়ির সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত প্রশান্ত বল্লভ কলাবাড়ী গ্রামের জগদীশ বল্লভের ছেলে।

সংবাদ
ঢাকা : শুক্রবার ৫ বৈশাখ ১৪৩২
Dhaka : Friday 18 April 2025

গাজীপুরে বজ্রপাতে দুই কৃষকের মৃত্যু

জেলা বার্তা পরিবেশক, গাজীপুর

গাজীপুরের কাপাসিয়া ও কালীগঞ্জ উপজেলায় বজ্রপাতে দুই কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। গত বুধবার দুপুরে ঝড়ো হাওয়া ও বৃষ্টিপাতের সময় তাদের মৃত্যু হয়।

নিহতরা হলেন- কাপাসিয়া উপজেলার ভূলেশ্বর এলাকার মৃত আব্দুল আওয়ালের ছেলে কৃষক ইফাজ উদ্দিন ও কালীগঞ্জ উপজেলার টেক মানিকপুর এলাকার রজব আলীর ছেলে শুকুর আলী।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গতকাল দুপুরে কাপাসিয়ার ভূলেশ্বর গ্রামের ইফাজ উদ্দীন গরু আনতে মাঠে যান। এসময় হঠাৎ বজ্রপাতে তিনি গুরুতর আহত হন। তাকে উদ্ধার করে স্থানীয় উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

কাপাসিয়া থানার ওসি মোহাম্মদ আবদুল বারিক বলেন, দুপুরে ইফাজ উদ্দীন গরু আনতে মাঠে গিয়ে বজ্রপাতে গুরুতর আহত হন। এলাকাবাসি তাকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। পরে স্বজনরা তার মরদেহ নিজ বাড়িতে নিয়ে যান।

এদিকে, কালীগঞ্জ উপজেলার তুমুলিয়া ইউনিয়নের টেক মানিকপুর এলাকার কৃষক শুকুর আলী দুপুর ১ টার দিকে মাঠে কাজ করতে যান। এসময় বজ্রপাতে ঘটনাস্থলে তিনি মারা যান। কালীগঞ্জ থানার ওসি মো. আলাউদ্দিন আলী বলেন, কৃষক শুকুর আলী দুপুর মাঠে কাজ করছিলেন। এসময় বজ্রপাতে ঘটনাস্থলে তিনি মারা যান।

দৈনিক ইত্তেফাক
৫ বৈশাখ ১৪৩২, ১৮ এপ্রিল ২০২৫

রাজশাহীতে বজ্রপাতে কৃষকের মৃত্যু

■ বাঘা (রাজশাহী) সংবাদদাতা

রাজশাহীর বাঘায় বজ্রপাতে মানিক হোসেন মণ্ডল (৪৫) নামে একজন কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার দুপুর ১টার দিকে উপজেলার আড়ানীর হামিদকুড়া মাঠে ঝড়-বৃষ্টির সময় এই ঘটনা ঘটে। মানিক হোসেন মণ্ডল হামিদকুড়া গ্রামের মৃত আবদুর রাজ্জাকের ছেলে।

স্থানীয় লোকজন জানান, মানিক হোসেন মণ্ডল বৃহস্পতিবার দুপুরে হামিদকুড়া মাঠে নিজ জমিতে ভুট্টার বীজ লাগাচ্ছিলেন। এ সময় হালকা ঝড় এবং বৃষ্টি ঝরছিল। বৃষ্টির সঙ্গে বজ্রপাত শুরু হয়। বজ্রপাতে গুরুতর আহত মানিক হোসেনকে উদ্ধার করে রামেক হাসপাতালে নেওয়ার সময় পথে তার মৃত্যু হয়। আড়ানী পৌরসভার ৩ নম্বর হামিদকুড়া ওয়ার্ডের সাবেক কাউন্সিলর আবদুল আওয়াল বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

সংবাদ
ঢাকা : শনিবার ৬ বৈশাখ ১৪৩২
Dhaka : Saturday 19 April 2025

মির্জাগঞ্জে বজ্রপাতে কৃষকের মৃত্যু

প্রতিনিধি, মির্জাগঞ্জ (পটুয়াখালী)

পটুয়াখালীর মির্জাগঞ্জে চর থেকে গরু আনতে গিয়ে বজ্রপাতে হালিম হাওলাদার (৬০) নামের এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে।

গত বৃহস্পতিবার বিকেল ৪টার দিকে উপজেলার পূর্ব সুবিদখালী গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত হালিম হাওলাদার ওই গ্রামের মৃত ছাদেম আলী হাওলাদারের ছেলে। স্থানীয় ইউপি সদস্য মো. মোশারফ হোসেন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

জানা যায়, ঘটনার দিন বিকালে হঠাৎ ঝড়-বৃষ্টি শুরু হলে হালিম হাওলাদার তার গরু নিয়ে আসার জন্য বাড়ির পাশে শ্রীমন্ত নদীর চরে যায়। এ সময় হঠাৎ বজ্রপাতে তিনি গুরুতর আহত হন। পরে আহত অবস্থায় স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায় এবং সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

মির্জাগঞ্জ থানার ওসি শামীম আহমেদ বলেন, এ ঘটনায় একটি অপমৃত্যু (ইউডি) মামলা হয়েছে।

যুগান্তর শুক্রবার ১৮ এপ্রিল ২০২৫

ছয় জেলায় বজ্রপাতে তিন কৃষকসহ ৬ জনের মৃত্যু

যুগান্তর ডেস্ক

ছয় জেলায় বজ্রপাতে ছয় জনের মৃত্যু হয়েছে। এদের মধ্যে মুন্সীগঞ্জের টঙ্গীবাড়ীতে শিক্ষার্থী, রাজশাহীর বাঘা, পটুয়াখালীর মির্জাগঞ্জ ও ঝালকাঠির কাঁঠালিয়ায় তিন কৃষক, চাঁদপুরের হাজীগঞ্জে যুবক এবং বাগেরহাটের মোংলায় বিএনপি নেতা রয়েছেন। হবিগঞ্জের চুনারুঘাটে বৃহস্পতিবার দুপুরে ঘণ্টাব্যাপী এ ঝড়ে উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে গাছপালা ও ঘরবাড়ি উপড়ে পড়েছে। ঢাকা সিলেট পুরাতন মহাসড়কের চা বাগান ও পাহাড়ি এলাকায় ঝড়ে অর্ধশত গাছ ভেঙে পড়ে। এতে প্রায় ২ ঘণ্টা যান চলাচল বন্ধ থাকে। স্টাফ রিপোর্টার ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

চুনারুঘাটে কালবৈশাখী ঝড়ে ব্যাপক ক্ষতি

টঙ্গীবাড়ী (মুন্সীগঞ্জ) : মুন্সীগঞ্জের টঙ্গীবাড়ীতে বজ পাতে আবির দেওয়ান নামের এক শিক্ষার্থীর মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার বেলা ২টার দিকে উপজেলার আউটশাহী ইউনিয়নের তন্তিপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। তিনি এ গ্রামের আলমগীর দেওয়ানের ছেলে ও বালিগাঁও উচ্চ বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির ছাত্র। স্থানীয় বাসিন্দা হারুন ভূইয়া জানান, বৃষ্টির সময় আবির দেওয়ান তাদের বাড়ির পাশে পুকুর পাড়ে গেলে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

বাঘা (রাজশাহী) : রাজশাহীর বাঘায় নিজ জমিতে ভূট্টার বীজ লাগানোর সময় বজ পাতে মানিক হোসেন মন্ডল নামের এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার দুপুর ১টায় উপজেলার আড়ানীর হামিদকুড়া মাঠে এ ঘটনা ঘটেছে। মানিক হোসেন মন্ডল হামিদকুড়া গ্রামের মৃত আবদুর রাজ্জাকের ছেলে।

চাঁদপুর ও হাজীগঞ্জ : চাঁদপুরের হাজীগঞ্জ উপজেলায় শাহাব উদ্দিন প্রধানিয়া নামে এক শ্রমিক বজ পাতে মারা গেছেন। বৃহস্পতিবার বিকালে হাজীগঞ্জ উপজেলার ৮নং হাটিলা ইউনিয়নে লাউকেড়া গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে। তিনি লাউকরা মাঠে ধান কাটতে গিয়েছিলেন।

বাগেরহাট : বাগেরহাটের মোংলায় বজ পাতে মো. নাসির শেখ নামের এক বিএনপি নেতার মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার দুপুরে উপজেলা মিঠাখালী এলাকায় নিজ বাড়ির পুকুরে মাছ ধরার সময় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নাছির শেখ মিঠাখালী ইউনিয়নের ২নং ওয়ার্ড বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক।

পটুয়াখালী ও মির্জাগঞ্জ দক্ষিণ : পটুয়াখালীর মির্জাগঞ্জে শ্রীমন্ত নদীর চরে গরু আনতে গিয়ে বজ পাতে এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। তার নাম মো. হালিম হাওলাদার। বৃহস্পতিবার বিকাল সাড়ে ৪টার দিকে উপজেলার পূর্ব সুবিদখালি গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে। হালিম পূর্ব সুবিদখালী গ্রামের ১নং ওয়ার্ডের মৃত ছাদেম আলী হাওলাদারের ছেলে।

কাঁঠালিয়া (ঝালকাঠি) : ঝালকাঠির কাঁঠালিয়ায় মাঠে গরু আনতে গিয়ে বজ পাতে মো. ওয়ালিউর রহমান বিশ্বাস নামে এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার বিকালে কাঁঠালিয়া উপজেলার আওরাবুনিয়া ইউনিয়নের ৬নং ওয়ার্ডে এ ঘটনা ঘটে।

চুনারুঘাট (হবিগঞ্জ) : দুপুরে আকাশে কালোমেঘ জমে কালবৈশাখী ঝড় শুরু হয়। প্রায় ঘণ্টাব্যাপী ঝড়ে উপজেলার দেওরগাছ, আহম্মদাবাদ, গাজীপুর, পাইকপাড়া ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামের অসংখ্য গাছপালা উপড়ে পড়ে। অনেকের ঘর উপড়ে যায়। গাছের ডাল ভেঙে ঘরের চাল ভেঙে পড়ে।

দেওয়ানগঞ্জ (জামালপুর) : দেওয়ানগঞ্জে প্রচণ্ড শিলাবৃষ্টি হয়েছে। শিলার আঘাতে বাহাদুরাবাদ ইউনিয়নে ঝালরচর, কুতুবের চর, কলাকান্দা এলাকায় ভুট্টা ও পাকা ধান নুইয়ে পড়ে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। প্রচণ্ড বৃষ্টিতে বাহাদুরাবাদে সরদারপাড়া সড়ক ধসে গেছে।

কালিয়াকৈর (গাজীপুর) : গাজীপুরের কালিয়াকৈরের মধ্যপাড়া ইউনিয়নের দুর্গাপুর এলাকায় বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে ১১টায় বজ পাতে একটি বকনা গরু মারা গেছে।

সংবাদ ঢাকা : শনিবার ৬ বৈশাখ ১৪৩২ Dhaka : Saturday 19 April 2025

দুই জেলায় বজ্রপাতে ২ জনের মৃত্যু

সংবাদ জাতীয় ডেস্ক

বজ্রপাতে চাঁদপুরের হাজীগঞ্জে এক ধানকাটা শ্রমিকের এবং মুন্সীগঞ্জের টংগিবাড়ীতে এক স্কুলছাত্রের মৃত্যু হয়েছে। এই বিষয়ে আমাদের প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর–

চাঁদপুর : চাঁদপুরের হাজীগঞ্জে বজ্রপাতে মো. সাহাব উদ্দিন নামে এক ধানকাটা শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার দুপুরে উপজেলার হাটিলা পূর্ব ইউনিয়নের লাওকরা গ্রামে এই ঘটনা ঘটে। নিহত সাহাব উদ্দিন লাওকরা গ্রামের প্রধানীয়া বাড়ির মৃত খোকা মিয়ার ছেলে। তিনি পেশায় একজন নির্মাণ শ্রমিকও ছিলেন। হাজীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. আহমেদ তানভীর হাসান জানান, হাসপাতালে নিয়ে আসার পূর্বেই সাহাব উদ্দিন নামের ওই যুবক মারা যান। হাজীগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. ইবনে আল জায়েদ হোসেন জানান, স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যানের মাধ্যমে বজ্রপাতে এক ধানকাটা শ্রমিকের মৃত্যুর বিষয়টি জানতে পেরেছি।

মুন্সীগঞ্জ : মুন্সীগঞ্জের টংগিবাড়ীতে পুকুরে মাছ ধরার জন্য গাছের ডাল ফেলতে গিয়ে বজ্রপাতে আবির দেওয়ান (১৪) নামে এক স্কুলছাত্রের মৃত্যু হয়েছে। এ সময় বজ্রপাতে আহত হয়েছেন আরও ৩ জন। গত বৃহস্পতিবার দুপুর ২টায় উপজেলার আউটশাহী ইউনিয়নের তন্তিপুর গ্রামে এই ঘটনা ঘটে।

নিহত আবির দেওয়ান তন্তিপুর গ্রামের আলমগীর দেওয়ানের ছেলে। সে বালিগাঁও উচ্চ বিদ্যালয়ের নবম শ্রেনীর শিক্ষার্থী ছিলো। বজ্রপাতে আহতরা হলেন– একই বাড়ির মো. রতন দেওয়ান, আল আমিন দেওয়ান এবং মোহন মোল্লা। তাদেরকে টংগিবাড়ী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়া হয়েছে। টংগিবাড়ী থানার ওসি মহিদুল ইসলাম বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। এই বিষয়ে খোঁজ-খবর নেয়া হচ্ছে।

যুগান্তর বৃহস্পতিবার ১৭ এপ্রিল ২০২৫ tutorial.jugantor@gmail.c

বিভিন্ন স্থানে বজ্রপাতে চাচা ভাতিজাসহ ৬ জন নিহত

যুগান্তর ডেস্ক

দেশের বিভিন্ন স্থানে বুধবার বৃষ্টির সময় বজ পাতে তিন কৃষক, এক নারী ও দুই ধানকাটা শ্রমিকসহ ৬ জন প্রাণ হারিয়েছেন। এর মধ্যে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগরে এক কৃষক, ময়মনসিংহের নান্দাইলে এক নারী, নরসিংদীর রায়পুরায় এক কৃষক, হবিগঞ্জের আজমিরীগঞ্জে দুই ধানকাটা শ্রমিক ও গাজীপুরের কালীগঞ্জে এক কৃষক নিহত হয়েছেন। আজমিরীগঞ্জে নিহত দুই ধানকাটা শ্রমিকের বাড়ি চাঁপাইনবাবগঞ্জে। সম্পর্কে তারা চাচা-ভাতিজা বলে জানা গেছে। প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর :

নবীনগর (ব্রাহ্মণবাড়িয়া) : নবীনগরে বজ পাতে আব্দুল আওয়াল (৫০) নামে এক কৃষকের করুণ মৃত্যু হয়েছে। বুধবার দুপুরে উপজেলার নাটঘর ইউনিয়নের কুড়িঘর বিলে এ ঘটনা ঘটে। জানা যায়, আব্দুল আওয়াল কুড়িঘর বিলে নিজের জমির ধান কাটতে গিয়েছিলেন। ধান কাটা শেষে বিলে গোসল করতে নামলে আকস্মিক বজ পাতের শিকার হন তিনি। ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।

নান্দাইল (ময়মনসিংহ) : নান্দাইল উপজেলার শেরপুর ইউনিয়নের মাদারীনগর গ্রামে হাসনা আক্তার (২১) নামে এক নারী বুধবার বেলা দেড়টার দিকে বজ পাতে নিহত হন। তিনি ওই গ্রামের মো. নুরুল হকের মেয়ে। জানা গেছে, হাসনা নিজ বাড়ির আঙিনায় কাজ করছিলেন। হঠাৎই আবহাওয়া পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ওই স্থানে বজ পাত ঘটে। ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান তিনি।

রায়পুরা (নরসিংদী) : রায়পুরায় বজ পাতে নাক ও মুখ দিয়ে রক্তপাত হয়ে ইব্রাহিম হোসেন (৪৫) নামে এক কৃষক নিহত হয়েছেন। বেলা দেড়টার দিকে উপজেলার পলাশতলী ইউনিয়নের নূরপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। বৃষ্টি শুরুর আগে ইব্রাহিম মাঠে ধান কাটতে যান। এ সময় বৃষ্টির সঙ্গে বজ পাত ঘটে। বজ পাতের বিকট শব্দে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়ে অচেতন হয়ে যান। পরে স্বজনরা তাকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

হবিগঞ্জ : জেলার আজমিরীগঞ্জে হাওড়ে ধান কাটার সময় বজ পাতে দুই ধানকাটা শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। বুধবার বিকালে উপজেলরি শিবপাশা ইউনিয়নে হাওড়ের দক্ষিণের ঝিলেরবন্দ নামক স্থানে এ বজ পাতের ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ উপজেলার কানসাট ইউনিয়নের মোহনবাগ গ্রামের মনিরুল ইসলাম (৪২) ও একই ইউনিয়নের পার্বতীপুর গ্রামের আব্দুল্লাহিল কাফি ওরফে কাফিল উদ্দিন (২২)। তারা চাচা-ভাতিজা বলে জানা গেছে।

কালীগঞ্জ (গাজীপুর) : গাজীপুরের কালীগঞ্জের শ্বশুরবাড়ি বেড়াতে গিয়ে জমিতে কাজ করার সময় বজ পাতে জামাই শুক্কুর আলীর (৫৫) মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। বুধবার দুপুর ১টার দিকে উপজেলার তুমুলিয়া ইউনিয়নের বাঘলা এলাকার উষা হাউজিং প্রকল্পের ভেতরে এ ঘটনা ঘটে। নিহত কৃষক শুক্কুর আলী কালীগঞ্জ পৌরসভার ৬নং ওয়ার্ডের বড়নগর এলাকার মৃত রজব আলীর ছেলে।

কালের কণ্ঠ ঢাকা। শনিবার। ১৯ এপ্রিল ২০২৫

সড়কে ঝরেছে ১২ প্রাণ

কালের কণ্ঠ ডেস্ক ▷

দেশের নানা প্রান্তে গতকাল শুক্রবার ও গত বৃহস্পতিবার পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় মোট ১২ ব্যক্তি প্রাণ হারিয়েছেন। এ সময় মোট আহত হয় ২৭ জন। নিহতদের মধ্যে মামি-ভাগ্নেও রয়েছেন। আমাদের প্রতিনিধিদের পাঠানো প্রতিবেদন :

হবিগঞ্জ : হবিগঞ্জের মাধবপুরে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে ট্রাক ও পিকআপের মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষে চারজন ঘটনাস্থলে নিহত হয়েছেন। শুক্রবার রাত ২টা ৫০ মিনিটে এই দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন হবিগঞ্জ জেলার বানিয়াচঙ্গ উপজেলার চমকপুর গ্রামের ইসমাইল মিয়ার স্ত্রী মোস্তাকিনা আক্তার (৩৫), একই গ্রামের রজব আলীর ছেলে হাফিজুর রহমান (২৬), জামাল মিয়ার স্ত্রী আয়েশা বেগম (৩০) এবং পিকআপের হেলপার মুন্সীগঞ্জ জেলার সিরাজদিখান উপজেলার পংশিপুড়া গ্রামের মালেক মিয়ার ছেলে রহিম (২২)।

শায়েস্তাগঞ্জ হাইওয়ে থানার ওসি এ টি এম মাহমুদুল হক জানান, সিলেট থেকে ছেড়ে আসা ঢাকাগামী ট্রাক এবং মুন্সীগঞ্জ থেকে হবিগঞ্জ অভিমুখী পিক-আপ মাধবপুর উপজেলার বাখরনগর নামক স্থানে পৌঁছলে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। দুটি যানবাহন দুমড়েমুচড়ে কমপক্ষে ১৮ জন আহত হন।

সিরাজগঞ্জ : সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ায় সিমেন্টবোঝাই ট্রাকের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে মাইক্রোবাসের চালকসহ দুজন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন একজন। শুক্রবার ভোরে পাবনা-নগরবাড়ী মহাসড়কের উল্লাপাড়া উপজেলার নবগ্রাম এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন পাবনার আমিনপুর উপজেলার হরিনাথপুর গ্রামের মতিউর রহমানের ছেলে মাইক্রোবাসচালক মনসুর আলম বাবুল (৪০) এবং একই গ্রামের জীবন চন্দ্র শীলের ছেলে মানিক চন্দ্র শীল (৪২)।

ভালুকা : ময়মনসিংহের ভালুকায় মাইক্রোবাস ও সিএনজিচালিত অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে দুজন নিহত ও চারজন আহত হয়েছেন। আহতদের মধ্যে তিনজনকে ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। নিহতরা হলেন উপজেলার পূর্ব ভালুকা মণ্ডলপাড়ার মো. আজগর আলী ওরফে ইন্তার ছেলে পূর্ব ভালুকা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অফিস সহায়ক মো. লাল মিয়া (৩২) এবং তাঁর মামি ভালুকা পৌরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ডের সূর্যত আলীর স্ত্রী রোকেয়া আক্তার (৪৮)। আহতরা হলেন নিহত লাল মিয়ার স্ত্রী তাসলিমা (২৫), লাল মিয়ার অন্য মামি জ্যোৎস্না আরা (৬৫) ও সিএনজিচালিত অটোরিকশার চালক রোমান মিয়া (৪২)। উপজেলার গোয়ারী দারুসুন্নাহ দাখিল মাদরাসার সামনে ভালুকা-গফরগাঁও সড়কে শুক্রবার সকালে ওই দুর্ঘটনা ঘটে।

দামুড়হুদা : চুয়াডাঙ্গায় পাখিভ্যানে অজ্ঞাত গাড়ির ধাক্কায় পাখিভ্যানচালকসহ দুজন নিহত হয়েছেন। শুক্রবার ভোরে চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার নয় মাইল নামক স্থানে এই দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন সদর উপজেলা কুতুবপুর গ্রামের পাখিভ্যানচালক আব্দুর রাজ্জাক (৬০) ও পাখিভ্যানের যাত্রী চাল ব্যবসায়ী মহিম্মদজমা গ্রামের খন্দারপাড়ার সারোয়ার হোসেন (৭০)।

দেবীদ্বার : কুমিল্লার দেবীদ্বারে ট্রাকের নিচে পিষ্ট হয়ে মোটরসাইকেলচালক নিহত এবং সঙ্গে থাকা অন্য এক আরোহী আহত হওয়ার সংবাদ পাওয়া গেছে। শুক্রবার সকাল সাড়ে ১১টায় কুমিল্লা-সিলেট আঞ্চলিক মহাসড়কের দেবীদ্বার উপজেলার জাফরগঞ্জ ইউনিয়নের গঙ্গামণ্ডল রাজ ইনস্টিটিউশনের কাছে ওই দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত যুবক দেবীদ্বার উপজেলার ১০ নম্বর গুনাইঘর ইউনিয়নের শাকতলা গ্রামের ভূঁইয়া বাড়ির আব্দুল আউয়াল ভূঁইয়ার ছেলে আব্দুল্লাহ ভূঁইয়া (২৫) এবং আহত মো. হোসাইন ভূঁইয়া (২৫) একই বাড়ির মৃত হাসান ভূঁইয়ার ছেলে। তাঁরা দুজন সম্পর্কে চাচাতো ভাই।

কালীগঞ্জ : ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ শহরে বিকল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা সারবোঝাই ট্রাক উল্টে আশরাফুল ইসলাম (৪৬) নামের একজন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় ট্রাকের নিচ থেকে আলী হোসেন নামের একজনকে জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত আশরাফুল ইসলাম ঝিনাইদহ সদর উপজেলার শিকারপুর গ্রামের বাসিন্দা। তিনি ট্রাকের হেলপার বলে জানা গেছে।

যুগান্তর | শুক্রবার ১৮ এপ্রিল ২০২৫ ৫ বৈশাখ ১৪৩২

সড়কে ঝরল দুই নারীসহ ১০ প্রাণ

যুগান্তর ডেস্ক

সড়ক দুর্ঘটনায় ১০ জন প্রাণ হারিয়েছেন। নিহতদের মধ্যে কুষ্টিয়ায় নারী-পুরুষ, ময়মনসিংহে বৃদ্ধা, গোপালগঞ্জে নসিমনচালক, সুনামগঞ্জে ট্রাক্টরচালক, শেরপুরে মোটরসাইকেল আরোহী এবং চট্টগ্রামে পথচারীসহ তিনজন ও ঝিনাইদহে বৃদ্ধ রয়েছেন। ব্যুরো, স্টাফ রিপোর্টার ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

চকরিয়া ও লোহাগাড়া (চট্টগ্রাম) : বাস-অটো সংঘর্ষে চকরিয়া পৌরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ড ছাবেতপাড়া এলাকার মনুর আলমের ছেলে চালক মোহাম্মদ সোহেল এবং একই এলাকার মৌলানা কামাল হোসেনের ছেলে যুবক নুর উল্লাহ নিহত হয়েছেন। বাসের ধাক্কায় অটোটি দুমড়ে-মুচড়ে গেছে। বৃহস্পতিবার বিকালে কক্সবাজার-চট্টগ্রাম মহাসড়কের চকরিয়া উপজেলার বানিয়ারছড়া স্টেশনের অদূরে ময়লার ডিপু (ডাম্পিং স্টেশন) এলাকায় ঘটে দুর্ঘটনাটি। এছাড়া লোহাগাড়ায় ট্রাকের ধাক্কায় পথচারী আব্দুল আলম নিহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার সকালে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কের লোহাগাড়া বটতলি মোটরস্টেশনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। তিনি উপজেলার পুটিবিলা ইউনিয়নের পহর চান্দা এলাকার মৃত আশরাফের ছেলে।

ভেড়ামারা (কুষ্টিয়া) : মিরপুরে রাস্তা পারের সময় ট্রাকচাপায় বৃদ্ধা রেহেনা খাতুনের মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার কুষ্টিয়া-পাবনা মহাসড়কের মিরপুর উপজেলার নওদা খাদিমপুর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। রেহেনা উপজেলার বহলবাড়িয়া ইউনিয়নের নওদা খাদিমপুর গ্রামের মন্টু সরদারের স্ত্রী। এছাড়া ভেড়ামারায় ট্রাকচাপায় প্রাণ হারিয়েছেন অটোযাত্রী ফিরোজ আলম। তিনি উপজেলার বাহাদুরপুর ইউনিয়নের ২ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা কামাল আহমেদের ছেলে। বুধবার রাতে উপজেলার মোকাররমপুর ইউনিয়নের মধ্য গোলাপনগরে তিনি দুর্ঘটনার কবলে পড়েন।

ভালুকা (ময়মনসিংহ) : ভালুকায় মোটরসাইকেলের ধাক্কায় বৃদ্ধা রইজান খাতুনের মৃত্যু হয়েছে। তিনি উপজেলার রাংচাপড়া এলাকায় ভালুকা-গফরগাঁও সড়কে বুধবার দুর্ঘটনার কবলে পড়েন। রইজান ভালুকা পৌরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ড গ্যাসলাইন এলাকার বাসিন্দা মনু বেপারীর মেয়ে।

টেকেরহাট (মাদারীপুর) : গোপালগঞ্জের মুকসুদপুরে ট্রাকের ধাক্কায় নসিমনচালক ইমন ব্যাপারী নিহত হয়েছেন। তিনি মাদারীপুর সদর উপজেলার পশ্চিম রাস্তি এলাকার খলিল ব্যাপারীর ছেলে। বৃহস্পতিবার ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের উপজেলার রাঘদী ইউনিয়ন পরিষদের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

সুনামগঞ্জ : ট্রাক্টরচাপায় চালক মিজানুর রহমান প্রাণ হারিয়েছেন। বৃহস্পতিবার তাহিরপুর উপজেলার গড়কাটিতে নির্মাণাধীন সেতুসংলগ্ন সড়কে তিনি দুর্ঘটনার কবলে পড়েন। মিজানুর উপজেলার উত্তর বড়দল ইউনিয়নের পুরানঘাট গ্রামের আব্দুল করিমের ছেলে।

শেরপুর : বাসচাপায় মোটরসাইকেল আরোহী হামিদুর রহমান নিহত হয়েছেন। বুধবার শেরপুর শহরের গৌরীপুর বাসটার্মিনালে তিনি দুর্ঘটনার কবলে পড়েন। তিনি সদর উপজেলার সন্ন্যাসীরচর ডালপাড়া গ্রামের আব্দুল মজিদের ছেলে।

কালীগঞ্জ (ঝিনাইদহ): কালীগঞ্জ শহরে উলটে যাওয়া ট্রাকচাপায় বৃদ্ধ আশরাফুল ইসলামের মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার রাতে ঝিনাইদহ-যশোর মহাসড়কের কালীগঞ্জ মেন বাসস্ট্যান্ড মসজিদের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। আশরাফুল ঝিনাইদহ সদর উপজেলার শিকারপুর গ্রামের বাসিন্দা। তিনি ট্রাকের হেলপার ছিলেন।

রবিবার ২০ এপ্রিল ২০২৫ | দৈনিক ইত্তেফাক

বিভিন্ন স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় তিন জনের মৃত্যু

আহত ৫

মোরেলগঞ্জ (বাগেরহাট) সংবাদদাতা জানান, বাগেরহাটের মোরেলগঞ্জে ফুফাতো ভাইয়ের মৃত্যুর খবর শুনে দেখতে গিয়ে নিজেই লাশ হয়ে ফিরলেন সিয়াম গাজী (২০) নামে এক যুবক। শনিবার সকাল সাড়ে ৮টার দিকে সড়ক দুর্ঘটনায় তার মৃত্যু হয়। এ সময় ইজিবাইকে থাকা নিহতের পিতা মজিবর রহমান গাজী (৫৫), ইজিবাইক ড্রাইভার বাপ্পি (২৫) ও এক জন পথচারী গুরুতর আহত হয়। মহিষপুরা পুলিশ ফাঁড়ির এসআই তমিজ উদ্দিন বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বাগেরহাট সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

দেবীগঞ্জ (পঞ্চগড়) সংবাদদাতা জানান, পঞ্চগড়ের দেবীগঞ্জে পিকআপ ভ্যানের ধাক্কায় মেহের আলী ৫২ নামে এক ভ্যান শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার দিবাগত রাত সাড়ে ৮টার দিকে উপজেলার লক্ষ্মীরহাট চৌরাস্তা এলাকায় এশিয়ান মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত মেহের আলী দেবীধস পৌরসভার সোনাপাতা গ্রামের পরশ আলীর ছেলে। দেবীধস থানার ওসি সোহেল রানা বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

যুগান্তর | রোববার ২০ এপ্রিল ২০২৫
৭ বৈশাখ ১৪৩২

লাশ দেখতে গিয়ে নিজেই ফিরলেন লাশ হয়ে

যুগান্তর ডেস্ক

আত্মীয়ের লাশ দেখতে গিয়ে নিজেই লাশ হয়ে ফিরেছেন যুবক সিয়াম গাজী। শনিবার সকালে বাগেরহাট-পিরোজপুর মহাসড়কে দুর্ঘটনার কবলে পড়েন তিনি। এছাড়া ছয় স্থানে দুর্ঘটনায় আরও আটজন প্রাণ হারিয়েছেন। তাদের মধ্যে নারায়ণগঞ্জে অটোচালক, বগুড়ায় যুবলীগ নেতাসহ দুজন, সিলেটে মোটরসাইকেল আরোহী, নাটোরে পথচারী এবং কুমিল্লায় নারী ও ফরিদপুরে দুই অটোযাত্রী রয়েছেন। ব্যুরো, স্টাফ রিপোর্টার ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

রূপগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ) : রূপগঞ্জে বাসের ধাক্কায় অটোচালক আক্তার হোসেনের মৃত্যু হয়েছে। শনিবার সকালে উপজেলার তারাব পৌরসভার রূপসী মৈকুলি এলাকায় ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। আক্তার নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁ থানাধীন কাচপুর উত্তরপাড়া এলাকার মৃত সাইজদ্দিনের ছেলে।

বগুড়া : কাহালুতে অটোকাভার্ডভ্যান দুর্ঘটনায় ডিস্ট্রিবিউটর সেলস রিপ্রেজেনটেটিভ রিয়াদ প্রামাণিকের মৃত্যু হয়েছে। শনিবার বিকালে উপজেলার দুর্গাপুর ইউনিয়নের জামগ্রামে কালীপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়ের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। রিয়াদ বগুড়া সদরের বাঘোপাড়া গ্রামের লিজু প্রামাণিকের ছেলে। তিনি ফ্রেশ কোম্পানির ডিএসআর পদে কর্মরত ছিলেন। এদিকে কাহালুতে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় গুরুতর আহত উপজেলা যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক ইউনুস আলী টনি শুক্রবার মারা গেছেন। টনি কাহালু উপজেলা সদরের পাল্লাপাড়া গ্রামের মৃত আমির মুন্সীর ছেলে। তিনি ৯ এপ্রিল কাহালু উপজেলা প্রশাসন চত্বর এলাকায় দুর্ঘটনার কবলে পড়েন।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
রবিবার | ২০ এপ্রিল ২০২৫

ফটকের স্ল্যাব ভেঙে শ্রমিকের মৃত্যু

গাজীপুরের শ্রীপুরে নির্মাণাধীন ফটকের ওপরের স্ল্যাব ভেঙে এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল উপজেলার বরমী পশ্চিমপাড়া এলাকায় ফাইজ উদ্দিনের বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে। নিহত রহিছ উদ্দিন (৩৫) শ্রীপুরের বালিয়াপাড়া গ্রামের বাসিন্দা। পুলিশ জানায়, দুই তলা ভবনের ফটকের ওপরে কংক্রিটের স্ল্যাব তৈরি করা হয়েছিল। সকালে রইস উদ্দিন স্ল্যাব থেকে সেন্টারিংয়ের কাঠ খোলার জন্য ওপরে উঠেন। এক পর্যায়ে স্ল্যাব ভেঙে নিচে পড়ে যান তিনি। এতে চাপা পড়ে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। শ্রীপুর থানার ওসি জয়নাল আবেদীন মন্ডল বলেন, বিষয়টি তদন্ত করে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। -শ্রীপুর (গাজীপুর) প্রতিনিধি

বণিক বার্তা | রোববার, এপ্রিল ২০, ২০২৫

দেশের বিভিন্ন স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ৭

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

ফরিদপুরে বাসের ধাক্কায় অটোভ্যানের দুই যাত্রী নিহত হয়েছেন। এছাড়া সড়ক দুর্ঘটনায় বাগেরহাট, সিলেট, গাজীপুর, কুমিল্লা ও নারায়ণগঞ্জে আরো পাঁচজনের প্রাণহানি হয়েছে। আহত হয়েছেন বেশ কয়েকজন। গতকাল ও আগের দিন রাতে এসব দুর্ঘটনা ঘটে। বিস্তারিত প্রতিনিধিদের পাঠানো খবরে—

নারায়ণগঞ্জ: রূপগঞ্জে যাত্রীবাহী বাসের ধাক্কায় সিএনজিচালিত অটোরিকশার এক চালক নিহত হয়েছেন। এ সময় অটোরিকশার দুই যাত্রী আহত হন। গতকাল তারাবো পৌরসভার রূপসী মৈকুলি এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত আক্তার হোসেন (৫৬) সোনারগাঁ থানার কাঁচপুর উত্তরপাড়া এলাকার মৃত সাইজদ্দিনের ছেলে।

দেশ রূপান্তর
শনিবার, ১৯ এপ্রিল ২০২৫

সিরাজগঞ্জে নির্মাণাধীন ভবন থেকে পড়ে ২ শ্রমিকের মৃত্যু

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি

সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ায় নির্মাণাধীন ভবনের সাততলা থেকে পড়ে দুই শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় উপজেলার শ্যামলীপাড়া এলাকায় নির্মাণাধীন উল্লাপাড়া প্লাজায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন, উল্লাপাড়া উপজেলার পূর্ণিমাগাতি ইউনিয়নের ফলিয়া গ্রামের রমজান আলীর ছেলে মাসুদ রানা (৪০) ও পৌর এলাকার এনায়েতপুর গুচ্ছগ্রামের বাসিন্দা খাদেম আলী (৪৫)। উল্লাপাড়া মডেল থানার পরিদর্শক (তদন্ত) নিয়ামুল হক জানান, ভবনে নির্মাণকাজ করার সময় সাততলা থেকে দুই শ্রমিক রশি ছিঁড়ে মাটিতে পড়ে যান। এতে ঘটনাস্থলেই মাসুদ রানা নামের এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়। আহত খাদেম আলীকে উদ্ধার করে এনায়েতপুর খাজা ইউনুস আলী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করেন স্থানীয়রা। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গতকাল শুক্রবার ভোরে তার মৃত্যু হয়। নিয়ামুল হক বলেন, এ ঘটনায় থানায় কেউ অভিযোগ করেনি।

যুগান্তর | বৃহস্পতিবার ২৪ এপ্রিল ২০২৫
১১ বৈশাখ ১৪৩২

সিদ্ধিরগঞ্জে নিট কারখানা ফতুল্লায় জুট গোডাউন ও ছাপাখানায় আগুন

সিদ্ধিরগঞ্জ ও ফতুল্লা (না.গঞ্জ) প্রতিনিধি

সিদ্ধিরগঞ্জে একটি নিট কারখানায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। অগ্নিকাণ্ডের খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের ৩টি ইউনিট ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়। বুধবার ভোর পৌনে ৪টার দিকে সিদ্ধিরগঞ্জের গোদনাইল এলাকায় কেসি নিট কারখানার ৯ম তলা ভবনের ৪র্থ তলায় কার্টন সেকশনের গোডাউনে অগ্নিকাণ্ডের এ ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে আদমজী ইপিজেড ফায়ার সার্ভিস ও হাজীগঞ্জ ফায়ার সার্ভিসের মোট ৩টি ইউনিট এক ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। বুধবার বেলা ৩টায় অগ্নিকাণ্ডের এ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন নারায়ণগঞ্জ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের উপ-সহকারী পরিচালক আব্দুল্লাহ আল আরেফিন।

এদিকে ফতুল্লায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে একটি জুটের গোডাউন ও গেঞ্জি কাপড়ের ছাপাখানা পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট দুই ঘণ্টা চেষ্টা চালিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণ আনতে সক্ষম হয়। মঙ্গলবার রাত দেড়টায় ফতুল্লার সস্তাপুর হযরত শাহের মাজারসংলগ্ন হৃদয় আহমেদের জুটের গোডাউন ও এমরানের ছাপাখানায় এ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, রাত দেড়টায় হঠাৎ জুটের গোডাউন ও ছাপাখানা থেকে আগুনের লেলিহান শিখা অনেক উপড়ে উঠে যায়। টের পেয়ে আশপাশের লোকজন চার পাশ দিয়ে পানি ছিটিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে। এতে আগুন আরও বেড়ে যায়। এরপর স্থানীয়রা নারায়ণগঞ্জ ফায়ার সার্ভিসে ফোন করেন। নারায়ণগঞ্জ ফায়ার সার্ভিসের সহকারী উপপরিচালক আব্দুল্লাহ আল আরেফিন জানান, খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট ২ ঘণ্টা চেষ্টা চালিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে এনেছে। আগুনের সূত্রপাত ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ জানতে তদন্ত চলছে।

দেশ রূপান্তর | শনিবার, ১৯ এপ্রিল ২০২৫,

গাজীপুরে বিস্ফোরণে দগ্ধ পোশাক শ্রমিকের মৃত্যু

ঢামেক প্রতিনিধি

গাজীপুরের গাছা থানার হারিকেন এলাকার একটি বাসায় গ্যাস লাইনের লিকেজ থেকে বিস্ফোরণের ঘটনায় দগ্ধ পোশাক শ্রমিক আব্দুল হারিসের (৫০) মৃত্যু হয়েছে। গতকাল শুক্রবার ভোর সাড়ে ৪টার দিকে জাতীয় বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি। নিহতর বাড়ি সুনামগঞ্জ জেলার তাহিরপুর থানায়। তার বাবার নাম মৃত আব্দুল করিম।

বিষয়টি নিশ্চিত করেন জাতীয় বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের আবাসিক চিকিৎসক ডা. শাওন বিন রহমান বলেন, গত মঙ্গলবার গাজীপুর থেকে দগ্ধ অবস্থায় একই পরিবারের তিনজনকে হাসপাতালে জরুরি বিভাগে নিয়ে আসা হয়। এদের মধ্যে শুক্রবার ভোরে পোশাক শ্রমিক হারিস চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। শ্রমিক হারিস মিয়ার শরীরে ৬৫ শতাংশ দগ্ধ হয়। এ ছাড়া তার স্ত্রী পোশাক শ্রমিক আয়েশা আক্তারের শরীরে ৬০ শতাংশ ও তাদের ছেলে মইনুল ইসলামের শরীরে ৩৩ শতাংশ দগ্ধ অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। তাদের দুজনের অবস্থাও আশঙ্কাজনক।

সংবাদ
ঢাকা : রোববার ৭ বৈশাখ ১৪৩২
Dhaka : Sunday 20 April 2025

২ জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় ঝরল ৩ প্রাণ

সংবাদ জাতীয় ডেস্ক

সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ায় সিমেন্টবোঝাই ট্রাক এবং মাইক্রোবাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে দুই জন নিহত হয়েছেন। অপরদিকে, জয়পুরহাটের পাঁচবিবিতে সিএনজি অটোরিকসা এবং মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংর্ঘষে মোটরসাইকেলের আরোহীর মৃত্যু হয়েছে। এই বিষয়ে আমাদের প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর-

সিরাজগঞ্জ : সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ায় সিমেন্টবোঝাই ট্রাক এবং মাইক্রোবাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে দুই জন নিহত হয়েছেন। এই ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও একজন। গত বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত ১২টায় উপজেলার নয়ানপাতী কবরস্থান এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনায় নিহতরা হলেন- মাইক্রোবাসের চালক মো. মুনছুরুল আলম বাবুল এবং মাইক্রোবাসের যাত্রী মানিক চন্দ্র শীল। তারা দুই জনই পাবনার আমিনপুর উপজেলার হরিনাথপুর গ্রামের বাসিন্দা।

অপরদিকে, দুর্ঘটনায় আহত মাইক্রোবাসের আরেক যাত্রী সুমন কুমার দাস একই গ্রামের বাসিন্দা। গুরুতর আহত অবস্থায় ঘটনাস্থল থেকে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে উল্লাপাড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে ভর্তি করেছেন। দুর্ঘটনার পরপরই সিমেন্টবোঝাই ট্রাকটিকে ঘটনাস্থলে রেখে চালক পালিয়ে গেছেন। ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে হাটিকুমরুল হাইওয়ে থানা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. আব্দুর রউফ বলেন, একটি সিমেন্টবোঝাই ট্রাক এবং মাইক্রোবাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে দুই জন নিহত হয়েছেন। ট্রাকচালক পালিয়ে গেছেন। তবে ট্রাকটিকে জব্দ করা হয়েছে। এই ঘটনায় থানায় পরবর্তী প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করার বিষয়টি চলমান রয়েছে।

সংবাদ
ঢাকা : রোববার ৭ বৈশাখ ১৪৩২
Dhaka : Sunday 20 April 2025

গাজীপুরে নির্মাণ শ্রমিকের মৃত্যু, উত্তেজিত জনতার হামলা, ভাঙচুর

প্রতিনিধি, শ্রীপুর (গাজীপুর)

গাজীপুরের শ্রীপুরে নির্মাণাধীন বসতবাড়ির সানসেটের নিচে চাপা পড়ে নির্মাণ শ্রমিক রইস উদ্দিন (৩০) নিহত হয়েছেন। নিহত রইস উদ্দিন বরমী ইউনিয়নের বালিয়াপাড়া গ্রামের সাইফুল ইসলামের ছেলে। গতকাল সকাল সাড়ে ৮টায় উপজেলার বরমী ইউনিয়নের বরমী (পশ্চিম পাড়া) গ্রামের ফাইজুদ্দিনের বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে।

নির্মাণাধীন বসতবাড়ির মালিক ফাইজুদ্দিন ময়মনসিংহের গফরগাঁও উপজেলার পাতলাশী গ্রামের বাসিন্দা। সে শ্রীপুরের বরমী বাজারে কাপড়ের ব্যবসা করেন।

নিহতের স্ত্রী রিমি আক্তার ঘটনাস্থলে আহাজারি করতে বলেন, সকালে কাজে আসার সময় আমার তিন বছর বয়সী মেয়ে রাদিফা তার বাবাকে বলেছিল বাবা আজ কাজে যেও না, আমার সঙ্গে খেলা করো। আমার মেয়ে তার বাবাকে এ কথা বলার পর সে কেন শুনলো না। কথা শুনলে আজ আমার মেয়ে এতিম হতো না। যদি মেয়ের কথা সে রাখত, হয়তো বেঁচে থাকত। এখন কে মেয়ের জন্য মজা-মিঠাই এনে দেবে? কে আমাদের দেখবে? আল্লাহ্ তুমি আমার মেয়েকে এতিম করে তার বাবাকে নিয়ে গেলা কিভাবে? সংসারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তিকে হারিয়ে বারবার বিলাপ করে এসব কথা বলছেন। এক পর্যায়ে তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেললে স্থানীয়রা তার মাথায় পানি ঢালেন।

নিহতের বাবা সাইফুল ইসলাম বলেন, বাড়ির মালিকের খামখেয়ালীর কারণে আমার ছেলেটাকে প্রাণ দিতে হলো। সানসেট ঢালাইয়ে পর্যাপ্ত রড ব্যবহার করা হয়নি বলে তিনি শুনেছেন। যার কারণে আজকে আমার ছেলের ওপর সানসেট ভেঙে পড়ে তার মৃত্যু হয়েছে। আমি আমার ছেলে হত্যার বিচার চাই।

স্থানীয় প্রত্যক্ষদর্শী রফিকুল ইসলাম বলেন, যখন সানসেট ভেঙে পড়ে যায় তখন বাড়ির মালিক ও নির্মাণ কাজের ঠিকাদার ঘটনাস্থলেই ছিলেন। তাৎক্ষনিক তারা ব্যবস্থা না নিয়ে দায় এড়িয়ে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যান। এসময় স্থানীয় উত্তেজিত জনতা লাঠি, লোহার রড, হাতুরি, হেমার নিয়ে নির্মাণাধীন বাড়ির দোতলায় প্রবেশ করে জানালার গ্রীল, স্যানেটারি ফিটিংস ভাঙচুর করে। এসময় বাড়ির নিচ দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় অজ্ঞাত এক পথচারীর মাথায় জানালার গ্রীল ছিটকে পড়ে রক্তাক্ত জখম হয়। স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে দ্রুত হাসপাতালে পাঠিয়েছে।

নিহতের সহকর্মী নির্মাণ শ্রমিক মোবারক হোসেন বলেন, দোতলা বাড়িতে প্রবেশ মুখেই সানসেট রড ছাড়া নির্মাণ করা হয়েছে। সকালে কাজ করার সময় হঠাৎ সানসেট ভেঙে রইস উদ্দিনের ওপরে পড়ে গেলে চাপা পড়ে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।

বসতবাড়ি নির্মাণ কাজের ঠিকাদার ফজলুর রহমান বলেন, আমি ইঞ্জিনিয়ারের দেয়া প্লান মোতাবেক বাড়ির নির্মাণ কাজ করছিলাম। বাড়িতে প্রবেশের মুখে মাথার ওপরে সানসেট নির্মাণের সময় পিলার দেয়ার কথা জানানো হলেও বাড়ির মালিক শুনেননি।

উনার খামখেয়ালীর কারণে নির্মাণ শ্রমিককে জীবন দিতে হয়েছে।

বাড়ির মালিক ফাইজুদ্দিনের মুঠোফোনে খবর নিলে বলেন, আমি এ মুহূর্তে চিকিৎসার জন্য ঢাকায় আছি। বাড়িতে প্রবেশ মুখে সানসেট ভেঙে নির্মাণ শ্রমিকের মৃত্যুর খবর পেয়েছি। এখানে আমার কোনো হাত বা দোষ নেই।

শ্রীপুর থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) মাহবুবর রহমান বলেন, মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য, গাজীপুর শহীদ তাজউদ্দিন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। নিহতের পরিবারের অভিযোগেরভিত্তিতে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে।

যুগান্তর | বুধবার ২৩ এপ্রিল ২০২৫
১০ বৈশাখ ১৪৩২

কাভার্ডভ্যানচাপায় ছোট ভাই নিহত হাসপাতালে বড় ভাই

যুগান্তর ডেস্ক

কুমিল্লায় কাভার্ডভ্যান চাপায় ছোট ভাই ইমন সরকার নিহত ও বড় ভাই সুমন সরকার আহত হয়েছেন। মঙ্গলবার বেলা ১১টার দিকে নগরীর টমছমব্রিজ-কোটবাড়ি সড়কের রামমালা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। এছাড়া দুর্ঘটনায় চার স্থানে আরও পাঁচজন প্রাণ হারিয়েছেন। তাদের মধ্যে নারায়ণগঞ্জে ট্রাকের হেলপার, ভোলা ও সুনামগঞ্জে দুই শিশু এবং নাটোরে আরোহীসহ দুজন রয়েছেন। ব্যুরো, স্টাফ রিপোর্টার ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

রূপগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ) : রূপগঞ্জের পূর্বাচলে ট্রাকের ধাক্কায় যুবক মো. টানের মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার ভোরে পূর্বাচল উপশহরের সমু মার্কেট এলাকায় পূর্বাচলের ৩'শ ফিট সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। টান রাজশাহীর বাগমারার তাহেরপুর এলাকার দুলাল মিয়ার ছেলে এবং পেশায় ট্রাকের হেলপার ছিলেন।

দৈনিক ইত্তেফাক
২৩ এপ্রিল ২০২৫

মেঘনায় নিখোঁজ বাল্কহেড শ্র… শ্রমিকের মরদেহ উদ্ধার

মুন্সীগঞ্জ প্রতিনিধি

মুন্সীগঞ্জের গজারিয়ায় মেঘনা পুরাতন ফেরিঘাট এলাকায় নিখোঁজ বাল্কহেড শ্রমিক মো. আতাউর রহমানের (৬০) অর্ধগলিত লাশ উদ্ধার করেছে নৌ-পুলিশ। মঙ্গলবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে মেঘনার তীরবর্তী চরবলাকী এলাকায় মরদেহটি ভাসমান অবস্থায় দেখতে পান স্থানীয়রা। পরে খবর পেয়ে নিহতের স্বজনদের সহযোগিতায় মরদেহ পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হয়।

নিহত মো. আতাউর রহমানের বাড়ি ঢাকার ধামরাই উপজেলার ফুলতলা কাকরান গ্রামে। গত রবিবার বিকাল সাড়ে ৫টার দিকে উপজেলার বালুয়াকান্দী ইউনিয়নের তেতৈতলা মেঘনাঘাট বাজার সংলগ্ন নদীতে নোঙর করা বাল্কহেড থেকে পড়ে আতাউর রহমান নিখোঁজ হন। পরে ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল উদ্ধার অভিযান চালিয়েও তার সন্ধান পায়নি।

দৈনিক ইত্তেফাক
মঙ্গলবার
৯ বৈশাখ ১৪৩২, ২২ এপ্রিল ২০২৫

বিভিন্ন স্থানে বজ্রপাতে তিন জনের মৃত্যু

■ ইত্তেফাক ডেস্ক

বিভিন্ন স্থানে বজ্রপাতে তিন জনের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল সোমবার পৃথক স্থানে এ ঘটনা ঘটে।

সাতক্ষীরা প্রতিনিধি জানান, সাতক্ষীরায় আকস্মিক বজ্রপাতে অমিতবান আরা (৪৫) নামে এক নারী শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। এসময় আহত হয়েছেন আরো এক নারী শ্রমিক বেলা সাড়ে ১২টার দিকে সদর উপজেলার কুশখালী কাকমারী বিলে ইদ্রিস আলীর জমিতে ধান বহনের সময় এ ঘটনা ঘটে। সাতক্ষীরা সদর থানার ওসি শামিনুল হক জানান, বিষয়টি তিনি শুনেছেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে।

কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি জানান, বজ্রপাতে পাকুন্দিয়া উপজেলার চরকাওনা মইষাকান্দা গ্রামের কৃষক আবু তাহের মিয়ার (৫০) মৃত্যু হয়েছে। সকালে এ ঘটনা ঘটে। ঐ সময় আরো দুই জন আহত হন। মাঠে কাজ করার সময় হঠাৎ বজ্রসহ বৃষ্টিপাত শুরু হলে তারা দৌড়ে পার্শ্ববর্তী সেচের মেশিনঘরে গিয়ে আশ্রয় নেন। হঠাৎ বজ্রপাতে আবু তাহের মিয়া ঘটনাস্থলেই মারা যান। আহতদের দ্রুত পাকুন্দিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়।

বালিয়াকান্দি (রাজবাড়ী) সংবাদদাতা জানান, বালিয়াকান্দিতে বজ্রপাতে কামাল শেখ (২৫) নামে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। সকালে উপজেলার জামালপুর ইউনিয়নের বাধুলী খালকুলা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। স্থানীয় ইউপি সদস্য মো. মুকুল শিকদার জানান, সকালে কামাল তার বাবা সাইদ ও ভাগিনা রাজুকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ির পাশে মরিচখেতে কাজ করতে যান। এ সময় হঠাৎ বৃষ্টির সঙ্গে বজ্রপাত শুরু হলে তারা তিন জন খেত থেকে দৌড়ে বাড়ি ফিরছিলেন। বাড়ি ফেরার সময় বজ্রাঘাতে ঘটনাস্থলেই কামাল মারা যান। রাজু অজ্ঞান হয়ে গেলে স্বজনরা তাকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়েছেন। বালিয়াকান্দি থানা ওসি মো. জামাল উদ্দিন জানান, ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে।

যুগান্তর
বৃহস্পতিবার ২৪ এপ্রিল ২০২৫
১১ বৈশাখ ১৪৩২

ট্রাক-বাইক সংঘর্ষে শিশু নিহত, আহত বাবা-বোন

যুগান্তর ডেস্ক

পঞ্চগড়ের দেবীগঞ্জে বাবার সঙ্গে স্কুলে যাওয়ার পথে ট্রাক-মোটরসাইকেল সংঘর্ষে শিশু শিক্ষার্থী নিহত হয়েছে। দুর্ঘটনায় আহত হয়েছে তার বাবা-বোনসহ তিনজন। বুধবার সকালে দেবীগঞ্জ পৌরসভার এলএসডি মোড় এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। এ ছাড়া দুর্ঘটনায় পাঁচ স্থানে আরও সাতজন প্রাণ হারিয়েছেন। তাদের মধ্যে নারায়ণগঞ্জে দুই চালক, চাঁদপুরে যাত্রী, চট্টগ্রামে আরোহী, কুমিল্লায় শিক্ষার্থী এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় মুক্তিযোদ্ধাসহ দুজন রয়েছেন। ব্যুরো, স্টাফ রিপোর্টার ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

পাঁচ স্থানে সড়কে বীর মুক্তিযোদ্ধাসহ ঝরল আরও ৮ প্রাণ

রূপগঞ্জ ও সিদ্ধিরগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ) : বাসের ধাক্কায় অ্যাম্বুলেন্স চালক আমির হোসেন নিহত হয়েছেন। দুর্ঘটনায় আরও পাঁচজন আহত হয়েছেন। বুধবার ভোরে রূপগঞ্জে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের মাহনা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। আমির শরীয়তপুরের নড়িয়া থানাধীন পাচক এলাকার নুরুল হকের ছেলে। এছাড়া পিকআপের ধাক্কায় ইজিবাইকচালক যুবক জাহিদুল ইসলাম জুয়েল নিহত হয়েছেন। মঙ্গলবার রাতে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জের সানারপাড় ইউটার্ন এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। জুয়েল পটুয়াখালীর মরিচবুনিয়া গ্রামের ইউনুসের ছেলে।

পঞ্চগড় : নিহত শিশু জিদান চিলাহাটি ইউনিয়নের বলরামপুর এলাকার নজরুল ইসলামের ছেলে। সে দেবীগঞ্জ নর্থ স্টার রেসিডেন্সিয়াল স্কুলের ১ম শ্রেণির ছাত্র। নজরুল তার দুই সন্তানকে মোটরসাইকেলে নিয়ে স্কুলে যাচ্ছিলেন। এলএসডি মোড়ে পৌঁছালে বেপরোয়া গতির ট্রাকের সঙ্গে সংঘর্ষে জিদান, তার বাবা ও বোনসহ চারজন আহত হয়। তাদের উদ্ধার করে দেবীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক জিদানকে মৃত ঘোষণা করেন।

চাঁদপুর : বাস-অটো সংঘর্ষে বৃদ্ধ যাত্রী শাহাজান পাটোয়ারীর মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার রাতে চাঁদপুর-কুমিল্লা সড়কের চাঁদপুর সদরের কুমারডুগি এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। তিনি পেশায় দিনমজুর ছিলেন।

হাটহাজারী (চট্টগ্রাম) : হাটহাজারীতে বাইক-অটো সংঘর্ষে মোটরসাইকেল আরোহী সাজ্জাদের মৃত্যু হয়েছে। বুধবার চট্টগ্রাম-খাগড়াছড়ি মহাসড়কের উপজেলার মির্জাপুর ইউনিয়নের সরকারহাট বাজার এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

কুমিল্লা : বরুড়ায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পুকুরে পড়ে পিকআপভ্যানের নিচে পড়ে স্কুলছাত্র জিশানের মৃত্যু হয়েছে। বুধবার দুপুরে উপজেলার পশ্চিম বরুড়া এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। জিশান পশ্চিম বরুড়া গ্রামের ফারুক হোসেনের ছেলে। সে স্থানীয় হাজী নোয়াব আলী উচ্চবিদ্যালয়ের ৬ষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র ছিলেন। সহপাঠীদের সঙ্গে গোসলের সময় জিশান দুর্ঘটনার কবলে পড়ে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া : আশুগঞ্জে অটোরিকশা উলটে আহত বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল করিম চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন। সোমবার উপজেলার আলমনগর সড়কে তিনি দুর্ঘটনার কবলে পড়েন। এদিকে সিমনা-ব্রাহ্মণবাড়িয়া সড়কে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় যুবক তুলিপের মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার রাতে সদর উপজেলার ২য় ব্রিজ এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। তুলিপ কসবা উপজেলার কুটি ইউনিয়নের জাজিয়ারা গ্রামের দেলোয়ার হোসেনের ছেলে।

বণিক বার্তা বৃহস্পতিবার, এপ্রিল ২৪, ২০২৫

দেশের বিভিন্ন স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ৮

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

দেশের বিভিন্ন স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় আটজন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন অন্তত ১৪ জন। গতকাল ও আগের দিন রাতে গাজীপুর, কুমিল্লা, সিরাজগঞ্জ, ঝিনাইদহ, নারায়ণগঞ্জ, পঞ্চগড়, চাঁদপুর ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় এসব দুর্ঘটনা ঘটে। বিস্তারিত প্রতিনিধিদের পাঠানো খবরে—

ঝিনাইদহ: জেলা শহরের হামদহ আলহেরা মোড়ে ট্রাকচাপায় বাদল মোল্লা (৫৫) নামে এক নৈশপ্রহরী নিহত হয়েছেন। গতকাল ভোর ৫টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত বাদল মোল্লা সদর উপজেলার ছোট কামারকুণ্ডু উত্তর পাড়া গ্রামের মোকছেদ আলীর ছেলে। তিনি আলহেরা মোড় এলাকায় নৈশপ্রহরীর দায়িত্ব পালন করতেন।

নারায়ণগঞ্জ: সিদ্ধিরগঞ্জে পিকআপের ধাক্কায় জাহিদুল ইসলাম জুয়েল (৩৭) নামে এক ইজিবাইকচালক নিহত হয়েছেন। মঙ্গলবার রাত ১২টার দিকে সানারপাড় এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। গতকাল বিকালে বিষয়টি নিশ্চিত করেন শিমরাইল হাইওয়ে পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ টিআই আবু নাইম সিদ্দিক। পিকআপের হেলপার মো. আলমগীরকে (২২) আটক করেছে পুলিশ। নিহত জাহিদুল ইসলাম জুয়েল পটুয়াখালীর মরিচবুনিয়া গ্রামের ইউনুস মাতুব্বরের ছেলে।

যুগান্তর
রোববার ২৭ এপ্রিল ২০২৫
১৪ বৈশাখ ১৪৩২

স্টিল কারখানায় প্লেটের আঘাতে শ্রমিকের মৃত্যু

যুগান্তর প্রতিবেদন

রাজধানীর কদমতলীতে হাসান স্টিল মিলে কাজ করার সময় শনিবার দুপুরে প্লেটের আঘাতে নয়ন মিয়া (৫২) নামে এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। তিনি কিশোরগঞ্জের হোসেনপুরের খবিশপুর চন্দ্রপট্টি এলাকার শাজাহান মিয়ার ছেলে। নয়ন দুই ছেলে এক মেয়ের জনক।

নয়ন মিয়ার সহকর্মী ফরহাদ হোসেন বলেন, মিলে কাজ করার সময় স্টিলের প্লেটের আঘাত লেগে নয়ন গুরুতর আহত হন। তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। ঢামেক হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক জানান, লাশ ঢামেক হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে।

বণিক বার্তা বুধবার, এপ্রিল ৩০, ২০২৫

বিদ্যুৎস্পৃষ্টে মৃত্যু

বরিশাল নগরীতে ছিঁড়ে যাওয়া তারে বিদ্যুতায়িত গেট স্পর্শ করে হোটেল কর্মচারী সুজন (১৫) মারা গেছেন। গতকাল বেলা ১১টার দিকে নগরীর প্যারারা রোডে মোমিন খাবার ঘরের পাশে এ ঘটনা ঘটে। স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

বণিক বার্তা প্রতিনিধি, বরিশাল

দৈনিক ইত্তেফাক
বৃহস্পতিবার
১১ বৈশাখ ১৪৩২, ২৪ এপ্রিল ২০২৫

পৃথক স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় দুই জনের মৃত্যু

শ্রমিকবাহী বাস উলটে আহত ৪৮

■ ইত্তেফাক ডেস্ক

পৃথক স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় দুই জনের মৃত্যু হয়েছে। এদিকে ডুমুরিয়ায় ধানকাটা শ্রমিকবাহী একটি বাস উলটে ৪৮ জন আহত হয়েছেন। গতকাল বুধবার এসব দুর্ঘটনা ঘটে।

ভ্রাম্যমাণ প্রতিনিধি : ঝিনাইদহ শহরের হামদহ আলহেরা মোড়ে ট্রাকের চাপায় এক নৈশপ্রহরীর মৃত্যু হয়েছে। নিহতের নাম বাদল মোল্লা (৫৫)। ভোর ৫টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত বাদল মোল্লা আলহেরা মোড় এলাকায় নৈশপ্রহরীর দায়িত্ব পালন করতেন। স্থানীয়রা জানান, ভোরে দায়িত্ব পালনের এক পর্যায়ে রাস্তার পশ্চিম পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন বাদল মোল্লা। ঐ সময় কালীগঞ্জ থেকে ঝিনাইদহ শহরগামী একটি ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তাকে চাপা দিয়ে পালিয়ে যায়। এতে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। ঝিনাইদহ ফায়ার সার্ভিসের পরিদর্শক তানভীর হাসান জানান, খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা ঘটনাস্থলে আসে এবং লাশ উদ্ধার করে পুলিশের কাছে হস্তান্তর করে।

দেবীগঞ্জ (পঞ্চগড়) সংবাদদাতা : দেবীগঞ্জে সড়ক দুর্ঘটনায় এক স্কুলছাত্রের মৃত্যু হয়েছে। নিহতের নাম জিদান (৬)। সকালে এ দুর্ঘটনা ঘটে। সে দেবীগঞ্জ নর্থ স্টার রেসিডেন্সিয়াল স্কুলের ছাত্র। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, নজরুল ইসলাম মোটরসাইকেলে জিদানকে নিয়ে স্কুলে যাচ্ছিলেন। তারা দেবীগঞ্জ এলএসডি মোড়ে পৌঁছলে বিপরীত দিক থেকে আসা মহেন্দ্র ট্রাক্টর ও মোটরসাইকেল মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে মোটরসাইকেল থেকে বাবা-ছেলে রাস্তায় ছিটকে পড়ে। স্থানীয়রা দ্রুত তাদের উদ্ধার করে দেবীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক জিদানকে মৃত ঘোষণা করেন। জিদানের বাবা আহত অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। দেবীগঞ্জ থানার ওসি সোহেল রানা দুর্ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

ডুমুরিয়া (খুলনা) সংবাদদাতা : খুলনার কয়রা উপজেলা সদর থেকে ধানকাটা শ্রমিকদের নিয়ে একটি বাস খুলনায় ফেরার পথে ডুমুরিয়া উপজেলার গুটুদিয়ার মোড়ে পৌঁছালে যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে সড়কের মধ্যে থাকা ডিভাইডারের সঙ্গে ধাক্কা লেগে উলটে যায়। এতে বাসে থাকা ৪৮ জন শ্রমিক আহত হন। বেলা ১১টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। আহতরা সবাই কয়রা উপজেলা সদরের ৪ নম্বর কয়রা এলাকার বাসিন্দা। দুর্ঘটনার পর স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে প্রথমে ডুমুরিয়া স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগে নিয়ে যায়। সেখানে সবাইকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়। তবে গুরুতর আহত পাঁচ জনকে ভর্তি করা হয়। এরমধ্যে সুজন নামের এক শ্রমিকের অবস্থার অবনতি হওয়ায় উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে বলে খর্নিয়া হাইওয়ে থানার উপপরিদর্শক বিপুল নিশ্চিত করেন। আহত শ্রমিক আলমগীর হোসেন বলেন, আমরা ৪৮ জন শ্রমিক ধান কাটার উদ্দেশ্যে সকাল সাড়ে ৯টায় বাড়ি থেকে রওনা দেই। ১০ হাজার ৫৬০ টাকায় বাসটি কয়রা উপজেলা সদর থেকে রিজার্ভ করে খুলনায় যাচ্ছিলাম। সেখান থেকে গোপালগঞ্জে ধান কাটিতে যাওয়ার ইচ্ছা ছিল।

সংবাদ
ঢাকা : শনিবার ১৩ বৈশাখ ১৪৩২
Dhaka : Saturday 26 April 2025

ভোলায় বিদ্যুৎস্পৃষ্টে রিকশাচালকের মৃত্যু

প্রতিনিধি, চরফ্যাশন (ভোলা)

১০ বছর বয়সি শিশু নাহিদকে মৃত্যুর মুখ থেকে বাঁচাতে নিজেকে বিদ্যুতের মুখে যমদূতের কাছে সপে দিলেন বৃদ্ধ আব্দুল জলিল। ঘটনাটি ঘটেছে আব্দুল জলিলের বোরাক চার্জ দেয়ার গ্যারেজে। নিহত আব্দুল জলিল ও শিশুটি একই বাড়িতে বসবাস করত। সম্পর্কে তারা প্রতিবেশী।

গত বৃহস্পতিবার চরফ্যাশন উপজেলার চর মানিকা ইউনিয়নে এ ঘটনা ঘটে। নিহত জলিল ছিলেন পেশায় রিকশাচালক। চর মানিকা ইউনিয়নের ১ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা ও মৃত সেকান্দার হাওলাদারের ছেলে। আহত শিশু নাহিদ ওই এলাকার মো. হারুনের ছেলে।

এ বিষয়ে দক্ষিণ আইচা থানার ওসি এরশাদুল হক ভূঁইয়া জানান, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। নিহতের সুরতহাল প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে। পরবর্তীতে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

স্বজন ও স্থানীয়রা জানান, দুপুরে অটোবোরক চার্জ দেয়ার গ্যারেজে খেলাধুলা করছেন শিশু নাহিদ। এ সময় চার্জ দেয়া বিদ্যুৎ সংযোগ লাইন থেকে বিদ্যুতায়িত হয়ে পড়েন শিশুটি।

এ সময় বিদ্যুতের স্পর্শ থেকে শিশুটিকে রক্ষা করতে গেলে অটোচালক বৃদ্ধ আব্দুল জলিল নিজেকে ও জড়িয়ে পেলেন বিদ্যুতের মায়া জালে। তিনি বিদ্যুৎ স্পর্শ হলে গুরতও আহত হন। পরে স্বজন ও স্থানীয়রা উদ্ধার করে দক্ষিণ আইচা গণস্বাস্থ্য হাসপাতালে আনলে চিকিৎসক আব্দল জলিলকে মৃত ঘোষণা করেন। অন্য আহত শিশু নাহিদকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

যুগান্তর
রোববার ২৭ এপ্রিল ২০২৫
১৪ বৈশাখ ১৪৩২

পিকআপ-অটোরিকশা সংঘর্ষে নিহত ছয়

যুগান্তর ডেস্ক

রাঙামাটির কাউখালী উপজেলায় পিকআপ-অটোরিকশা সংঘর্ষে ছয়জন প্রাণ হারিয়েছেন। শনিবার সকালে উপজেলার বেতবুনিয়া ইউনিয়নের টেঁকিরবাগান এলাকায় চট্টগ্রাম মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এছাড়া দুর্ঘটনায় ১০ স্থানে আরও ১৩ জন নিহত হয়েছেন। তাদের মধ্যে নারায়ণগঞ্জে নারীসহ দুজন, গাজীপুর ও ময়মনসিংহে দুই যুবক, মুন্সীগঞ্জে পথচারীসহ তিনজন, শেরপুরে কলেজছাত্রসহ দুজন, চট্টগ্রাম ও পটুয়াখালীতে দুই শিশু, নওগাঁয় দাখিল পরীক্ষার্থী এবং কুমিল্লায় পিকআপ চালক রয়েছেন। **ব্যুরো, স্টাফ রিপোর্টার ও**

রাঙামাটি ও কাউখালী : নিহতরা হলেন রাউজান ডালারমুখ ৯নং ওয়ার্ডের অটোচালক তোরাব আলী ও যাত্রী জয়নাল আবেদীন, বেতবুনিয়া মনারটেক ৮নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা নুরনাহার বেগম, হাটহাজারী ইছাপুর ছাত্তারঘাট এলাকার বাসিন্দা ইউসুফ চৌধুরী ও মাহাবুবুর রহমান এবং কাউখালীর মিনু মারমা। সকাল সাড়ে ১০টার দিকে টেঁকিরবাগান এলাকায় চট্টগ্রাম দিক থেকে আসা পিকআপের সঙ্গে বেতবুনিয়া থেকে আসা যাত্রীবাহী অটোরিকশার সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলে তিনজন এবং হাসপাতালে তিনজনের প্রাণ যায়।

সদর দক্ষিণ (কুমিল্লা) : পিকআপ উলটে চালক জসিম প্রাণ হারিয়েছেন। শনিবার সকালে কুমিল্লা-নোয়াখালী আঞ্চলিক মহাসড়কের সদর দক্ষিণ উপজেলার বিজয়পুর বাজারে এ দুর্ঘটনা ঘটে। জসিম নারায়ণগঞ্জ সদরের পাইকপাড়ার আবুল কালামের ছেলে।

সোমবার, এপ্রিল ২৮, ২০২৫ ■ বৈশাখ ১৫, ১৪৩২ বণিক বার্তা

কালবৈশাখীতে দেশের কয়েক স্থানে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি বজ্রপাতে দুজনের মৃত্যু

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

রংপুর, কুড়িগ্রাম ও লালমনিরহাটের ওপর দিয়ে বয়ে গেছে কালবৈশাখী। শনিবার রাতে বয়ে যাওয়া ঝড়ে ভেঙে গেছে অনেক ঘরবাড়ি। উপড়ে পড়েছে গাছপালা ও বিদ্যুতের খুঁটি। শিলাবৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ফসল। এছাড়া গতকাল নোয়াখালী ও বরিশালে বজ্রপাতে দুজনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। বিস্তারিত প্রতিনিধিদের পাঠানো খবরে—

রংপুর: শনিবার রাত পৌনে ১১টার দিকে বয়ে যাওয়া ১০-১৫ মিনিটের ঝড়ে লণ্ডভণ্ড হয়ে যায় রংপুর নগরসহ জেলার কয়েকটি উপজেলার ঘরবাড়ি। শিলাবৃষ্টিতে ফসলেরও ব্যাপক ক্ষতির আশঙ্কা করছেন কৃষক। গাছপালাসহ বিদ্যুতের খুঁটি উপড়ে পড়ায় বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে অধিকাংশ এলাকা।

মীম ও শফিক দম্পতির বাড়ি রংপুর মহানগরীর পূর্ব গিলাবাড়ী এলাকায়। শনিবার রাতের ঝড়ে তাদের চারটি ঘরের মধ্যে দুটি ভেঙে গেছে। ঘরের নিচে চাপা পড়ে গুরুতর আহত হন শফিক মিয়া। রাতেই স্থানীয়রা তাকে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করেন।

শুধু মহানগরী নয়, কালবৈশাখীতে তারাগঞ্জ, বদরগঞ্জ, গঙ্গাচড়া, কাউনিয়া ও পীরগাছা উপজেলার বিভিন্ন এলাকার বাড়িঘর তছনছ হয়ে গেছে। পাশাপাশি ফসলেরও ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। একই সঙ্গে গাছপালাসহ বিদ্যুতের খুঁটি উপড়ে পড়ায় বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে অধিকাংশ এলাকা। ১০ মিনিটের ঝড় ও শিলাবৃষ্টিতে আম, লিচু, ভুট্টা, ধান, পাটসহ উঠতি ফসলের ক্ষতি হয়েছে।

রংপুর আবহাওয়া অফিসের ইনচার্জ মোস্তাফিজুর রহমান জানান, শনিবার রাতে বৃষ্টিপাত হয়েছে ২০ মিলিমিটার। বাতাসের গতিবেগ ছিল আট নটিক্যাল মাইল। বিভিন্ন স্থানে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

রংপুর পাওয়ার গ্রিডের উপবিভাগীয় প্রকৌশলী হোসাইন মোহাম্মদ ইসতিয়াক জানান, ঝড়ে রংপুরে বিদ্যুতের খুঁটি উপড়ে পড়ার পাশাপাশি তার ছিঁড়ে যাওয়ায় বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন রয়েছে কিছু এলাকা। নেসকোর আওতাধীন বেশির ভাগ লাইন সচল হয়েছে। তবে পল্লী বিদ্যুতের লাইনগুলো শতভাগ সচল হতে আরো সময় লাগবে। গতকাল বিকালের মধ্যে সবগুলো লাইন সচল করার কথা জানান তিনি।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তথ্য বলছে, ঝড়ে বিশেষ করে রংপুর সদর এবং গঙ্গাচড়া উপজেলার ভুট্টা গাছ ঢলে পড়েছে। তবে কোনো ক্ষতি হবে না।

নোয়াখালী: জেলার সদর উপজেলায় বজ্রপাতে নুরুল আমিন (৪২) নামে এক দিনমজুরের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল দুপুরে নোয়াখালী পৌরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের জালিয়াল গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নুরুল আমিন নোয়াখালী ইউনিয়নের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের সন্যাঘটাইয়া গ্রামের নূর আহমেদের ছেলে।

বণিক বার্তা রোববার, এপ্রিল ২৭, ২০২৫

রাঙ্গামাটিতে ছয়জনসহ সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ১২

বণিক বার্তা প্রতিনিধি ■ রাঙ্গামাটি

রাঙ্গামাটিতে পিকআপের ধাক্কায় সিএনজিচালিত অটোরিকশার ছয় যাত্রী নিহত হয়েছেন। গতকাল সকাল ১০টার দিকে কাউখালী উপজেলার বেতবুনিয়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান পাড়া এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। এছাড়া সড়ক দুর্ঘটনায় মুন্সিগঞ্জে তিনজনসহ চট্টগ্রাম, বরিশাল ও নারায়ণগঞ্জে ছয়জনের প্রাণহানি হয়েছে। বিস্তারিত প্রতিনিধিদের পাঠানো খবরে—

নারায়ণগঞ্জ: রূপগঞ্জে বাসচাপায় জাহাঙ্গীর আলম (৩৮) নামে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক কর্মচারী নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন সাবিহা চৌধুরী আরেক কর্মচারী ও তার শিশু সন্তান। গতকাল বিকাল সাড়ে ৪টার দিকে উপজেলার তারাব পৌরসভার তারাব সুলতানা কামাল সেতুতে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত জাহাঙ্গীর আলম জামালপুরের সরিষাবাড়ি থানার দোয়াইল এলাকার নুরুল ইসলামের ছেলে।

শিমরাইল পুলিশ ফাঁড়ির পরিদর্শক আবু নাঈম সিদ্দিকী জানান, জাহাঙ্গীর আলম ফটোকপি অপারেটর হিসেবে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে চাকরি করেন। আর সাবিহা চৌধুরী অফিস সহায়ক। গতকাল ছুটির দিন থাকায় বিকালে সাবিহা চৌধুরী তার শিশুকে নিয়ে মোটরসাইকেলে রাজধানীর নিউরো সায়েন্স হাসপাতালে যাচ্ছিলেন জাহাঙ্গীর। এ সময় তারাব সুলতানা কামাল সেতুতে পৌঁছলে বিপরীত দিক থেকে একটি বাসের সঙ্গে মোটরসাইকেলটির ধাক্কা লাগে। এতে ঘটনাস্থলেই জাহাঙ্গীর নিহত হন। স্থানীয়রা গুরুতর অবস্থায় সাবিহা চৌধুরী ও তার সন্তানকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করেন।

দৈনিক ইত্তেফাক
৩০ এপ্রিল ২০২৫

আশুলিয়ায় পোশাক কারখানার লিফটের তার ছিঁড়ে এক জন নিহত

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

সাভারের আশুলিয়ার ঢাকা রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলের (ডিইপিজেড) একটি পোশাক কারখানায় লিফটের তার ছিঁড়ে নিচে পড়ে ইকবাল হোসেন (৪২) নামে এক ইলেকট্রিশিয়ান নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় বিদ্যুৎ হোসেন (৩৮) নামে আরেক জন শ্রমিক আহত হয়েছেন। সোমবার রাতে ডিইপিজেডের পুরাতন জোনে অবস্থিত বানলো গ্রুপের 'ছেগি' নামের একটি পোশাক কারখানায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

আহত বিদ্যুৎ হোসেন বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। খবর পেয়ে আশুলিয়া থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে নিহতের মরদেহ উদ্ধার করে এবং তা ময়নাতদন্তের জন্য রাজধানীর শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

দৈনিক ইত্তেফাক
মঙ্গলবার
১৬ বৈশাখ ১৪৩২, ২৯ এপ্রিল ২০২৫

গাজীপুরে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে নারী শ্রমিক নিহত, শিশুসহ দগ্ধ ৪

■ গাজীপুর প্রতিনিধি

গাজীপুরে একটি বাসায় গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে দগ্ধ হয়ে এক নারী শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন চার জন। রবিবার রাতে বাসন থানার মোগরখাল মোল্লা মার্কেট এলাকায় ঐ ঘটনা ঘটে। নগরীর বাসন থানার ওসি মো. শাহিন খান ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেছেন।

নিহত সীমা আক্তার (৩০) মোগরখাল এলাকায় আব্দুর রহিমের বাড়ির ভাড়াটে মো. আলহাজ উদ্দিনের স্ত্রী।

দগ্ধ অন্যরা হলেন, পারভিন আক্তার (৩৫), তার দেড় বছরের ছেলে আয়ান এবং তাসলিমা বেগম (৩০) ও তার মেয়ে তানজিলা বেগম (১০)। তারা সবাই একই বাসায় ভাড়া থাকতেন।

প্রথম আলো • মঙ্গলবার, ২৯ এপ্রিল ২০২৫,

বজ্রপাতে ২৪ ঘণ্টায় ১৩ জনের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

দেশের হাওর অঞ্চলে এখন পুরোদমে চলছে ধান কাটা। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কৃষকের বিরাম নেই। ব্যস্ততা ছিল ইন্দ্রজিৎ দাস ও স্বাধীন মিয়ারও। ধান কাটতেই গিয়েছিলেন ফসলের মাঠে। দুজন পাশাপাশি মাঠে ফসল কাটছিলেন। হঠাৎ আকাশ কালো করে আসে মেঘ। সঙ্গী কৃষকেরা সেই মেঘ দেখে নিরাপদ আশ্রয়ে সরে যান; কিন্তু যাননি এই দুই কৃষক। একটু বাড়তি ধান কেটে সময় বাঁচানো, কিছু বেশি আয় করা, নিজেদের সাশ্রয়? কে জানে!

কিন্তু সেই ফসল কাটাই কাল হলো দুজনের জন্য। সকাল পৌনে ১০টার দিকে বজ্রপাতসহ বৃষ্টি শুরু হয়। তখন বজ্রপাতে দুজনেরই মৃত্যু হয়। দুই কৃষকের জীবন সমাপ্ত হয়, ব্যস্ততার হয় অবসান।

বজ্রপাতে নিহত দুই কৃষক ইন্দ্রজিৎ দাসের (৩০) বাড়ি কিশোরগঞ্জের অষ্টগ্রামের হালালপুরে এবং স্বাধীন মিয়ার (১৫) বাড়ি একই উপজেলার খয়েরপুর গ্রামে।

শুধু এই দুজন নয়। দেশের বিভিন্ন স্থানে গত রোববার ও গতকাল সোমবার বজ্রপাতে ১৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। রোববার রাত থেকে সোমবার দুপুর পর্যন্ত সময়ে এসব মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। চলতি বছরে ২৪ ঘণ্টায় বজ্রপাতে এটি সর্বোচ্চ মৃত্যু বলে জানিয়েছে দুর্যোগ নিয়ে কাজ করা বেসরকারি সংগঠন ডিজাস্টার ফোরাম।

বছরে এক দিনে সর্বোচ্চ মৃত্যু

সর্বশেষ ২৪ ঘণ্টায় কুমিল্লার মুরাদনগর, দেবীদ্বার ও বরুড়া উপজেলায় পাঁচজন, কিশোরগঞ্জের অষ্টগ্রাম ও মিঠামইনে তিনজন, নেত্রকোনার কলমাকান্দা ও মদনে দুজন এবং সুনামগঞ্জের শাল্লা, চাঁদপুরের কচুয়া এবং হবিগঞ্জের বানিয়াচংয়ে একজন করে বজ্রপাতে মারা আছেন। চলতি বছর ২৪ ঘণ্টার ব্যবধানে আর এত মৃত্যু হয়নি বলে জানান ডিজাস্টার ফোরামের সমন্বয়কারী মেহেরুন নেছা। গতকাল তিনি প্রথম আলোকে বলেন, রোববার রাত থেকে গতকাল পর্যন্ত বজ্রপাতে এ বছরের সর্বোচ্চ মৃত্যু হয়েছে। এর আগে চলতি মাসের ১৬ তারিখ বজ্রপাতে নয়জনের মৃত্যু হয়েছিল।

ডিজাস্টার ফোরামের তথ্য, গতকালের এ মৃত্যু নিয়ে বজ্রপাতে চলতি মাসে ৪৫ জনের মৃত্যু হলো। এটিও এ বছরের সর্বোচ্চ। আর এ মাসে বজ্রপাতে ৩০ জন আহত হয়েছেন।

মেহেরুন নেছা বলছিলেন, বজ্রপাতে নিহত হওয়ার সংখ্যাটাই কেবল খবর হয়; কিন্তু এতে যে অনেক মানুষ আহত হয়, তা নিয়ে কথা তেমন হয় না। অথচ বজ্রপাতে আহত ব্যক্তিদের ভোগান্তি অনেক।

হাওর এলাকায় বেশি মৃত্যু, কৃষকই বড় ভুক্তভোগী

গত রোববার থেকে সোমবার পর্যন্ত বজ্রপাতে নিহত ১৩ জনের মধ্যে ৭ জনেরই মৃত্যু হয়েছে হাওর এলাকার। নিহত এসব মানুষের বেশির ভাগই কৃষিজীবী।

দেশে প্রায় প্রতিবছর বজ্রপাতে যত জনের মৃত্যু হয়, তার মধ্যে বেশির ভাগ মৃত্যুই হয় জলাভূমির হাওর অঞ্চলে।

গতকাল হাওরের জেলা কিশোরগঞ্জে তিনজন, নেত্রকোনায় দুজন, সুনামগঞ্জ ও হবিগঞ্জে একজন করে মারা যান বজ্রপাতে।

বজ্রপাতে নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে সাতজন কৃষক। যে দুজনের কথা দিয়ে এ প্রতিবেদন শুরু হয়েছিল, তাঁরা ধান কাটতেই গিয়েছিলেন মাঠে। হাওরের জেলা ছাড়া কুমিল্লায় যে দুজনের মৃত্যু হয়, তাঁরাও কৃষক। দুজনের নাম নিখিল দেবনাথ (৫৮) ও জুয়েল ভূঁইয়া (৩০)। দুজনেরই বাড়ি জেলার মুরাদনগর উপজেলায়।

দুর্যোগবিশেষজ্ঞ গওহার নঈম ওয়ারা গতকাল *প্রথম আলোকে* বলেন, এখন হাওরে ধান কাটার সময়। খোলা এই প্রান্তরে কৃষকের জন্য বেশির ভাগ ক্ষেত্রে নেই কোনো নিরাপদ আশ্রয়। এখন কৃষকদের সতর্কতা নিতে হবে। মেঘ দেখলে অবশ্যই কোনো না কোনোভাবে নিরাপদ আশ্রয়ে যেতে হবে।

বজ্রপাতে প্রাণ হারালেন কৃষিকাজে থাকা ৩ নারী

গত ২৪ ঘণ্টায় নিহত ১৩ জনের মধ্যে তিনজন নারী। তাঁদেরই একজন বিশাখা রানী (৩৫)। তাঁর বাড়ি চাঁদপুরের কচুয়া উপজেলার উত্তর ইউনিয়নের নাহারা গ্রাম। বিশাখা ওই এলাকার কৃষক হরিপদ সরকারের স্ত্রী।

কচুয়া থানার ওসি আজিজুল ইসলাম জানান, বাড়ির পাশে স্বামী-স্ত্রী মিলে নিজ জমি থেকে ধান তুলছিলেন। এ সময় কাছাকাছি কোথাও বিকট শব্দে বজ্রপাত হয়। এ সময় বিশাখা মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। তাঁকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

হবিগঞ্জের বানিয়াচং উপজেলার আড়িয়ামুগুর হাওরে গতকাল বজ্রপাতে দুর্বাসা দাস (৩৫) নামে এক ধান কাটা শ্রমিক প্রাণ হারান।

মিঠামইন উপজেলার শান্তিগঞ্জ হাওরে বজ্রপাতে ফুলেছা বেগম (৬৫) নিহত হন গতকাল। মিঠামইন থানার এসআই অর্পণ বিশ্বাসের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, সকালে বাড়ির পাশে ধানের খড় শুকাতে দিচ্ছিলেন ফুলেছা বেগম। এ সময় বজ্রপাতে তাঁর মৃত্যু হয়।

বজ্রপাতের ঝুঁকি সামলাতে যা করতে হবে

দেশে গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে বজ্রপাতের সংখ্যা এবং তীব্রতা বাড়ে। দিন দিন দেশে বজ্রপাতে মৃত্যুর সংখ্যা বাড়ছে। সম্প্রতি আবহাওয়া অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে 'বজ্রপাতের সতর্কতা' আলাদা করে দেওয়া হচ্ছে।

এপ্রিল থেকে মে মাসে বজ্রপাতের সংখ্যা বেশি হয় সাধারণত। এর কারণ প্রসঙ্গে আবহাওয়া অধিদপ্তরের জ্যেষ্ঠ আবহাওয়াবিদ মুহাম্মদ আবুল কালাম মল্লিক বলছিলেন, এ সময় কালবৈশাখীর প্রকোপ বাড়ে। এ ধরনের ঝড়ের বৈশিষ্ট্য হলো এর সঙ্গে থাকে বজ্রপাত, ঝোড়ো হাওয়া, শিলাবৃষ্টি।

বজ্রপাতের ঝুঁকি প্রশমনে একগুচ্ছ সতর্কতার পরামর্শ দিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর। এর মধ্যে আছে বজ্রপাতের জানালা ও দরজা বন্ধ রাখতে হবে, গাছের নিচে আশ্রয় নেওয়া যাবে না, বৈদ্যুতিক ও ইলেকট্রনিক যন্ত্রাংশগুলোর প্লাগ খুলে রাখতে হবে, জলাশয়ে থাকলে দ্রুত উঠে আসতে হবে এবং অবশ্যই বিদ্যুৎ পরিবাহক বস্তুর ব্যবহার বন্ধ রাখতে হবে এবং সেগুলো থেকে দূরে থাকতে হবে।

মুহাম্মদ আবুল কালাম মল্লিক বলছিলেন, এখন যে ঝড়-বৃষ্টি হয়, তা খুব বেশি সময় ধরে থাকে না। তাই মেঘ দেখলে অন্তত আধা ঘণ্টা সময়ও যদি নিরাপদে থাকা যায়, তবে বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব।

দেশে টানা প্রায় চার দিনের তাপপ্রবাহ শেষে গত রোববার রাত থেকে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। গতকালও চট্টগ্রাম বিভাগে কিছুটা কম হলেও অন্য বিভাগের প্রায় সবখানে বৃষ্টি হয়। এর মধ্যে সিলেটে সর্বোচ্চ ১১৫ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়। আজ মঙ্গলবার দেশের রংপুর, ময়মনসিংহ, রাজশাহী, ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় এবং খুলনা ও বরিশাল বিভাগের দু-এক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে।

আবহাওয়াবিদ মো. ওমর ফারুক বলেন, আজ মঙ্গলবার দেশের বিভিন্ন স্থানে বজ্রপাত হতে পারে। তাই সাবধানতা রাখতে হবে।

[প্রতিবেদন তৈরিতে তথ্য দিয়েছেন **নিজস্ব প্রতিবেদক**, *সুনামগঞ্জ ও ভৈরব, হবিগঞ্জ;* **প্রতিনিধি**, *কুমিল্লা, কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোনা ও চাঁদপুর*]

যুগান্তর | মঙ্গলবার ২৯ এপ্রিল ২০২৫
১৬ বৈশাখ ১৪৩২

বজ্রপাতে নয় জেলায় ১৬ জনের মৃত্যু

যুগান্তর ডেস্ক

দেশের নয় জেলায় বজ্রপাতে শিক্ষার্থীসহ ১৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ সময় আহত হয়েছেন আরও কয়েকজন। রোববার রাত ও সোমবার বজ্রপাতে কুমিল্লার বরুড়া ও মুরাদনগর উপজেলায় চারজন, কিশোরগঞ্জের অষ্টগ্রাম, মিঠামইন ও কটিয়াদীতে চারজন, নেত্রকোনার কলমাকান্দা ও মদনে দুইজন এবং হবিগঞ্জের বানিয়াচং, চাঁদপুরের কচুয়া, মৌলভীবাজারের বড়লেখা, শরীয়তপুরের ভেদরগঞ্জ, যশোরের শার্শা ও মাদারীপুরের রাজৈর উপজেলায় একজন করে মারা গেছেন। এছাড়া শিলাবৃষ্টিতে ফসলের ক্ষতি হয়েছে। ব্যুরো ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

কুমিল্লা ও মুরাদনগর : বজ্রপাতে বরুড়ার খোশবাস ইউনিয়নের পয়ালগচ্ছ গ্রামে দুই শিক্ষার্থী এবং মুরাদনগরের কোরবানপুর গ্রামে দুজন কৃষক মারা গেছেন। সোমবারের বজ্রপাতে আহত হয়েছেন আরও তিনজন। নিহতরা হলেন—পয়ালগচ্ছ গ্রামের মৃত খোকন মিয়ার ছেলে ফাহাদ হোসেন ও বিলাল হোসেনের ছেলে মোহাম্মদ জিহাদ, মুরাদনগরের কোরবানপুর গ্রামের জসীম উদ্দীনের ছেলে জুয়েল ভূঁইয়া ও মৃত বীরচরণ দেবনাথের ছেলে নিখিল দেবনাথ। মাঠে ঘুড়ি ওড়ানোর সময় বজ্রপাতে ওই দুই শিক্ষার্থীর মৃত্যু হয়। তারা উভয়ই ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ত। এছাড়া ধান কাটার সময় বজ্রপাতে মারা যান ওই দুই কৃষক। কোরবানপুর গ্রামের ঘটনায় আরও তিনজন আহত হয়ে শ্রবণশক্তি হারিয়েছেন বলে জানা গেছে।

কিশোরগঞ্জ ও কটিয়াদী : বজ্রপাতে নিহতরা হলেন অষ্টগ্রাম উপজেলার হালালপুর গ্রামের কৃষক ইন্দ্রজিৎ দাস, খয়েরপুর গ্রামের স্বাধীন মিয়া, মিঠামইন উপজেলার রানীগঞ্জ গ্রামের মৃত আশ্রব আলীর স্ত্রী ফুলেছা বেগম এবং কটিয়াদীর ধনকিপাড়া গ্রামের জেলে শাহজাহান। সোমবার বজ্রপাতে ধান কাটার সময় হাওড়ে ইন্দ্রজিৎ, নদীতে মাছ ধরার সময় স্বাধীন, ধানের খড় ঢাকতে গিয়ে ফুলেছা এবং মাছ ধরতে গিয়ে শাহজাহানের মৃত্যু হয়। এছাড়া উজানের পাহাড়ি ঢলে অকাল বন্যা ও ব্যাপক বজ্রপাতের আশঙ্কায় কিশোরগঞ্জের হাওড়াঞ্চলের মসজিদগুলোর মাইকে কৃষকদের আগেভাগে ধান কাটতে বলা হচ্ছে। কৃষি বিভাগের নির্দেশে সোমবার ইমামরা মসজিদের মাইকে বোরো ফসল ৭০ থেকে ৮০ ভাগ পাকতেই কেটে ঘরে তোলার আহ্বান জানান।

নেত্রকোনা ও মদন : কলমাকান্দায় নিহত দিদারুল ইসলাম স্থানীয় একটি কওমি মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করতেন। রোববার রাতে উপজেলার খারনৈ ইউনিয়নের ধনুন্দ গ্রামে বজ্রপাতে তার মৃত্যু হয়। মাদ্রাসায় যাওয়ার পথে বজ্রপাতে মদন উপজেলার তিয়শ্রী গ্রামের ছালাম মিয়ার ছেলে শিক্ষার্থী আরাফাতের মৃত্যু হয়। সোমবার তিয়শ্রী গ্রামে দুর্ঘটনাটি ঘটে।

বড়লেখা (মৌলভীবাজার) : ধান কাটার সময় বজ্রপাতে মাখন রবি দাস নামে এক চা শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। সোমবার মৌলভীবাজারের বড়লেখার উত্তর শাহবাজপুর ইউনিয়নের শ্রীধরপুর গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে। মাখন ওই ইউনিয়নের অহিদাবাদ চা বাগানের মৃত শংকুরা রবি দাসের ছেলে।

হবিগঞ্জ : ধান কাটার সময় নিহত কৃষক দুর্বাসা দাস বানিয়াচংয়ের আড়িয়ামুগুর গ্রামের কালাবাসী দাসের ছেলে। সোমবার আড়িয়ামুগুর গ্রামে বজ্রপাতে তার মৃত্যু হয়। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন তার ভাই ভূষণ দাস ও বোন সুধন্য দাস। এছাড়াও বজ্রপাতে আহত হয়েছে একই উপজেলার বাগহাতা গ্রামের নুরুল ইসলামের শিশু ছেলে বায়েজিদ মিয়া।

কচুয়া (চাঁদপুর) : ধান আনতে যাওয়ার পথে বজ্রপাতে চাঁদপুরের কচুয়ার নাহারা গ্রামের বিশখা রানী সরকারের মৃত্যু হয়েছে। তিনি ওই গ্রামের হরিপদ সরকারের স্ত্রী। সোমবার নাহারা গ্রামে দুর্ঘটনাটি ঘটে।

ভেদরগঞ্জ (শরীয়তপুর) : গরুর ঘাস আনতে বিলে গিয়ে বজ্রপাতে শরীয়তপুরের ভেদরগঞ্জ উপজেলার বেপারীকান্দি গ্রামের সেফালী বেগমের মৃত্যু হয়েছে। তিনি ওই গ্রামের ছোরহাব বেপারীর স্ত্রী। সোমবার বেপারীকান্দি গ্রামে দুর্ঘটনাটি ঘটে।

যশোর ও বেনাপোল : ধানের গাদা দেওয়ার সময় বজ্রপাতে যশোরের শার্শা উপজেলার বেড়ি নারায়নপুর গ্রামের কৃষক আমির হোসেনের মৃত্যু হয়েছে। সোমবার ওই গ্রামে দুর্ঘটনাটি ঘটে। এছাড়া একই দিন যশোরে শিলাবৃষ্টিতে বোরো ধানের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। চৌগাছা, সদর ও বাঘারপাড়া উপজেলায় সবেচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে বলে জানা গেছে। জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক মোশাররফ হোসেন বলেন, মাঠে ৭০ থেকে ৮০ ভাগ ধানের ক্ষতি হয়েছে। এ বছর ১ লাখ ৫৭ হজার ৫০ হেক্টর জমিতে ধান চাষ হয়েছিল। এখন পর্যন্ত ৫১ শতাংশ জমির ধান কাটা হয়েছে। ধানের খেত থেকে পানি বের করার পরামর্শ দিচ্ছি।

টেকেরহাট (মাদারীপুর) : ধান কেটে বাড়ি ফেরার পথে বজ্রপাতে রাজৈর উপজেলার কমলাপুর গ্রামের কৃষক কাজল বাড়ৈ মারা গেছেন। সোমবার কমলাপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

কালের কণ্ঠ ঢাকা। মঙ্গলবার। ২৯ এপ্রিল ২০২৫।

বজ্রপাতে ১০ জেলায় ১৯ জন নিহত

সাল	নিহত
২০১১	১৭৯
২০১২	২০১
২০১৩	১৮৫
২০১৪	১৭০
২০১৫	২২৬
২০১৬	৩৯১
২০১৭	৩৮৮
২০১৮	৩৫৯
২০১৯	১৯৮
২০২০	২৫৫
২০২১	৩৬৩
২০২২	৩৩৭
২০২৩	৩২২
২০২৪	২৭১
২০২৫(২৮ এপ্রিল)	২২

তথ্যসূত্র : দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর

কালের কণ্ঠ ডেস্ক ▷

গতকাল সোমবার কুমিল্লার বরুড়ায় মাঠে ঘুড়ি ওড়াচ্ছিল ষষ্ঠ শ্রেণির দুই ছাত্র ফাহাদ ও জিহাদ। এ সময় শুরু হয় বৃষ্টি ও বজ্রপাত। ঘরে ফেরার আগেই বজ্রপাতে মারা যায় তারা। এই দুই শিশুসহ গতকাল দেশের ৯ জেলায় ১৫ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। কালের কণ্ঠের প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর :

কুমিল্লা : গতকাল দুপুরে কুমিল্লার বরুড়া

▶▶ পৃষ্ঠা ১১ ক. ২

বজ্রপাতে দেড় দশকে ৩৮৬৭ জনের মৃত্যু

খায়রুল কবির চৌধুরী ▷

দেশে প্রতিবছর বজ্রপাতে অনেক মানুষ মারা যাচ্ছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের তথ্য মতে, ২০১১ থেকে চলতি বছরের ২৮ এপ্রিল পর্যন্ত ১৫ বছরে বজ্রপাতে তিন হাজার ৮৬৭

বজ্রপাতে ১০ জেলায় ১৯ জন নিহত

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

উপজেলার খোশবাস ইউনিয়নের পয়ালগচ্ছ গ্রামে বজ্রপাতে দুই স্কুলছাত্র মারা গেছে।

নিহতরা হলো ওই গ্রামের মৃত খোকন মিয়ার ছেলে ফাহাদ হোসেন (১৩) এবং বিল্লাল হোসেনের ছেলে মোহাম্মদ জিহাদ (১৪)। তারা দুজন বড়হরিপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র ছিল। মাঠে ঘুড়ি ওড়াতে গিয়ে তারা বজ্রপাতে মারা যায়।

দেবীদ্বার (কুমিল্লা) : বাবাকে ধান কাটায় সহযোগিতা করতে গিয়ে উপজেলার ভানী ইউনিয়নের সাহারপাড় গ্রামে বজ্রাঘাতে প্রাণ গেল স্কুলপড়ুয়া কন্যার।

নিহত মীম উপজেলার সাহারপাড় গ্রামের কৃষক ইমন মিয়ার মেয়ে। সে সূর্যপুর কোটকান্দি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণির ছাত্রী ছিল।

মুরাদনগর (কুমিল্লা) : ধান কাটতে গিয়ে বজ্রপাতে দুই কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল দুপুরে মুরাদনগর উপজেলার বাঙ্গরাবাজার থানাধীন কোরবানপুর পূর্বপাড়ায় এ ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন কোরবানপুর পশ্চিমপাড়ার নিখিল দেবনাথ (৫৫) ও দেওড়া গ্রামের জুয়েল ভূঁইয়া (৩২)। স্থানীয় ইউপি সদস্য সফিকুল ইসলাম এবং বাঙ্গরাবাজার থানার ওসি মাহফুজুর রহমান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

খুলনা : জেলার রূপসা ও ডুমুরিয়া উপজেলা এলাকায় গতকাল বজ্রপাতে দুজনের মৃত্যু হয়েছে। রূপসায় মারা গেছেন আরিফুল ইসলাম (২৯) এবং ডুমুরিয়ায় মহিদুল ইসলাম সরদার (৪৮)।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া (আঞ্চলিক) : বাঞ্ছারামপুর উপজেলায় বজ্রপাতে মানিক মিয়া (৬০) নামের এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। একই বজ্রপাতে গুরুতর আহত হয়েছেন আরেক কৃষক হানিফ মিয়া (৬০)। গতকাল দুপুরে উপজেলার সোনারামপুর ইউনিয়নের চরমরিচাকান্দির বিলপারে এ দুর্ঘটনা ঘটে। বাঞ্ছারামপুর থানার ওসি মোরশেদুল ইসলাম চৌধুরী বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

কিশোরগঞ্জ : দুই হাওর উপজেলা অষ্টগ্রাম ও মিঠামইনে বজ্রপাতে এক নারীসহ তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল সকাল ১০টা থেকে ১১টার মধ্যে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

অষ্টগ্রামে ধান কাটতে গিয়ে ইন্দ্রজিত দাস (৩৫) ও মাছ ধরতে গিয়ে স্বাধীন মিয়া (১৪) মারা যায়। মিঠামইনে মাঠ থেকে খড় আনতে গিয়ে নিহত হন ফুলেছা বেগম (৬৫)।

অষ্টগ্রাম ও মিঠামইন উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স সূত্র জানিয়েছে, বজ্রপাতে তাঁরা সবাই ঘটনাস্থলে মারা গেছেন। পরে স্বজনরা তাঁদের হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

হাওরাঞ্চল (কিশোরগঞ্জ) : কটিয়াদী উপজেলার মুমুরদিয়া ইউনিয়নের ধনকিপাড়ার কৃষক শাহজাহান মিয়া (৪৫) গতকাল সকালে গ্রামের পেছনে মাছ ধরতে গিয়ে বজ্রপাতে নিহত হয়েছেন। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আলাউদ্দিন সাবেরি বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

সুনামগঞ্জ : শাল্লা উপজেলার কালিকোটা হাওরে সকালে গরুকে ঘাস খাওয়ানোর সময় বজ্রপাতে এক কলেজছাত্র মারা গেছেন। নিহত উপজেলার রিমন তালুকদার আটগাঁও গ্রামের জাহেদ তালুকদারের ছেলে এবং তিনি শাল্লা ডিগ্রি কলেজের ডিগ্রি তৃতীয় বর্ষের ছাত্র ছিলেন।

কলমাকান্দা (নেত্রকোনা) : বজ্রপাতে দিদারুল হক নামে এক মাদরাসা শিক্ষকের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল রবিবার রাত সাড়ে ১০টায় উপজেলার খারনৈ ইউনিয়নে হাফসা (রা.) মহিলা মাদরাসা ও আন নূর ইসলামী একাডেমির সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। গতকাল সকালে এ তথ্য নিশ্চিত করেন কলমাকান্দা থানার ওসি মুহাম্মদ ফিরোজ হোসেন।

খারনৈ ইউপি চেয়ারম্যান ওবায়দুল হক জানান, রাতে বৃষ্টি ও বজ্রপাতের সময় নিহত শিক্ষক দিদারুল হক মাদরাসার দিকে যাচ্ছিলেন। এ সময় দুর্ঘটনাটি ঘটে।

হবিগঞ্জ : বানিয়াচং উপজেলার হাওরে সকালে ধান কাটার সময় বজ্রপাতে দূর্বাসা দাস (৩৫) নামে এক ধান কাটা শ্রমিক নিহত হয়েছেন। এ ছাড়াও এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরো তিনজন।

বিষয়টি নিশ্চিত করেন বানিয়াচং থানার ওসি গোলাম মোস্তফা।

চাঁদপুর : বজ্রপাতের বিকট শব্দে বিশাখা রানী (৩৫) নামের এক গৃহবধূর মৃত্যু হয়েছে। কচুয়ায় উপজেলার উত্তর ইউনিয়নের নাহারা গ্রামে সকালে এ দুর্ঘটনা ঘটে। বিশাখা নাহারা গ্রামের হরিপদ সরকারের স্ত্রী।

উপজেলা হাসপাতালের চিকিৎসক সোহেল জানান, তাঁর শরীরে কোনো আঘাতের চিহ্ন নেই। বজ্রপাতের শব্দের কারণে তিনি হার্ট অ্যাটাক করে ঘটনাস্থলে মারা যান।

মৌলভীবাজার : বড়লেখা উপজেলার উত্তর শাহবাজপুর ইউনিয়নের শ্রীধরপুর গ্রামে গতকাল বিকেলে বজ্রপাতে মারা যান মাখন রবি দাস (৪৮) নামে এক চা শ্রমিক।

স্থানীয়রা জানান, সোমবার মাখন রবি দাস শ্রীধরপুর গ্রামের আলমাছ মিয়ার জমির ধান চুক্তিতে কেটে দিচ্ছিলেন। বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে বৃষ্টির সঙ্গে বজ্রপাত হয়। এতে ঘটনাস্থলে মাখন মারা যান।

শরীয়তপুর : ভেদরগঞ্জ উপজেলায় গতকাল দুপুরে বজ্রপাতে মারা গেছেন গৃহবধূ শেফালী বেগম (৩৫)।

সখিপুর ইউনিয়নের বেপারীকান্দি এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ওই এলাকার সোহরাব হোসেন বেপারীর স্ত্রী শেফালী গৃহপালিত গরুর জন্য ঘাস সংগ্রহ করতে মাঠে গিয়েছিলেন। আকস্মিকভাবে শুরু হয় বজ্রসহ বৃষ্টি। এ সময় বজ্রপাতে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন।

সমকাল | মঙ্গলবার | ২৯ এপ্রিল ২০২৫

বজ্রপাতে ঝরে গেল ১৮ প্রাণ

সমকাল প্রতিবেদক

প্রচণ্ড তাপদাহের পর বৃষ্টি প্রশান্তি না এনে যেন বজ্রপাতের আতঙ্ক নিয়ে এসেছে। গতকাল সোমবার এক দিনেই ১১ জেলায় বজ্রাঘাতে চার শিক্ষার্থীসহ ১৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। এর মধ্যে কুমিল্লায় পাঁচজন, কিশোরগঞ্জে তিনজন, নেত্রকোনায় দু'জন এবং খুলনা, শরীয়তপুর, হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, যশোর ও চাঁদপুরে একজন করে মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে।

বজ্রপাতে মৃত্যু কমাতে সরকারি নানা উদ্যোগ আছে। একে দুর্যোগও ঘোষণা করা হয়েছে। তারপরও মৃত্যু কমছে না। ভুল প্রকল্প, বড় গাছ কাটা বন্ধ না হওয়া এবং প্রয়োজনীয় সচেতনতা তৈরির চেষ্টা না থাকায় মৃত্যু রোধ হচ্ছে না, বলছেন বিশেষজ্ঞরা। বজ্রসহ ঝড়বৃষ্টি হওয়ার কারণ সম্পর্কে আবহাওয়াবিদরা বলছেন, নদী শুকিয়ে যাওয়া, বায়ুদূষণ, জলাভূমি ভরাট হওয়া আর গাছ ধ্বংস হওয়ায় দেশে তাপমাত্রা এক থেকে দেড় ডিগ্রি সেলসিয়াস বেড়ে গেছে। এতে বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে। দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর থেকে ভেসে আসা আর্দ্র বায়ু আর উত্তরে হিমালয় থেকে আসা শুষ্ক বায়ুর মিলনে বজ্রঝড়ের সৃষ্টি হচ্ছে।

গতকাল কুমিল্লার বরুড়া, মুরাদনগর ও দেবিদ্বারে বজ্রাঘাতে তিন স্কুল শিক্ষার্থী ও দুই কৃষকের মৃত্যু হয়। নিহতরা হলেন– ফাহাদ হোসেন (১৩), মোহাম্মদ জিহাদ (১৪), নিখিল দেবনাথ (৫৫), জুয়েল ভূঁইয়া (৩২) ও মীম আক্তার (১০)। কিশোরগঞ্জের অষ্টগ্রাম ও মিঠামইন উপজেলার তিন হাওরে বজ্রপাতের পৃথক ঘটনায় মারা গেছেন ইন্দ্রজিৎ দাস (৩৫), স্বাধীন মিয়া (১৬) ও ফুলেকা বেগম (৬৫)। নেত্রকোনার দুই উপজেলায় বজ্রাঘাতে মাদ্রাসাশিক্ষক দিদারুল হক (২৫) ও শিশু আরাফাত (১০) নিহত হন। হবিগঞ্জের বানিয়াচংয়ে ধান কাটার সময় বজ্রাঘাতে মারা যান দূর্বাসা দাস (৩৫) নামের এক কৃষক। সুনামগঞ্জের শাল্লা উপজেলায় হাওর থেকে গরু আনার সময় বজ্রাঘাতে মারা যান কলেজছাত্র রিমন আহমদ তালুকদার (২৪)। মৌলভীবাজারের বড়লেখায় ধান কাটার সময় বজ্রাঘাতে মাখন রবি দাস (৪৮) নামের এক চা শ্রমিক মারা গেছেন। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বাঞ্ছারামপুরে বজ্রপাতে মারা গেছেন মানিক মিয়া (৬৫) নামের এক কৃষক। চাঁদপুরের কচুয়ায় বজ্রপাতে মারা যান বিশাখা সরকার (৩৫) নামে কিষানি। খুলনার রূপসা উপজেলার আইচগাতি গ্রামে বজ্রপাতে নিহত হন যুবক আরিফুল ইসলাম। শরীয়তপুরের ভেদরগঞ্জে বজ্রপাতে সেফালী বেগম (৩৫) নামের এক নারীর মৃত্যু হয়। যশোরের শার্শায় বাড়ির আঙিনায় ধান মাড়াইকালে বজ্রপাতে আমির হোসেন (৪৫) নামের এক কৃষক মারা গেছেন।

কৃষকের মৃত্যুই বেশি

দেশের বজ্রপাত পরিস্থিতি এবং হতাহতের ঘটনা পর্যবেক্ষণ করে বেসরকারি সংগঠন ডিজাস্টার ফোরাম। প্রতিষ্ঠানটির হিসাবে, ২০১০ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত বজ্রপাতে প্রাণ গেছে ৩ হাজার ৮৭০ জনের, অর্থাৎ প্রতিবছর ২৭৬ জনের বেশি। সবচেয়ে বেশি মানুষ মারা গেছে ২০২১ সালে– ৩৮১ জন। চলতি বছর গতকাল পর্যন্ত ৬৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। আবহাওয়াবিদরা বলছেন, কাল থেকে শুরু মে মাসজুড়ে বজ্রপাত ও কালবৈশাখীর পূর্বাভাস আছে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং ডিজাস্টার ফোরামের তথ্য বলছে, সারাবিশ্বে বজ্রপাতে যে সংখ্যায় মানুষ মারা যায়, তার এক-চতুর্থাংশই বাংলাদেশে। দেশের হাওর, বাঁওড় ও বিলপ্রবণ জেলায় বজ্রপাতে মৃত্যুর সংখ্যা বেশি। মোট মৃত্যুর ৭০ শতাংশই মাঠে থাকা কৃষক, সাড়ে ১৪ শতাংশ বাড়ি ফেরার পথে আর ১৩ শতাংশ গোসল কিংবা মাছ শিকারের সময়। শহরের ভবনগুলোতে বজ্রপাত প্রতিরোধক দণ্ড থাকায় হতাহতের সংখ্যা কম।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক রেজওয়ানুর রহমান বলেন, আকাশে যখন কালো মেঘ হয়, তখনই মানুষের নিরাপদ আশ্রয়ে যাওয়া উচিত। পায়ে জুতা থাকতে হবে। উঁচু গাছের নিচে আশ্রয় নেওয়া যাবে না। খোলা জায়গায় বা মাঠে থাকলে কী করতে হবে, সে বিষয়েও নির্দেশনা দেওয়া আছে।

(প্রতিবেদন তৈরিতে তথ্য দিয়েছেন সংশ্লিষ্ট জেলার প্রতিনিধি)

যুগান্তর | মঙ্গলবার ২৯ এপ্রিল ২০২৫
১৬ বৈশাখ ১৪৩২

সাভারে সড়ক দুর্ঘটনায় নারীসহ নিহত ৪

আরও তিন জেলায় ৩ প্রাণহানি

যুগান্তর ডেস্ক

ঢাকার সাভারে পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় এক নারীসহ চারজন নিহত হয়েছেন। রোববার রাতে ও সোমবার ভোরে ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের সাভারের ব্যাংক টাউন, গেন্ডা ও হেমায়েতপুর বাসস্ট্যান্ডে দুর্ঘটনাগুলো ঘটে। এছাড়া তিন জেলায় সড়কে প্রাণ গেছে আরও তিনজনের। তাদের মধ্যে বগুড়ার শাজাহানপুরে নারী, নড়াইলের লোহাগড়ায় সিএনজিচালিত অটোরিকশাচালক ও গাজীপুরের ভোগড়া এলাকায় মাইক্রোবাস চালক রয়েছেন। ব্যুরো, স্টাফ রিপোর্টার ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

ঢাকা উত্তর : ইউটার্ন নেওয়ার সময় প্রাইভেটকারচাপায় নিহত পথচারীরা হলেন নেত্রকোনার কলমাকান্দা উপজেলার রাকেশ দাসের স্ত্রী অর্চনা রায় ও মোহনগঞ্জ উপজেলার ধীরেন্দ্র দাসের ছেলে হৃদয় দাস। রোববার রাতে ব্যাংক টাউন এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটে। নাবিল পরিবহণের বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়ক বিভাজকের ওপরে উঠে যাওয়ায় নিহত আনোয়ারুল ওই বাসচালকের সহকারী। রোববার রাতে গেন্ডা বাসস্ট্যান্ড এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটে। এ ঘটনায় ১৫ যাত্রী আহত হন। এছাড়া সোমবার সকালে হেমায়েতপুর বাসস্ট্যান্ডে সড়ক দুর্ঘটনায় অজ্ঞাত এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন।

বগুড়া : বেপরোয়া গতির বাসের ধাক্কায় নিহত পথচারী নারীর পরিচয় পাওয়া যায়নি। সোমবার সকালে ঢাকা-রংপুর মহাসড়কের শাজাহানপুরের আড়িয়া বাজার এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটে।

নড়াইল : সিএনজিচালিত অটোরিকশার সঙ্গে কাভার্ডভ্যানের সংঘর্ষে নিহত অটোচালক নাসির নড়াইলের লোহাগড়ার ইতনা গ্রামের বাসিন্দা। রোববার বিকালে কালনা-যশোর মহাসড়কের লোহাগড়ার বসুপটি এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

পাকুন্দিয়া (কিশোরগঞ্জ) : ট্রাকের সঙ্গে মাইক্রোবাসের সংঘর্ষে নিহত মাইক্রোবাসচালক আলাউদ্দিন কিশোরগঞ্জের পাকুন্দিয়া উপজেলার শালংকা গ্রামের সাহাবউদ্দিনের ছেলে। সোমবার সকালে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের গাজীপুরের ভোগড়ায় দুর্ঘটনাটি ঘটে।

সমকাল
শুক্রবার । ৪ এপ্রিল ২০২৫

নির্মাণাধীন ভবন থেকে ফেলে হত্যা মিরপুরে গ্রেপ্তার ১

■ সমকাল প্রতিবেদক

রাজধানীর মিরপুরের পাইকপাড়ায় এক যুবককে বাসা থেকে ডেকে নিয়ে নির্মাণাধীন ভবন থেকে ফেলে হত্যার অভিযোগ উঠেছে।

ভুক্তভোগী সাহিদুল হাসান ওরফে জিতু (২৩) দিনমজুর ছিলেন। তিনি পাইকপাড়ায় স্টাফ কোয়ার্টারের একটি ভাড়া বাসায় পরিবারের সঙ্গে থাকতেন।

পরিবার সূত্রে জানা গেছে, গত বুধবার বিকেলে ঈশা খাঁ সড়কের নির্মাণাধীন ১০ তলা ভবনের লিফটের ফাঁকা জায়গা থেকে জিতুকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। তাঁকে জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠানে (পঙ্গু) নেওয়া হয়। পরে তাঁর মৃত্যু হয়।

এ ঘটনায় জড়িত সন্দেহে নিহতের পরিচিত মো. সাব্বিরকে (২৩) গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। জিজ্ঞাসাবাদে তিনি হত্যার কথা স্বীকার করেছেন।

এ বিষয়ে গতকাল বৃহস্পতিবার মিরপুর থানার ওসি সাজ্জাদ রোমন বলেন, 'জিতু ও সাব্বির বন্ধু। তারা এলাকায় একসঙ্গে চলাফেরা করত। জিতুর বাবা শাহিন মিয়া নেশাগ্রস্ত। তাঁকে মাদকাসক্ত নিরাময় কেন্দ্রে ভর্তি করা নিয়ে দু'জনের মধ্যে কথা-কাটাকাটি হয়। এ নিয়ে বিরোধের জেরে হত্যা করা হয়েছে।'

মৃত্যুর আগে হাসপাতালে জিতু স্বজনের কাছে ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন। সেই তথ্যের বরাত দিয়ে পুলিশ জানায়, তাদের মধ্যে বিরোধের মীমাংসা করতে চান সাব্বির। এ জন্য বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে জিতুকে নির্মাণাধীন ভবনে ফোন করে ডেকে নেয়। সাব্বিরসহ আরও অজ্ঞাতনামা দুই-তিনজন ছিল। ঘটনাস্থলে তর্কে জড়িয়ে পড়েন তারা। এক পর্যায়ে সাব্বিরসহ অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিরা জিতুকে ভবনের সপ্তম তলা থেকে ধাক্কা দিয়ে লিফটের ফাঁকা জায়গায় ফেলে দেয়। এতে জিতুর ডান পা ভেঙে যায় এবং মাথার পেছনে আঘাত পান।

পুলিশ জানায়, কিছু পড়ার শব্দ শুনে নিরাপত্তাকর্মী ও আশপাশের লোকজন এসে জিতুকে পড়ে থাকতে দেখেন। পরে পাশের ভবনের তত্ত্বাবধায়ক আহতের খালা ও খালুকে খবর দেন। পরে জিতুর মা ও ছোট ভাই এসে উদ্ধার করে। তাঁকে পঙ্গু হাসপাতালে নিয়ে যায়। চিকিৎসাধীন অবস্থায় সন্ধ্যায় তাঁর মৃত্যু হয়।

ওসি সাজ্জাদ রোমন বলেন, এটি পরিকল্পিত হত্যা। গ্রেপ্তার সাব্বিরকে সাত দিনের রিমান্ড চেয়ে গতকাল আদালতে পাঠানো হয়। শুনানি শেষে আদালত দুই দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন। এ হত্যাকাণ্ডে জড়িত সাব্বিরের সহযোগীদের গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে।

সমকাল । বৃহস্পতিবার । ৩ এপ্রিল ২০২৫ ।

ঈদের ছুটিতে ছিনতাইকারীর ছুরিকাঘাতে তিনজন আহত

■ সমকাল প্রতিবেদক

ঈদের ছুটিতে রাজধানীর মোহাম্মদপুর, সায়দাবাদ ও শ্যামপুরে ছিনতাইকারীর ছুরিকাঘাতে তিনজন আহত হয়েছেন। তারা হলেন– ফুডপান্ডার ডেলিভারিম্যান মানিক মিয়া, একটি পরিবহনের সুপারভাইজার ইমন ও অটোরিকশা চালক পান্নু মাতব্বর। গতকাল বুধবার ও মঙ্গলবার বিভিন্ন সময়ে এসব অঘটন ঘটে। আহতদের উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।

পুলিশ ও আহতদের সূত্রে জানা যায়, সায়দাবাদ বাসস্ট্যান্ড এলাকায় ছিনতাইকারীর ছুরিকাঘাতে গুরুতর আহত হন ইমন। গতকাল ভোরে তিনি পেশাগত দায়িত্ব পালন শেষে গ্রামের বাড়ি যাওয়ার উদ্দেশ্যে সায়দাবাদ যাচ্ছিলেন। সায়দাবাদ রেলক্রসিং পার হওয়ার সময় চার-পাঁচজন ছিনতাইকারী তাঁর গতি রোধ করে। ওই সময় টাকা ও মোবাইল ফোন ছিনিয়ে নিতে বাধা দিলে তাঁর কোমরে ছুরিকাঘাত করে পালিয়ে যায় দুর্বৃত্তরা।

ইমনের বন্ধু নাঈম জানান, গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে ঢামেক হাসপাতালে নেওয়া হয়। তার বাড়ি বরিশালের কাউনিয়া।

এদিকে মঙ্গলবার রাতে মোহাম্মদপুরের বছিলায় ছিনতাইকারীর কবলে পড়েন মানিক মিয়া। তাঁর ভগ্নিপতি সুমন জানান, রাত ১১টার দিকে বছিলার ৪০ ফুট রাস্তা এলাকায় খাবার পৌঁছে দিতে যান মানিক। তখন কয়েকজন তাঁর পথ রোধ করে ছিনতাইয়ের চেষ্টা চালায়। এক পর্যায়ে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে তাঁর কাছ থেকে ফুডপান্ডার ব্যাগ, মোবাইল ফোন ও টাকা ছিনিয়ে নেয়।

ঢামেক হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির এসআই মো. মাসুদ জানান, ছিনতাইকারীর ছুরিকাঘাতে আহত দু'জনকে হাসপাতালে আনা হয়। তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করার পাশাপাশি ঘটনা তদন্তের জন্য সংশ্লিষ্ট থানা পুলিশকে জানানো হয়েছে।

শ্যামপুরের মীরহাজীরবাগ এলাকায় ছিনতাইকারীর ছুরিকাঘাতে গুরুতর আহত হন অটোরিকশা চালক পান্নু মাতব্বর। গত মঙ্গলবার সকালে এ ঘটনা ঘটে। তাঁর ভাতিজি মোছা. রুমা জানান, সকাল ৯টার দিকে মীরহাজীরবাগ এলাকায় হাবু কমিশনারের বাড়ি-সংলগ্ন ইঞ্জিনিয়ার গলিতে ছিনতাইকারীরা তাঁকে ছুরিকাঘাত করে। তাঁকে উদ্ধার করে ঢামেক হাসপাতালে নেওয়া হয়। কর্তব্যরত চিকিৎসক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর ৪ নম্বর ওয়ার্ডে ভর্তি করেন। পান্নুর বাড়ি শরীয়তপুরের জাজিরার গোপালপুর গ্রামে।

যুগান্তর
বৃহস্পতিবার ৩ এপ্রিল ২০২৫ ।
tutorial.jugantor@gmail.c

হিজলায় কথিত চাঁদাবাজ জেলেকে পিটিয়ে হত্যা

বরিশাল ব্যুরো ও হিজলা প্রতিনিধি

বরিশালের হিজলা উপজেলায় কথিত চাঁদাবাজ জেলে শরীফ তরফদারকে (২৪) পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে। শনিবার রাতে হিজলার ধুলখোলা ইউনিয়নের পালপাড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় নিহত শরীফের মা শাহিদা বেগম বাদী হয়ে মঙ্গলবার হিজলা থানায় মামলা করেছেন। নিহত শরীফ পালপাড়া গ্রামের দিনমজুর হানিফ তরফদারের ছেলে। মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা এসআই নুর আমিন এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী শরীফের বন্ধু সোহাগ জানায়, ধুলখোলা ইউনিয়ন সংলগ্ন মেঘনায় নোঙর করা জাহাজে চাঁদা তোলার অপবাদ দিয়ে শরীফের ওপর অতর্কিত হামলা চালায় কয়েকজন। এলাকার চিহ্নিত সন্ত্রাসী আল আমিন, বাবুল, রাজিব, নোমান ও মাইদুল পূর্বশত্রুতার জেরে হামলা চালায়। এ সময় চিৎকার শুনে শরীফের বন্ধু সোহাগ ও আরফান এগিয়ে গেলে তাদের ওপরও হামলা করা হয়। প্রাণ বাঁচাতে শরীফ পাশের শাহীন আকনের বাড়িতে আশ্রয় নিলে সেখানে গিয়েও হামলা করা হয়। শরীফকে উদ্ধার করে প্রথমে মেহেন্দীগঞ্জ উপজেলা হাসপাতাল ও পরে বরিশাল শেরেবাংলা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় (শেবাচিম) হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে শরীফকে মৃত ঘোষণা করা হয়। হিজলা থানার ওসি আবুল কালাম বলেন, এ ঘটনায় মামলা হয়েছে।

সময়ের আলো
বৃহস্পতিবার । ৩ এপ্রিল ২০২৫ ।

পুলিশের নির্যাতনের পর ট্রাক শ্রমিকের আত্মহত্যা

বগুড়ায় এএসআই ক্লোজড

● নিজস্ব প্রতিবেদক বগুড়া

বগুড়ার কাহালুতে পুলিশের এএসআই বেলাল ও স্থানীয় ইউপি সদস্য নাসিরের মারধরের শিকার হয়ে গ্যাস ট্যাবলেট খেয়ে ট্রাক শ্রমিক জাহিদুল ইসলাম (৪২) আত্মহত্যা করেছেন। এ ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগ ওঠায় কাহালু থানার এএসআই বেলাল হোসেনকে প্রত্যাহার করে বগুড়ার পুলিশ লাইন্সে পাঠানো হয়েছে।

এ বিষয়ে কাহালু থানার ওসি মো. আবদুল হান্নান বলেন, পুলিশের এএসআই বেলাল নির্যাতন করেননি। ইউপি সদস্য নাসির উদ্দিন মারধর করেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, জাহিদুলের দ্বিতীয় স্ত্রী নাসিরের সঙ্গে বিয়ে বসার জের ধরে জাহিদুল আত্মহত্যা করেছে। জাহিদুলের মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য বগুড়া শহিদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। তবে ঘটনার তদন্ত চলছে। বেলাল অপরাধ করলে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ইতিমধ্যে এএসআই বেলাল হোসেনকে প্রত্যাহার করে পুলিশ লাইন্সে পাঠানো হয়েছে।

যুগান্তর
বৃহস্পতিবার ৩ এপ্রিল ২০২৫
২০ চৈত্র ১৪৩১

নান্দাইলে ইটভাটায় জিম্মি ২০ শ্রমিক উদ্ধার

আটক ২

নান্দাইল (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি

ময়মনসিংহের নান্দাইলের একটি ইটভাটায় জিম্মি থাকা ২০ জন শ্রমিককে উদ্ধার করেছে যৌথবাহিনী। বুধবার সন্ধ্যায় চণ্ডিপাশা ইউনিয়নের বারুইগ্রামে এসআরবি ব্রিকস নামের ইটভাটায় অভিযান চালিয়ে তাদের উদ্ধার করা হয়। এ সময় বিল্লাল হোসেন ও জাকারিয়া নামে দুজনকে আটক করে পুলিশের কাছে সোপর্দ করা হয়।

জানা যায়, পরিবেশ দপ্তরের অনুমোদনহীন এসআরবি ব্রিকস নামীয় ইটভাটায় কাজ করা শ্রমিকদের ওপর অত্যাচার-নির্যাতন চালিয়ে আসছিল মালিক পক্ষ। শ্রমিকরা তাদের ন্যায্য টাকা চাওয়ায় তাদের জিম্মি করে মারধর করে মালিক পক্ষের লোকজন। বিষয়টি গৌরীপুর সেনাবাহিনী ক্যাম্পকে জানালে ওই ইটভাটায় যৌথবাহিনী অভিযান চালায়। এ সময় জিম্মি শ্রমিকদের উদ্ধারের পাশাপাশি মালিক পক্ষের দুজনকে আটক করা হয়।

এ বিষয়ে ইটভাটার মালিক রুহুল আমিন বলেন, অভিযোগটি সম্পূর্ণ মিথ্যা। আমার অন্যান্য শ্রমিক দূর-দূরান্তের হলেও কারও কোনো অভিযোগ নেই। আমাকে সমাজে হেয়প্রতিপন্ন করার জন্য এটা একটা ষড়যন্ত্র।

প্রথম আলো • শুক্রবার, ৪ এপ্রিল ২০২৫,

লিবিয়ায় দালাল চক্রের নির্যাতনে ভৈরবের যুবকের মৃত্যুর অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ভৈরব

সোহাগ মিয়া

দালাল চক্রের সঙ্গে চুক্তি ছিল, ১৬ লাখ টাকার বিনিময়ে সোহাগ মিয়া (২৮) নামের এক যুবককে লিবিয়া হয়ে সাগরপথে ইতালি পৌঁছে দেওয়া হবে। পাঁচ লাখ টাকা পাওয়ার পর প্রায় সাত মাস আগে তাঁকে লিবিয়া নেওয়া হয়। এরপর দফায় দফায় আদায় করা হয় পুরো টাকা। এর মধ্যে সাত মাস পেরিয়ে গেলেও সোহাগের স্বপ্ন পূরণ হয়নি। গত রোববার দালাল চক্রের জিম্মায় লিবিয়ায় তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

সোহাগ কিশোরগঞ্জের ভৈরব পৌর শহরের কালীপুর দক্ষিণপাড়ার বাসিন্দা। সোহাগের পরিবারের সদস্যরা অভিযোগ করে বলেন, দালাল চক্রের ক্রমাগত শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনে সোহাগের মৃত্যু হয়েছে। ইতালি পৌঁছে না দিতে পারলেও, এ সময়ের মধ্যে নানা অজুহাতে চুক্তির সব টাকা আদায় করে নিয়েছে তারা।

ইতালিতে থাকেন সোহাগের বড় ভাই সুজন মিয়া। তিনি বলেন, 'সোহাগ দালাল চক্রের জিম্মায় ছিল। দালালেরা আমার মাধ্যমে ১৬ লাখ টাকা নেয়। সোহাগকে প্রতিনিয়ত টাকার জন্য নির্যাতন চালাত। প্রয়োজনীয় ও পর্যাপ্ত খাবার দিত না। কয়েক দিন আগে শারীরিকভাবে নির্যাতন করলে সোহাগ অসুস্থ হয়ে পড়ে। কিন্তু তাকে হাসপাতালে নেওয়া হয়নি। সর্বশেষ গত রোববার তার মৃত্যুর খবর এসেছে। এর পর থেকে দালালদের কারও মুঠোফোন নম্বরে যোগাযোগ করা যাচ্ছে না।'

পরিবারের সদস্যরা জানান, সোহাগের বাবা বেঁচে নেই। তিন ভাইয়ের মধ্যে তিনি দ্বিতীয়। এর আগে আট বছর তিনি কাতারে ছিলেন। বছরখানেক আগে দেশে ফিরে বিয়ে সেরেছেন। সেই সংসারে দুই মাস বয়সী একটি কন্যাসন্তানও আছে। দেশে থাকা অবস্থায় নরসিংদীর বেলাব উপজেলার বারৈচা এলাকার সেন্টু মিয়া নামের এক দালালের সঙ্গে সোহাগের পরিচয় হয়। পরে সেন্টুর মাধ্যমে লিবিয়া হয়ে সাগরপথে ইতালি যাওয়ার চুক্তি হয়। লিবিয়ায় তাঁকে আটকে রেখে কৌশলে এবং দফায় দফায় চুক্তির পুরো টাকা আদায় করে চক্রটি। এটি নিয়ে কথা বললে তাঁর ওপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চালানো হতো।

সোহাগের স্ত্রী লিজা বেগম জানান, নিজের ইচ্ছেমতো তাঁর স্বামীর সঙ্গে কথা বলা যেত না। কথা হলেই বলতেন, সমস্যায় আছেন। দালালের দাবি করা টাকার বিনিময়ে সোহাগের সঙ্গে কথা বলতে হতো।

সোহাগের মরদেহ দেশে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে সরকারের সহযোগিতা চেয়েছে পরিবারটি। একই সঙ্গে দালাল চক্রের সদস্যের বিচারও দাবি করেছেন।

এদিকে বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে, অভিযুক্ত সেন্টু মিয়া বর্তমানে দেশে নেই। তাঁর মুঠোফোন নম্বরটিও বন্ধ পাওয়া গেছে।

এ বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শবনম শারমিন বলেন, 'সোহাগের মরদেহ দেশে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে আমার সহযোগিতা থাকবে।'

। ২০২৫ ॥ ২১ চৈত্র ১৪৩১
বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন

চালককে হত্যা করে ভ্যান ছিনতাই

প্রতিদিন ডেস্ক

কক্সবাজারে গৃহবধূ পাবনায় যুবক খুন

মাদারীপুরে চালককে হত্যা করে ভ্যান ছিনতাই করেছে দুর্বৃত্তরা। কক্সবাজারে গৃহবধূ এবং পাবনায় যুবক খুন হয়েছেন। প্রতিনিধিদের খবর- মাদারীপুর : শিবচরে সাইদ মোল্লা (৬০) নামে এক চালককে কুপিয়ে হত্যার পর তার ভ্যান নিয়ে যায় দুর্বৃত্তরা। ছিনতাই করে পালানোর সময় ভ্যানসহ চক্রের একজনকে আটক করেছেন এলাকাবাসী। শিবচর উপজেলার তালতলা বাজারের পাশে বুধবার রাত ১০টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। নিহত সাইদ মোল্লা একই উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়নের বড় কেশবপুর গ্রামের হামেদ মোল্লার ছেলে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, যাত্রীবেশে ভ্যানে উঠে ছিনতাই চক্রের সদস্যরা। রাত ১০টার দিকে ভ্যান কাঁঠালবাড়ীর তালতলা এলাকায় এলে চালককে কুপিয়ে হত্যা করে। পরে ভ্যান নিয়ে যায়। চক্রটি কাঁঠালবাড়ী এলাকা অতিক্রম করার সময় এলাকাবাসীর সন্দেহ হলে তাদের গতিরোধ করে। চক্রের এক সদস্যকে তারা আটক করলেও অন্যরা পালিয়ে যায়। কক্সবাজার : কক্সবাজারের টেকনাফে পারিবারিক কলহের জেরে স্ত্রী নুর বেগমকে ছুরিকাঘাতে হত্যার অভিযোগ উঠেছে স্বামীর বিরুদ্ধে। বুধবার রাতে উপজেলার বাহারছড়া কচ্ছপিয়া করাচিপাড়ায় এ ঘটনা ঘটে। অভিযুক্ত আবদুর রহিম টেকনাফ বাহারছড়া ৮ নম্বর ওয়ার্ডের কচ্ছপিয়া করাচিপাড়ার বাসিন্দা। নুর বেগম তার দ্বিতীয় স্ত্রী। টেকনাফের বাহারছড়া তদন্ত কেন্দ্রের ইনচার্জ শোভন কুমার শাহা জানান, লাশ কক্সবাজার সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। পাবনা : পাবনার অনন্ত এলাকায় আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে ছুরি মেরে আরাফাত (১৮) নামে এক তরুণকে হত্যা করা হয়েছে। আরাফাত ওই এলাকার ওমর আলীর ছেলে। বুধবার রাত ১০টার দিকে অনন্ত এলাকার দক্ষিণ রাঘবপুরে এ ঘটনা ঘটে। পুলিশ জানায়, এলাকায় আধিপত্য বিস্তার নিয়ে স্থানীয় ইউপি সদস্য শহীদের কিছু অনুসারীর সঙ্গে বিরোধ চলছিল আরাফাতসহ অন্যদের। বুধবার রাতে দক্ষিণ রাঘবপুর সুইপার কলোনি এলাকায় আরাফাতের ওপর প্রতিপক্ষের লোকজন হামলা চালায়।

দৈনিক ইত্তেফাক
বৃহস্পতিবার
২০ চৈত্র ১৪৩১, ৩ এপ্রিল ২০২৫

সাভারে ঈদের রাতে নৈশপ্রহরীকে গুলি করে হত্যা

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

সাভারে ঈদের রাতে এক নৈশপ্রহরীকে গুলি করে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। সোমবার দিবাগত রাত সাড়ে ১১টার দিকে সাভার পৌর এলাকার বাঁশপট্টি মহল্লায় এ হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। নিহত রুবেল (৩০) বরিশাল জেলার সদর থানা এলাকার খলিফা মিয়ার ছেলে। তিনি সাভার পৌর এলাকার বাঁশপট্টি মহল্লায় ভাড়া থেকে নৈশপ্রহরী হিসেবে কাজ করতেন।

নিহতের স্ত্রী রহিমা বেগম বলেন, রুবেল দুই মাস যাবৎ সাভারের বাঁশপট্টি এলাকায় রাতে নৈশপ্রহরীর কাজ করছিলেন। সোমবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে রুবেলের মোবাইলে একটি ফোন আসে। এরপর তিনি বাসা থেকে বের হয়ে যান। কিছু সময় পরই বাসায় খবর আসে, রুবেলকে গুলি করা হয়েছে এবং তিনি বাঁশপট্টি এলাকায় পড়ে আছেন। পরে আমরা সেখান থেকে রুবেলকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য এনাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

কালের কণ্ঠ
। বৃহস্পতিবার । ৩ এপ্রিল ২০২৫

লিবিয়ায় অপহৃত ২৩ বাংলাদেশি উদ্ধার, দুই অপহরণকারী গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

লিবিয়ায় অপহৃত ২৩ বাংলাদেশিকে উদ্ধার করেছে দেশটির মিসরাতা সিকিউরিটি ডিরেক্টরেটের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)। মিসরাতা শহরে অভিযান চালিয়ে এই বাংলাদেশিদের উদ্ধার করা হয়। গতকাল বুধবার লিবিয়ায় বাংলাদেশ দূতাবাসের ফেসবুক পেজে দেওয়া এক পোস্টে এই তথ্য জানানো হয়।

ফেসবুক পোস্টে বলা হয়, এই ঘটনায় জড়িত দুই অপহরণকারীকে গ্রেপ্তার করেছে মিসরাতা সিকিউরিটি ডিরেক্টরেটের অপরাধ তদন্ত বিভাগ।

লিবিয়ায় বাংলাদেশ দূতাবাসের ফেসবুক পোস্টে বলা হয়, বেশ কয়েকজন বিদেশিকে অপহরণ ও মুক্তিপণের দাবিতে নির্যাতনের অভিযোগে মিসরাতার আল-গিরান থানায় করা অভিযোগের ভিত্তিতে সিআইডি তদন্ত শুরু করে। তদন্তের মাধ্যমে অপহরণকারী চক্রের অবস্থান চিহ্নিত করে সিআইডি। এরপর সিআইডি সফল অভিযান চালিয়ে জিম্মিদের (অপহৃতদের) মুক্ত করে। পরে উদ্ধার হওয়া ব্যক্তিদের আইনি প্রক্রিয়ার জন্য আল-গিরান থানায় হস্তান্তর করা হয়। গ্রেপ্তার ব্যক্তিদেরও একই থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

যুগান্তর
শুক্রবার ৪ এপ্রিল ২০২৫
২১ চৈত্র ১৪৩১

শিবচরে চালককে হত্যা করে ভ্যান ছিনতাই

একজনকে পুলিশে সোপর্দ

শিবচর (মাদারীপুর) প্রতিনিধি

শিবচরে সাইদ মোল্লা নামে এক চালককে হত্যার পর তার ভ্যান ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছে। ছিনতাই করে পালানোর সময় ভ্যানসহ চক্রের একজনকে আটক করে এলাকাবাসী। বুধবার রাতে উপজেলার কাঠালবাড়ি ইউনিয়নের তালতলা বাজারের পাশে এ ঘটনা ঘটে। নিহত ভ্যানচালক উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়নের বড় কেশবপুর গ্রামের হামেদ মোল্লার ছেলে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, যাত্রী বেশে ভ্যানে উঠে ছিনতাইচক্রের সদস্যরা। রাত সাড়ে ১০টার দিকে ভ্যান কাঠালবাড়ির তালতলা এলাকায় ভ্যানচালক সাইদ বেপারীকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়। পরে চক্রের এক সদস্যকে হাতেনাতে আটক করে এলাকাবাসী।

সংবাদ
ঢাকা : শনিবার ২২ চৈত্র ১৪৩১
Dhaka : Saturday 5 April 2025

লিবিয়ায় দালালের নির্যাতনে ভৈরবের যুবকের মৃত্যু

প্রতিনিধি, ভৈরব (কিশোরগঞ্জ)

দালালের অত্যাচারে লিবিয়ায় কিশোরগঞ্জের ভৈরবের এক যুবকের মৃত্যুর অভিযোগ পাওয়া গেছে। গত ৩০ মার্চ (রোববার) বাংলাদেশ সময় সকাল ৭টায় মৃত্যুর খবর পায় নিহতের পরিবার। নিহত যুবক পৌর শহরের কালিপুর দক্ষিণ পাড়ার সোবহান মিয়া বাড়ির মৃত নূর মোহাম্মদ মিয়ার ছেলে সোহাগ মিয়া। ৩ ভাইয়ের মধ্যে তিনি দ্বিতীয়। তার বড় ভাই সুজন ইতালী প্রবাসী। সোহাগ দীর্ঘ ৮ বছর কাতারে অবস্থান করেছেন। গত ১ বছর আগে দেশে এসে বিয়ে করেন তিনি। দেশে থেকেই নরসিংদীর বেলাবো উপজেলার বাবৈচা এলাকার সেন্টু মিয়ার মাধ্যমে ১৬ লাখ টাকার চুক্তিতে ইউরোপের দেশ ইতালী যেতে লিবিয়ায় পাড়ি জমান সুজন মিয়া। ১ মাসের ভেতর ভূমধ্য সাগর দিয়ে ইতালী পৌছার কথা থাকলেও দীর্ঘ ৭ মাস যাবত তাকে লিবিয়ায় আটকে রাখা হয়। এর মধ্যে বিভিন্ন ভাবে সোহাগকে মানসিক ও শারীরিকভাবে অত্যাচার করে দালাল চক্র।

ভৈরব উপজেলা নির্বাহী অফিসার শবনম শারমিন বলেন, সরকারিভাবে যদি নিহত যুবক প্রবাসে গিয়ে থাকে তাহলে বিষয়টি প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয় ও শ্রম কল্যাণ মন্ত্রণালয় দেখবে। নিহতের পরিবার আমার কাছে আসলে সর্বোচ্চ সহযোগিতা দেয়ার চেষ্টা করবো। নিহতের পরিবার যাতে মরদেহ ফিরে পান সেই ব্যবস্থা করা হবে।

কালের কণ্ঠ
। শনিবার । ৫ এপ্রিল ২০২৫

পাঁচ জেলায় কৃষকসহ পাঁচজন খুন

কালের কণ্ঠ ডেস্ক ▷

দেশের পাঁচ জেলায় কৃষকসহ পাঁচজন খুন হয়েছেন। এ ছাড়া তিন জেলায় তিনজনের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গত বৃহস্পতিবার ও গতকাল শুক্রবার ঘটনাগুলো ঘটে। নিজস্ব প্রতিবেদক ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর :

বরিশাল : তরমুজ চুরিতে বাধা ও চাঁদা না দেওয়ায় বাকেরগঞ্জ উপজেলায় এক কৃষককে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে। গতকাল ভোরে বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান। নিহত কুদ্দুস হাওলাদার (৪৫) উপজেলার দিয়ারচর গ্রামের আব্দুর রাজ্জাক হাওলাদারের ছেলে। এ ঘটনায় একজনকে আটক করা হয়েছে বলে জানিয়েছে চরামদ্দি ফাঁড়ি পুলিশ। নিহতের মামাতো ভাই মজিবুর রহমান জানান, বাড়ির পাশের জমিতে তরমুজ চাষ করেছিলেন কুদ্দুস। সম্প্রতি স্থানীয় কয়েকজন তাঁর কাছে চাঁদা দাবি করে। চাঁদা দিতে অস্বীকৃতি জানালে তারা ক্ষেত থেকে তরমুজ নিয়ে যায়। এর প্রতিবাদ করায় বৃহস্পতিবার দুপুরে মিরাজ, আনোয়ার, হাসনাইন, সরোয়ার সানি, মতিউর রহমান, ফয়সালসহ ১০-১৫ জন কুদ্দুসকে মারধর করে। আশপাশের মানুষ তাঁকে বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠায়। চরামদ্দি ফাঁড়ি পুলিশের এসআই এনামুল ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

নেত্রকোনা : খালিয়াজুরী উপজেলায় জমি নিয়ে বিরোধের জেরে ভাতিজার হাতে চাচা খুনের অভিযোগ উঠেছে। নিহত হাবিবুর রহমান (৪৫) উপজেলার বল্লী গ্রামের মৃত সাত্তার মিয়ার ছেলে। পরিবার, স্থানীয় লোকজন ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, হাবিবুর রহমানের সঙ্গে চাচাতো ভাই জয়নাল মিয়ার জমি নিয়ে বিরোধ চলে আসছিল। গত বৃহস্পতিবার বিকেলে ধান শুকানো নিয়ে ঝগড়ার এক পর্যায়ে দুই পক্ষের মধ্যে হাতাহাতি হয়। এ সময় জয়নালের ছেলে তারাব নূর বাঁশ দিয়ে চাচা হাবিবুর রহমানকে আঘাত করেন। তাঁকে খালিয়াজুরী স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাতে তিনি মারা যান।

মনোহরদী (নরসিংদী) : বাড়ির সীমানায় কলাগাছ লাগানোকে কেন্দ্র করে বিরোধের জেরে ছোট ভাইয়ের হাতে বড় ভাই খুন হওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। গতকাল সকালে সাতপাড়া গোলেরটেক গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত কাজল মিয়া ওই গ্রামের আছির উদ্দিনের ছেলে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বসতভিটার সীমানা নিয়ে কাজল মিয়ার সঙ্গে ছোট ভাই বাদল মিয়ার বিরোধ ছিল। বিরোধপূর্ণ জমিতে বড় ভাই কাজল মিয়া একটি কলাগাছ রোপণ করেন। গতকাল সকালে গাছ রোপণ করার বিষয়টি বড় ভাইকে জিজ্ঞেস করেন বাদল মিয়া। এ সময় দুই ভাইয়ের মধ্যে কথা-কাটাকাটি হয়। এক পর্যায়ে বাদল মিয়া শাবল এনে কাজল মিয়ার মাথায় আঘাত করেন। তাঁকে কটিয়াদী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

ফটিকছড়ি (চট্টগ্রাম) : বড় ভাইয়ের হাতে ছোট ভাই খুন হওয়ার অভিযোগ উঠেছে। গতকাল বিকেলে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান। মৃত মো. মাসুম (৩০) ভোলা গাজীবাড়ির আলী আহমেদের ছেলে। পেশায় মাদরাসা শিক্ষক। গত বৃহস্পতিবার দুই ভাইয়ের মধ্যে কথা-কাটাকাটির এক পর্যায়ে বড় ভাই ইয়াসিন কুপিয়ে জখম করেন মাসুমকে। তাঁকে রক্ষা করতে গিয়ে মা জুলেখা খাতুনও আহত হন।

তিন জেলায় তিন মরদেহ উদ্ধার

মানিকগঞ্জ : সদর উপজেলার এগারশ্রী এলাকায় বাঁশঝাড় থেকে গতকাল সকালে এক নারীর কার্টনবন্দি মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।

সিলেট : ওসমানীনগর উপজেলায় মুজাহিদ আহমদ (২৭) নামের এক সবজি বিক্রেতার ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল খুজগীপুর গ্রামের কোনার বন হাওরের পাশ থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। মুজাহিদ খুজগীপুরের আব্দুল কাদিরের ছেলে।

কুমিল্লা (উত্তর) : বন্ধুকে মোবাইল ফোনে ডেকে নিয়ে কুড়াল দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করেছেন এক যুবক। গতকাল সন্ধ্যায় তিতাস উপজেলার গাজীপুর বাস্তুহারা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত রুবেল মিয়া (২৭) ওই এলাকার মৃত আলী মিয়ার ছেলে। ঘটনার পর স্থানীয় লোকজন অভিযুক্ত মোহাম্মদ আলী ও তাঁর বাবা জয়নাল আবেদীনকে আটক করে পুলিশে দিয়েছে।

আগৈলঝাড়া (বরিশাল) : উজিরপুর উপজেলার মশাং গ্রামে গতকাল শুক্রবার এক গৃহবধূর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। মৃত নিশি বেগম (২০) ওই গ্রামের মো. রাব্বির স্ত্রী এবং এক সন্তানের জননী। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ভাড়া বাসার টিনশেড ঘরের আড়ার সঙ্গে গলায় ওড়না প্যাঁচানো ঝুলন্ত মরদেহ দেখতে পেয়ে পুলিশে খবর দেয় স্থানীয় লোকজন। নিশি বেগমের স্বামী মো. রাব্বি বলেন, 'আমি দুই স্ত্রী নিয়ে সুখে-শান্তিতে ছিলাম। হঠাৎ করে কী হয়ে গেল কিছুই বলতে পারি না।' এ ঘটনায় থানায় অপমৃত্যুর মামলা হয়েছে। উজিরপুর মডেল থানার ওসি মো. আব্দুস সালাম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

মুন্সীগঞ্জ : লৌহজংয়ে কার্টন থেকে হাত-পা বিচ্ছিন্ন একটি মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল বিকেলে পদ্মা সেতু উত্তর থানাধীন মেদিনীমণ্ডল গ্রামের মাওয়া বাজারগামী সার্ভিস লেনের পাশ থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। থানার ওসি জাকির হোসেন বলেন, 'মরদেহের মাথা ও শরীরের কিছু অংশ পেয়েছি। মনে হচ্ছে, এটি পুরুষের মরদেহ। এর কিছু অংশ কেরানীগঞ্জে পাওয়া গেছে বলে জানতে পেরেছি।'

সময়ের আলো শনিবার: ৫ এপ্রিল ২০২৫।

পরীমণির বিরুদ্ধে মারধরের অভিযোগ গৃহকর্মীর

■ অস্বীকার নায়িকার দেখছেন রহস্য

● নিজস্ব প্রতিবেদক

বিতর্ক যেন পিছু ছাড়ে না ঢাকাই সিনেমার নায়িকা পরীমণির জীবনে। কাজের চেয়ে ব্যক্তিজীবন নিয়ে বেশি আলোচনায় থাকেন তিনি। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমগুলো কিছু দিন পরপর তার বিভিন্ন ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে সরব হয়ে ওঠে। এবার গৃহকর্মীকে মারধরের অভিযোগ উঠেছে তার বিরুদ্ধে। এ ঘটনায় ভুক্তভোগী সেই গৃহকর্মী পরীমণির বিরুদ্ধে থানায় সাধারণ ডায়েরিও (জিডি) করেছেন। পুলিশ জানিয়েছে, বাচ্চা পড়ে যাওয়ায় পরীমণি মারধর করেছে বলে অভিযোগ করেছেন গৃহকর্মী পিংকি আক্তার। যদিও এ অভিযোগ অস্বীকার করে পরীমণি গণমাধ্যমকে জানিয়েছেন, অসহায়ত্বের কথা বলে অন্য কারও গুপ্তচর হিসেবে তার বাসায় কাজ

পরীমণির বিরুদ্ধে মারধরের অভিযোগ

শেষ পৃষ্ঠার পর

নিয়ে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে ব্ল্যাকমেইল করছেন ওই গৃহকর্মী। জানা গেছে, বৃহস্পতিবার জিডিটি করেন পিংকি আক্তার।

এ বিষয়ে ভাটারা থানার ওসি মোহাম্মদ মাজহারুল ইসলাম বলেন, চিত্রনায়িকা পরীমণির বাসার এক গৃহকর্মীকে নির্যাতনের অভিযোগ উঠেছে। এ বিষয়ে ওই গৃহকর্মী থানায় একটি অভিযোগ করেছেন। বিষয়টি আমরা তদন্ত করে দেখছি। ভাটারা থানার এসআই আরিফুল ইসলাম বলেন, বাচ্চা পড়ে যাওয়ায় পরীমণি মারধর করেছে বলে অভিযোগ করেছেন পিংকি আক্তার। অভিযোগের বিষয়ে পরীমণি বলেন, অভিযোগকারী তরুণী তার গৃহকর্মী নয়। অসহায়ত্বের কথা বলে কাজের জন্য এসেছিল। কাজ করার সক্ষমতা না থাকায় মাসখানেক পর তাকে বেতন-বোনাসসহ বিদায় জানানো হয়েছে। শুধু তাই নয়, পরীমণি সন্দেহ প্রকাশ করে বলেন, ওই তরুণী একজন গুপ্তচর হয়ে থাকতে পারেন এবং তাকে ব্ল্যাকমেইল করা হচ্ছে। পরীমণি বলেন, মেয়েটা চাকরির জন্য এসেছিল। খুব কান্নাকাটি করল। বলল বের করে দিয়েন না, যেকোনো কাজ করে দেব, আমার কেউ নেই, বাচ্চা নিয়ে না খেয়ে আছি। অন্তত একটা মাস থাকি। আমার দয়া হলো। কিন্তু সে ছিল প্রতিবন্ধী। তবু আমি তাকে বললাম, কাজ করতে হবে না, আমার বাচ্চাদের সঙ্গে খেলবে।

পরীমণি আরও বলেন, ওর কর্মকাণ্ডে আমার সন্দেহ হলো। দুদিন পরপর এ সমস্যা, সে সমস্যা, শুধু টাকা চায়। ভেবেছিলাম, এসেছে যখন এক মাস থাকুক। পরে যার মাধ্যমে এসেছে, তাদের জানালাম। ওকে যখনই বিদায় হতে বললাম, কান্নাকাটি শুরু করল। পরে ১ মাসের বেতন ২০ হাজার টাকা, ঈদের বোনাস, সালামি, নতুন কাপড় দিয়ে বিদায় হতে বললাম। ভারী কিছু তুলতে পারে না, আমার ছেলেকে কোলে নিতে পারে না। এক মাসও হয়নি, ব্ল্যাকমেইল শুরু করেছে।

নির্যাতনের অভিযোগ প্রসঙ্গে পরীমণি বলেন, আমার সংসার চলে গৃহকর্মীদের ওপরে। তাদের সঙ্গেই আমার সবকিছু। আমি তাদের 'আপনি', 'অ্যান্টি' ছাড়া কথা বলি না। এত বছর ঢাকা শহরে থাকি, আমার গৃহকর্মী, গাড়িচালক কাউকে বদলাতে হয়নি। কারও পক্ষ থেকে কোনো অভিযোগ ওঠেনি। চার-পাঁচ দিনের জন্য একজন এসে অভিযোগ করা তো সন্দেহজনক। সে অসহায়ত্ব দেখাল বটে, কিন্তু সে খুব স্মার্ট। নিশ্চয়ই ওর পেছনে কেউ আছে। কারা ওকে আমার বাসায় পাঠিয়েছে সেটা খুঁজে বের করতে হবে। কার কার সঙ্গে ফোনে কথা বলত, কাকে কাকে ছবি পাঠাত এসব তদন্ত করলেই সব বেরিয়ে যাবে।

প্রসঙ্গত, এর আগেও নানা বিতর্কিত কর্মকাণ্ডের জন্য পরীমণির বিরুদ্ধে একাধিক মামলা আদালতে চলমান রয়েছে। ২০২১ সালের ৬ জুলাই ঢাকার সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট রাজীব হাসানের আদালতে ব্যবসায়ী নাসির উদ্দিন মাহমুদ বাদী হয়ে পরীমণিসহ তিনজনের বিরুদ্ধে একটি মামলা করেন। মামলায় নাসির উদ্দিন উল্লেখ করেন, পরীমণি ও তার সহযোগীরা অ্যালকোহল সেবনে অভ্যস্ত। তারা সুযোগ বুঝে বিভিন্ন নামিদামি ক্লাবে ঢুকে অ্যালকোহল পান করেন এবং পার্সেল নিয়ে মূল্য পরিশোধ করেন না। পরীমণি তার পরিচিত পুলিশ কর্মকর্তাদের দিয়ে মিথ্যা মামলা করিয়ে হয়রানির ভয় দেখান।

বাদী মামলায় আরও উল্লেখ করেন, পরীমণি ও তার সহযোগীরা তাকে (নাসির উদ্দিনকে) মারধর ও হত্যার হুমকি দিয়েছেন ও বোট ক্লাবে ভাঙচুর করেছেন। এ ঘটনা ধামাচাপা দেওয়ার জন্য পরীমণি সাভার থানায় বাদী নাসির উদ্দিনসহ দুজনের বিরুদ্ধে ধর্ষণচেষ্টা ও হত্যাচেষ্টার অভিযোগ তুলে মামলা করেন। এ ছাড়া ২০২১ সালের ৪ আগস্ট বিকালে রাজধানীর বনানীর ১২ নম্বর সড়কে পরীমণির বাসায় অভিযান চালায় র‍্যাব। এ সময় ওই বাসা থেকে বিপুল পরিমাণ মাদকদ্রব্য জব্দ করা হয়। মাদকের মামলায় পরীমণির সে বছরের ৫ আগস্ট চার দিন ও ১০ আগস্ট দুদিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন আদালত।

জানা গেছে, নানা সময়ে নানা কর্মকাণ্ডে আলোচনায় থাকা পরীমণি চলতি বছরের ৩১ জানুয়ারি 'গোলাপ' নামের একটি সিনেমায় চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন। সেখানে রূপা চরিত্রে দেখা যাবে তাকে। এ ছাড়া শেষ করেছেন 'ডোডোর গল্প' সিনেমার শুটিং, যেটি মুক্তির অপেক্ষায় আছে।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
শনিবার ॥ ৫ এপ্রিল ২০২৫

কৃষকের মৃত্যু নিয়ে রহস্য

কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি

মিঠামইনে জজ মিয়া (৬৫) নামে কৃষকের মৃত্যু ঘিরে রহস্যের সৃষ্টি হয়েছে। এ ঘটনায় অপমৃত্যু মামলা হয়েছে মিঠামইন থানায়। জজ মিয়া মিঠামইন উপজেলার হেমন্তগঞ্জ এলাকার বাসিন্দা। হেমন্তগঞ্জ বাজার মসজিদের সামনে গত রবিবার মারা যান তিনি। জজ মিয়ার ছেলে আলী আজগর বলেন, এলাকায় দুই পক্ষের সংঘর্ষ থামাতে যান তার বাবা। তখন বুকে আঘাত লেগে মারা যান তিনি। প্রত্যক্ষদর্শী আইনুল হক জানান, ঘটনার দিন আসরের নামাজের পর জজ মিয়া পা পিছলে পড়ে গেলে দুজন লোক ধরাধরি করে তাকে মসজিদে আনেন। পরে তার মাথায় পানি ঢালা হয়। এখানে কোনো ঝগড়া বা মারামারি হয়নি।

যুগান্তর রোববার ৬ এপ্রিল ২০২৫
২৩ চৈত্র ১৪৩১

চট্টগ্রামে পোশাককর্মীকে ছুরিকাঘাতে হত্যা

চট্টগ্রাম ব্যুরো

চট্টগ্রাম নগরীতে প্রকাশ্যে এক নারী পোশাককর্মীকে ছুরিকাঘাতে খুন করা হয়েছে। ওই নারীর নাম চাঁদনী আক্তার (২৫)। শনিবার বিকালে নগরীর বন্দর থানার বাকের আলী টেকের মোড় এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। চাঁদনী ইপিজেডের এভারটোব বাংলাদেশ লিমিটেড পোশাক কারখানায় কাজ করতেন। বাসায় ফেরার পথে রাস্তার ওপর তাকে ছুরিকাঘাত করা হয়। স্থানীয়রা জানায়, ঘাতক ব্যক্তি ওই নারীর স্বামী। তবে এ বিষয়ে নিশ্চিত করেনি পুলিশ। চাঁদনী খুলনা জেলার দাকোপ উপজেলার খাজুরিয়া গ্রামের বাসিন্দা চাঁনমিয়ার মেয়ে। তিনি নগরীর বন্দর থানার উত্তাপাড়া মাজার এলাকায় ভাড়া বাসায় থাকতেন।

প্রথম আলো • শনিবার, ৫ এপ্রিল ২০২৫,

নারী বিক্রয়কর্মীকে দলবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগ, মামলা

প্রতিনিধি, *বাগেরহাট ও দাউদকান্দি, কুমিল্লা*

বাগেরহাটে একটি মুঠোফোন অপারেটরের সিম বিক্রয়কর্মী এক নারীকে ধর্ষণের অভিযোগে তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল শুক্রবার বিকেলে ওই নারী বাদী হয়ে বাগেরহাট সদর মডেল থানায় তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন। এর আগে বৃহস্পতিবার রাতে সদর উপজেলার সিঅ্যান্ডবি বাজার এলাকা থেকে তাঁদের আটক করা হয়। পরে তাঁদের মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়েছে পুলিশ।

গ্রেপ্তার তিনজন হলেন বাগেরহাট সদর উপজেলার রাখালগাছি ইউনিয়নের করোরী গ্রামের সজীব দাশ (১৯), লিখন দাস (২০) ও শেখ নজরুল ইসলাম (৪০)। ২১ বছর বয়সী ওই নারীর বাড়ি বাগেরহাট পৌর শহরের একটি এলাকায়।

মামলার এজাহার ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, ভুক্তভোগী ওই নারী একটি মুঠোফোন অপারেটরের সিম বিক্রি করেন। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় এক ব্যক্তি সিম কেনার কথা বলে ওই নারীকে সিঅ্যান্ডবি বাজারে আসতে বলেন। সন্ধ্যা সাতটার দিকে তিনি সিঅ্যান্ডবি বাজারে আসেন। তবে বাজারে সিম কেনার জন্য কেউ না আসায় রাত আটটার দিকে তিনি বাড়ির উদ্দেশে রওনা হন। এ সময় সিঅ্যান্ডবি বাজার পার হয়ে খুলনা-বাগেরহাট মহাসড়কের পাকা ব্রিজের পূর্ব পাশে পৌঁছালে এক ছেলে তাঁর মুখ চেপে সেতুর নিচে নিয়ে যান। ভয়ভীতি দেখিয়ে তিনজন মিলে ধর্ষণ করেন এবং ভিডিও ধারণ করেন। পরে অভিযোগ পেয়ে ওই নারীর তথ্যমতে অভিযুক্ত তিনজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

বাগেরহাটের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) মো. শামীম হোসেন বলেন, ওই নারীর শনাক্ত করা তিন অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। ভুক্তভোগী নারী পুলিশ হেফাজতে রয়েছেন। এর সঙ্গে অন্য আরও কেউ জড়িত আছেন কি না, তা-ও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
শনিবার ॥ ৫ এপ্রিল ২০২৫

কৃষকের হাত কেটে নিল সন্ত্রাসীরা

মাদারীপুরের কালকিনিতে ইউনুস সরদার (৫০) নামে একজন কৃষকের হাত কেটে নিয়ে গেছে সন্ত্রাসীরা। ঘটনাটি ঘটেছে গতকাল ভোরে। ইউনুস উপজেলার ডিমচর গ্রামের মফিজ সরদারের ছেলে। তাকে উদ্ধার করে প্রথমে গৌরনদী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়। পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য বরিশাল শেরেবাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠান চিকিৎসক। স্থানীয়রা সূত্র জানায়, গতকাল ভোরে সন্ত্রাসীরা অতর্কিত ইউনুস সরদারের ঘরে ঢুকে লুটপাট চালায়। ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে ইউনুসকে গুরুতর জখম করে। একপর্যায়ে তার হাত বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। এ সময় বাধা দিতে এলে ইউনুসের স্ত্রীকেও পিটিয়ে জখম করা হয়। কালকিনি থানার ওসি সোহেল রানা বলেন, কারা কেন হামলা চালিয়েছে এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি। তদন্তের পর বলা যাবে। -মাদারীপুর প্রতিনিধি

প্রথম আলো • সোমবার, ৭ এপ্রিল ২০২৫

ঢাকার নবাবগঞ্জ

নিখোঁজ অটোরিকশার চালকের লাশ মিলল সিরাজদিখানে

প্রতিনিধি, *নবাবগঞ্জ, ঢাকা*

ঢাকার নবাবগঞ্জ উপজেলা থেকে নিখোঁজ অটোরিকশাচালক শেখ শাহ আলমের (৬০) লাশ চার দিন পর মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখান থেকে উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল রোববার দুপুরে সিরাজদিখান উপজেলার চিত্রকোট ইউনিয়নের খারশুল এলাকার একটি সড়কের পাশ থেকে তাঁর লাশ উদ্ধার করা হয়।

শাহ আলম ঢাকার নবাবগঞ্জ উপজেলার বড় বাহ্রা গ্রামের বাসিন্দা। ২ এপ্রিল সকালে অটোরিকশা নিয়ে বের হওয়ার পর থেকে তিনি নিখোঁজ ছিলেন। এ ঘটনায় শাহ আলমের নাতি আরাফাত হোসেন গত বুধবার রাতে থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি করেন। স্বজনদের দাবি, জমিজমাসংক্রান্ত বিরোধের জেরে তাঁকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, গতকাল বেলা ১১টায় সিরাজদিখান উপজেলার চিত্রকোট ইউনিয়নের খারশুর-নবাবগঞ্জ সড়কের পাশে ওই ব্যক্তির লাশ পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয় লোকজন। খবর পেয়ে শেখরনগর পুলিশ তদন্তকেন্দ্রের সদস্যরা ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশটি উদ্ধার করে সুরতহাল প্রতিবেদন করেন। খবর পেয়ে স্বজনেরা নবাবগঞ্জ থানা-পুলিশের সহায়তায় সেখানে গিয়ে লাশটি শনাক্ত করেন।

শেখরনগর তদন্তকেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশ পরিদর্শক তাইজুল ইসলাম বলেন, পুলিশ লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মুন্সিগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, দুর্বৃত্তরা অটোরিকশাটি ছিনিয়ে নিয়ে চালককে হত্যা করে লাশ গুমের উদ্দেশ্যে নির্জন স্থানে ফেলে যায়।

দুপুরে নিহত অটোরিকশাচালকের বাড়িতে গিয়ে দেখা যায়, পরিবারে মাতম চলছে। নিহতের স্ত্রী জাহানারা বেগম কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলেন, বাড়ির পাশের রাস্তার জমি নিয়ে দুই প্রতিবেশীর সঙ্গে ঝামেলা চলছিল। তারাই স্বামী শাহ আলমকে খুন করেছে বলে তিনি অভিযোগ করেন।

এ বিষয়ে প্রতিবেশী আনেস ও কালুর বাড়িতে গেলে দরজায় তালা ঝুলতে দেখা যায়। বাড়িতেও কাউকে পাওয়া যায়নি। এ জন্য অভিযোগের বিষয়ে তাঁদের বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

যুগান্তর সংবাদ
সোমবার: ৭ এপ্রিল ২০২৫
২৪ চৈত্র ১৪৩১

চালককে কুপিয়ে অটোরিকশা ছিনতাই

যুগান্তর প্রতিবেদন

রাজধানীর ধানমন্ডি এলাকায় চাপাতি দিয়ে চালককে কুপিয়ে অটোরিকশা, টাকা ও মোবাইল ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছে। রোববার ভোরের দিকে এ ঘটনা ঘটে। আহত অটোরিকশাচালকের নাম ইসমাইল হোসেন (৪৫)। সকাল ৬টার দিকে তাকে ধানমন্ডি থানা পুলিশ উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে যায়। ধানমন্ডি থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) মো. শাহীন জানান, ভোরের দিকে পান্থপথ থেকে যাত্রীবেশে থাকা দুজন ছিনতাইকারী মোহাম্মদপুর যাওয়ার কথা বলে অটোচালকের রিকশায় ওঠে। কিছুদূর যাওয়ার পর পেছন থেকে একটি পিকআপ এসে রিকশাচালকের গতিরোধ করে। পরে ধানমন্ডি ৬নং রোড কোন দিকে এ কথা বলে ৬-৭ জন ছিনতাইকারী ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে তাকে গুরুতর জখম করে।

এ সময় অটোচালকের সঙ্গে থাকা ১৭০০ টাকা, মোবাইল ও অটোরিকশাটি ছিনিয়ে নিয়ে তাকে পিকআপে উঠিয়ে ধানমন্ডি ২৭ নম্বরের সাম্পান রেস্টুরেন্টের সামনে ফেলে রেখে পালিয়ে যায়। পরে আমাদের টহল টিম তাকে উদ্ধার করে দ্রুত ঢাকা মেডিকেলে দিয়ে আসে।

তিনি জানান, আমরা আশপাশের সিসিটিভি ফুটেজ দেখে অপরাধীদের শনাক্তের চেষ্টা করছি। এ বিষয়ে আইনি প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। আহত ইসমাইল ভোলা সদরের আলিনগর গ্রামের মৃত নজির আহমেদের ছেলে। বর্তমানে তিনি কামরাঙ্গীরচরে ভাড়া থাকেন।

ঢাকা : শনিবার ২২ চৈত্র ১৪৩১
Dhaka : Saturday 5 April 2025

চালককে হত্যা করে ভ্যান নিয়ে পালানোর সময় আটক ১

প্রতিনিধি, শিবচর (মাদারীপুর)

মাদারীপুরের শিবচরে এক ভ্যানচালক বৃদ্ধকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে গলা কেটে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। এ সময় বৃদ্ধের ভ্যানটি নিয়ে পালানোর সময় এক দুর্বৃত্তকে স্থানীয়রা আটক করেছেন। জানা গেছে, গত বুধবার রাত সাড়ে ৯টায় উপজেলার কাঁঠালবাড়ি ইউনিয়নের তালতলা নামক স্থানে রাস্তার পাশে ভ্যানচালক সায়েম মোল্লার গলাকাটা মরদেহ পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয়রা পুলিশকে খবর দেন। এ সময় স্থানীয়রা দলবেঁধে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে সায়েম মোল্লার ভ্যানটি উদ্ধারে নামেন। পরে ঘটনাস্থল থেকে ২ কিলোমিটার দূরে সায়েম মোল্লার ভ্যানটি চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার সময় সৈকত ঢালীকে আটক করে গনধোলাই দেন তারা। পরবর্তীতে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে নিহতের মরদেহ উদ্ধার করে এবং আটককৃত সৈকতকে নিজেদের হেফাজতে নেয়। নিহত সায়েম মোল্লা উপজেলার চরজানাজাত এলাকার বাসিন্দা এবং আটককৃত সৈকত ঢালী একই উপজেলার পাঁচ্চর ইউনিয়নের কেরানীরবাট এলাকার আদম আলী ঢালীর ছেলে।

শিবচর থানার ওসি মো. রতন শেখ বলেন, নিহতের মরদেহ উদ্ধার এবং এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত একজনকে আটক করা হয়েছে। ছিনতাইকৃত ভ্যান এবং একটি ছুরিও উদ্ধার করা হয়েছে।

যুগান্তর
সোমবার ৭ এপ্রিল ২০২৫

লাশ মিলল ৫ দিন পর

চালককে খুন করে অটোরিকশা ছিনতাই

যুগান্তর প্রতিবেদন, *নবাবগঞ্জ (ঢাকা)*

চালককে খুন করে অটোরিকশা ছিনতাই করেছে দুর্বৃত্তরা। এ ঘটনার পাঁচ দিন পর মিলেছে অটোরিকশাচালক শাহ আলমের লাশ। তার বাবার নাম হাফিজ উদ্দিন। বাড়ি ঢাকা জেলার নবাবগঞ্জ উপজেলার বাহ্রা পশ্চিমপাড় এলাকায়। মুন্সীগঞ্জের সিরাজদিখান থানা পুলিশ রোববার সকালে একই উপজেলার চিত্রকোট ইউনিয়নের খারশুল এলাকায় রাস্তার পাশ থেকে লাশটি উদ্ধার করে।

পুলিশ সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করে লাশ প্রথমে থানায় নিয়ে যায়। এরপর ময়নাতদন্তের জন্য মুন্সীগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠায়। ২ এপ্রিল অটোরিকশা নিয়ে বাড়ি থেকে বের হয়ে নিখোঁজ হন শাহ আলম। দুষ্কৃতকারীরা অটোরিকশাটি ছিনিয়ে নিয়ে তাকে হত্যা করে লাশ গুমের উদ্দেশ্যে খারশুল এলাকায় ফেলে গেছে।

এদিকে শাহ আলমের বড় মেয়ে লাকি আক্তার বলেন, বাড়ি থেকে বের হওয়ার জন্য রাস্তা নিয়ে প্রতিবেশী আনসেস ও কালুর সঙ্গে কিছু দিন আগে তার বাবার ঝগড়া হয়েছিল। তাদের সন্দেহ, প্রতিবেশীরাই শাহ আলমকে খুন করেছে।

যুগান্তর
সোমবার ৭ এপ্রিল ২০২৫
২৪ চৈত্র ১৪৩১

কালিয়াকৈরে পোশাক শ্রমিককে দলবদ্ধ ধর্ষণ

শিশুকে ধর্ষণচেষ্টা, আটক ১

কালিয়াকৈর (গাজীপুর) প্রতিনিধি

গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলার বোর্ডঘরে শুক্রবার এক পোশাক শ্রমিককে দলবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগ পাওয়া গেছে। ওই নারী কালিয়াকৈর থানায় মামলা করেছেন। একই উপজেলার জামালপুর চৌরাস্তায় রোববার পাঁচ বছরের শিশুকে ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগে সিয়াম নামের এক কারখানা শ্রমিককে আটক করেছে পুলিশ।

মামলার এজাহার সূত্রে জানা যায়, শুক্রবার রাত সাড়ে ১০টায় একটি পোশাক কারখানার ম্যানেজার মোবাইল ফোনে বকেয়া বেতন দেওয়ার কথা বলে ওই নারীকে বোর্ডঘর স্ট্যান্ডে ডেকে নেয়। সেখানে আরও দুজন মিলে তাকে জোর করে একটি মাইক্রোবাসে তুলে ধর্ষণ করে। এর আগে কর্মস্থলে কুপ্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় ১৭ মার্চ তাকে চাকরিচ্যুত করা হয় বলে দাবি করেন ওই নারী। এ বিষয়ে ২২ মার্চ মির্জাপুর থানায় লিখিত অভিযোগও দিয়েছিলেন তিনি। তবে সেই অভিযোগের তদন্তকারী কর্মকর্তা এসআই শাহাদাৎ হোসেন জানান, তদন্তে কুপ্রস্তাব সংক্রান্ত কোনো তথ্য-প্রমাণ পাওয়া যায়নি। কালিয়াকৈর থানার এসআই মো. শাহিন মিয়া জানান, ওই নারীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা হয়েছে। আসামিদের গ্রেফতার করা হবে।

এদিকে শিশুর পরিবার ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, দুপুরে সিয়াম শিশুটিকে ফ্যানের বাতাস খাওয়ানোর কথা বলে কারখানার অফিস কক্ষের পাশে নিয়ে ধর্ষণের চেষ্টা করে। এ সময় তার মা টের পেয়ে এগিয়ে গেলে সিয়াম পালিয়ে যায়। সন্ধ্যায় স্থানীয়রা তাকে আটক করে গণপিটুনি দিয়ে পুলিশের কাছে দিয়েছে। মৌচাক পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ আব্দুস সেলিম বলেন, অভিযুক্ত সিয়ামকে আটক করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

যুগান্তর
সোমবার ৭ এপ্রিল ২০২৫
E-mail : sportsjugantor

টঙ্গীতে খোলা মাঠে ছুরিকাঘাতে পোশাক শ্রমিক খুন

টঙ্গী শিল্পাঞ্চল (গাজীপুর) প্রতিনিধি

টঙ্গীতে খোলা মাঠে এক পোশাক শ্রমিককে ছুরিকাঘাতে হত্যা করা হয়েছে। তার নাম আলিমুল। সে নীলফামারী জেলার কিশোরগঞ্জ থানার কলিমুদ্দিনের ছেলে। মুদাফা এলাকায় ভাড়া বাসায় থেকে স্থানীয় একটি গার্মেন্টসে কাজ করত। রোববার সন্ধ্যার পর টঙ্গী পশ্চিম থানাধীন ৫২নং ওয়ার্ডের বড় দেওড়া মুদাফা এলাকার উত্তরা প্রবর্তন সিটির মাঠে এ ঘটনা ঘটে।

পুলিশ জানায়, রাত ৮টায় প্রবর্তন সিটির মাঠে হঠাৎ চিৎকার চেঁচামেচির শব্দ শুনে মানুষ দৌড়ে যায়। সেখানে পড়ে থাকা গুরুতর আহত আলিমুলকে স্থানীয় লোকজন উত্তরায় ইস্ট ওয়েস্ট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখান থেকে টঙ্গী সরকারি হাসপাতালে পাঠানো হলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। তার বুকের বাম পাশে ধারালো অস্ত্রের আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। চাচা রেজওয়ান জানান, আমার ভাতিজা মুদাফা এলাকার একটি গার্মেন্টসে চাকরি করে। সোমবার তার অফিস খোলা। একদিন আগেই সে বাড়ি থেকে টঙ্গীতে আসে। এরপর হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়। টঙ্গী পশ্চিম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ইসকান্দার হাবিবুর রহমান বলেন, এ ঘটনায় আইনি ব্যবস্থা চলমান রয়েছে।

দৈনিক ইত্তেফাক
মঙ্গলবার
২৫ চৈত্র ১৪৩১, ৮ এপ্রিল ২০২৫

বগুড়ায় দুই সাংবাদিকের ওপর হামলার ঘটনায় গ্রেফতার ৬

■ স্টাফ রিপোর্টার, বগুড়া

বগুড়ায় জলেশ্বরীতলা এলাকার জেলখানা মোড়ে দুই সাংবাদিকসহ তিন জনের ওপর সংঘবদ্ধ হামলার ঘটনায় মূল অভিযুক্ত রাকিবসহ ছয় জনকে গ্রেফতার করেছে জেলা গোয়েন্দা শাখা (ডিবি) পুলিশ। শনিবার রাত ১২টার দিকে বগুড়া শহরের বনানী এলাকা থেকে তাদের গ্রেফতার করা হয়। এ সময় দুটি বার্মিজ চাকু, দুটি মোটরসাইকেল এবং তিনটি মোবাইল জব্দ করা হয়েছে। গ্রেফতাররা হলেন, রাকিবুল ইসলাম রাকিব, হাবিবুর রহমান রকি, তারিকুল ইসলাম, জিসান খান, জিহাদ এবং টুটুল।

জেলা গোয়েন্দা শাখার (ডিবি) ইনস্পেক্টর রাকিব হোসেন জানান, ঘটনার পরপরই সিসিটিভি ফুটেজ বিশ্লেষণসহ গোয়েন্দা তৎপরতার মাধ্যমে হামলাকারীদের শনাক্ত করে একাধিক অভিযানে তাদের গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতার রাকিবুল ইসলাম রাকিবের বিরুদ্ধে এর আগে হত্যা ও মাদক আইনে দুটি মামলা এবং হাবিবুর রহমান রকির বিরুদ্ধে অস্ত্র, ডাকাতির প্রস্তুতি, হত্যা চেষ্টা ও মাদকসহ ছয়টি মামলা আদালতে বিচারাধীন রয়েছে। গ্রেফতারদের আদালতে পাঠানো হয়েছে। আসামিদের বিরুদ্ধে বগুড়া জেলার শাজাহানপুর থানায় অস্ত্র আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং মারপিটের ঘটনায় বগুড়া সদর থানায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন আছে। জড়িত অন্যান্য পলাতক আসামিকে গ্রেফতারে অভিযান চলছে।

কালের কণ্ঠ
রবিবার। ৬ এপ্রিল ২০২৫।

চট্টগ্রাম

কর্মস্থল থেকে বাসায় ফেরার পথে নারী পোশাককর্মী খুন

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম ▷

চট্টগ্রামে কর্মস্থল থেকে বাসায় যাওয়ার পথে এক নারী পোশাককর্মীকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করা হয়েছে। গতকাল শনিবার বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে নগরের বন্দর থানাধীন বাকের আলী টেকের মোড় এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত নারীর নাম চাঁদনি খাতুন (৩০)। তিনি খুলনার দাকোপ উপজেলার খাজুরিয়া গ্রামের বাসিন্দা। তিনি চট্টগ্রাম নগরের ইপিজেড এলাকার এভারটোব বাংলাদেশ লিমিটেড পোশাক কারখানায় কর্মরত ছিলেন। বন্দর থানার উত্তাপাড়া মাজার এলাকায় ভাড়া বাসায় থাকতেন তিনি।

জানতে চাইলে নগরের বন্দর থানার ওসি কাজী মুহাম্মদ সুলতান আহসান রাত সাড়ে ৮টায় কালের কণ্ঠকে বলেন, 'এই হত্যার ঘটনায় আমরা সন্দেহভাজন একজনকে খুঁজছি। কর্মস্থল থেকে যাওয়ার সময় ওই নারীকে ছুরিকাঘাত করা হয়েছে। এরপর তাঁকে চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। মরদেহ এখন চমেক হাসপাতাল মর্গে রয়েছে।' চাঁদনি খাতুনের স্বামীর জড়িত থাকার অভিযোগের বিষয়ে ওসি বলেন, 'ঘটনাটি আমরা তদন্ত করছি।'

গুরুতর আহত অবস্থায় ওই নারীকে চমেক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া জনি নামের এক ব্যক্তি সাংবাদিকদের বলেন, 'আমরা যখন ওই নারীকে রাস্তায় পাই তখন তাঁর খুব ব্লিডিং (রক্তক্ষরণ) হচ্ছিল। পরে কয়েকজন তাঁকে ধরাধরি করে হাসপাতালে নিয়ে যাই। গাড়িতে যখন ছিলেন তখন তাঁর সেন্স সামান্য থাকলেও কথা বলতে পারেননি।

সংবাদ
ঢাকা : মঙ্গলবার ২৫ চৈত্র ১৪৩১
Dhaka : Tuesday 8 April 2025

মুন্সীগঞ্জে নিখোঁজ অটোচালকের মরদেহ উদ্ধার

প্রতিনিধি, মুন্সীগঞ্জ

ঢাকার নবাবগঞ্জ থেকে নিখোঁজের ৩ দিন পর মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখানে রাস্তার পাশ থেকে অটোরিকশা চালকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। তার নাম শাহ আলম (৬৫)। গত রোববার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে উপজেলার চিত্রকোট ইউনিয়নের খারশুল গ্রামের রাস্তার পাশে পড়ে থাকা অবস্থায় মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। পুলিশের ধারণা, চালককে হত্যা করে অটোরিকশাটি ছিনতাই করে নিয়ে গেছে দুবৃত্তরা। নিহত অটোরিকশা চালক শাহ আলম ঢাকার নবাবগঞ্জ উপজেলার খড়া গ্রামের প্রয়াত হাফিজ উদ্দিনের ছেলে।

স্বজনরা জানান, প্রতিদিনের মত গত ২ এপ্রিল নিজ বাড়ি থেকে ব্যাটারি চালিত অটোরিকশা নিয়ে বের হন চালক শাহ আলম।

যুগান্তর
বুধবার ৯ এপ্রিল ২০২৫
২৬ চৈত্র ১৪৩১

কেরানীগঞ্জে জুয়া খেলার দ্বন্দ্বে নৌকার মাঝিকে পিটিয়ে হত্যা

কেরানীগঞ্জ (ঢাকা) প্রতিনিধি

বুড়িগঙ্গা নদীতে নৌকার মাঝিরা জুয়া খেলার সময় ১০০ টাকা নিয়ে দ্বন্দ্বে মান্নান (৫৭) নামে এক মাঝিকে পিটিয়ে নদীতে ফেলে দেওয়ার পর তার লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। মঙ্গলবার সকাল ৮টার দিকে দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ থানার আগানগর কাঠুরিয়া নৌকা ঘাটের পার্শ্ববর্তী বুড়িগঙ্গা নদী থেকে ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা লাশ উদ্ধার করে বরিশুর নৌ পুলিশকে হস্তান্তর করে। নিহত মান্নান বরিশালের উজিরপুর থানার পূর্ব কেশবকাঠি গ্রামের হাসেম মোল্লার ছেলে। সে বুড়িগঙ্গায় খেয়া নৌকা চালাত। বরিশুর নৌ পুলিশ ফাঁড়ির এসআই মুক্তার হোসেন জানান, কাঠুরিয়া ঘাট এলাকায় খেয়া নৌকায় বসে মান্নান, শামীমসহ ছয়-সাতজন নৌকার মাঝি তাস খেলছিল। এ সময় টাকা-পয়সা নিয়ে তাদের সঙ্গে ঝগড়া হলে শামীম নৌকার বৈঠা দিয়ে মান্নানের মাথায় আঘাত করে নদীতে ফেলে দেয়। পরবর্তীতে তার আর কোনো খবর পাওয়া যায়নি। মঙ্গলবার সকাল ৬টার দিকে ৯৯৯ এর মাধ্যমে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে খোঁজাখুঁজি করে মান্নানের কোনো সন্ধান না পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরিদের খবর দিলে তারা এসে বুড়িগঙ্গা নদীর তলদেশ থেকে মান্নানের লাশ উদ্ধার করে। লাশের সুরতহাল শেষে ময়নাতদন্তের জন্য মিটফোর্ড হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। ঘটনার পর থেকে শামীমসহ অভিযুক্তরা পলাতক। এ ঘটনায় আইনি ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

দেশ রূপান্তর
রবিবার, ৬ এপ্রিল ২০২৫,

নৈশপ্রহরীদের বেঁধে ডাকাতি

জয়পুরহাট প্রতিনিধি

জয়পুরহাটের আক্কেলপুর উপজেলার মোহনপুর বাজারের চারটি দোকানে দুর্ধর্ষ ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। এ সময় মুখোশ পরিহিত ২০-২৫ জন ডাকাত ৭জন নৈশপ্রহরীকে বেঁধে রেখে মারপিট করে চার দোকান থেকে প্রায় ৪৫ লাখ টাকার মালামাল লুট করে নিয়ে যায়। গত শুক্রবার রাত আনুমানিক ৩টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।

আক্কেলপুর থানার ওসি মাসুদ রানা বলেন, 'এ ঘটনায় তদন্ত চলছে। এছাড়া আসামিদের ধরতে জোর তৎপরতা শুরু করা হয়েছে।'

সমকাল
বুধবার ॥ ৯ এপ্রিল ২০২৫

১১ জেলেকে ধরে নিয়ে গেছে আরাকান আর্মি

■ টেকনাফ (কক্সবাজার) প্রতিনিধি

কক্সবাজারের সেন্টমার্টিনের কাছাকাছি সাগর থেকে মাঝিমাল্লাসহ দুটি মাছ ধরার ট্রলার অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে নিয়ে গেছে মিয়ানমারের সশস্ত্র বিদ্রোহী গোষ্ঠী আরাকান আর্মি (এএ)। এ ছাড়া মঙ্গলবার আরও দুটি মাছ ধরার নৌকা নিখোঁজ থাকার খবর রয়েছে। তবে সেগুলো ধরে নিয়ে গেছে কিনা, নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

এ তথ্য নিশ্চিত করে টেকনাফ কায়ুকখালী বোট মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম বলেন, সেন্টমার্টিনের কাছাকাছি এলাকায় বাংলাদেশ জলসীমায় মাছ শিকারের সময় হঠাৎ করে মিয়ানমারের আরাকান আর্মি এপারে প্রবেশ করে। পরে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে দুটি মাছ ধরার ট্রলারসহ ১১ মাঝিমাল্লাকে ধরে নিয়ে গেছে।

ট্রলার ধরে নিয়ে যাওয়ার বিষয়ে খোঁজখবর নেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছেন টেকনাফ-২ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল আশিকুর রহমান। এদিকে টেকনাফ সীমান্তের লোকজন ওপারে রাখাইনে দীর্ঘ সময় ধরে আগুনের কুণ্ডলী ও ধোঁয়া উড়তে দেখেছেন। ধারণা করা হচ্ছে, সেখানে রোহিঙ্গাদের পরিত্যক্ত বাড়িঘরগুলো পুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। এতে নতুন করে রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশের আশঙ্কা করা হচ্ছে।

মঙ্গলবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত পৌরসভার নাইট্যংপাড়া, শাহপরীর দ্বীপসহ তিনটি জায়গা থেকে আগুনের কুণ্ডলী ও ধোঁয়া উড়তে দেখা গেছে। সীমান্তের শাহপরীর দ্বীপের বাসিন্দা সালাউদ্দিন বলেন, 'সকালে নাফ নদের ওপারে রাখাইনে আগুনের ধোঁয়া দেখা গেছে। এ সময় স্থানীয় লোকজন ভিড় করে জেটিঘাটে। রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসন নিয়ে আলোচনা শুরু হওয়ায় এ ধরনের ঘটনা ঘটাচ্ছে।

শনিবার ১৯ এপ্রিল ২০২৫
৬ বৈশাখ ১৪৩২
যুগান্তর

দুই কর্মকর্তাকে দায়ী করে কালিয়াকৈরে ফেসবুকে পোস্ট দিয়ে শ্রমিকের আত্মহত্যা

কালিয়াকৈর (গাজীপুর) প্রতিনিধি

কালিয়াকৈর উপজেলার মৌচাক এলাকায় একটি কারখানার অনিয়ম ও স্বেচ্ছাচারিতার বিভিন্ন বিষয়ে ফেসবুকে পোস্ট দিয়ে বিষাক্ত কেমিক্যাল খেয়ে কারখানার এক শ্রমিক আত্মহত্যা করেছেন। পুলিশ নিহতের লাশ উদ্ধার করেছে। ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলার মৌচাক এলাকায় একটি পোশাক তৈরি কারখানায়। ওই ঘটনার পর কারখানা ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে।

নিহত হলেন নীলফামারী জেলার সদর থানার নিত্যনন্দি এলাকার আব্দুল আওয়ালের ছেলে মো. ইদ্রিস আলী (১৯)। তিনি উপজেলার নিশ্চিন্তপুর এলাকায় রমিজের বাড়িতে সপরিবারে বাসা ভাড়া থেকে কারখানার কার্টন সেকশনে কাজ করতেন।

মৃত্যুর আগে ওই শ্রমিক কারখানা কর্তৃপক্ষের স্বেচ্ছাচারিতা ও অনিয়ম নিয়ে ফেসবুকে একটি স্ট্যাটাস দেন। এলোমেলো ও অগোছাল ভাষায় সেখানে তিনি লিখেন, 'মন্ডল গ্রুপের মন্টিন্স লিমিটেড এখানে এক বছর যাবত চাকরি করি। কিন্তু লোক আসার পর তিন মাস এবং ছয় মাস হচ্ছে তাদেরকে পার্মানেন্ট করে। আমাকে করে না, কারণ হচ্ছে আমরা মেশিনের লোক। একদিন ছয়টায় গিয়েছিলাম তার জন্য আমাদে বিচার করেছে। আমি কি অপরাধ করছি। তাদের জন্য আমার জীবন আমি শেষ করে দেব। এর জন্য (দায়ী) আমাদের সেকশনের প্ল্যানিং কামরুল স্যার আর ম্যানেজার হারুন স্যার। ওরা মানুষকে মানুষ মনে করে না। তারা মনে করে ওরা সোনার তৈরি, আমরা মাটির তৈরি। আমি আজকে সুইসাইড করব। এই পৃথিবীর মানুষ বড়ই নিষ্ঠুর। আপনারা এর বিচার করবেন এই পৃথিবীর। মোহাম্মদ ইদ্রিস আলী।'

গাজীপুর জেলা শ্রমিক দলের যুগ্ম আহ্বায়ক হোসেন যুবরাজ ঘটনার সত্যতা যাচাই ও শ্রমিক নির্যাতনের সঠিক বিচারের দাবি জানিয়েছেন।

দৈনিক ইত্তেফাক
সোমবার
১ বৈশাখ ১৪৩২, ১৪ এপ্রিল ২০২৫

মদনে ছাগলে ধান খাওয়া নিয়ে সংঘর্ষে কৃষক নিহত

■ মদন (নেত্রকোনা) সংবাদদাতা

মদনে বোরো জমিতে ছাগলের ধান খাওয়া নিয়ে দুই পক্ষের সংঘর্ষে এক কৃষক নিহত হয়েছেন। নিহতের নাম ইমাম হোসেন (৫৫)। এ ঘটনায় নারীসহ উভয় পক্ষের অন্তত ১৮ জন আহত হয়েছেন। গত শনিবার সন্ধ্যায় উপজেলার নায়েকপুর ইউনিয়নের আখাশ্রী গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। মদন থানার ওসি নাঈম মুহাম্মদ নাহিদ হাসান জানান, বোরো জমিতে ছাগলের ধান খাওয়াকে কেন্দ্র করে গ্রামে সংঘর্ষে এক জন মারা গেছে। তার লাশ ময়মনসিংহে মর্গে রয়েছে। এলাকার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। নিহতের পরিবারের পক্ষ থেকে লিখিত অভিযোগ পেলে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

দৈনিক ইত্তেফাক
রবিবার
৭ বৈশাখ ১৪৩২, ২০ এপ্রিল ২০২৫

গজারিয়ায় শ্রমিকের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার

■ মুন্সীগঞ্জ প্রতিনিধি

মুন্সীগঞ্জের গজারিয়ায় হোসেন্দী ইউনিয়নের লক্ষরদী গ্রামে ভাড়া বাসা থেকে এক শ্রমিকের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। তার নাম জুয়েল মিয়া (২৫)। তিনি যশোর জেলার চৌগাছা উপজেলার মাঠচাকলা গ্রামের অহিদুল ইসলামের ছেলে বলে জানা যায়। তিনি হোসেন্দী অর্থনৈতিক অঞ্চলে ইলেকট্রিশিয়ান হিসেবে কাজ করতেন। নিহতের প্রতিবেশী আব্দুল মতিন বলেন, 'নিহত জুয়েল লক্ষরদী গ্রামে আব্দুস সালামের টিনশেড বাড়ির একটি কক্ষ ভাড়া নিয়ে থাকতেন। শনিবার সকালে যথাসময়ে জুয়েল ঘুম থেকে না উঠলে বিষয়টি আমাদের সন্দেহ হয়। দীর্ঘক্ষণ ডাকাডাকির পরও সে দরজা না খুললে বাড়ির মালিককে জানিয়ে দরজা ভেঙে ঘরে প্রবেশ করে আমরা দেখতে পারি, সিলিং ফ্যানের সঙ্গে তার লাশ ঝুলছে। পরে পুলিশ এসে লাশটি উদ্ধার করে।

দৈনিক ইত্তেফাক
শুক্রবার
২৮ চৈত্র ১৪৩১, ১১ এপ্রিল ২০২৫

নোয়াখালীতে চালককে হত্যা করে অটোরিকশা ছিনতাই

■ নোয়াখালী প্রতিনিধি

নোয়াখালী সদর উপজেলায় মো. বাবর হোসেন (২৫) নামের এক কিশোর চালককে দুর্বৃত্তরা হত্যা তার ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা ছিনতাই করার অভিযোগ পাওয়া যায়। গতকাল বৃহস্পতিবার বেলা ২টার দিকে উপজেলার নোয়াখালী ইউনিয়নের ডাক্তার বাজার স্লুইস গেট খালসংলগ্ন একটি কবরস্থানের পাশ থেকে বাবরের মরদেহটি উদ্ধার করে পুলিশ। তিনি নোয়াখালী পৌরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের মধ্যম করিমপুর এলাকার মো. সেলিমের ছেলে।

নিহতের খালাতো ভাই মো. রাজিব জানান, বাবর স্থানীয় এক ব্যক্তির অটোরিকশা ভাড়ায় চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করত। বুধবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে বাবরের সঙ্গে তার দেখা হয়। ঐ সময় বাবর তার বাড়ির পাশে রাস্তায় অটোরিকশায় বসে তার এক বন্ধুর সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছে। ঐ সময় সে জানায় রাতে ভাড়ায় কোথাও যাবে। এরপর রাত ১০টার পর থেকে তাকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। এ পর্যায়ে রাত ৩টার দিকে তার ব্যবহৃত মোবাইল ফোনে কল দিলে অপরিচিত এক ব্যক্তি ফোন রিসিভ করেন। ঐ ব্যক্তি জানান, ফোনটি তিনি পৌরসভার সোনাপুর জিরো পয়েন্টে রাস্তার ওপর পেয়েছে। পরে ঘটনাস্থলে গিয়ে ঐ নম্বরে ফোন দিলে বন্ধ পাওয়া যায়। এরপর তাকে খুঁজে না পেয়ে গতকাল দুপুর ১২টার পর বাবরের বোনেরা তার নিখোঁজের বিষয়ে সুধারাম মডেল থানায় জিডি করতে গিয়ে তার মরদেহ উদ্ধারের খবর পায়।

দৈনিক ইত্তেফাক
রবিবার
১৩ এপ্রিল ২০২৫

নড়াইলে দুর্বৃত্তের ছুরিকাঘাতে বাসচালক নিহত

■ নড়াইল প্রতিনিধি

নড়াইলে মোশাররফ মুন্সী মুসা (৪৫) নামে এক বাস চালককে ছুরিকাঘাতে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। নড়াইল পৌর শহরের নতুন বাস টার্মিনাল এলাকায় এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। নিহত মোশাররফ মুন্সী মুসা নড়াইল সদর উপজেলার দলজিৎপুর গ্রামের শামসুর রহমান মুন্সীর ছেলে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সকালে মুসা বাস টার্মিনালের একটি কক্ষে বসে ছিলেন। এ সময় দুর্বৃত্তরা এসে তাকে এলোপাথাড়ি ছুরিকাঘাত করে পালিয়ে যায়। তার চিৎকারে অন্য শ্রমিকরা এসে গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে নড়াইল সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। তিনি নড়াইল-ঢাকা রুটে চলাচলকারী যাত্রীবাহী বাস নড়াইল এক্সপ্রেস পরিবহনের গাড়ি চালাতেন।

নড়াইল সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাজেদুল ইসলাম বলেন, নড়াইল নতুন বাস টার্মিনাল এলাকায় এক বাস চালককে ছুরিকাঘাতে হত্যার ঘটনা ঘটেছে। এই বিষয়ে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

সংবাদ
বুধবার ২৬ চৈত্র ১৪৩১
: Wednesday 9 April 2025

দুই সাংবাদিকের ওপর হামলা, চাকুসহ গ্রেপ্তার ৬

প্রতিনিধি, বগুড়া

বগুড়ায় ২ সাংবাদিকের ওপর হামলা ও মারধরের ঘটনায় গোয়েন্দা পুলিশ ৬ জনকে গ্রেপ্তার করেছে। গত রোববার রাতে শহরের বনানী এলাকা থেকে তাদের গ্রেফতার করা হয়। এ সময় তাদের নিকট বার্মিজ চাকু পাওয়া যায়। গ্রেপ্তারকৃতরা হলো– রাকিবুল ইসলাম রাকিব, হাবিবুর রহমান রকি, তরিকুল ইসলাম, জিসান খান, জিহাদ এবং টুটুল। তাদের বাড়ি বগুড়ার শাজাহানপুর এবং মালতিনগর এলাকায়।

জানা যায়, গত রোববার বিকালে বগুড়া শহরের জলেশ্বরীতলা এলাকার জুস বারের সামনে মাছরাঙা টিভির বগুড়া প্রতিনিধি খোরশেদ আলম ও অনলাইন নিউজ পোর্টাল বগুড়া লাইভ'র রিপোর্টার আসাফুদ্দৌলা নিয়নের ওপর হামলা করে দুর্বৃত্তরা। ২ সাংবাদিকসহ ৩ জন সেখানে জুস খেয়ে বের হওয়ার পরেই হামলার শিকার হন। মটরসাইকেলে আসা ১০/১২ জনের দুর্বৃত্তদল কিছু বুঝে ওঠার আগেই দুই সাংবদিকসহ ৩ জনকে বেধরক মারপিট করে পালিয়ে যায়। এঘটনায় পুলিশ প্রশাসন দ্রুত অপরাধীদের ধরতে পদক্ষেপ নেয়। গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে রাত পৌনে ১২ টার দিকে ডিবির একটি টিম বনানী এলাকায় অভিযান চালিয়ে ৬ জনকে গ্রেফতার করে। এসময় তাদের নিকট থেকে ২টি বার্মিজ চাকু উদ্ধার ও ২টি মটরসাইকেল চব্দ করা হয়।

মঙ্গলবার
২২ এপ্রিল ২০২৫
দৈনিক ইত্তেফাক

টঙ্গীতে যুবককে কুপিয়ে হত্যা ট্রাকের ধাক্কায় শ্রমিক নিহত

■ গাজীপুর প্রতিনিধি

টঙ্গীতে এক যুবককে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। রবিবার রাতে টঙ্গীর রেলওয়ে কলোনি এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত ঐ যুবকের নাম সিজান (২৬)। তিনি কিশোরগঞ্জ জেলার হোসেনপুর থানার পাড়া গ্রামের স্বপন মিয়ার ছেলে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সিজান টঙ্গীর রেলওয়ে কলোনি এলাকার একটি পুরোনো মালপত্র বেচাকেনার দোকানে কাজ করতেন। রবিবার রাত ৮টার দিকে টঙ্গীর রেলওয়ে কলোনি এলাকার একটি চায়ের দোকানে বসে চা-পান করছিলেন। কিছুক্ষণ পর স্থানীয় দুই যুবক চায়ের দোকানে আসেন। এ সময় সিজানকে ডেকে বাইরে নিয়ে ধারালো চাপাতি দিয়ে কুপিয়ে জখম করে তারা পালিয়ে যায়। পরে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে টঙ্গীর শহীদ আহসানউল্লাহ মাস্টার জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে প্রাথমিক চিকিৎসা দেন। হাসপাতালে তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে চিকিৎসক উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানোর পরামর্শ দেন। পরে পরিবারের সদস্যরা তাকে রাজধানীর উত্তরা এলাকার আধুনিক মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন এবং মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য গাজীপুর শহীদ তাজউদ্দিন আহমদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে মর্গে প্রেরণ করেন। পুলিশের ধারণা পূর্বশত্রুতার জেরে এ হত্যাকাণ্ড ঘটে থাকতে পারে।

টঙ্গী পূর্ব থানা-পুলিশের ওসি ফরিদুল ইসলাম বলেন, হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িতদের গ্রেফতারে অভিযান চালানো হচ্ছে।

ট্রাকের ধাক্কায় শ্রমিক নিহত

গাজীপুরের টঙ্গীতে ট্রাকের ধাক্কায় মো. আলমগীর (৫৫) নামে শ্রমিক নিহত হয়েছেন। সোমবার সকালে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত মো. আলমগীর (৫৫) পিরোজপুর জেলার নাজিরহাট থানার গাওখালী ইউনিয়নের খলনী গ্রামের বাসিন্দা। তিনি উত্তরার আজমপুর কাঁচা বাজার রেলগেট এলাকায় পরিবার নিয়ে বসবাস করে। গাছ বোঝাই ট্রাকের গাছ 'লোড আনলোডের' কাজ করতেন।

নিহত আলমগীরের সহকর্মী মো. শামীম জানান, ভোরে টঙ্গীস্টেশন রোড কামারপারা আঞ্চলিক সড়কের পানির টাংকির এলাকায়, আমাদের 'স' মিলের জন্য নিয়ে আসা গাছ বোঝাই ট্রাককে পেছন থেকে বালুবোঝাই ড্রাম ট্রাকটি ধাক্কা দেয়। এ সময় আলমগীর ট্রাক থেকে ছিটকে পরে মাথায় গুরুতর আঘাত পান। তখন আমাদের অন্য শ্রমিক ও স্থানীয়রা ঘাতক ড্রাম ট্রাক ও তার ড্রাইভারকে আটক করে এবং আহত আলমগীরকে উদ্ধার করে টঙ্গী শহীদ আহসান উল্লাহ মাস্টার জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

টঙ্গী পশ্চিম থানার ওসি ইস্কান্দার হাবিবুর রহমান জানান, নিহতের লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। ড্রাম ট্রাক থানা হেফাজতে রয়েছে। ড্রাম ট্রাকের চালকের বিরুদ্ধে থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।

সংবাদ
ঢাকা : রোববার ১৪ বৈশাখ ১৪৩
Dhaka : Sunday 27 April 2025

হাটহাজারীতে লাঠির আঘাতে কৃষকের মৃত্যু

প্রতিনিধি, রাউজান (চট্টগ্রাম)

চট্টগ্রামের হাটহাজারীতে বসতঘরের সীমানা বিরোধের জেরে কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে লাঠির আঘাতে শফিউল আলম (৬৪) নামের এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। গত বুধবার বিকেলে উপজেলার ধলই ইউনিয়নের ৯ নম্বর ওয়ার্ডস্থ তিতাগাজীর বাড়িতে এঘটনা ঘটে। নিহত শফিউল ওই বাড়ির মৃত সুলতান আহমেদের ছেলে। এঘটনায় নিহতের ছেলে রবিউল আলম গুরুতর আহত হয়। জানাযায়, ঘটনার দিন রফিকের লোকজন শফিউল আলম ও তার ছেলে রবিউলকে নিয়ে ঘরের কাজ করছিলেন। বিকেলে নিহতের প্রতিবেশী মো.সেলিম ও তার ছেলে সজীব উদ্দিন হঠাৎ গাছ দিয়ে নিহত শফিউল ও তার ছেলে রবিউলকে আঘাত করে পালিয়ে যায়। পরে স্থানীয়রা উদ্ধার করে দুজনকে হাটহাজারী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স নিয়ে গেলে কতর্ব্যরত চিকিৎসক

সমকাল
শনিবার। ২৬ এপ্রিল ২০২৫

মারধরে শ্রমিক অচেতন সড়ক অবরোধে সহকর্মী

■ কালিয়াকৈর (গাজীপুর) প্রতিনিধি

দুপুরের বিরতির পর নির্ধারিত সময়ের কয়েক মিনিট দেরি হয় শাহ আলমের। এ জন্য তাঁকে মারধর করেন কারখানার এক কর্মকর্তা। এতে অচেতন হয়ে পড়েন তিনি। পরে শাহ আলমকে ভর্তি করা হয় স্থানীয় একটি হাসপাতালে। এ সময় তাঁর মৃত্যুর গুজব ছড়িয়ে পড়লে সড়কে নেমে আসেন সহকর্মীরা। গতকাল শুক্রবার দুপুরে গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলার পল্লী বিদ্যুৎ-বাড়ইপাড়া আঞ্চলিক সড়ক অবরোধ করেন তারা। এ সময় আশপাশের এলাকায় তীব্র যানজট দেখা দেয়।

জানা গেছে, শাহ আলম পল্লী বিদ্যুৎ মোল্লাপাড়া এলাকার লিবার্টি নিটওয়্যার লিমিটেডের কারখানায় ইস্ত্রি (আয়রন) বিভাগের কর্মী। শুক্রবার দুপুরে কয়েক মিনিট দেরিতে সেখানে যাওয়ায় কারখানার উৎপাদন কর্মকর্তা মো. সানোয়ার হোসেন তাঁকে মারধর শুরু করেন। অচেতন অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তির পরই তাঁর মৃত্যুর গুজব ছড়িয়ে পড়ে।

শাহ আলমের সহকর্মীরা জানান, কারখানার সহস্রাধিক শ্রমিক এ ঘটনার পর কর্মস্থল ছেড়ে আঞ্চলিক সড়কে গিয়ে অবস্থান নেন। তারা পাঁচ কর্মকর্তাসহ ১১ জনের অপসারণ দাবি করে বিক্ষোভ শুরু করেন। পরে তাদের সঙ্গে কথা বলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেন যৌথ বাহিনীর সদস্যরা। পরে আহত শাহ আলমকে আন্দোলনকারীদের সামনে নেওয়া হলে বিক্ষোভ কিছুটা শান্ত হয়।

বিক্ষোভকারী কয়েকজন শ্রমিক বলেন, কর্মকর্তারা বিনা কারণে তাদের গায়ে হাত তোলেন। নানাভাবে নির্যাতন করা হয় নারী শ্রমিকদেরও। এ বিষয়ে কারখানা কর্তৃপক্ষের কাছে জানানো হলেও দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয় না।

কারখানার পরিচালক (প্রশাসন) বশির আহমেদ বলেন, শ্রমিকের গায়ে হাত তোলার ঘটনায় যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ পাওয়া গেছে, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে কারখানা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও শ্রমিক প্রতিনিধিদের নিয়ে সভা হবে। সেখানেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

সংবাদ
ঢাকা : বুধবার ২৬ চৈত্র ১৪৩১
Dhaka : Wednesday 9 April 2025

টঙ্গীতে ছুরিকাঘাত করে পোশাক শ্রমিককে হত্যা

প্রতিনিধি, টঙ্গী (গাজীপুর)

গাজীপুরের টঙ্গীতে আলিমুল নামে এক পোশাক শ্রমিককে ছুরিকাঘাতে খুন করা হয়েছে। নিহত আলিমুল নীলফামারী জেলার কিশোরগঞ্জ থানার কলিমুদ্দিনের ছেলে। গত রোববার সন্ধ্যায় ৭টা ৫০ মিনিটে টঙ্গী বড় দেওড়া মুদাফা এলাকার উত্তরা প্রবর্তন সিটির মাঠে এই ঘটনা ঘটে। নিহতের বুকের বাম পাশে দাঁড়ালো অস্ত্রের আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। নিহত আলিমুল মুদাফ এলাকায় ভাড়া বাসায় থেকে স্থানীয় একটি গার্মেন্টসে পোশাক শ্রমিকের কাজ করতেন।

টঙ্গী পশ্চিম থানার ওসি ইসকান্দার হাবিবুর রহমান বলেন, মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য গাজীপুর শহীদ তাজউদ্দিন মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়েছে। আসামিকে গ্রেপ্তারের কাজ চলছে।

সংবাদ
ঢাকা : বৃহস্পতিবার ১১ বৈশাখ ১৪৩২
Dhaka : Thursday 24 April 2025

সিলেটে নিখোঁজ ৬ রাজমিস্ত্রি টেকনাফ থেকে উদ্ধার

নিজস্ব বার্তা প্রতিবেদক, কক্সবাজার

কক্সবাজারে রাজমিস্ত্রীর কাজ করতে গিয়ে নিখোঁজ সিলেটের জকিগঞ্জ উপজেলার সেই ৬ জনকে টেকনাফ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। মঙ্গলবার (২২ এপ্রিল) রাত ৯টার দিকে টেকনাফের রাজারছড়া পাহাড় থেকে তাদের উদ্ধারের কথা জানান টেকনাফ থানার ওসি গিয়াস উদ্দিন।

উদ্ধার হওয়া শ্রমিকরা হলেন, মো. লুকুছ আলীর ছেলে রশিদ আহমদ, ফারুক আহমদের ছেলে মারুফ আহমদ, আজির উদ্দিনের ছেলে শাহিন আহমদ, আব্দুল মান্নানের ছেলে এমাদ উদ্দিন, জাফর উদ্দিনের ছেলে খালেদ হাসান ও মৃত ছবর আলীর ছেলে আব্দুল জলিল। তারা সবাই সিলেটের জকিগঞ্জ উপজেলার ঈদগাঁও বাজার এলাকার বাসিন্দা।

তাদের উদ্ধারের আগে দুপুরের দিকে নিখোঁজ রশিদ আহমদ একটি নম্বর থেকে ফোন করে নিখোঁজ এমাদ উদ্দিনের ভাই বাহার উদ্দিনকে জানান, তারা ইন্দোনেশিয়ার সাগরে অবস্থান করছেন।

বাহার উদ্দিন বলেন, একটি নম্বর থেকে তার মোবাইলে ফোন দিয়ে রশিদ আহমদের পরিচয় দিয়ে জানান তাদেরকে ট্রলারে করে টেকনাফ থেকে ইন্দোনেশিয়ায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। রশিদ এর বাইরে কিছু বলেননি। বিষয়টি কতটুকু সত্য তা নিশ্চিত নন তিনি। পরে সন্ধ্যায় বাহার উদ্দিনসহ নিখোঁজদের স্বজনরা টেকনাফ থানায় লিখিত অভিযোগ দেন।

জানা যায়, গত ১৫ এপ্রিল বিকেলের দিকে জকিগঞ্জ উপজেলার খলাছড়া ইউনিয়নের পশ্চিম লোহারমহল গ্রামের ছয়জন কাজের খোঁজে কক্সবাজারে আসেন। ১৬ এপ্রিল পরিবারের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ হয়। এরপর থেকে তাদের মোবাইল বন্ধ পাওয়া যায়। টেকনাফ থানার এসআই নাজমুল হাসান বলেন, অপহরণের অভিযোগ পাওয়ার পর পুলিশ এ নিয়ে কাজ শুরু করে। ফোন নম্বর ট্র্যাক করে তাদের উদ্ধার করা হয়।

দৈনিক ইত্তেফাক
২২ এপ্রিল ২০২৫

বিশ্বনাথে ছুরিকাঘাতে ভ্রাম্যমাণ বিক্রেতা খুন

■ বিশ্বনাথ (সিলেট) সংবাদদাতা

সিলেটের বিশ্বনাথ উপজেলায় ছিনতাইকারীর ছুরিকাঘাতে নিপেশ তালুকদার (৪৫) নামে এক ভ্রাম্যমাণ বিক্রেতা নিহত হয়েছেন। গত রবিবার রাত ৮টার দিকে উপজেলার খাজাঞ্চী ইউনিয়নের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের বাওনপুর গ্রামের পাশের পাঁচ পীরবাজার এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিপেশ তালুকদার সুনামগঞ্জ জেলার দিরাই উপজেলার সুনামপুর (রফিনগর) গ্রামের বাসিন্দা। তিনি দীর্ঘদিন ধরে পরিবার নিয়ে সিলেট শহরের তেমুখী এলাকায় বাস করতেন। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, নিপেশ তালুকদার প্রতিদিন বাইসাইকেলে করে খাজাঞ্চী ইউনিয়নের বিভিন্ন বাজারে কয়েল, জর্দাসহ নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য বিক্রি করতেন।

সময়ের আলো
রোববার। ৬ এপ্রিল ২০২৫

ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদ

চট্টগ্রামে জুতা কারখানা শ্রমিকদের সড়ক অবরোধ

● চট্টগ্রাম ব্যুরো

চট্টগ্রাম রফতানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলে (সিইপিজেড) একটি জুতা তৈরি কারখানার ৪০ শ্রমিক ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদে আধা ঘণ্টা সড়ক অবরোধ করা হয়েছে। শনিবার দুপুর ১টা থেকে দেড়টা পর্যন্ত নগরের এম এ আজিজ সড়কের ইপিজেড থানার ফ্রিপোর্ট মোড় অবরোধ করেন ক্ষুব্ধ শ্রমিকরা। এক্সেলসিওর স্যুজ লিমিটেড নামের জুতা তৈরির ওই কারখানাটি সিইপিজেডের ৩ নম্বর সেক্টরের ৪ নম্বর সড়কে অবস্থিত। অবরোধের কারণে যান চলাচলে বিঘ্ন ঘটে।

চট্টগ্রাম শিল্পপুলিশের এসপি মোহাম্মদ সোলায়মান বলেন, জুতা কারখানার শ্রমিকরা ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদে সড়ক অবরোধ করেন। এক্সেলসিওর স্যুজ লিমিটেড নামের কারখানার ৪০ জন শ্রমিক ফ্রিপোর্ট মোড়ের সড়ক অবরোধ করেছিলেন। আমরা অনুরোধ করে সড়ক থেকে তাদের সরিয়ে নিয়ে যাই। এরপর পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।

শ্রমিক অসন্তোষ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, মালিকপক্ষ বলেছে ছাঁটাই করা শ্রমিকরা কারখানা ভাঙচুরসহ বিশৃঙ্খলার সঙ্গে জড়িত। তাই তাদের সব পাওনা পরিশোধ করে ছাঁটাই করা হয়েছে।

পুলিশ বলছে, জুতা কারখানা ভাঙচুরের সঙ্গে জড়িত অভিযোগ এনে মালিকপক্ষ শ্রমিকদের ছাঁটাই করেছে।

এতে শ্রমিকরা ক্ষুব্ধ হয়ে সড়ক অবরোধ করেন। তবে শ্রমিকদের দাবি, ঈদের আগে কোনো কারণ ব্যতীত তাদের ছাঁটাই করা হয়েছে। তারা চাকরি ফেরত চান। তারা কোনো অন্যায় কাজের সঙ্গে জড়িত ছিলেন না।

এদিকে অবরোধের কারণে পুরো এলাকায় দেখা দেয় যানজট। এতে জনদুর্ভোগ বেড়ে যায়। সিইপিজেডে প্রবেশ মুখের সামনের সড়কেই শ্রমিকরা অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ করেন। এ সময় তারা চাকরি ফেরতের দাবি জানিয়ে স্লোগান দেন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশের পাশাপাশি যৌথবাহিনীর সদস্যরা সেখানে অবস্থান নেন। তবে আধা ঘণ্টার মধ্যে সড়ক থেকে শ্রমিকরা সরে গেলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।

দৈনিক ইত্তেফাক
সোমবার
২৪ চৈত্র ১৪৩১, ৭ এপ্রিল ২০২৫

নিরাপদ কর্মস্থলের দাবি রেলওয়ে শ্রমিক-কর্মচারী দলের

■ বিশেষ প্রতিনিধি

কুমিল্লার বাড়বকুণ্ড সেকশনে কর্তব্যরত অবস্থায় গেটম্যান নাজমুল হাসান ও জালালউদ্দিনের ওপর দুর্বৃত্তদের ছুরিকাঘাতের প্রতিবাদ ও দোষীদের বিচারের আওতায় আনা এবং নিরাপদ কর্মস্থলের পরিবেশ নিশ্চিতের দাবিতে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী রেলওয়ে শ্রমিক ও কর্মচারী দল। গতকাল রবিবার দুপুর সাড়ে ১২টায় রাজধানীর কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশনে এই কর্মসূচি পালন করেন তারা।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, গত ১ মার্চ দায়িত্ব পালনকালে স্থানীয় অটোরিকশা চালকরা গেট নং টি/২০ এ কর্তব্যরত অবস্থায় গেটম্যান নাজমুল হোসেন ও জালালউদ্দিনের ওপর হামলা চালায়। রেলের শ্রমিকদের জীবন অনিরাপদ। বিপদে পড়লে বা কেউ শ্রমিকদের ওপর হামলা করলে কেউই এগিয়ে আসে না। ঝুঁকি নিয়ে প্রতিনিয়ত শ্রমিকদের কাজ করে যেতে হয়। হামলার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি না হলে হামলাকারীরা আরো সুযোগ পাবে। তাই হামলাকারীদের শাস্তি চান তারা। বক্তারা বলেন, অনতিবিলম্বে অপরাধীদের আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

প্রথম আলো • রোববার, ৬ এপ্রিল ২০২৫,

শ্রমিক ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদে ইপিজেডে সড়ক অবরোধ

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম

চট্টগ্রাম নগরের ইপিজেড এলাকায় গতকাল শনিবার বেলা সাড়ে তিনটার দিকে আধা ঘণ্টার জন্য সড়ক অবরোধ করেন একটি কারখানার শ্রমিকেরা। চট্টগ্রাম রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ অঞ্চলের (ইপিজেড) এক্সেলসিওর সুজ কারখানার কয়েকজন শ্রমিককে ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদে কারখানাটির শ্রমিকেরা এ অবরোধ করেন।

পুলিশ সূত্র জানায়, ঈদের ছুটির পর গতকাল থেকে কারখানাটি চালু হয়। কারখানা চালু হওয়ার পর কয়েকজন শ্রমিকের ছাঁটাইয়ের বিষয়টি জানাজানি হয়। এরপর বেলা সাড়ে তিনটার দিকে মিছিল নিয়ে ইপিজেড প্রধান ফটকে গিয়ে বিমানবন্দর সড়কে অবরোধ সৃষ্টি করেন প্রায় ৫০০ শ্রমিক। এতে দুই পাশে যানজটের সৃষ্টি হয়।

এ সময় বিক্ষোভরত শ্রমিকেরা ছাঁটাই হওয়া শ্রমিকদের পুনর্নিয়োগ এবং নতুন করে ছাঁটাই বন্ধের দাবি জানান। তাঁরা বিভিন্ন স্লোগান দিতে থাকেন। পরে ঘটনাস্থলে পুলিশ উপস্থিত হয়। ইপিজেড থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোহাম্মদ আখতার উজ্জামান প্রথম আলোকে বলেন, 'শ্রমিক ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদে এক্সেলসিওর কারখানার শ্রমিকেরা সড়ক অবরোধ করেন। ৩০০-৪০০ শ্রমিক ভেতর থেকে এসে প্রধান ফটকের সামনে অবরোধ করেন। পরে আমাদের হস্তক্ষেপে তাঁরা ১৫ মিনিটের মধ্যে উঠে যান। তবে রোববার আবার অবরোধ করবেন বলে জানিয়েছেন।'

দেশ রূপান্তর
রবিবার, ৬ এপ্রিল ২০২৫,

ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদে এক্সেলসিওর সুজ শ্রমিকদের অবরোধ

চট্টগ্রাম ব্যুরো

ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদে চট্টগ্রাম ইপিজেড মোড়ে গতকাল শনিবার সড়ক অবরোধ করেন একটি জুতা তৈরি কারখানার শ্রমিকরা। প্রায় পৌনে এক ঘণ্টা অবরোধের পর পুলিশ ও সেনাবাহিনী তাদের সরিয়ে দেয়।

সিইপিজেডে অবস্থিত এক্সেলসিওর সুজ লিমিটেড এর ৪০ শ্রমিককে ইতিপূর্বে ছাঁটাই করে। গতকাল বেলা ১টার দিকে এসব শ্রমিক এসে সিইপিজেড মোড়ে সড়কের ওপর অবস্থান নেয় এবং যানবাহন চলাচলে বাধা দেয়। খবর পেয়ে শিল্প পুলিশ, ইপিজেড থানা পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সদস্যরা সেখানে পৌঁছে। প্রায় পৌনে এক ঘণ্টা শ্রমিকরা সেখানে অবস্থান করে। পরে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সদস্যরা তাদের সড়ক থেকে সরিয়ে দেয়।

শিল্প পুলিশ চট্টগ্রাম জোনের পুলিশ সুপার মো. সোলায়মান দেশ রূপান্তরকে বলেন, শ্রমিকদের সড়ক অবরোধের খবর পেয়ে আমরা সেখানে গিয়ে শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলেছি। মালিকপক্ষের সঙ্গেও আমরা কথা বলি। মালিকপক্ষ জানিয়েছে, অন্য শ্রমিকদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার ও কারখানা ভাঙচুরের সঙ্গে জড়িত থাকায় তাদের যাবতীয় পাওনা মিটিয়ে ছাঁটাই করা হয়েছে। পরে আমরা শ্রমিকদের বুঝিয়ে সড়ক থেকে সরিয়ে দেই।

NEW AGE
SATURDAY, APRIL 5, 2025,

Release of garment labour leader Jalal Hawlader demanded

Staff Correspondent

LEADERS of Garment O Sweaters Sramik Trade Union Kendra on Friday demanded release of its leader Jalal Hawlader immediately.

President of the organisation Iddris Ali and general secretary Kazi Ruhul Amin in a press statement said that police on Friday noon arrested Iddris, general secretary of Gazipur district committee of the organization at his home in Faridpur.

They also alleged that Jalal was leading movements of Style Craft garment in Gazipur and police had arrested him in a case field by the owners of the factory.

The workers of the factory were also holding programmes during Ramadan demanding their wages and dues, the statement said.

The garment labour leaders demanded immediate release of Jalal and withdrawal of the case filed against the garment workers' leaders.

The organisation will wage tougher movements if Jalal Hawlader is not released, the leaders warned.

NEW AGE APRIL 6, 2025,

Laid-off workers block road

Staff Correspondent
Chattogram

WORKERS of a footwear factory in Chattogram blocked a road in the city on Saturday afternoon demanding their reinstatement.

Staging a protest on the road, the protesting workers alleged that they were terminated from their jobs without prior notice, days before Eid-ul-Fitr.

From 1:00pm to 1:30pm, employees of Excelsior Shoes Limited blocked the Freeport intersection in the Chittagong Export Processing Zone area on M A Aziz Road in the city.

The factory is located on Road 4 of Sector 3 inside the CEPZ area.

They claimed they were not involved in any misconduct and demanded their jobs back.

Despite multiple appeals to the factory management, no resolution has been reached, they alleged.

Md Abul Hasan, HR Manager of Excelsior Shoes, said, 'We have carried out a restructuring of our workforce. All layoffs were done following due process.'

Chattogram Industrial Police superintendent Md Solaiman said that Excelsior Shoes had terminated around 40 workers.

The management alleged that the dismissed workers used to misbehave with their colleagues, failed to perform duties properly, and were non-cooperative with supervisors.

The management also said that despite paying all their dues, the workers staged a protest by blocking the road.

'Law enforcers have spoken to them and the workers agreed to withdraw from the road,' the police superintendent added.

প্রথম আলো • মঙ্গলবার, ৮ এপ্রিল ২০২৫,

বকেয়া পরিশোধের দাবিতে শ্রমিকদের সমাবেশ

গাজীপুর

বিকেলে নগরীর মোগরখালে টিএনজেড কারখানা-সংলগ্ন বালুর মাঠে টিএনজেড গ্রুপের তিনটি কারখানার শ্রমিকেরা ওই সমাবেশের আয়োজন করেন।

প্রতিনিধি, শ্রীপুর, গাজীপুর

গাজীপুরে শ্রমিক-কর্মচারীদের বকেয়া বেতন, ঈদ বোনাসসহ যাবতীয় বকেয়া পাওনা পরিশোধের দাবিতে শ্রমিক সমাবেশ হয়েছে। গতকাল সোমবার বিকেলে নগরীর মোগরখাল এলাকায় টিএনজেড কারখানা-সংলগ্ন বালুর মাঠে টিএনজেড গ্রুপের তিনটি কারখানার শ্রমিকেরা ওই সমাবেশের আয়োজন করেন।

সমাবেশে অংশ নেওয়া কয়েকজন শ্রমিক বলেন, ঈদের আগে থেকেই তাঁরা আন্দোলন করছেন। আন্দোলনের ধারাবাহিক কর্মসূচি হিসেবে তাঁদের এ শ্রমিক সমাবেশ।

বক্তারা বলেন, গত ২৩ মার্চ থেকে তিন মাসের বকেয়া বেতন, ঈদ বোনাসসহ যাবতীয় বকেয়ার দাবিতে ঢাকায় শ্রম ভবনের সামনে লাগাতার অবস্থান কর্মসূচিসহ ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করেছেন তাঁরা। কর্মসূচির আলোকে ২৯ মার্চ শ্রমসচিবের উদ্যোগে ত্রিপক্ষীয় (শ্রমিকপক্ষ, মালিকপক্ষ ও সরকারপক্ষ) বৈঠক হয়। বৈঠকে শ্রমিক-কর্মচারীদের আনুমানিক পাওনা ১৮ কোটি টাকার মধ্যে ঈদের আগেই ৩ কোটি টাকা দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু প্রতিশ্রুতি দিলেও সেটা ভঙ্গ করে ২ কোটি ৬৭ লাখ টাকা দিয়েছে কর্তৃপক্ষ। অবশিষ্ট বকেয়া পরিশোধের জন্য আজ মঙ্গলবার পুনরায় ত্রিপক্ষীয় বৈঠকের আশ্বাস দেন সচিব। যত দিন বকেয়ার সমস্যা সমাধান হবে না, তত দিন টিএনজেড গ্রুপের পরিচালক শাহীনকে পুলিশের হেফাজতে রাখার নির্দেশও দেন সচিব।

বক্তারা বলেন, বৈঠকের সিদ্ধান্ত এবং সচিবের আশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে ২৯ মার্চ সন্ধ্যায় অবস্থান কর্মসূচি প্রত্যাহার করেন তাঁরা। এরপর ৭ এপ্রিল কারখানার সামনে শ্রমিক সমাবেশের ঘোষণা দেওয়া হয়। শ্রমিক-কর্মচারীদের কোনো প্রকার হয়রানি ছাড়া ন্যায্য পাওনা প্রদানের ব্যবস্থা করার জন্য সরকারের কাছে দাবি জানান তাঁরা।

কারখানার শ্রমিক শাহিন আলমের সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য দেন গণতান্ত্রিক ছাত্র জোটের সমন্বয়ক ছাত্রনেতা দিলীপ রায়, অভ্যুত্থানকারী ছাত্র-শ্রমিক-জনতা গাজীপুরের আহ্বায়ক আরমান হোসেন, গার্মেন্টস শ্রমিক অধিকার আন্দোলনের সমন্বয়ক ওএসকে গার্মেন্টস অ্যান্ড টেক্সটাইল শ্রমিক ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক তোফাজ্জল হোসেন, অ্যাডভোকেট মন্টু ঘোষ, হারুন সরকার, মাসুদ রেজা, মীর তোফাজ্জল হোসেন, গার্মেন্টস শ্রমিক ঐক্য ফোরামের সাধারণ সম্পাদক শহীদুল ইসলাম, গার্মেন্টস ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সত্যজিৎ বিশ্বাস, গার্মেন্টস শ্রমিক মুক্তি আন্দোলনের কেন্দ্রীয় সদস্য ইকবাল মীর, জাতীয় শ্রমিক কর্মচারী সংগ্রাম পরিষদের নেতা শামীম ইমাম প্রমুখ।

দৈনিক ইত্তেফাক
মঙ্গলবার
২৫ চৈত্র ১৪৩১, ৮ এপ্রিল ২০২৫

চাকরিতে পুনর্বহালের দাবিতে এক্সেল শিওর সুজ শ্রমিকদের অবরোধ

■ চট্টগ্রাম অফিস

ছাঁটাই করা শ্রমিকদের চাকরিতে পুনর্বহালের দাবিতে চট্টগ্রাম রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলের প্রবেশমুখে (সিইপিজেড) সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছে এক্সেল শিওর সুজ নামের একটি কারখানার শ্রমিকরা। প্রায় তিন ঘণ্টার অবরোধের কারণে সড়কে সৃষ্টি হয় যানজট। এতে ভোগান্তিতে পড়েন মানুষ।

সিইপিজেড কর্তৃপক্ষ সূত্র জানায়, গতকাল সোমবার সকাল সাড়ে ৯টা থেকে সিইপিজেডের প্রবেশপথে শ্রমিকরা বিক্ষোভ শুরু করে। দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে সেনাবাহিনী, পুলিশ, শিল্প পুলিশের সদস্যরা ঘটনাস্থলে গিয়ে বিক্ষোভকারীদের সড়ক থেকে সরিয়ে দেন। চট্টগ্রাম শিল্প পুলিশ সুপার মোহাম্মদ সোলায়মান ইত্তেফাককে বলেন, নিয়মমতো সব পাওনা ও চার মাসের বেতন দিয়ে গত ৩০ মার্চ কারখানাটির ৪০ জন শ্রমিককে ছাঁটাই করা হয়।

কারখানার নিয়ম না মানার অভিযোগে এসব শ্রমিককে ছাঁটাই করা হয়। প্রক্রিয়া সঠিক থাকা সত্ত্বেও শ্রমিকরা সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী তাদের সড়ক থেকে সরিয়ে দিয়েছে। এতে যানবাহন চলাচলে কোনো সমস্যা হয়নি।

আন্দোলনরত শ্রমিকরা জানান, তাদের বার্গেনিং এজেন্টদের মধ্যে যারা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দাবিদাওয়া নিয়ে কথা বলতেন তাদেরকেই ছাঁটাই করা হয়েছে। এর প্রতিবাদ জানাতে তারা তিন দিন ধরে বিক্ষোভ করছেন; কিন্তু মালিকপক্ষ সাড়া দিচ্ছে না।

সময়ের আলো | রোববার। ৬ এপ্রিল ২০২৫

ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদ

চট্টগ্রামে জুতা কারখানা শ্রমিকদের সড়ক অবরোধ

● চট্টগ্রাম ব্যুরো

চট্টগ্রাম রফতানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলে (সিইপিজেড) একটি জুতা তৈরি কারখানার ৪০ শ্রমিক ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদে আধা ঘণ্টা সড়ক অবরোধ করা হয়েছে। শনিবার দুপুর ১টা থেকে দেড়টা পর্যন্ত নগরের এম এ আজিজ সড়কের ইপিজেড থানার ফ্রিপোর্ট মোড় অবরোধ করেন ক্ষুব্ধ শ্রমিকরা। এক্সেলসিওর স্যুজ লিমিটেড নামের জুতা তৈরির ওই কারখানাটি সিইপিজেডের ৩ নম্বর সেক্টরের ৪ নম্বর সড়কে অবস্থিত। অবরোধের কারণে যান চলাচলে বিঘ্ন ঘটে।

চট্টগ্রাম শিল্পপুলিশের এসপি মোহাম্মদ সোলায়মান বলেন, জুতা কারখানার শ্রমিকরা ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদে সড়ক অবরোধ করেন। এক্সেলসিওর স্যুজ লিমিটেড নামের কারখানার ৪০ জন শ্রমিক ফ্রিপোর্ট মোড়ের সড়ক অবরোধ করেছিলেন। আমরা অনুরোধ করে সড়ক থেকে তাদের সরিয়ে নিয়ে যাই। এরপর পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।

শ্রমিক অসন্তোষ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, মালিকপক্ষ বলেছে ছাঁটাই করা শ্রমিকরা কারখানা ভাঙচুরসহ বিশৃঙ্খলার সঙ্গে জড়িত। তাই তাদের সব পাওনা পরিশোধ করে ছাঁটাই করা হয়েছে।

পুলিশ বলছে, জুতা কারখানা ভাঙচুরের সঙ্গে জড়িত অভিযোগ এনে মালিকপক্ষ শ্রমিকদের ছাঁটাই করেছে।

এতে শ্রমিকরা ক্ষুব্ধ হয়ে সড়ক অবরোধ করেন। তবে শ্রমিকদের দাবি, ঈদের আগে কোনো কারণ ব্যতীত তাদের ছাঁটাই করা হয়েছে। তারা চাকরি ফেরত চান। তারা কোনো অন্যায় কাজের সঙ্গে জড়িত ছিলেন না।

এদিকে অবরোধের কারণে পুরো এলাকায় দেখা দেয় যানজট। এতে জনদুর্ভোগ বেড়ে যায়। সিইপিজেডে প্রবেশ মুখের সামনের সড়কেই শ্রমিকরা অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ করেন। এ সময় তারা চাকরি ফেরতের দাবি জানিয়ে স্লোগান দেন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশের পাশাপাশি যৌথবাহিনীর সদস্যরা সেখানে অবস্থান নেন। তবে আধা ঘণ্টার মধ্যে সড়ক থেকে শ্রমিকরা সরে গেলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।

দৈনিক ইত্তেফাক | সোমবার ২৪ চৈত্র ১৪৩১, ৭ এপ্রিল ২০২৫

নিরাপদ কর্মস্থলের দাবি রেলওয়ে শ্রমিক-কর্মচারী দলের

■ বিশেষ প্রতিনিধি

কুমিল্লার বাড়বকুণ্ড সেকশনে কর্তব্যরত অবস্থায় গেটম্যান নাজমুল হাসান ও জালালউদ্দিনের ওপর দুর্বৃত্তদের ছুরিকাঘাতের প্রতিবাদ ও দোষীদের বিচারের আওতায় আনা এবং নিরাপদ কর্মস্থলের পরিবেশ নিশ্চিতের দাবিতে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী রেলওয়ে শ্রমিক ও কর্মচারী দল। গতকাল রবিবার দুপুর সাড়ে ১২টায় রাজধানীর কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশনে এই কর্মসূচি পালন করেন তারা।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, গত ১ মার্চ দায়িত্ব পালনকালে স্থানীয় অটোরিকশা চালকরা গেট নং টি/২০ এ কর্তব্যরত অবস্থায় গেটম্যান নাজমুল হোসেন ও জালালউদ্দিনের ওপর হামলা চালায়। রেলের শ্রমিকদের জীবন অনিরাপদ। বিপদে পড়লে বা কেউ শ্রমিকদের ওপর হামলা করলে কেউই এগিয়ে আসে না। ঝুঁকি নিয়ে প্রতিনিয়ত শ্রমিকদের কাজ করে যেতে হয়। হামলার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি না হলে হামলাকারীরা আরো সুযোগ পাবে। তাই হামলাকারীদের শাস্তি চান তারা। বক্তারা বলেন, অনতিবিলম্বে অপরাধীদের আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

প্রথম আলো • রোববার, ৬ এপ্রিল ২০২৫,

শ্রমিক ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদে ইপিজেডে সড়ক অবরোধ

নিজস্ব প্রতিবেদক, *চট্টগ্রাম*

চট্টগ্রাম নগরের ইপিজেড এলাকায় গতকাল শনিবার বেলা সাড়ে তিনটার দিকে আধা ঘণ্টার জন্য সড়ক অবরোধ করেন একটি কারখানার শ্রমিকেরা। চট্টগ্রাম রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ অঞ্চলের (ইপিজেড) এক্সেলসিওর সুজ কারখানার কয়েকজন শ্রমিককে ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদে কারখানাটির শ্রমিকেরা এ অবরোধ করেন।

পুলিশ সূত্র জানায়, ঈদের ছুটির পর গতকাল থেকে কারখানাটি চালু হয়। কারখানা চালু হওয়ার পর কয়েকজন শ্রমিকের ছাঁটাইয়ের বিষয়টি জানাজানি হয়। এরপর বেলা সাড়ে তিনটার দিকে মিছিল নিয়ে ইপিজেড প্রধান ফটকে গিয়ে বিমানবন্দর সড়কে অবরোধ সৃষ্টি করেন প্রায় ৫০০ শ্রমিক। এতে দুই পাশে যানজটের সৃষ্টি হয়।

এ সময় বিক্ষোভরত শ্রমিকেরা ছাঁটাই হওয়া শ্রমিকদের পুনর্নিয়োগ এবং নতুন করে ছাঁটাই বন্ধের দাবি জানান। তাঁরা বিভিন্ন স্লোগান দিতে থাকেন। পরে ঘটনাস্থলে পুলিশ উপস্থিত হয়। ইপিজেড থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোহাম্মদ আখতার উজ্জামান প্রথম আলোকে বলেন, 'শ্রমিক ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদে এক্সেলসিওর কারখানার শ্রমিকেরা সড়ক অবরোধ করেন। ৩০০-৪০০ শ্রমিক ভেতর থেকে এসে প্রধান ফটকের সামনে অবরোধ করেন। পরে আমাদের হস্তক্ষেপে তাঁরা ১৫ মিনিটের মধ্যে উঠে যান। তবে রোববার আবার অবরোধ করবেন বলে জানিয়েছেন।'

দেশ রূপান্তর | রবিবার, ৬ এপ্রিল ২০২৫,

ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদে এক্সেলসিওর সুজ শ্রমিকদের অবরোধ

চট্টগ্রাম ব্যুরো

ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদে চট্টগ্রাম ইপিজেড মোড়ে গতকাল শনিবার সড়ক অবরোধ করেন একটি জুতা তৈরি কারখানার শ্রমিকরা। প্রায় পৌনে এক ঘণ্টা অবরোধের পর পুলিশ ও সেনাবাহিনী তাদের সরিয়ে দেয়।

সিইপিজেডে অবস্থিত এক্সেলসিওর সুজ লিমিটেড এর ৪০ শ্রমিককে ইতিপূর্বে ছাঁটাই করে। গতকাল বেলা ১টার দিকে এসব শ্রমিক এসে সিইপিজেড মোড়ে সড়কের ওপর অবস্থান নেয় এবং যানবাহন চলাচলে বাধা দেয়। খবর পেয়ে শিল্প পুলিশ, ইপিজেড থানা পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সদস্যরা সেখানে পৌঁছে। প্রায় পৌনে এক ঘণ্টা শ্রমিকরা সেখানে অবস্থান করে। পরে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সদস্যরা তাদের সড়ক থেকে সরিয়ে দেয়।

শিল্প পুলিশ চট্টগ্রাম জোনের পুলিশ সুপার মো. সোলায়মান দেশ রূপান্তরকে বলেন, শ্রমিকদের সড়ক অবরোধের খবর পেয়ে আমরা সেখানে গিয়ে শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলেছি। মালিকপক্ষের সঙ্গেও আমরা কথা বলি। মালিকপক্ষ জানিয়েছে, অন্য শ্রমিকদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার ও কারখানা ভাঙচুরের সঙ্গে জড়িত থাকায় তাদের যাবতীয় পাওনা মিটিয়ে ছাঁটাই করা হয়েছে। পরে আমরা শ্রমিকদের বুঝিয়ে সড়ক থেকে সরিয়ে দেই।

NEW AGE | SATURDAY, APRIL 5, 2025,

Release of garment labour leader Jalal Hawlader demanded

Staff Correspondent

LEADERS of Garment O Sweaters Sramik Trade Union Kendra on Friday demanded release of its leader Jalal Hawlader immediately.

President of the organisation Iddris Ali and general secretary Kazi Ruhul Amin in a press statement said that police on Friday noon arrested Iddris, general secretary of Gazipur district committee of the organization at his home in Faridpur.

They also alleged that Jalal was leading movements of Style Craft garment in Gazipur and police had arrested him in a case field by the owners of the factory.

The workers of the factory were also holding programmes during Ramadan demanding their wages and dues, the statement said.

The garment labour leaders demanded immediate release of Jalal and withdrawal of the case filed against the garment workers' leaders.

The organisation will wage tougher movements if Jalal Hawlader is not released, the leaders warned.

প্রথম আলো ৮ এপ্রিল ২০২৫

বন্ধ কারখানা খুলে দেওয়ার দাবিতে শ্রমিকদের অবস্থান

ঢাকার সাভার

পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে কারখানার সামনে শিল্পাঞ্চল পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সদস্যরা অবস্থান নেন।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *সাভার*

ঢাকার সাভারের উলাইলে অবস্থিত প্রাইড গ্রুপের বন্ধ (লে-অফ) ঘোষণা করা দুটি কারখানা খুলে দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন শ্রমিকেরা। এই দাবিতে গতকাল সোমবার সকালে তাঁরা কারখানা দুটির সামনে অবস্থান নেন। পরে মালিক, শ্রমিক এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, শিল্পাঞ্চল পুলিশ-১ ও সেনাবাহিনীর সদস্যদের উপস্থিতিতে সভা করে মার্চ মাসের বেতন, শ্রমিক ছাঁটাইসহ বিভিন্ন বিষয়ে লিখিত সিদ্ধান্তের কথা জানানোর পর শ্রমিকেরা কারখানার সামনে থেকে চলে যান।

সিদ্ধান্তগুলো হলো মার্চ মাসের বেতন ১৫ এপ্রিলের মধ্যে পরিশোধ; এপ্রিলের প্রথম ৬ দিনের বেতন পরিশোধের বিশেষ চেষ্টা; লে-অফের সময়কালে শ্রমিকদের প্রাপ্য সুবিধাসমূহ বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ অনুযায়ী মে মাসের ১০ তারিখের মধ্যে পরিশোধ; ছাঁটাই, ইস্তফা ইত্যাদি কার্যক্রম বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ অনুযায়ী সম্পন্ন এবং এসব ক্ষেত্রে বকেয়া পাওনা আইন অনুযায়ী ৩০ কর্মদিবসের মধ্যে পরিশোধ; বেতন ও শ্রমিকদের অন্যান্য পাওনা বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০২৬ অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরিশোধ।

কারখানার সামনে অবস্থানকারী একাধিক শ্রমিক জানান, ঈদের ছুটি শেষে গতকাল সকালে প্রাইড গ্রুপের এইচ আর টেক্সটাইল মিলস ও ফ্যাশন নিট গার্মেন্টস লিমিটেডের শ্রমিকেরা কারখানার সামনে আসেন। কারখানার সামনে তাঁরা ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত কারখানা দুটি বন্ধ ঘোষণা করার নোটিশ দেখতে পান। পরে বন্ধ কারখানা খুলে দেওয়ার দাবিতে কারখানার সামনে অবস্থান নেন তাঁরা। পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে কারখানার সামনে শিল্পাঞ্চল পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সদস্যরা অবস্থান নেন।

ফ্যাশন নিট কারখানার এক নারী শ্রমিক *প্রথম আলোকে* বলেন, 'কারখানার সামনে এসে দেখি কারখানা ৩০ তারিখ পর্যন্ত বন্ধ। আগে কেউ বন্ধ নিয়ে আলোচনা করেনি। বন্ধের সময় আমাদের মূল মজুরি ৫০ শতাংশ দেওয়া হবে। এ টাকায় আমাদের সংসার চলবে কীভাবে। আমরা চাই কারখানা খুলে দেওয়া হোক।'

এইচ আর টেক্সটাইল মিলস লিমিটেডের এক পুরুষ শ্রমিক বলেন, 'ঈদের জন্য ১০ দিনের ছুটি দিয়েছিল। আজকে (সোমবার) কাজে জয়েন করার কথা। দুই দিন আগে মেসেজে (মুঠোফোনে খুদে বার্তা) আমাদের জানিয়েছে তারা (কারখানা কর্তৃপক্ষ) লে-অফ ঘোষণা করেছে। কোনো শ্রমিকই এটা মানতে চায় না। সবার একই বক্তব্য, কারখানা খুলে দেওয়া হোক। তা না হলে আমাদের যেসব পাওনা আছে, সব বুঝিয়ে দিয়ে কারখানা বন্ধ করা হোক।'

প্রতিষ্ঠান দুটির মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন ও কমপ্লায়েন্স) মনিরুল ইসলাম *প্রথম আলোকে* বলেন, জ্বালানিসংকট, কিছু আর্থিক জটিলতা এবং কার্যাদেশ-সংকটের কারণে কারখানা দুটির আংশিক লে-অফ ঘোষণার সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে শ্রমিকেরা কিছু দাবি জানান। পরে মালিক প্রতিনিধি, শ্রমিক প্রতিনিধি, শিল্প পুলিশ, সেনাবাহিনী, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের প্রতিনিধির উপস্থিতিতে যৌক্তিক কিছু সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়ে বিষয়টির সমাধান করা হয়।

মনিরুল বলেন, 'কোভিড এবং পরবর্তী সময়ে ইউক্রেন-রাশিয়ার যুদ্ধের কারণে কিছু আর্থিক জটিলতা এবং কার্যাদেশ-সংকটে পড়তে হয়েছে। তবে শ্রমিকদের মধ্যে এর প্রভাব আমরা পড়তে দিইনি। ২০২৩ সালের শেষের দিকে ছয় মাস কাজ না থাকা সত্ত্বেও সবার বেতন পরিশোধ করা হয়। গত ঈদের আগে তিন মাস কাজ না থাকলেও প্রতিষ্ঠান দুটির কর্মীদের সব বেতন-ভাতা ও বোনাস পরিশোধ করে ঈদের ছুটি ঘোষণা করা হয়।'

ঢাকার সাভারের উলাইলে প্রাইড গ্রুপের বন্ধ ঘোষণা করা দুটি কারখানা খুলে দেওয়ার দাবিতে কারখানার সামনে শ্রমিকদের অবস্থান। গতকাল সকালে। ছবি : প্রথম আলো

প্রথম আলো • বৃহস্পতিবার, ১০ এপ্রিল ২০২৫,

শ্রীপুরে বকেয়া বেতনের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল

প্রতিনিধি, *শ্রীপুর, গাজীপুর*

গাজীপুরের শ্রীপুর উপজেলায় বকেয়া বেতনের দাবিতে বিক্ষোভ করেছেন শ্রমিকেরা। উপজেলার গাজীপুর ইউনিয়নের ভুতুলিয়া গ্রামে নায়েব আলী মার্কেট এলাকায় সিঅ্যান্ডআর সোয়েটার লিমিটেড কারখানায় শ্রমিকেরা গতকাল বুধবার সকালে ওই বিক্ষোভ করেন।

দুই মাসের বকেয়া বেতনের দাবিতে গতকাল সকাল ৯টা থেকে আন্দোলনে নামেন ওই কারখানার শ্রমিকেরা। কারখানার শ্রমিক আনোয়ারুল হক *প্রথম আলোকে* বলেন, গত ফেব্রুয়ারি ও মার্চ মাসের স্টাফদের (কর্মচারী) বেতন পরিশোধ করেনি কারখানা কর্তৃপক্ষ। শ্রমিকদের মার্চ মাসের বেতন বকেয়া আছে। গতকাল সকালে কারখানায় আসার পর হঠাৎ অনির্দিষ্টকালের জন্য ছুটির মৌখিক ঘোষণা দেওয়া হয়। এতে শ্রমিকেরা ক্ষুব্ধ হন। এ জন্য বকেয়া পরিশোধ করার জন্য কারখানার সামনে দাঁড়িয়ে বিক্ষোভ করেন। একপর্যায়ে কারখানার কর্মকর্তারা ২৮ এপ্রিল কেবল এক মাসের বেতন পরিশোধ করতে পারবেন বলে জানান। এই শর্তে শ্রমিকদের কাজে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানান তাঁরা। কিন্তু শ্রমিকেরা সব বকেয়া পরিশোধ করার দাবি জানাচ্ছেন।

আরেক শ্রমিক শামীম আহমেদ বলেন, 'পাওনা টাকা পরিশোধ না করলে আমরা চলব কী করে? তাই বেতনের দাবিতে শান্তিপূর্ণ অবস্থান নিয়েছি।'

এ বিষয়ে সিঅ্যান্ডআর সোয়েটার লিমিটেড কারখানার মানবসম্পদ কর্মকর্তা মেহেদী হাসান মুঠোফোনে বলেন, 'কারখানায় একটু ঝামেলা হচ্ছে। আমি এই মুহূর্তে কথা বলতে পারছি না। পরে কথা বলব।'

শ্রীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জয়নাল আবেদীন মণ্ডল বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ উপস্থিত হয়েছে। দুই পক্ষের সঙ্গে আলোচনা অব্যাহত আছে।

যুগান্তর
মঙ্গলবার, ৮ এপ্রিল ২০২৫

সাভারে বেতনের দাবিতে শ্রমিক বিক্ষোভ

যুগান্তর প্রতিবেদন, *ঢাকা উত্তর*

সাভারে বকেয়া বেতন পরিশোধ ও বন্ধ কারখানা খুলে দেওয়ার দাবিতে শ্রমিকরা বিক্ষোভ করেছেন। সোমবার সকালে সাভার পৌর এলাকার উলাইলে অবস্থিত প্রাইড গ্রুপের এইচ আর টেক্সটাইল মিলস এবং ফ্যাশন নীট গার্মেন্টসের সহস্রাধিক শ্রমিক এই বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেছেন।

সকালে কারখানা দুটির শ্রমিকরা ঈদের ছুটি শেষে কাজে যোগ দিতে এসে কারখানার মূল ফটকে লে-অফের নোটিশ দেখতে পেয়ে বিক্ষোভ শুরু করেন।

বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা জানান, কারখানা কর্তৃপক্ষ কোনো ধরনের নোটিশ ছাড়াই লে-অফ ঘোষণা করেছেন।

খবর পেয়ে অতিরিক্ত পুলিশ এবং সেনাবাহিনীর সদস্যরা ঘটনাস্থলে আসেন। তারা শ্রমিকদের বুঝিয়ে মালিকপক্ষের সঙ্গে কথা বলে বিষয়টি সমাধানের আশ্বাস দেন।

দৈনিক ইত্তেফাক
বৃহস্পতিবার
২৭ চৈত্র ১৪৩১, ১০ এপ্রিল ২০২৫

রূপগঞ্জে গার্মেন্টস শ্রমিক ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সংঘর্ষ, আহত ২০, গ্রেফতার ৮

ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদে ঢাকা-সিলেট মহাসড়ক অবরোধ

■ স্টাফ রিপোর্টার, নারায়ণগঞ্জ ও রূপগঞ্জ সংবাদদাতা

ঈদের আগে নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জে রবিনটেক্স গার্মেন্টসের ৬৫ জন শ্রমিককে বিনা নোটিশে ছাঁটাই করার প্রতিবাদে এবং বকেয়া বেতন ও বোনাসের দাবিতে গতকাল বুধবার আউখাবো এলাকায় ঢাকা-সিলেট মহাসড়ক অবরোধ করে শ্রমিকরা। তারা রাস্তায় টায়ার জ্বালিয়ে আগুন দেয়। এ সময় আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের সঙ্গে শ্রমিকদের দফায় দফায় সংঘর্ষ, লাঠিচার্জ, ইটপাটকেল নিক্ষেপের ঘটনা ঘটে। সংঘর্ষে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যসহ ২০ জন আহত হন। রূপগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. সাইফুল ইসলাম, উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) তারিকুল আলম, পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সদস্যরা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। এ ঘটনায় আট জন শ্রমিককে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে মামলার প্রস্তুতি চলছে।

জানা গেছে, গত ২৮ মার্চ বিনা নোটিশে ছাঁটাই করা হয় ৬৫ জন শ্রমিককে। এছাড়া কারখানা বন্ধ দেওয়ার আগে শ্রমিকদের ৬৫ শতাংশ বোনাস দেওয়ার কথা থাকলেও দেওয়া হয় ৫০ শতাংশ। এক মাসের বেতন দেওয়ার কথা থাকলেও ২০ দিনের বেতন দিয়েই কারখানা বন্ধ ঘোষণা করা হয়। গত মঙ্গলবার কারখানা খোলার দিন শ্রমিকরা মালিকপক্ষকে ছাঁটাইয়ের কারণ জানতে চাইলে এবং বকেয়া বেতন ও বোনাস দেওয়ার কথা বললে মালিকপক্ষ নানা তালবাহানা শুরু করে। শ্রমিকরা তখন কাজ বন্ধ রেখে কারখানার ভেতরেই অবস্থান কর্মসূচি পালন করেন। এ সময় আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা তাদের কাজে যোগ দিতে বললে তাদের সঙ্গে শ্রমিকদের বাগবিতণ্ডা হয়। শ্রমিকরা আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের দিকে পানির বোতল নিক্ষেপ করেন। পরে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী তাদের লাঠিচার্জ করে সরিয়ে দেন। এর কিছুক্ষণ পর বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা কারখানার বাহিরে এসে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে বিদ্যুতের খুঁটি ফেলে মহাসড়ক অবরোধ করে রাখেন। শ্রমিকরা কয়েকটি গাড়িও ভাঙচুর করেন। এ সময় মহাসড়ক থেকে শ্রমিকদের সরাতে গেলে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সঙ্গে তাদের দফায় দফায় সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এতে বেশ কয়েকজন শ্রমিক আহত হন। শ্রমিকদের ইটপাটকেলের আঘাতে লেফটেন্যান্ট মুবিনসহ আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কয়েকজন সদস্যও জখম হন। আহতদের উদ্ধার করে বিভিন্ন হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। জেলার সহকারী পুলিশ সুপার (এএসপি) মেহেদী হাসান বলেন, আমার গাড়ি ভাঙচুর করা হয়েছে। আমাদের প্রায় ১০ জন পুলিশ সদস্য আহত হয়েছেন।

ভুলতা পুলিশ ফাঁড়ির পরিদর্শক মিজানুর রহমান মিজান বলেন, উত্তেজিত শ্রমিকরা আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের ওপর ইটপাটকেল নিক্ষেপ করলে সংঘর্ষের সূত্রপাত ঘটে। রূপগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. সাইফুল ইসলাম জানান, শ্রমিক প্রতিনিধিদেরকে নিয়ে তাদের দাবি আদায়ে মালিকপক্ষের সঙ্গে আলোচনায় বসার আশ্বাস দিলে শ্রমিকরা অবরোধ তুলে নেন। পরিস্থিতি এখন শান্ত।

দেশ রূপান্তর
মঙ্গলবার, ৮ এপ্রিল ২০২৫

টিএনজেড গ্রুপের আন্দোলনরত শ্রমিক-কর্মচারীদের সমাবেশ

গাজীপুর প্রতিনিধি

গাজীপুরে টিএনজেড গ্রুপের ৩টি কারখানার শ্রমিক-কর্মচারীদের বকেয়া বেতন, ঈদ বোনাসসহ যাবতীয় বকেয়া পাওনার দাবিতে সমাবেশ করেছে কারখানাগুলোর শ্রমিকরা। গতকাল সোমবার বিকেলে নগরীর মোগরখাল এলাকায় টিএনজেড কারখানাসংলগ্ন বালুর মাঠে এ শ্রমিক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

শ্রমিকরা জানায় ঈদের আগে থেকেই তারা আন্দোলন করে আসছে। আন্দোলনের ধারাবাহিক কর্মসূচি হিসাবে তাদের এ শ্রমিক সমাবেশ।

সমাবেশে বক্তরা বলেন, গত ২৩ মার্চ থেকে তিন মাসের বকেয়া বেতন ও ঈদ বোনাসসহ যাবতীয় বকেয়ার দাবিতে ঢাকায় শ্রম ভবনের সামনে লাগাতার অবস্থান কর্মসূচিসহ ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করা হয়। এর পরিপ্রক্ষিতে ২৯ মার্চ শ্রম সচিবের উদ্যোগে ত্রি-পক্ষীয় (শ্রমিক পক্ষ, মালিক পক্ষ ও সরকার পক্ষ) বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সেই বৈঠকে শ্রমিক-কর্মচারীদের অনুমানিক ১৮ কোটি টাকা পাওনার বিপরীতে ঈদের আগেই ৩ কোটি টাকা প্রদান, অবশিষ্ট বকেয়া পাওনাদি পরিশোধের লক্ষ্যে ৮ এপ্রিল (আজ) পুনরায় ত্রি-পক্ষীয় বৈঠকের আশ্বাস দেন সচিব। একইসঙ্গে যতদিন বকেয়ার সমস্যা সমাধান হবে না ততদিন টিএনজেড গ্রুপের পরিচালক শাহীনকে পুলিশের হেফাজতে রাখার নির্দেশ দেন তিনি। বৈঠকের সিদ্ধান্ত এবং সচিবের আশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে ২৯ মার্চ সন্ধ্যায় অবস্থান কর্মসূচি প্রত্যাহার করা হয় এবং ৭ এপ্রিল কারখানার সামনে শ্রমিক সমাবেশের ঘোষণা দেওয়া হয়। বৈঠকে মালিক পক্ষ তিন কোটি টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেও সেটা ভঙ্গ করে ২ কোটি ৬৭ লাখ টাকা দিয়েছে। এই টাকা পেতেও শ্রমিক-কর্মচারীদের নানা রকম ভোগান্তির মধ্যে পড়তে হয়েছে। তাই শ্রমিক কর্মচারীদের কোনো প্রকার হয়রানি ছাড়া তাদের ন্যায্য পাওনা প্রদানের ব্যবস্থা করার জন্য সরকারের কাছে দাবি জানান।

কারখানার শ্রমিক শাহিন আলমের সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন, গণতান্ত্রিক ছাত্রজোটের সমন্বয়ক ছাত্র নেতা দিলীপ রায়, অভ্যুত্থানকারী ছাত্র-শ্রমিক-জনতা গাজীপুরের আহ্বায়ক আরমান হোসেন, গার্মেন্টস শ্রমিক অধিকার আন্দোলনের সমন্বয়ক ওএসকে গার্মেন্টস এন্ড টেক্সটাইল শ্রমিক ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক তোফাজ্জল হোসেন, অ্যাডভোকেট মন্টু ঘোষ, হারুন সরকার, মাসুদ রেজা, মীর তোফাজ্জল হোসেন মোস্তাক, গার্মেন্টস শ্রমিক ঐক্য ফোরামের সাধারণ সম্পাদক শহীদুল ইসলাম সবুজ, গার্মেন্টস ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সত্যজিৎ বিশ্বাস, গার্মেন্টস শ্রমিক মুক্তি আন্দোলনের কেন্দ্রীয় সদস্য ইকবাল মীর, জাতীয় শ্রমিক কর্মচারী সংগ্রাম পরিষদের নেতা শামীম ইমাম প্রমুখ।

সময়ের আলো মঙ্গলবার। ৮ এপ্রিল ২০২৫।

চট্টগ্রামে ইপিজেডে জুতা কারখানা শ্রমিকদের ফের অবরোধে দুর্ভোগ

● চট্টগ্রাম ব্যুরো

চট্টগ্রাম রফতানি প্রক্রিয়াজাতকরণ এলাকায় (সিইপিজেড) তৃতীয় দিনের মতো একটি কারখানার শ্রমিকরা সড়ক অবরোধ করে ২ ঘণ্টা বিক্ষোভ মিছিল করেছেন। সোমবার সকাল ১০টার দিকে সিইপিজেডের প্রবেশপথের কাছে বিমানবন্দর অভিমুখী সড়কে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ শুরু করেন শতাধিক শ্রমিক। বিক্ষোভে পুরুষ শ্রমিকের পাশাপাশি অনেক নারী শ্রমিকও অংশ নেন। দুপুর ১২টার দিকে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা এসে তাদের সড়ক থেকে সরিয়ে দেন। এরপর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। সড়কে বিক্ষোভ মিছিল করার কারণে পুরো এলাকায় তীব্র যানজট দেখা দেয়। চট্টগ্রাম বন্দরের পণ্যবাহী গাড়িসহ বিভিন্ন যানবাহন আটকা পড়ে।

জানা গেছে, এক্সেলসিয়র স্যুজ নামের একটি জুতা তৈরির কারখানার শ্রমিকদের চাকরিচ্যুত করাকে কেন্দ্র তিন দিন ধরে মিছিল চলছে। অবরোধ করা হচ্ছে সিইপিজেড এলাকার সড়ক। কারখানাটি সিইপিজডের ৪ নম্বর রোডের ৩ নম্বর সেক্টরের অবস্থিত। সোমবার বিক্ষোভকারীরাও একই কারখানার শ্রমিক। বিক্ষোভ অবরোধের কারণে ওই এলাকায় জনদুর্ভোগ চরমে পৌঁছে। অভিযোগ রয়েছে নিয়ম না মেনে জুতা কারখানার ৪০ শ্রমিককে চাকরিচ্যুত করা হয়েছে। গত শনিবার প্রথমবার কারখানায় বিক্ষোভ করেন চাকরিচ্যুত শ্রমিকরা। রোববারও বিক্ষোভের পাশাপাশি কারখানায় একদফা হামলার ঘটনা ঘটে। সোমবার সকালে শ্রমিকরা রাস্তায় নেমে আসেন। তারা ইপিজেড মোড়সহ আশপাশের এলাকায় সড়কের উভয় পাশে অবস্থান নিয়ে যানবাহন চলাচল বন্ধ করে দেন। এতে অন্তত ২ ঘণ্টা যানবাহন চলাচল বন্ধ ছিল।

কালের কণ্ঠ বুধবার। ৯ এপ্রিল ২০২৫

শুল্কের প্রভাবে ছাঁটাইয়ের শঙ্কা গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশনের

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

যুক্তরাষ্ট্রের ৩৭ শতাংশ পাল্টা শুল্কে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক পণ্যের রপ্তানির ওপর প্রভাব পড়বে, যা দেশের জন্য অত্যন্ত উদ্বেগজনক বলে মন্তব্য করেছে সম্মিলিত গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশন।

সংগঠনটি বলেছে, পাল্টা শুল্ক আরোপের ফলে দেশের তৈরি পোশাক শিল্পের প্রতিযোগিতা সক্ষমতা কমে যাবে। ফলে যুক্তরাষ্ট্রের ক্রেতারা বিকল্প উৎসে পণ্য সংগ্রহ করতে উৎসাহিত হবে। সংগঠনের পক্ষ থেকে গণমাধ্যমে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা বলা হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে আরো বলা হয়, অনেক বাংলাদেশি পোশাক রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান যুক্তরাষ্ট্রের বাজার থেকে সরে আসতে বাধ্য হতে পারে। ফলে এর সরাসরি প্রভাব পড়বে শ্রমিকদের ওপর। কিছু কারখানাও বন্ধ হয়ে যেতে পারে। এরই মধ্যে শ্রমিক ছাঁটাইয়ের আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। ফলে শ্রমজীবী মানুষের জীবন-জীবিকা চরম ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তার মুখে পড়বে।

উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বৈদেশিক আয়ের একটি বড় অংশ তৈরি পোশাক খাত থেকে আসে। এই খাতে ৪০ লাখের বেশি শ্রমিক কাজ করেন, যাঁদের বেশির ভাগ নারী শ্রমিক। এ ছাড়া এই পোশাক খাতে কাজ করা নারীদের জন্য তেমন কোনো বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টিও হয়নি। এই খাতের ওপরই তাঁদের কর্মসংস্থানের জন্য নির্ভরশীল।

দেশ রূপান্তর বৃহস্পতিবার, ১০ এপ্রিল ২০২৫

শ্রমিক ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদে গতকাল নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে ঢাকা-সিলেট মহাসড়ক অবরোধ করেন শ্রমিকরা ■ দেশ রূপান্তর

শ্রমিক অসন্তোষ সংঘর্ষ আহত অর্ধশত

রূপগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ) ও শ্রীপুর (গাজীপুর) প্রতিনিধি

নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে বিনা কারণে ছাঁটাই, বোনাস ও বকেয়া বেতনের দাবিতে রবিনটেক্স রপ্তানিমুখী পোশাক কারখানায় শ্রমিক অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। এ সময় বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা টানা ৪ ঘণ্টা ঢাকা সিলেট মহাসড়ক অবরোধ করে রাখে। এ সময় আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের সঙ্গে শ্রমিকদের ধাওয়া পাল্টা ধাওয়ায় ঢাকা-সিলেট মহাসড়ক রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যসহ প্রায় শতাধিক শ্রমিক আহত হয় বলে জানা গেছে। গতকাল বুধবার সকাল থেকে দিনব্যাপী ঢাকা সিলেট মহাসড়কে আউখাবো রবিনটেক্স পোশাক কারখানার সামনে এ ঘটনা ঘটে। ঢাকা সিলেট মহাসড়কের বিক্ষোভের কারণে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। ভোগান্তিতে পড়তে হয় সাধারণ মানুষকে।

বিক্ষুব্ধ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, রূপগঞ্জ উপজেলার আউখাবো এলাকায় রবিনটেক্স নামে রপ্তানিমুখী পোশাক কারখানায় প্রায় ৮-১০ হাজার শ্রমিক কাজ করেন। ঈদুল ফিতর উপলক্ষে গত ২৯ মার্চ থেকে ৭ এপ্রিল পর্যন্ত পোশাক কারখানাটি বন্ধ রাখা হয়। বন্ধ দেওয়ার আগে গত ২৮ মার্চ বিনা নোটিসে কোনো প্রকার কারণ ছাড়াই ৬৫ জন শ্রমিককে ছাঁটাই করা হয়। এ ছাড়া পোশাক কারখানা বন্ধ দেওয়ার আগে শ্রমিকদের ৬৫ শতাংশ বোনাস দেওয়ার কথা থাকলেও ৫০ শতাংশ মালিকপক্ষ প্রদান করেন। এ ছাড়া এক মাসের বেতন প্রদানের কথা থাকলেও ২০ দিনের বেতন দিয়েই কারখানা বন্ধ ঘোষণা করা হয়। গত মঙ্গলবার কারখানা খোলার দিন শ্রমিকরা মালিকপক্ষকে ছাঁটাইয়ের কারণ, বেতন ও বোনাস দেওয়ার কথা বললে মালিকপক্ষ নানা রকম টালবাহানা শুরু করেন। গতকাল সকালে আগের মতোই তাদের দাবি নিয়ে কারখানার ভেতরে অবস্থান করছিল। এ সময় আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা তাদের কাজে যোগ দেওয়ার কথা বললে তাদের সঙ্গে বাগ্‌বিতণ্ডা হয়। পরে শ্রমিকরা আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের পানির বোতল নিক্ষেপ করে। আইনশৃঙ্খলা বাহিনী তাদের লাঠিচার্জ করে সরিয়ে দেন। পরে শ্রমিকরা কারখানার বাইরে এসে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে বিদ্যুতের খুঁটি ফেলে মহাসড়ক অবরোধ করে রাখেন। এ সময় মহাসড়ক থেকে শ্রমিকদের সরাতে গেলে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সঙ্গে শ্রমিকদের দফায় দফায় সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এ সময় শ্রমিকরা আইনশৃঙ্খলা বাহিনী সদস্যদের লক্ষ্য করে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে। ধাওয়া পাল্টা ধাওয়ায় আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য সেনাবাহিনীর লেফটেন্যান্ট মুবিন, সৈনিক বাঁধন, সোহরাব, মেহেদী, শ্রমিকদের মধ্যে শাফিয়া, রুনা, মলিনা, মাজেদা, রুপুসহ শতাধিক আহত হয়েছেন। আহতদের উদ্ধার করে বিভিন্ন হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে।

আন্দোলনরত কয়েকজন শ্রমিক বলেন, ঈদের আগে আমাদের ৬৫ জন শ্রমিককে বিনা নোটিসে ছাঁটাই করে দেয় কর্তৃপক্ষ। আমরা আমাদের দাবি জানিয়ে আসছিলাম। আমরা কারখানার ভেতরে শান্তিপূর্ণভাবে আমাদের দাবি আদায়ের চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা আমাদের ওপর লাঠিচার্জ শুরু করেন। এতে নারীসহ আমাদের ৬৫ জন শ্রমিক আহত হয়। আহতদের উদ্ধার করে বিভিন্ন হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে।

ভুলতা পুলিশ ফাঁড়ির পরিদর্শক মিজানুর রহমান মিজান বলেন, রবিনটেক্স গার্মেন্টস কর্মীদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেয়। এ সময় আইনশৃঙ্খলা বাহিনী তাদের কাজে যোগ দেওয়ার কথা বললে তারা আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের ওপর হামলা চালায়। এতে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য কয়েকজন আহত হয়েছেন।

এ ব্যাপারে জেলা গ সার্কেলের সহকারী পুলিশ সুপার (এএসপি) মেহেদী হাসান জানান, বর্তমানে পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক রয়েছে। আমার গাড়ির ভাঙচুর করা হয়েছে। আমাদের প্রায় ১০ জন পুলিশ সদস্য আহত হয়েছেন।

শ্রীপুরে সোয়েটার কারখানার শ্রমিকদের বিক্ষোভ : এদিকে গাজীপুরের শ্রীপুরে একটি সোয়েটার কাখানার কয়েকশ শ্রমিক দুই মাসের বকেয়া বেতনের দাবিতে বিক্ষোভ করছেন। সকালে কারখানায় এলে জানানো হয় তাদের কারখানাটি অনির্দিষ্টকালে জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। পরে সব শ্রমিক একত্র হয়ে আন্দোলন বিক্ষোভ শুরু করেন।

গতকাল বুধবার সকালে উপজেলার গাজীপুর ইউনিয়নের ভুতুলিয়া গ্রামের সি অ্যান্ড আর সুয়েটার কারখানায় এ আন্দোলন শুরু হয়। খবর পেয়ে শ্রীপুর থানা পুলিশ ও শিল্প পুলিশ ঘটনাস্থল গিয়ে ক্ষুব্ধ শ্রমিদের সঙ্গে কথা বলেন। তবে দুপুর সাড়ে ১২টা পর্যন্তও শ্রমিকরা আন্দোলন করছিলেন।

তাদের দাবি মালিক পক্ষের টাকার সমস্যা আছে বলে দুই মাস ধরে তাদের বেতন আটকে রাখা হয়েছে। এখন সে পাওনা বেতন না দিয়ে আচমকা কোনো ঘোষণা ছাড়াই সকালে কারখানা বন্ধের ঘোষণা দেয়। এতে শ্রমিকরা তাদের বকেয়া বেতন পাওয়ার দাবিতে বিক্ষোভ আন্দোলন শুরু করেন।

কারখানার অ্যাডমিন অফিসার মেহেদী হাসান জানান এ ব্যাপারে কোনো কথা বলা যাবে না। এ নিয়ে দুপক্ষের মধ্যে কথা চলছে। পরে বিস্তারিত বলা যাবে।

শ্রীপুর মডেল থানার ওসি জয়নাল আবেদীন মণ্ডল বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। দুপক্ষের সঙ্গে আলোচনা অব্যাহত আছে। খবর পেয়ে শিল্প পুলিশও ঘটনাস্থলে আসে। তারাও কথা বলছে শ্রমিকদের সঙ্গে। আপাতত শান্তিপূর্ণভাবেই আন্দোলন করছে শ্রমিকরা।

প্রথম আলো • রোববার, ২০ এপ্রিল ২০২৫

সাভারের হেমায়েতপুরের হরিণধরায় অবস্থিত চামড়াশিল্প নগরে ট্যানারি ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের ব্যানারে বিক্ষোভ মিছিল। ছবি : প্রথম আলো

ন্যূনতম মজুরি বাস্তবায়িত না হওয়ায় শ্রমিকদের বিক্ষোভ

সাভারে চামড়াশিল্প

চামড়াশিল্প নগরে গতকাল বেলা সাড়ে ১১টার দিকে ট্যানারি ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের ব্যানারে শ্রমিকেরা বিক্ষোভ সমাবেশ করেন।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *সাভার*

প্রায় পাঁচ মাস হলেও চামড়াশিল্পের শ্রমিকদের জন্য পাঁচটি গ্রেডে সরকারঘোষিত ন্যূনতম মজুরি বাস্তবায়িত না হওয়ায় বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ কর্মসূচি পালন করেছেন শ্রমিকেরা।

সমাবেশ শেষে ট্যানারি ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের পক্ষ থেকে ন্যূনতম মজুরি বাস্তবায়িত না হলে আজ রোববার থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত মূল কাজের অতিরিক্ত সময়ে (ওভারটাইম) কাজ না করার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। এ সময়ের মধ্যে দাবি পূরণ না হলে পরে শ্রমিকদের সম্মিলিত সিদ্ধান্তের ওপর ভিত্তি করে পরবর্তী কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে বলে জানিয়েছেন শ্রমিকেরা।

সাভারের হেমায়েতপুরের হরিণধরায় অবস্থিত চামড়াশিল্প নগরে গতকাল শনিবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে ট্যানারি ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের ব্যানারে অনুষ্ঠিত বিক্ষোভ সমাবেশে এ সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়।

বেলা সাড়ে ১১টার দিকে সাভারের বিভিন্ন চামড়াশিল্প প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকেরা খণ্ড খণ্ড মিছিল নিয়ে ট্যানারি ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের কার্যালয়ের সামনে জড়ো হন। পরে তাঁরা সেখানে বিক্ষোভ সমাবেশ করেন। সমাবেশে ট্যানারি ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সভাপতি আবুল কালাম আজাদের সভাপতিত্বে সাধারণ সম্পাদক আবদুল মালেকসহ বিভিন্ন চামড়াশিল্প প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক প্রতিনিধিরা বক্তব্য দেন। সমাবেশ শেষে চামড়াশিল্পের শ্রমিকদের জন্য পাঁচটি গ্রেডে সরকারঘোষিত ন্যূনতম মজুরি বাস্তবায়িত না হওয়ায় রোববার বিকেল পাঁচটার পর থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত মূলকাজের অতিরিক্ত সময় (ওভারটাইম) কাজ না করার ঘোষণা দেওয়া হয়।

বিক্ষোভ সমাবেশে শ্রমিক প্রতিনিধি শফিকুল ইসলাম বলেন, 'সরকার ট্যানারি শ্রমিকদের যে মজুরি ঘোষণা করেছে, সেই পাঁচটা গ্রেডের মজুরি আন্দোলন ছাড়া আদায় করা সম্ভব না।'

শ্রমিক প্রতিনিধি মো. মামুন বলেন, 'ন্যূনতম মজুরির যে গেজেট প্রকাশিত হয়েছে, সেটি অনুযায়ী ট্যানারি মালিকেরা বেতন দিয়ে দেবেন, সেটিই স্বাভাবিক; কিন্তু সেটি না করায় গত কয়েক মাসে বিভিন্ন সময়ে আমাদের কয়েক ঘণ্টা কর্মবিরতিসহ বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করতে হয়েছে।'

ট্যানারি ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সভাপতি আবুল কালাম আজাদ অভিযোগ তোলেন শ্রমিক প্রতিনিধিসহ অনেকেই বলেন, মালিকপক্ষ সরকারকে মানছে না, শ্রমিক ইউনিয়ন রাখবে না। প্রয়োজনে তারা অনেক কিছু করতে পারে; কিন্তু শ্রমিকেরা তো কারও কারখানা দখল করেননি, তাহলে কেন মালিকপক্ষ এতটা বেপরোয়া হয়েছে।

আবুল কালাম আজাদ বলেন, ন্যূনতম মজুরি বাস্তবায়নের জন্য আজ রোববার পর্যন্ত সময় বেঁধে দেওয়া হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে দাবি পূরণ না হলে সোমবার থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত মূলকাজের অতিরিক্ত সময়ে কাজ করবেন না শ্রমিকেরা। এর পরও দাবি পূরণ না হলে শ্রমিকদের সিদ্ধান্তের ওপর ভিত্তি করে পরে নতুন করে কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে।

গত বছরের ২১ নভেম্বর বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ অনুযায়ী চামড়াশিল্পের শ্রমিক ও কর্মচারীদের জন্য ন্যূনতম মজুরিসংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করে সরকার। ট্যানারি বা চামড়াশিল্প খাতের নতুন মজুরিকাঠামোতে সর্বোচ্চ বা প্রথম গ্রেডে রয়েছেন স্কিন সিলেক্টর বা হ্যান্ড মেজারার, বৈদ্যুতিক ও মেশিন মেরামতের মিস্ত্রি, হ্যান্ড ফ্রেশারম্যান ও বয়লার অপারেটরসহ ১৩ ধরনের শ্রমিক। বিভাগীয় শহর ও সাভারে এই গ্রেডের শ্রমিকের ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করা হয়েছে ৩৪ হাজার ১৬৮ টাকা, যা ২০১৮ সালে ছিল ২৫ হাজার ৪০০ টাকা।

বিভাগীয় শহর ও সাভার এলাকার চামড়াশ্রমিকের ন্যূনতম মজুরি বাড়িয়ে দ্বিতীয় গ্রেডে ২৮ হাজার ৩৮৮ টাকা; তৃতীয় গ্রেডে ২৪ হাজার ২ টাকা এবং চতুর্থ গ্রেডে ২০ হাজার ৯৯৩ টাকা করা হয়েছে। এই চার গ্রেডের বাইরে অদক্ষ সাধারণ ও অন্য শ্রমিকেরা রয়েছেন সর্বশেষ বা পঞ্চম গ্রেডে। এই গ্রেডের ন্যূনতম মজুরি বিভাগীয় শহর ও সাভারে ১৮ হাজার ১ টাকা ও অন্যান্য এলাকায় ১৭ হাজার ৪৮ টাকা।

মঙ্গলবার, এপ্রিল ২২, ২০২৫ ■ বৈশাখ ৯, ১৪৩২ বণিক বার্তা

শ্রমিক অসন্তোষে তুসুকা গ্রুপের ছয় কারখানায় ছুটি

বণিক বার্তা প্রতিনিধি ■ গাজীপুর

গাজীপুরের কোনাবাড়ীতে তুসুকা গ্রুপের কয়েকটি কারখানায় শ্রমিক অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। বিভিন্ন দাবিতে গত শনিবার থেকে কারখানার শ্রমিকরা বিক্ষোভ ও কর্মবিরতি পালন করে আসছেন। তাদের সব দাবি পূরণ না হলে লাগাতার কর্মবিরতি চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণাও দিয়েছিলেন তারা। এ অবস্থায় ছয়টি কারখানায় তিনদিনের জন্য সাধারণ ছুটি ঘোষণা করেছে কর্তৃপক্ষ। গতকাল সকালে শ্রমিকরা কারখানা ফটকে ছুটির এ নোটিস দেখতে পান। এ সময় তারা ঘণ্টাখানেক কারখানা ফটকে অবস্থান করে বাড়ি ফিরে যান।

কারখানা কর্তৃপক্ষের দাবি, শ্রমিকদের দাবি মেনে নেয়ার পরও আন্দোলন করছেন। তারা বহিরাগতদের ইন্ধনে এ আন্দোলন করছেন।

তুসুকা গ্রুপের পরিচালক মো. তারেক হাসান *বণিক বার্তাকে* বলেন, 'শ্রমিকদের যেসব দাবি ছিল, তা পুরোপুরি মেনে নিয়ে আমরা নোটিস দিয়েছিলাম। আমরা কোনো শ্রমিক ছাঁটাই করি না এবং শ্রম আইন অনুযায়ী সবকিছুই করা হয়। শ্রমিকদের দাবির পেছনে বহিরাগতদের ইন্ধন রয়েছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে কারখানাগুলোয় তিনদিনের জন্য ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে।'

ছুটি ঘোষণা করা কারখানাগুলো হচ্ছে তুসুকা জিন্স লিমিটেড, তুসুকা ট্রাউজার্স, তুসুকা ডেনিম, তুসুকা প্রসেসিং, তুসুকা ওয়াশিং ও তুসুকা প্যাকেজিং লিমিটেড। কারখানা গেটে সাঁটানো নোটিসে উল্লেখ করা হয়েছে, কারখানার ভেতরে সুষ্ঠু কর্মপরিবেশ না থাকার কারণে ২১-২৩ এপ্রিল পর্যন্ত তিনদিন সাধারণ ছুটি হিসেবে কারখানার সব কার্যক্রম বন্ধ থাকবে।

এদিকে বিভিন্ন দাবিতে গত শনিবার থেকে শ্রমিকরা বিক্ষোভ ও কর্মবিরতি পালন করছেন। রোববার সকাল ৮টা থেকে দ্বিতীয় দিনের মতো কর্মবিরতি পালন করেন তারা। গত শনিবার সকালে কর্মবিরতি শুরু করলেও পরে কাজে যোগ দেন শ্রমিকরা। বেলা ২টা থেকে আবারো একই দাবিতে কর্মবিরতি শুরু করেন। বিকাল ৫টার দিকে কারখানা ছুটি হয়ে গেলে শ্রমিকরা বাসায় চলে যান।

শ্রমিকদের দাবি, বাংলাদেশ তৈরি পোশাক প্রস্তুত ও রফতানিকারক সমিতির (বিজিএমইএ) কাঠামো অনুযায়ী বেতন কাঠামোর শতভাগ গ্রেডিং করতে হবে। এছাড়া ঈদের ছুটি সাধারণ ছুটি হিসেবে গণ্য করা যাবে না, বার্ষিক পিকনিকের আয়োজন করতে হবে, স্বজনপ্রীতি চলবে না, কারখানায় যোগদান অনুযায়ী ছুটির টাকা দিতে হবে, যে পাওনা রয়েছে তা চলতি মাসে পরিশোধ করতে হবে। শ্রমিক ছাঁটাই বন্ধ করাসহ বেশকিছু দাবি জানিয়ে শ্রমিকরা আন্দোলন করছেন।

এ ব্যাপারে কোনাবাড়ী থানার ওসি মো. সালাউদ্দিন জানান, তুসুকা গ্রুপের ছয়টি কারখানায় তিনদিনের ছুটি ঘোষণা করেছে কর্তৃপক্ষ। গতকাল সকালে শ্রমিকরা কারখানায় এসেছিলেন। ছুটির নোটিস দেখে কিছুক্ষণ অবস্থান করে বাসায় চলে যান। তবে অপ্রীতিকর কোনো ঘটনা ঘটেনি। কারখানা ফটকে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন রয়েছে।

প্রথম আলো • বৃহস্পতিবার, ২৪ এপ্রিল ২০২৫,

শ্রমিক ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদে মহাসড়ক অবরোধ

গাজীপুর

ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের ১ নম্বর সিঅ্যান্ডবি এলাকায় নিট হরাইজন কারখানার শ্রমিকেরা এই আন্দোলন শুরু করেন।

প্রতিনিধি, *গাজীপুর ও শ্রীপুর*

গাজীপুরের শ্রীপুরে শ্রমিক ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদে মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন শ্রমিকেরা। গতকাল বুধবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে উপজেলার ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের ১ নম্বর সিঅ্যান্ডবি এলাকায় নিট হরাইজন কারখানার শ্রমিকেরা এই আন্দোলন শুরু করেন। পরে তাঁরা বেলা সোয়া ১১টায় সড়ক থেকে সরে পাশে অবস্থান নেন।

এদিকে গাজীপুরের কোনাবাড়ী এলাকায় তিন দিন আগে ছুটি ঘোষণা করা তুসুকা গ্রুপের ছয়টি কারখানার ১৯৭ শ্রমিককে গতকাল ছাঁটাই করা হয়েছে।

বেলা ১১টায় ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখা যায়, ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের দুই পাশের লেনে অবস্থান নিয়ে শ্রমিকেরা বিক্ষোভ করছেন। সেখানে উপস্থিত ছিলেন শিল্প পুলিশ ও শ্রীপুর থানা-পুলিশের সদস্যরা। সড়কে অবস্থান করায় ঢাকা ও ময়মনসিংহ অভিমুখী লেনে সব ধরনের যান চলাচল বন্ধ থাকে।

বেলা ১১টা ১৫ মিনিটে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন সেনাবাহিনীর সদস্যরা। তাঁরা শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁদের দাবিদাওয়া নিয়ে মালিকপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করা হবে—এমন আশ্বাস পেয়ে শ্রমিকেরা সড়ক ছেড়ে পাশের খোলা জায়গায় অবস্থান নেন। পরে সড়কে যানবাহন চলাচল শুরু হয়।

আকলিমা খাতুন নামের এক শ্রমিক বলেন, গত সোমবার কারখানার ৪০ জন শ্রমিককে বিনা কারণে ছাঁটাই করেছে কর্তৃপক্ষ। তাঁরা গতকাল মঙ্গলবার কারখানায় গিয়ে ছাঁটাই করা শ্রমিকদের ফেরত আনার জন্য আবেদন করেন। কারখানা কর্তৃপক্ষ তা বিবেচনা করার আশ্বাস দিয়েছিল; কিন্তু তারা কথা রাখেনি।

আরেক শ্রমিক শাকিল আহমেদ বলেন, আজ কারখানায় গিয়ে দেখেন, ফটকে কারখানা বন্ধের নোটিশ টানানো। ৪০ জন শ্রমিককে ফেরত নেওয়ার দাবি করায় এ ধরনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে কারখানা কর্তৃপক্ষ। দ্রুত তাঁদের বহাল করে কারখানা খুলে দেওয়ার দাবি জানান তিনি।

এসব বিষয়ে নিট হরাইজন কারখানা কর্তৃপক্ষের ভাষ্য নেওয়া সম্ভব হয়নি।

মাওনা হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আইয়ুব আলী বলেন, শ্রমিকেরা সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করছিলেন। পরে সেনাসদস্যরা এসে আলোচনা করেন। এরপর শ্রমিকেরা সড়ক থেকে সরে যান।

তুসুকা গ্রুপ কর্তৃপক্ষ ও পুলিশের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, কোনাবাড়ীতে তুসুকা গ্রুপের ছয়টি কারখানা তুসুকা জিনস লিমিটেড, তুসুকা ট্রাউজার্স লিমিটেড, তুসুকা ডেনিম লিমিটেড, তুসুকা প্রসেসিং লিমিটেড, তুসুকা ওয়াশিং লিমিটেড ও তুসুকা প্যাকেজিং লিমিটেডের অবস্থান। গত শনিবার কারখানাগুলোর শ্রমিকেরা বিভিন্ন দাবিতে কাজ বন্ধ করে বিক্ষোভ ও কর্মবিরতি শুরু করেন। পরে কর্তৃপক্ষ গত সোমবার থেকে তিন দিনের সাধারণ ছুটি ঘোষণা করে। এর মধ্যে গত মঙ্গলবার ১৯৭ শ্রমিককে ছাঁটাই করা হয়।

ছাঁটাইয়ের খবর শুনে পুরুষ ও নারী শ্রমিকেরা গতকাল সকাল থেকে কারখানার ফটকে ভিড় করেন। শ্রমিক এরশাদ মিয়া বলেন, 'শ্রমিক ছাঁটাইয়ের কথা শুনে গেটে এসে দেখি, আমার নামও আছে। আমরা তো ভাঙচুর করিনি। ভেতরে অবস্থান করেছিলাম।'

নাম প্রকাশ না করার শর্তে এক নারী শ্রমিক বলেন, 'আমরা কাজ বন্ধ করে ভেতরে অবস্থান করেছিলাম। কোম্পানির কোনো ক্ষতি করিনি। তখন কারখানা কর্তৃপক্ষ বলেছিল তোমাদের ছাঁটাই করা হবে না।'

তুসুকা গ্রুপের পরিচালক তারেক হাসান বলেন, শ্রম আইনের বিধি মোতাবেক ১৯৭ জন শ্রমিক ছাঁটাই করা হয়েছে। তাঁদের সব পাওনা শ্রম আইন অনুযায়ী পরিশোধ করা হচ্ছে। বিশৃঙ্খলা এড়াতে এই ছাঁটাই করা হয়েছে বলে জানান তিনি।

যুগান্তর | রোববার ২৭ এপ্রিল ২০২৫ ১৪ বৈশাখ ১৪৩২

শ্রমিক অসন্তোষের জের

কালিয়াকৈর টঙ্গীতে সড়ক অবরোধ

কালিয়াকৈর ও টঙ্গী পূর্ব (গাজীপুর) প্রতিনিধি

কালিয়াকৈরে শ্রমিক অসন্তোষের জেরে শনিবার সকালে ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়ক অবরোধ করেন ইন্টারস্টপ কারখানার শ্রমিকরা। ১ ঘণ্টার অবরোধের পর সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়। জানা যায়, শুক্রবার একই এলাকার লিবার্টি ফ্যাশন ওয়্যার লিমিটেড কারখানার ফিনিশিং বিভাগের এক আয়রনম্যানের সঙ্গে ফিনিশিং ম্যানেজার সানোয়ার হোসেনের কথা কাটাকাটির একপর্যায়ে শারীরিক সংঘর্ষ হয়। এতে ওই শ্রমিক জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। পরে গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে শ্রমিকটি মারা গেছেন। গুজবে উত্তেজিত হয়ে শ্রমিকরা কারখানায় ভাঙচুরের চেষ্টা করে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে তাৎক্ষণিক ছুটি ঘোষণা করে কারখানা কর্তৃপক্ষ। লিবার্টির ঘটনা শুনে পাশের ইন্টারস্টপ কারখানার শ্রমিকরা সড়ক অবরোধ করেন। পরে নিরাপত্তার জন্য সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হয়। এদিকে টঙ্গীতে একটি পোশাক কারখানার শ্রমিকদের চাকরিতে পুনর্বহালের দাবিতে শ্রমিক অসন্তোষের ঘটনা ঘটেছে। শনিবার সকালে টঙ্গীর মিলগেট এলাকার যমুনা অ্যাপারেলস লিমিটেড নামক কারখানায় এ ঘটনা ঘটে। কারখানাটির শ্রমিকরা দিনভর কারখানার ভেতরে কর্মবিরতি পালন করেন। জানা যায়, মঙ্গলবার কারখানাটির ১১৬ জন শ্রমিকের বিরুদ্ধে উচ্ছৃঙ্খলতা ও ওই শ্রমিকদের দিয়ে কারখানার ভেতরে ক্ষতি সাধন হতে পারে এমন অভিযোগ এনে তাদের চাকরি থেকে অব্যাহতি দেয় কারখানা কর্তৃপক্ষ। পরে শ্রম আইন অনুযায়ী তাদের সব পাওনা পরিশোধ করা হয়। শ্রমিক অসন্তোষ এড়াতে গত বুধবার ও বৃহস্পতিবার কারখানার উৎপাদন বন্ধ রাখা হয়।

যুগান্তর | রোববার ২৭ এপ্রিল ২০২৫ ১৪ বৈশাখ ১৪৩২

'মোজাইক ব্র্যান্ড'র প্রতারণা

অস্ট্রেলিয়া দূতাবাসের সামনে পোশাক শ্রমিকদের বিক্ষোভ

ভাটারা (ঢাকা) প্রতিনিধি

অস্ট্রেলিয়ান কোম্পানির বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগে অস্ট্রেলিয়ার হাইকমিশনের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশ করেছেন পোশাক শ্রমিকরা। শনিবার রাজধানীর বাড্ডার সুবাস্তু টাওয়ারের সামনে জড়ো হন শতাধিক শ্রমিক। পরে তারা বাংলা ও ইংরেজিতে লেখা বিভিন্ন ব্যানার হাতে মিছিল করে নতুন বাজার হয়ে বারিধারা এলাকায় অবস্থান নেন। সেখান থেকে পাঁচ দফা দাবি তুলে ধরেন সাধারণ মানুষের কাছে। এরপর তারা অস্ট্রেলিয়ান হাইকমিশনে গিয়ে স্মারকলিপি দেন। শ্রমিকরা জানান, বাংলাদেশ থেকে প্রায় ২৫০ কোটি টাকার তৈরি পোশাক সংগ্রহ করেও অর্থ পরিশোধ করেনি অস্ট্রেলিয়ার প্রতিষ্ঠান 'মোজাইক ব্র্যান্ড'। বিদেশি ক্রেতা অর্থ না দিলেও শ্রমিকদের বেতন-ভাতা পরিশোধ করেছে সংশ্লিষ্ট গার্মেন্টস কারখানার মালিকপক্ষ।

শুক্রবার, এপ্রিল ১৮, ২০২৫ ■ বৈশাখ ৫, ১৪৩২ বণিকবার্তা

বকেয়া বেতন দাবিতে গাজীপুরে শ্রমিক বিক্ষোভ

বণিক বার্তা প্রতিনিধি ■ গাজীপুর

বকেয়া বেতন দাবিতে গাজীপুরের শ্রীপুরে বিক্ষোভ করেছেন শ্রমিকরা। গতকাল সকাল সাড়ে ৯টার দিকে এইচডিএফ অ্যাপারেলস লিমিটেড কারখানার শ্রমিকরা জৈনাবাজার এলাকায় ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করে রাখেন। মহাসড়কে আড়াই ঘণ্টা যান চলাচল বন্ধ থাকায় জনভোগান্তি তৈরি হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে ও মহাসড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক করতে পুলিশ, র‍্যাব, শিল্প পুলিশ, হাইওয়ে পুলিশ কাজ শুরু করে। পরে সেনাবাহিনীর টহল দল শ্রমিকদের বুঝিয়ে সড়ক থেকে সরিয়ে দিলে যানবাহন চলাচল শুরু হয়।

আন্দোলনরত শ্রমিকরা জানান, ঈদ বোনাস, ফেব্রুয়ারি ও মার্চের বকেয়া বেতন পরিশোধের দাবিতে সকাল সাড়ে ১০টা থেকে সড়কে বিক্ষোভ করেন তারা। কার্যাদেশ না থাকায় ঈদের আগেই মার্চের বেতন ও ঈদ বোনাস না দিয়ে কারখানা বন্ধ ঘোষণা করে কর্তৃপক্ষ। ঈদুল ফিতরের ছুটি শেষে চলতি মাসের ১০ তারিখ কারখানা খোলার কথা থাকলেও কর্তৃপক্ষ সে সময় খোলেনি। গতকাল সকালে শ্রমিকরা কাজে যোগ দিতে এসে দেখেন কর্তৃপক্ষ কাউকে না জানিয়ে পাঁচদিন ছুটি বাড়িয়ে ২২ এপ্রিল কারখানা খোলার ঘোষণা দিয়ে পুনরায় নোটিস দিয়েছে।

শ্রমিকরা বলেন, মালিক পক্ষ আমাদের বকেয়া পরিশোধের বিষয়ে সুষ্ঠু কোনো সমাধান না দিয়ে বারবার কারখানা বন্ধের নোটিস টানিয়ে দিয়ে সময় পার করছে। ছুটি শেষে কাজে যোগ দিতে এসে দেখি কারখানা বন্ধের নোটিস। আমাদের ন্যায্য বকেয়া পাওনা পরিশোধ এবং কারখানা খুলে দেয়ার দাবিতে সড়ক অবরোধ করতে বাধ্য হয়েছি।

কারখানার মালিক হুমায়ুন চৌধুরী সাংবাদিকদের জানান, কারখানায় পর্যাপ্ত কাজ না থাকায় সাময়িক বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। অল্প সময়ের মধ্যে শ্রমিকদের সব দাবি পূরণ করে কারখানা খুলে দেয়া হবে।

মহাসড়ক অবরোধের পর হাইওয়ে ও শিল্প পুলিশের সদস্যরা শ্রমিকদের বুঝিয়ে মহাসড়ক থেকে সরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেন। দুপুর ১২টার দিকে সেনাবাহিনীর একটি দল শ্রমিকদের বকেয়া পরিশোধের ব্যবস্থার আশ্বাস দিলে তারা অবরোধ প্রত্যাহার করে নেন। এরপর ধীরে ধীরে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

শ্রীপুর থানার ওসি মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীন মণ্ডল জানান, গতকাল সকাল সাড়ে ৯টার দিকে বিভিন্ন দাবিতে শ্রমিকরা মহাসড়ক অবরোধ করেন। পরে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা আন্দোলনরত শ্রমিকদের সঙ্গে আলোচনা করেন। তবে শ্রমিকরা তাদের দাবি মেনে নেয়ার পর মহাসড়ক ছেড়ে যাওয়ার কথা জানান। পরে সেনাবাহিনীর টহল দল আন্দোলনরত শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলে। পরে তারা মহাসড়ক ছেড়ে দিলে দুপুর ১২টার দিকে যান চলাচল শুরু হয়।

গাজীপুর শিল্প পুলিশের পরিদর্শক আবদুল লতিফ জানান, সেনাবাহিনী ও পুলিশের যৌথ প্রচেষ্টায় যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক হয়েছে।

দৈনিক ইত্তেফাক মঙ্গলবার ২২ এপ্রিল ২০২৫

গাজীপুরে শ্রমিক বিক্ষোভের জেরে তুসুকার ছয় প্রতিষ্ঠানে ছুটি ঘোষণা

■ গাজীপুর প্রতিনিধি

গাজীপুরের কোনাবাড়ী শিল্পাঞ্চলে তুসুকা গ্রুপের ছয়টিসহ আট কারখানায় গতকাল সোমবার শ্রমিক বিক্ষোভ হয়েছে। সরকারি ঘোষণা অনুযায়ী গ্রেডিং, চাকরিচ্যুতির প্রতিবাদ, শ্রমিক ছাঁটাই বন্ধসহ নানা দাবিতে এ বিক্ষোভ হয়। তুসুকা কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে 'কারখানায় কাজের সুষ্ঠু পরিবেশ না থাকায়' তাদের ছয় প্রতিষ্ঠানে তিন দিনের সাধারণ ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। এছাড়া অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে বিসিক শিল্প এলাকার লাইফ টেক্সটাইল।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বিজিএমইএ কাঠামো অনুযায়ী শতভাগ গ্রেডিং বাস্তবায়ন, শ্রমিক ছাঁটাই বন্ধসহ বিভিন্ন দাবিতে গত শনিবার থেকে কারখানার অভ্যন্তরে কর্মবিরতি ও বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করে আসছিল শ্রমিকরা। সোমবার সকালে শ্রমিকরা প্রবেশ করতে এসে কারখানার গেট বন্ধ এবং তিন দিনের সাধারণ ছুটির নোটিশ দেখতে পায়। এতে তারা ক্ষুব্ধ হয়ে কারখানার সামনে বিক্ষোভ করতে থাকে। শ্রমিকরা সড়কে অবস্থান নিতে চাইলে পুলিশ সরিয়ে দেয়।

তুসুকা গ্রুপের পরিচালক মো. তারেক হাসান বলেন, শনিবার বিকালেই শ্রমিকদের সম্পূর্ণ দাবি-দাওয়া মেনে নিয়ে নোটিশ দেওয়া হয়। কিন্তু তা না মেনে শ্রমিকরা রবিবারও কর্মবিরতি ও বিক্ষোভ করে। এক পর্যায়ে তারা কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ওপর চড়াও হয় এবং মারধর শুরু করে। এতে পাঁচ জন আহত হন। তাদের মধ্যে সেম্পলম্যান জাবেদ আলীকে ঢাকার পঙ্গু হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তার পা ভেঙে দেওয়া হয়েছে। পরিস্থিতি বিবেচনায় রাতেই সোমবার থেকে বুধবার পর্যন্ত তিন দিনের জন্য তুসুকা জিন্স, তুসুকা ট্রাউজার্স, তুসুকা ডেনিম, তুসুকা প্রসেসিং, তুসুকা ওয়াশিং এবং তুসুকা প্যাকেজিংয়ে সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী-শ্রমিকদের জন্য সাধারণ ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। আগামী বৃহস্পতিবার থেকে কারখানাগুলো যথারীতি খোলা থাকবে।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন রবিবার ॥ ২০ এপ্রিল ২০২৫ ।

সরকারি সহায়তা চান মৎস্য আড়ত শ্রমিকরা

চাঁদপুর প্রতিনিধি

চাঁদপুরে পদ্মা-মেঘনা নদীতে চলছে জাটকা সংরক্ষণ অভিযান। এতে জেলেদের পাশাপাশি সহস্রাধিক মৎস্য আড়ত শ্রমিকও বেকার হয়ে পড়েছেন। জেলেরা সরকারিভাবে সহায়তা পেলেও, এবার আড়ত শ্রমিকরাও সহায়তার দাবি জানিয়েছেন। এ বছর জাটকা রক্ষা কর্মসূচি চলাকালে ৪৪ হাজার ৩৫ জন জেলেকে খাদ্য সহায়তা হিসেবে ৪০ কেজি করে চার ধাপে ১৬০ কেজি চাল বরাদ্দ দিয়েছে সরকার। মৎস্য শ্রমিক লিটন ও সফিক জানান, ২০০৬ সাল থেকে চালু হওয়া জাটকা রক্ষা কর্মসূচিতে জেলেরা সরকারি সহায়তা পেলেও বছরের পর বছর আড়ত শ্রমিকরা রয়েছেন বঞ্চিত। নদীতে মাছ ধরা বন্ধ থাকলে আড়তে শ্রমিকদেরও আয় রোজগার বন্ধ হয়ে যায়। পরিবার নিয়ে কষ্টে জীবনযাপন করতে হয় তাদের। জেলেদের পাশাপাশি মৎস্য আড়ত শ্রমিকদেরও সরকারিভাবে সহায়তা দেওয়া জরুরি।

আড়তদার শাহজাহান শেখ ও সম্রাট জানান, মার্চ-এপ্রিল দুই মাস নদীতে জাল ফেলা বন্ধ থাকায় মাছঘাট ফাঁকা হয়ে পড়ে। অথচ নিয়মিত আড়তে এসে অলস সময় কাটান আড়তদার ও শ্রমিকরা। আড়ত শ্রমিকদেরও সরকারি সহায়তার আওতায় আনার দাবি মালিকদের। চাঁদপুর মৎস্য বণিক সমিতির সভাপতি আবদুল বারী মানিক জানান, চাঁদপুরে ছোটবড় ১৬টি মাছঘাটে প্রায় ২০০ আড়ত রয়েছে। এসব আড়তে কাজ করছেন সহস্রাধিক শ্রমিক।

সময়ের আলো শনিবার। ১৯ এপ্রিল ২০২৫।

সেলিমসহ গ্রেফতার শ্রমিকদের মুক্তি দাবি

● নিজস্ব প্রতিবেদক

বিশেষ ক্ষমতা আইনে গ্রেফতার করা সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্টের কেন্দ্রীয় নেতা ও গার্মেন্টস শ্রমিক ফ্রন্টের সাধারণ সম্পাদক সেলিম মাহমুদসহ রবিনটেক্সের গ্রেফতার করা শ্রমিকদের মুক্তির দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ)।

শুক্রবার জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে আয়োজিত বিক্ষোভ সমাবেশ থেকে এ দাবি জানানো হয়। বাসদের সহকারী সাধারণ সম্পাদক রাজেকুজ্জামান রতন বলেন, বারবার শ্রমিকরা নিপীড়িত হয়েছেন, লাঞ্ছিত হয়েছেন এবং অপমানিত হয়েছেন। আর এই বারবার বৈষম্যের শিকার হওয়ার ফলে কিন্তু শ্রমিকরা বারবার আন্দোলনে নেমেছেন। এবারও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন সফল হতো না যদি লাখ লাখ শ্রমিক রাজপথে না নামতেন। রূপগঞ্জ ও নারায়ণগঞ্জে এই আওয়ামী দানবীয় শক্তির বিরুদ্ধে কারা সেদিন রাজপথে নেমেছিলেন? সেদিন শুধু শ্রমিকরাই রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছিলেন।

রতন বলেন, সেলিম মাহমুদের যদি কোনো অপরাধ থাকত তাকে আপনারা গ্রেফতার করতে পারতেন। কিন্তু তাকে তার স্ত্রী এবং সন্তানের সামনে লাঞ্ছিত করলেন, এটা তো আপনারা করতে পারেন না। আর স্ত্রী, সন্তান এবং পরিবারের সদস্যদের কোনোভাবেই তো হয়রানি করতে পারেন না। এটা মানবাধিকারের কোনো ঘোষণার সঙ্গেই সংগতিপূর্ণ নয়। ফলে আজ আপনারা মানবাধিকার ভঙ্গকারী বাহিনীতে পরিণত হয়েছেন। বাসদের সহকারী সাধারণ সম্পাদক বলেন, সেলিম মাহমুদের বিরুদ্ধে যে বিশেষ ক্ষমতা আইন প্রয়োগ করা হয়েছে এটা নিয়ে যেমন আমরা পুরো দেশে আন্দোলন গড়ে তুলব, তেমনি আদালতে যে ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া দরকার তা নেব। গোটা দুনিয়ার শ্রমজীবী মানুষের কাছেই বার্তা পৌঁছে যাবে, এত বড় অভ্যুত্থানের পরও অভ্যুত্থানের বিজয়ী শক্তি যে জনগণ, তাদের ওপর আবার নতুন করে যারা দানবীয় আক্রমণ চালিয়ে তারা অভ্যুত্থানের চেতনাকে ধারণ করে না।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
রবিবার ॥ ২৭ এপ্রিল ২০২৫

টঙ্গীতে শ্রমিক বিক্ষোভ, কর্মবিরতি

টঙ্গী (গাজীপুর) প্রতিনিধি

টঙ্গীতে একটি পোশাক কারখানার ছাঁটাইকৃত শ্রমিকদের চাকরিতে পুনর্বহালের দাবিতে কর্মবিরতি ও বিক্ষোভের ঘটনা ঘটেছে। গতকাল চেরাগআলী এলাকার যমুনা অ্যাপারেলস লিমিটেড কারখানায় এ ঘটনা ঘটে। শ্রমিকরা উৎপাদন বন্ধ রেখে কারখানার ফটকে বিক্ষোভ করেন। খবর পেয়ে সেনাবাহিনী ও পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন।
কারখানা কর্তৃপক্ষ ও শ্রমিকরা জানান, গত মঙ্গলবার কারখানার শৃঙ্খলাভঙ্গ ও ভিতরে ক্ষতি হতে পারে এমন অভিযোগ এনে ১১৪ জন শ্রমিককে চাকরি থেকে অব্যাহতি দেন কর্তৃপক্ষ। পরে শ্রম আইন অনুযায়ী তাদের সব পাওনা পরিশোধ করা হয়। এ ঘটনায় শ্রমিক অসন্তোষ এড়াতে বুধবার ও বৃহস্পতিবার কারখানার উৎপাদন বন্ধ রাখা হয়। পরে গতকাল সকালে কারখানার অন্যান্য শ্রমিক কাজে যোগ দেন। সকাল সাড়ে ১০টার দিকে চাকরিচ্যুতদের চাকরিতে পুনর্বহালের দাবিতে কারখানার ভিতর কর্মবিরতি এবং মূল ফটকে বিক্ষোভ শুরু করেন শ্রমিকরা। খবর পেয়ে সেনাবাহিনী এবং থানা ও শিল্প পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।
কারখানা মালিক রাকিব সাজ্জাদ মুঠোফোনে বলেন, শ্রমিকদের দাবি অযৌক্তিক। শ্রম আইন অনুযায়ী শ্রমিকদের চাকরিচ্যুত করা হয়েছে।
গাজীপুর শিল্প পুলিশের পরিদর্শক (টঙ্গী জোন) ইসনাইল হোসেন বলেন, খবর পেয়ে থানা পুলিশ ও একদল সেনা সদস্য এসে শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলেছেন। কোনো সমাধান ছাড়াই বিকালে বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা কারখানা ছেড়ে চলে যায়।

THE FINANCIAL EXPRESS
Tuesday • April 29, 2025

POULTRY INDUSTRY

Workers' min wage Tk 16,250 recommended

FE REPORT

The minimum wage board has drafted its proposal recommending Tk 16,250 as minimum monthly wages for the workers of the country's poultry industry.
Moreover, a 5.0-percent annual increment has also been proposed for the sector.
To this end, the labour and employment ministry on April 16 issued a gazette notification, seeking suggestions or objections, if any, within 14 days of its publication.
In January 2024, the ministry formed the minimum wage board, which is the first time to fix minimum wages for the sector.
According to the notification, a worker at grade-IV will receive Tk 16,250 as a minimum monthly wage that includes basic pay Tk 9,500, house rent Tk 4, 750 (50pc of basic pay), Tk 1,500 as medical allowance and Tk 500 as travel allowance.
Workers at grade-III have been proposed to receive Tk 20,750 as minimum monthly wage, grade-II at Tk 26,750 and grade-I at Tk 30,050 respectively.
The board has also recommended the same amount (Tk 16,250) as a minimum pay for an employee of grade-IV.
It has proposed Tk 11,500 as the monthly pay for both apprentice workers and employees with the six-month period of apprenticeship.

Munni_fe@yahoo.com

কালের কণ্ঠ । রবিবার । ২৭ এপ্রিল ২০২৫ ।

কালিয়াকৈরে পোশাক শ্রমিকদের মহাসড়ক অবরোধ বিক্ষোভ

কালিয়াকৈর (গাজীপুর) প্রতিনিধি ▷

গাজীপুরের কালিয়াকৈরের পল্লী বিদ্যুৎ এলাকায় শনিবার সকালে লিবার্টি কারখানার শ্রমিকরা ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন। কারখানার আয়রন ম্যান শাহ আলমকে মারধর করার অভিযোগে শ্রমিকরা মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করে। খবর পেয়ে সেনাবাহিনী ও পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে শ্রমিকদের মহাসড়ক থেকে সরিয়ে দেয়। এদিকে আয়রন ম্যানকে মারধরের ঘটনায় কারখানার চার কর্মকর্তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং কারখানার জিএম দিল মোহাম্মদকে চাকরি থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।
পুলিশ ও শ্রমিক সূত্রে জানা যায়, শুক্রবার লিবার্টি ফ্যাশনওয়্যার লিমিটেড কারখানার ফিনিশিং বিভাগের এক আয়রন ম্যানের সঙ্গে ফিনিশিং ম্যানেজার সানোয়ার হোসেনের কথা-কাটাকাটি হয়। এক পর্যায়ে ওই আয়রন ম্যানকে মারধর করা হয়। এতে ওই শ্রমিক জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। পরে গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে তিনি মারা গেছেন। শ্রমিক নিহত হওয়ার গুজবে এবং কারখানার আট কর্মকর্তাকে চাকরি থেকে অব্যাহতির দাবিতে উত্তেজিত শ্রমিকরা কারখানায় ভাঙচুরের চেষ্টা করেন। রাত ৮টা পর্যন্ত শ্রমিকরা তাঁদের দাবির বিষয়ে কোনো সাড়া না পেয়ে বাড়ি চলে যান। শনিবার সকালে শ্রমিকরা কারখানায় এসে তাঁদের দাবি আদায়ে ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কে বিক্ষোভ করেন। পরে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এলে কারখানা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে শ্রমিক প্রতিনিধি নিয়ে কথা বলে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী। এ সময় শ্রমিকদের সব দাবিদাওয়া মেনে নিয়ে কারখানার পাঁচ কর্মকর্তাকে চাকরি থেকে অব্যাহতি দেয় কারখানা কর্তৃপক্ষ। এর মধ্যে আয়রন ম্যানকে মারধরের ঘটনায় চার কর্মকর্তাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ জেলহাজতে পাঠায় এবং কারখানার জিএম দিল মোহাম্মদকে চাকরি থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়।

প্রথম আলো • বুধবার, ৩০ এপ্রিল ২০২৫,

কারখানা খুলে দেওয়ার দাবিতে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ

প্রতিনিধি, *গাজীপুর*

বন্ধ কারখানা খুলে দেওয়ার দাবিতে গাজীপুরের টঙ্গীতে বিক্ষোভ করেছেন যমুনা অ্যাপারেলস লিমিটেড কারখানার শ্রমিকেরা। গতকাল মঙ্গলবার সকাল ৯টার দিকে মিলগেট এলাকায় প্রথমে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করে পরে আঞ্চলিক সড়কে তাঁরা বিক্ষোভ করেন।

গাজীপুর শিল্প পুলিশের পরিদর্শক ইসমাইল হোসেন প্রথম আলোকে বলেন, শ্রমিকেরা সড়কে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ করলে সড়ক থেকে সরে যেতে বলা হলে তাঁরা উত্তেজিত হয়ে পড়েন। পরে সাউন্ড গ্রেনেড ছুড়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

গতকাল সকালে বন্ধ কারখানা খুলে দেওয়া ও ছাঁটাই করা শ্রমিকদের পুনর্বহালের দাবিতে শ্রমিকেরা আঞ্চলিক সড়ক অবরোধ করেন। এ সময় শিল্প পুলিশ, থানা-পুলিশ ও যৌথ বাহিনীর সদস্যরা শ্রমিকদের ধাওয়া ও সাউন্ড গ্রেনেড ছুড়ে ছত্রভঙ্গ করে দেন।

দৈনিক ইত্তেফাক | বুধবার ১৭ বৈশাখ ১৪৩২, ৩০ এপ্রিল ২০২৫

আড়াইহাজারে কর্মসূচি প্রত্যাহারে শ্রমিকদের সঙ্গে আলোচনা করে উপজেলা প্রশাসন —ইত্তেফাক

আড়াইহাজারে পাওয়ারলুম শ্রমিকদের সাত ঘণ্টা সড়ক অবরোধ

মজুরি বৃদ্ধির আশ্বাসে কর্মসূচি প্রত্যাহার

আড়াইহাজার (নারায়ণগঞ্জ) সংবাদদাতা

আড়াইহাজারের গোপালদীতে পাওয়ারলুম শ্রমিকরা মজুরি বৃদ্ধিসহ চার দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল করে তিনটি সড়ক অবরোধ করেন। গতকাল মঙ্গলবার সকাল ১০টা থেকে এই বিক্ষোভ শুরু হয়। পরে ১১টা থেকে আড়াইহাজার-গোপালদী, আড়াইহাজার-মানিকপুর, গোপালদী-মাধবদী সড়ক বন্ধ করে দেয়। পরে সন্ধ্যা ৬টায় আড়াইহাজার উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাজ্জাত হোসেনের হস্তক্ষেপে শ্রমিকরা আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেন।

বিক্ষোভ মিছিলে পাওয়ারলুম শ্রমিকরা জানান, প্রতি গজে এক টাকা করে বৃদ্ধি, দুই ঈদে বোনাস ভাতা সর্বনিম্ন ৪ হাজার টাকা, কারখানায় কাজ করা অবস্থায় কোনো শ্রমিক দুর্ঘটনায় পড়লে চিকিৎসার যাবতীয় দায়ভার মালিকপক্ষকে বহন ও কারখানা থেকে কাজ শেষে সুস্থ অবস্থায় বাড়ি ফিরে গিয়ে যে কোনো মুহূর্তে অসুস্থ হতে পারে তা মালিক পক্ষকে বহন করতে হবে।

শ্রমিকদের সড়ক অবরোধের কারণে দুর্ভোগে পড়েন হাজার হাজার যাত্রী। অনেকে পায়ে হেঁটে গন্তব্যে পৌছান।

খবর পেয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. সাজ্জাত হোসেন, সহকারী কমিশনার (ভূমি) মোহাম্মদ নঈম উদ্দিন, সেনাবাহিনী ঘটনাস্থলে যান।

আড়াইহাজার উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. সাজ্জাত হোসেন জানান, আমরা পাওয়ারলুম মালিক, শ্রমিক ও এলাকার লোকদের সঙ্গে নিয়ে শ্রমিকদের দাবি মেনে নেওয়ার আশ্বাস দিলে তারা আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেন।

যুগান্তর | বুধবার ৩০ এপ্রিল ২০২৫ | E-mail : sportsjugantor(

টঙ্গীতে শ্রমিকদের দুগ্রুপে সংঘর্ষ আহত ১৫

কারখানা বন্ধ

টঙ্গী শিল্পাঞ্চল (গাজীপুর) প্রতিনিধি

গাজীপুরের টঙ্গীতে যমুনা অ্যাপারেলস লিমিটেডের ছাঁটাইকৃত ও নিয়মিত শ্রমিকদের মধ্যে সংঘর্ষে ১৫ জন আহত হয়েছেন। মঙ্গলবার সকালে চেরাগ আলীতে এ সংঘর্ষ হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশ দুটি সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ করে। পরিস্থিতি বিবেচনায় কারখানাটি বন্ধ ঘোষণা করে কর্তৃপক্ষ।

সূত্র জানায়, কারখানাটিতে দুই হাজারেরও বেশি শ্রমিক কাজ করেন। ২২ এপ্রিল কর্তৃপক্ষ ১১৪ শ্রমিককে ছাঁটাই করে তাদের পাওনা বুঝিয়ে দেন। এরপর থেকে ছাঁটাইকৃত শ্রমিকদের পুনর্বহালের দাবিতে নিয়মিত শ্রমিকরা কাজ বন্ধ করে আন্দোলন করে আসছেন। মঙ্গলবার শ্রমিকরা স্বপ্রণোদিত হয়ে কাজে এলে ছাঁটাইকৃত শ্রমিকরা এতে বাধা দেন। বাগ্‌বিতণ্ডার একপর্যায়ে তারা সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন। এ সময় ধাওয়া-পালটাধাওয়া ও সংঘর্ষে উভয়পক্ষের অন্তত ১৫ জন আহত হন। আহতরা টঙ্গী সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছেন। সংঘর্ষে আহতরা বিচারের দাবিতে টঙ্গী পূর্ব থানার সামনে অবস্থান নিয়েছেন।

একাধিক নিয়মিত শ্রমিক বলেন, 'তাদের আইন অনুযায়ী ছাঁটাই করা হয়েছে। তারা ২ থেকে ৩ মাস বসে খেতে পারবেন। কিন্তু আমাদের তো বেতন না পেলে চলার উপায় নেই। তাই আমরা ফ্যাক্টরিতে কাজে এসেছি। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে চাকরিচ্যুতরা আমাদের ওপর হামলা করে।' তবে উলটো হামলার অভিযোগ করে চাকরিচ্যুতরাও। এ বিষয়ে কারখানার মালিকপক্ষ ও অ্যাডমিন অফিসারকে কল দিলে তারা ফোন রিসিভ করেননি।

গাজীপুর শিল্প পুলিশের টঙ্গী জোনের পরিদর্শক ইসমাইল হোসেন বলেন, পরিস্থিতি স্বাভাবিক আছে।

যুগান্তর | বৃহস্পতিবার ১৭ এপ্রিল ২০২৫ | ৪ বৈশাখ ১৪৩২

ধামরাইয়ে গার্মেন্টে ৭৫ শ্রমিক ছাঁটাই প্রতিবাদে কর্মবিরতি

ধামরাই (ঢাকা) প্রতিনিধি

ধামরাইয়ে শৃঙ্খলা ভঙ্গের দায়ে ৭৫ শ্রমিককে ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদে মাহমুদা এ্যাটায়ার্স লিঃ (রাইজিং) গার্মেন্টে কর্মবিরতি পালন করেছেন শ্রমিকরা। বুধবার বিকাল ৪টায় ধামরাই উপজেলার সূতিপাড়া ইউনিয়নের ওই গার্মেন্টে কর্মবিরতি পালন করেন কারখানার প্রায় ৪ শতাধিক শ্রমিক। এর আগে রোববার ৭৫জন শ্রমিককে বরখাস্তের আদেশ দেন কারকানা কর্তৃপক্ষ। ৭৫ জন শ্রমিকের বরখাস্তের আদেশ প্রত্যাহারের দাবিতে বিকাল পর্যন্ত কর্মবিরতি পালন করেন শ্রমিকরা। আন্দোলনরত শ্রমিকরা জানান, শ্রমিকদের বিভিন্ন দাবি দাওয়ার কথা বলায় ৭৫ জন শ্রমিককে বরখাস্ত করে কারণ দর্শানোর নোটিশ দিয়েছেন কারখানা কর্তৃপক্ষ। এই আদেশ প্রত্যাহার করা না হলে কাজে যোগ দেবেন না বলে জানিছে আন্দোলনরত শ্রমিক।

দৈনিক ইত্তেফাক
শুক্রবার
৫ বৈশাখ ১৪৩২, ১৮ এপ্রিল ২০২৫

পুলিশ কাগজ দেখতে চাওয়ায় গাবতলীতে পরিবহন শ্রমিকদের সড়ক অবরোধ

■ বিশেষ প্রতিনিধি

রাজধানীর গাবতলীতে পুলিশের সঙ্গে বিরোধের জেরে গতকাল সড়ক অবরোধ করেন পিকআপ চালক ও শ্রমিকরা। পুলিশ বলছে, একটি পিকআপের লুকিংগ্লাস নষ্ট থাকায় গাড়ির কাগজপত্র দেখতে চাওয়ায় পুলিশের ওপর ক্ষেপে সড়ক অবরোধ করেন শ্রমিকরা। গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১০টার পর সড়ক অবরোধ করেন তারা। দুপুর ১২টার পর তারা অবরোধ তুলে নেন। অবরোধ চলাকালে গাবতলী হয়ে কোনো গাড়ি বের হতে পারেনি, ঐ পথে কোনো গাড়ি রাজধানীতে ঢুকতেও পারেনি।

জানা গেছে, ট্রাফিক পুলিশের এক সার্জেন্ট একটি পিকআপে লুকিংগ্লাস না থাকায় কাগজপত্র যাচাই করেন। এ নিয়ে তর্কাতর্কির একপর্যায়ে ঐ পুলিশ সদস্য পিকআপ চালককে মারধর করেন। পরে দুই পক্ষের মধ্যেই হাতাহাতি হয়। অবস্থা বেগতিক দেখে গাবতলীতে দায়িত্বরত সব পুলিশ সদস্য ঐ এলাকা ত্যাগ করেন। পরিবহন শ্রমিকরা তখন রাস্তার ওপর আড়াআড়ি গাড়ি রেখে অবরোধ করেন।

গাবতলী আন্তঃজেলা বাস টার্মিনাল পরিবহন শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি মো. আব্বাস উদ্দিন জানিয়েছেন, শুনেছি কাভার্ড ভ্যান শ্রমিকরা সড়ক অবরোধ করেছে। তাদের এক চালককে নাকি ট্রাফিক পুলিশের একজন সার্জেন্ট চড় মেরেছিল।

এ ব্যাপারে মিরপুর ট্রাফিক বিভাগের অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার (এডিসি) ইয়াসমিনা ফেরদৌস বলেন, পিকআপ চালক ও শ্রমিকদের সড়ক অবরোধের ফলে যানজটের সৃষ্টি হয়। পরে সেনাবাহিনী ও পুলিশ সদস্যরা ঘটনাস্থলে যান। পরে দুই পক্ষের সমঝোতায় দুপুর ১২টার পর অবরোধ তুলে নেন শ্রমিকরা। তিনি বলেন, দীর্ঘক্ষণ অবরোধের ফলে কিছুটা যানজটের সৃষ্টি হয়েছিল। অবরোধ তুলে নেওয়ার পর যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

প্রথম আলো • বুধবার, ১৬ এপ্রিল ২০২৫,

বকেয়া বেতন ও কারখানা খুলে দেওয়ার দাবিতে বিক্ষোভ

নারায়ণগঞ্জ

প্রতিনিধি, *নারায়ণগঞ্জ*

বকেয়া বেতন ও বন্ধ কারখানা খুলে দেওয়ার দাবিতে গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জে একটি পোশাক কারখানার শ্রমিকেরা বিক্ষোভ করেছেন। এ সময় বিক্ষুব্ধ শ্রমিকেরা শিমরাইল এলাকায় ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের ঢাকাগামী লেনে অবস্থান নিলে এতে প্রায় ২০ মিনিট যান চলাচল বন্ধ থাকে। পরে পুলিশ গিয়ে বিক্ষুব্ধ শ্রমিকদের সরিয়ে দিলে সড়কে যান চলাচল শুরু হয়।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সিদ্ধিরগঞ্জের মিজমিজি পাইনাদী এলাকার এসটি গার্মেন্টিসে প্রায় ১৫০ জন শ্রমিক কাজ করেন। ঈদের আগে বকেয়া বেতনের দাবিতে শ্রমিকেরা বিক্ষোভ করেছিলেন। তখন মালিকপক্ষ ঈদের পর বকেয়া বেতন দেওয়ার আশ্বাস দিয়ে কারখানা বন্ধ করে দেয়। ঈদের ছুটি শেষে গতকাল শ্রমিকেরা কাজে যোগ দিতে এসে দেখেন কারখানা বন্ধ। এরপর কারখানার শ্রমিকেরা বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। বেলা সাড়ে ১১টার দিকে তাঁরা বকেয়া বেতন পরিশোধ ও কারখানা খুলে দেওয়ার দাবিতে বিক্ষোভ শুরু করেন। দুপুর ১২টার দিকে তাঁরা ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের সিদ্ধিরগঞ্জের শিমরাইল এলাকায় অবস্থান নেন। এতে মহাসড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। পরে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনলে মহাসড়কে যান চলাচল শুরু হয়। পরে শ্রমিকেরা নারায়ণগঞ্জ শহরের চাষাঢ়ায় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরে যান এবং দাবি জানিয়ে আবেদন করেন।

কারখানার শ্রমিক কামাল হোসেন বলেন, তাঁর দুই মাসের বেতন বকেয়া আছে। মালিকপক্ষ ঈদের বেতন-বোনাসের পরিশোধ করবে বলে তাঁদের আশ্বাস দিয়েছিল। কিন্তু কারখানায় এসে দেখেন তালা দেওয়া।

আরেক শ্রমিক সালাউদ্দিন বলেন, 'শুনেছি মালিকপক্ষ রাতের আঁধারে কারখানা বন্ধ করে মালামাল নিয়ে গেছে। ঈদের পর শ্রমিকদের সবার হাত খালি; কাজও বন্ধ।' দ্রুত কারখানা খুলে দেওয়ার দাবি জানান তিনি।

এ বিষয়ে জানতে কারখানার মালিক আতিকুল ইসলামের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলে তাঁর মুঠোফোনে বন্ধ পাওয়া যায়।

এ বিষয়ে শিল্প পুলিশের পরিদর্শক (গোয়েন্দা) সেলিম বাদশা প্রথম আলোকে বলেন, শ্রমিকেরা বকেয়া বেতন ও কারখানা খুলে দেওয়ার দাবিতে বিক্ষোভ করেছেন। একপর্যায়ে তাঁরা ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাড়কে অবস্থান নিলে প্রায় ১০ মিনিটের মতো যান চলাচল বন্ধ থাকে। পরে পুলিশ গিয়ে তাঁদের বুঝিয়ে সরিয়ে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।

যুগান্তর | রোববার ১৩ এপ্রিল ২০২৫
৩০ চৈত্র ১৪৩১

'মার্চ ফর গাজা'য় সংহতি জানিয়ে বিক্ষোভ

গাজীপুরে শোরুম হোটেল কারখানায় ভাঙচুর

যুগান্তর প্রতিবেদন, *গাজীপুর ও* **কালিয়াকৈর প্রতিনিধি**

গাজীপুরে বাটার শোরুম, আবাসিক হোটেল, দোকানসহ ১৫-২০টি কারখানায় ভাঙচুর চালিয়েছে বিক্ষুব্ধ শ্রমিক ও জনতা। শনিবার বিকালে 'মার্চ ফর গাজা'য় সংহতি জানিয়ে বিক্ষোভ মিছিল থেকে এ হামলা চালানো হয়। কোনাবাড়ী, কাশিমপুর, কালিয়াকৈর, টঙ্গী, বোর্ডবাজারসহ বিভিন্ন এলাকায় বিক্ষোভ মিছিল করেন হাজারো পোশাক শ্রমিক। এছাড়া কালিয়াকৈরে পেপসি কারখানায় ইটপাটকেল নিক্ষেপ করেন বিক্ষোভকারীরা। এ সময় ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কে প্রায় দুই ঘণ্টা যান চলাচল বন্ধ ছিল। পরে সেনাবাহিনী ও পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

কালিয়াকৈরে পেপসি কারখানায় ইটপাটকেল নিক্ষেপ

ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কে দুই ঘণ্টা যান চলাচল বন্ধ

জানা যায়, সকালে ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়ক ও ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে শান্তিপূর্ণ মিছিল করেন শ্রমিকরা। বিকালে কোনাবাড়ী এলাকায় স্ট্যান্ডার্ড স্টিচেস ওভেন লিমিটেড, কনকর্ড নিটিং অ্যান্ড ডাইং ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড এবং কাশিমপুরে ডিবিএল গ্রুপের মাইমুন ও মতিন গার্মেন্টস খোলা রাখায় বিক্ষোভ মিছিল থেকে হামলা ও ভাঙচুর চালানো হয়। এ সময় হামলাকারীরা কোনাবাড়ীতে বাটা শোরুম, আজওয়া, পিজ্জা হল, অ্যাপেক্স, স্বপ্ন সুপার শপ, বিউটি সুইটমিটসহ বেশ কয়েকটি দোকানে হামালা ও ভাঙচুর চালায়।

পরে বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা কোনাবাড়ীতে আবাসিক হোটেল রেইনবো ও মুনে হামলা-ভাঙচুর চালায়। এ সময় রেইনবো হোটেল থেকে পেছন দরজা দিয়ে কয়েকজন নারী দৌড়ে পালিয়ে যান। তাদের একজনকে বিক্ষুব্ধ জনতা আটক করে মারধর করে। পরে পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এ সময় মুন হোটেল থেকে আসবাবপত্র বের করে ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। স্ট্যান্ডার্ড স্টিচেস ওভেন লিমিটেডের প্রশাসন ম্যানেজার ইউসুফ আলী বলেন, বিকালে বহিরাগত শ্রমিকরা এসে আমাদের কারখানায় হামালা চালায়।

কাশিমপুরে ডিবিএল গ্রুপের এইচআর জিএম মো. নাইমুর রহমান বলেন, বিকাল সাড়ে ৩টায় কিছু শ্রমিক ২নং গেটে এসে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। পরে তারা বড় একটি

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

গাজীপুরে শোরুম হোটেল কারখানায় ভাঙচুর

মিছিল নিয়ে এসে আমার কারখানার ভেতরে প্রবেশের চেষ্টা করলে ছুটি ঘোষণা করা হয়।

গাজীপুর মেট্রোপলিটন কোনাবাড়ী জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনার আবু মোহাম্মদ নাসের আল আমিন বলেন, বিকালে কোনাবাড়ী ও কাশিমপুরে ইসরাইলি আগ্রাসনবিরোধী মিছিল থেকে বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা কয়েকটি কারখানায় ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে। কোনাবাড়ীতে ইসরাইলি পণ্য বয়কটের দাবি জানিয়ে বেশকিছু দোকান ও শপিংমলে হামলা ও ভাঙচুর করে শ্রমিকরা। এ সময় ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কে প্রায় দুই ঘণ্টা যান চলাচল বন্ধ থাকে। পরে সেনাবাহিনী ও পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

গাজীপুর শিল্প পুলিশের এসপি একেএম জহিরুল ইসলাম বলেন, কয়েকটি কারখানায় শ্রমিকরা উত্তেজিত হয়ে ইটপাটকেল ছোড়ে।

কালিয়াকৈরে পেপসি কারখানায় ইটপাটকেল নিক্ষেপ : শনিবার সন্ধ্যায় মৌচাকে ট্রান্সকম বেভারেজের পেপসি কারখানায় ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে ভাঙচুরের চেষ্টা করে বিক্ষুব্ধ জনতা। তারা কারখানার সামনে মহাসড়কে টায়ার জ্বালিয়ে সড়ক অবরোধ করে। খবর পেয়ে সেনাবাহিনী ও পুলিশ এসে বিক্ষোভকারীদের সরিয়ে দেয়।

কালিয়াকৈর থানার পরিদর্শক (অপারেশন) যোবায়ের বলেন, বিকালে একটি বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে মৌচাক থেকে সফিপুর বাজার প্রদক্ষিণ করে স্থানীয়রা। সন্ধ্যার দিকে বিক্ষোভকারীরার মৌচাকের পেপসি কারখানার গেটে গিয়ে ভেতরে প্রবেশের চেষ্টা করে। আমরা তাদের সরিয়ে দিয়েছি।

সিদ্ধিরগঞ্জে ২ পোশাক কারখানা ভাঙচুর, আটক ৪৫ : স্টাফ রিপোর্টার নারায়ণগঞ্জ, সিদ্ধিরগঞ্জ ও দক্ষিণ প্রতিনিধি জানান, 'মার্চ ফর গাজা' কর্মসূচিতে যোগ না দেওয়ায় নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জে ইপিজেডের ভেতরে দুটি পোশাক কারখানায় ভাঙচুরের অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ ঘটনায় অন্তত ৪৫ জনকে আটক করেছে যৌথ বাহিনী।

নারায়ণগঞ্জের শিল্প পুলিশের পরিদর্শক সেলিম বাদশা বলেন, শনিবার বিকাল ৫টায় এ ঘটনা ঘটেছে। কয়েকশ' লোক সিদ্ধিরগঞ্জের আদমজীতে ইপিজেডের সামনে ফিলিস্তিনের গাজায় ইসরাইলি হামলার প্রতিবাদে মিছিল করছিলেন। মিছিলটি এক পর্যায়ে ইপিজেডের ভেতরে ঢুকে যায় ও সেখানের কারখানার শ্রমিকদেরও মিছিলে যোগ দেওয়ার অনুরোধ জানান। কারখানার উৎপাদন কার্যক্রম বন্ধ করে তারা মিছিলে যোগ না দেওয়ায় ভাঙচুর শুরু করেন মিছিলকারী লোকজন। পুলিশ পরিদর্শক সেলিম বাদশা বলেন, ইপিজেডের ভেতরে ইউনেস্কো বিডি লিমিটেড ও অনন্ত হুয়াশিং লিমিটেড নামে দুটি রপ্তানিমুখী পোশাক কারখানায় তারা ভাঙচুর ও লুটপাট চালান। আশপাশের কয়েকটি গাড়িও ভাঙচুর করা হয়। অন্তত ৩০ মিনিট তারা ভাঙচুর চালায়। পরে শিল্প পুলিশ, র‍্যাব ও সেনাবাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নেয়।

সংবাদপত্রে বিল্স

NEW AGE TUESDAY, APRIL 29, 2025,

Experts for bringing informal labour sector under regulations

Staff Correspondent

EXPERTS and sector people on Monday suggested that the informal labour sector should be brought under stronger governmental regulations.

They also said that the occupational safety and health were not a matter of negotiation or charity, rather these were human rights.

They were speaking at the 'OSH Conference 2025' organised by the Department of Inspection for Factories and Establishments, marking the National Occupational Safety and Health Day, in the capital Dhaka on the day.

At the event, labour adviser M Sakhawat Hossain said all the informal sectors must be brought under formal regulations.

In this regard, he referred the construction sectors and warned them if they do not come under labour ministry approval, they would not get any government contracts.

Labour adviser M Sakhawat Hossain addresses 'OSH Conference 2025' on Monday. — Press release

Syed Sultan Uddin Ahmed, head of the Labour Reform Commission, said that inequalities concerning the livelihoods were the most severe today.

'Occupational safety is a fundamental human right — not a matter of negotiation. Without ensuring this right, industrial sustainability is impossible,' he added.

He also said that while accidents in the formal sector had decreased, incidents in the informal sector were rising, which was concerning.

Md Imrul Mohsin, inspector general of the DIFE

Experts for bringing informal labour

Continued from page B1

said owners, workers, and the government often treat each other as adversaries.

This mindset must change, as it allows opportunists to exploit the situation, he said.

A panel discussion on the ratification of occupational health and safety conventions was also held, moderated by Tuomo Poutiainen, ILO country director for Bangladesh.

Speaking during the discussion, Taslima Akhter, president of the Bangladesh Garment Sramik Samhati and a member of the Labour Reform Commission, said that occupational health and safety were not a matter of charity — these are basic human rights.

'While there are strict laws and clear recommendations, we want to ensure they are implemented,' she added.

Faruque Ahmed, secretary general of the Bangladesh Employers' Federation, emphasised the need for implementing occupational safety standards in the informal sector, stressing the importance of a time-bound action plan rather than endless discussions.

Rupali Chowdhury, trustee of the Bangladesh Business and Disability Network, pointed out that although laws existed, their implementation was lacking due to a lack of awareness about the rules and their enforcement.

Chayana Rahman, women's secretary of the IndustriALL Bangladesh Council, noted that women in the readymade garment sector faced various forms of harassment both at work and outside, impacting their mental well-being.

দৈনিক ইত্তেফাক

সোমবার
১৫ বৈশাখ ১৪৩২, ২৮ এপ্রিল ২০২৫
৪

শ্রম সংস্কার কমিশনের সুপারিশ

শ্রমিকের আবাসনের জন্য তহবিল গঠনের সুপারিশ

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য শিল্পাঞ্চলে হাসপাতাল স্থাপন ও 'শ্রমিক স্বাস্থ্য কার্ড' চালুর সুপারিশ করেছে শ্রম সংস্কার কমিশন। এ ছাড়া স্বল্পমূল্যে আবাসন নিশ্চিতে 'শ্রমিক আবাসন তহবিল' গঠনের পাশাপাশি স্বল্পসুদে গৃহঋণ ও আবাসন ভর্তুকির জন্য বাজেট বরাদ্দ বাড়ানোর প্রস্তাব করেছে কমিশন।

রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা (ইপিজেড) ও বাইরের শ্রমিকদের জন্য একক শ্রম আইন প্রণয়নের কথাও বলা হয়েছে শ্রম সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদনে। কমিশন বলেছে, ইপিজেডের জন্য যদি আলাদা শ্রম আইন করতেও হয়, তবে সেটি যেন সাধারণ শ্রম আইনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়।

সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহম্মেদের নেতৃত্বাধীন শ্রম সংস্কার কমিশনের চূড়ান্ত প্রতিবেদনে এসব সুপারিশ করা হয়েছে। সম্প্রতি প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের কাছে এই প্রতিবেদন জমা দেয় ১৮ সদস্যের শ্রম সংস্কার কমিশন। 'শ্রম জগতের রূপান্তর-রূপরেখা: শ্রমিক অধিকার, সুসমন্বিত শিল্প সম্পর্ক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন' শীর্ষক প্রতিবেদনে মোট ২৫টি সুপারিশ রয়েছে।

শ্রম সংস্কার কমিশন বিভিন্ন খাতের শ্রমিকের মজুরি তিন বছর পরপর মূল্যায়ন ও পুনর্নির্ধারণ, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মজুরি না দিলে ক্ষতিপূরণ, মূল্যস্ফীতির ভিত্তিতে বার্ষিক মজুরি বৃদ্ধি, রপ্তানিমুখী শিল্প খাতের জন্য আপৎকালীন তহবিল, ট্রেড ইউনিয়ন করার শর্ত শিথিল, স্থায়ী কাজের জন্য আউটসোর্সিং নিয়োগ বন্ধ, নারী শ্রমিকের মাতৃত্বকালীন ছুটি ছয় মাস, স্থায়ী শ্রম কমিশন প্রতিষ্ঠাসহ বিভিন্ন সুপারিশ করেছে।

শিল্প এলাকায় শ্রমিকদের জন্য নির্দিষ্ট হাসপাতাল স্থাপন এবং বিভিন্ন স্বাস্থ্য সমস্যার চিকিৎসা, সঠিক পরামর্শ ও সেবা নিশ্চিতের সুপারিশ করেছে কমিশন। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, শ্রমিকের প্রয়োজন বিবেচনায় হাসপাতালে বিনা মূল্যে সন্ধ্যাকালীন সেবা থাকতে হবে। শ্রমিকের স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য শ্রমিক স্বাস্থ্য কার্ড চালু করতে হবে, যা তাদের স্বাস্থ্য তথ্য ও প্রাপ্য সুবিধাদি গ্রহণে সাহায্য করবে; পাশাপাশি ২৪ ঘণ্টা টোল ফ্রি টেলিমেডিসিন সেবা দিতে হবে, যাতে শ্রমিকেরা যে কোনো সময় স্বাস্থ্যসংক্রান্ত পরামর্শ নিতে পারেন। এ ছাড়া শ্রমিকেরা যাতে কম খরচে উন্নত স্বাস্থ্যসেবা নিতে পারেন, সে জন্য সাশ্রয়ী স্বাস্থ্যবিমা চালু করার সুপারিশ করেছে কমিশন।

সব কর্মস্থল বা অঞ্চলভিত্তিক শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র বা ডে-কেয়ারের ব্যবস্থা চালু করতে আইন সংশোধনের সুপারিশ করেছে শ্রম সংস্কার কমিশন। এ বিষয়ে কমিশনের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, কারখানা বা প্রতিষ্ঠানভিত্তিক ডে-কেয়ারের পাশাপাশি শিল্পাঞ্চল ও শ্রমিকের বসবাসের এলাকায় সরকারি ও বেসরকারি যৌথ উদ্যোগে কমিউনিটি-ভিত্তিক ডে-কেয়ার সেন্টার স্থাপন করতে হবে। ডে-কেয়ার পরিচালনা ও তত্ত্বাবধানে মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান, স্থানীয় সরকার ও সমবায় এবং সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে একটি সমন্বিত কাঠামো তৈরিরও প্রস্তাব করা হয়েছে।

শিশুশ্রম নিরসনে রাষ্ট্রীয় অঙ্গীকার, স্বল্পোন্নত দেশের (এলডিসি) তালিকা থেকে উত্তরণ, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনের লক্ষ্যে ২০৩০ সালের মধ্যে কর্মে নিয়োজিত হওয়ার বয়স ১৬ বছরে উন্নীত করার সুপারিশ করা হয়েছে কমিশনের পক্ষ থেকে। কমিশনের প্রতিবেদনে বলা হয়, ১৬ থেকে ১৮ বছর বয়সি কিশোর-তরুণদের এমন কাজে নিয়োগের সুযোগ থাকা উচিত, যা তাদের দক্ষতা ও সৃজনশীলতা বিকাশে সহায়ক।

বর্তমানে কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় মৃত্যু হলে ২ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়। এটি অপ্রতুল উল্লেখ করে ক্ষতিপূরণের হার বৃদ্ধি করে সর্বনিম্ন সীমা নির্ধারণের সুপারিশ করেছে কমিশন। এ ছাড়া মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণের জন্য দুই বছরের চাকরির শর্ত বাতিল করে এক বছর করার প্রস্তাব করা হয়েছে। চাকরি থেকে বরখাস্তের ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ না দেওয়ার বিধান বাতিল শ্রমিকের পূর্ববর্তী চাকরির ভিত্তিতে প্রাপ্য ক্ষতিপূরণ বা গ্র্যাচুইটি ও অন্যান্য সুবিধা নিশ্চিতেরও প্রস্তাব করা হয়। কমিশন বলেছে, শ্রমিকের চাকরি যেভাবেই শেষ হোক না কেন, সবার জন্য গ্র্যাচুইটি বা ক্ষতিপূরণ পাওয়ার আইনি নিশ্চয়তা নিশ্চিত করতে হবে।

কমিশনের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, যে কোনো শিল্প খাত, বিশেষায়িত শ্রম অঞ্চল, প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক এবং কাজের ধরন নির্বিশেষে সব শ্রমিকের জন্য সমানভাবে শ্রম আইনের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। এই লক্ষ্য অর্জনে বিদ্যমান শ্রম আইনের ব্যাপক সংস্কার অথবা নতুন ও সমন্বিত এক বা একাধিক শ্রম আইন প্রণয়ন করতে হবে। শ্রম আইনের সবক্ষেত্রে 'মালিক' শব্দের পরিবর্তে 'নিয়োগকারী' শব্দটি ব্যবহার করতে হবে।

রাইড শেয়ার করা চালকদের শ্রমিক হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে শ্রম অধিকার, ন্যায্য মজুরি ও নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য নিয়ন্ত্রক সংস্থা প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করেছে কমিশন। একই সঙ্গে রাইড শেয়ারিংয়ে কোম্পানিগুলোর কমিশনের হার যৌক্তিক পর্যায়ে কমিয়ে আনা, বিশেষ মজুরি কাঠামো নির্ধারণ, শ্রমিকদের অ্যাকাউন্ট স্থগিত বা বাতিল করার ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও ন্যায্যতা নিশ্চিত করার কথাও বলা হয়েছে কমিশনের প্রতিবেদনে।

সংবাদপত্রে বিলস

বণিক বার্তা
মঙ্গলবার, এপ্রিল ২২, ২০২৫

রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় গতকাল প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের কাছে প্রতিবেদন জমা দেন শ্রম বিষয়ক সংস্কার কমিশনের সদস্যরা ছবি : পিআইডি

শ্রম সংস্কার কমিশনের খসড়া প্রতিবেদন জমা

শ্রমিকদের আইনি সুরক্ষা ও ন্যূনতম মজুরির সুপারিশ

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

শ্রম বিষয়ক সংস্কার কমিশন তাদের খসড়া প্রতিবেদন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের কাছে জমা দিয়েছে। কমিশনের প্রধান সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহম্মদের নেতৃত্বে গতকাল রাষ্ট্রীয় ভবন যমুনায় গিয়ে প্রতিবেদনটি জমা দেয়া হয়। এতে সব শ্রমিকের আইনি সুরক্ষা নিশ্চিত করার সুপারিশ করেছে শ্রম সংস্কার কমিশন। দেশে আট কোটি শ্রমজীবী মানুষ আছেন। তার মধ্যে ৮৫ শতাংশ বা সাত কোটি শ্রমিকের আইনি সুরক্ষা নেই। শ্রম বিষয়ক সংস্কার কমিটি এ শ্রমিকদের আইনি সুরক্ষা নিশ্চিতের সুপারিশ করেছে।

প্রতিবেদন জমা দেয়ার পর রাজধানীর শ্রম ভবনে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে কমিশন তাদের প্রণিত ১৯ দফা সুপারিশ তুলে ধরে। সেখানে শ্রম সংস্কার কমিশনের প্রধান সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহম্মদ বলেন, 'বর্তমান শ্রম আইন অনেকাংশেই বৈষম্যমূলক, যা অনানুষ্ঠানিক খাতসহ বহু শ্রমজীবী মানুষকে সুরক্ষা থেকে বঞ্চিত করে। এ প্রেক্ষাপটে একটি সর্বজনীন শ্রম আইন ও কার্যকর প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গঠনের সুপারিশ করা হয়েছে।'

কর্মক্ষেত্রে সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখার স্বার্থে বিশেষ সুপারিশ করেছে কমিশন। সেগুলো হলো শ্রম আইনে 'মহিলা' শব্দের পরিবর্তে 'নারী' শব্দ ব্যবহার এবং কর্মক্ষেত্রে তুই বা তুমি সম্বোধন বন্ধ করা।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, দেশের শ্রমিকদের জন্য জাতীয় ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের সুপারিশ করেছে কমিশন। লক্ষ্য হলো কোনো শ্রমিক যেন তার চেয়ে কম মজুরি না পান তা নিশ্চিত করা। সেই সঙ্গে শ্রমিকদের নিবন্ধন থেকে শুরু করে পরিচয়পত্র দেয়ার সুপারিশ করা হয়েছে। সাম্প্রতিক শ্রমিক আন্দোলনে শ্রমিকদের বিরুদ্ধে যেসব মামলা করা হয়েছে সেসব মামলা দ্রুত প্রত্যাহার করার কথাও বলেছে কমিশন।

শ্রমিকদের সংগঠন করার অধিকার নিশ্চিত এবং তাদের দরকষাকষি করার প্রক্রিয়া যেন আরো সহজ হয় তা নিশ্চিতের সুপারিশ করা হয়েছে। কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি দূর করতে ২০০৯ সালের হাইকোর্টের নির্দেশনার আলোকে যৌন নিপীড়নবিরোধী নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সুপারিশ করেছে কমিশন। সেই সঙ্গে নারীদের মাতৃত্বকালীন ছুটি ছয় মাস করার কথা বলা হয়েছে, যে সুপারিশ অন্যান্য কমিশনও করেছে।

শ্রমিকদের কল্যাণে সর্বজনীন তহবিল করার সুপারিশ করা হয়েছে। সেই সঙ্গে শ্রম আদালতসহ আপিল বিভাগের সর্বক্ষেত্রে যেন বাংলা প্রচলন করা হয় তা নিশ্চিত করার সুপারিশ করা হয়েছে। সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারী-পুরুষের সবার অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে।

দৈনিক ইত্তেফাক
শুক্রবার
৫ বৈশাখ ১৪৩২, ১৮ এপ্রিল ২০২৫

সর্বজনীন পেনশন নিয়ে জনসচেতনতায় ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দকে এগিয়ে আসতে হবে

বিলস সেমিনারে বক্তারা

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

শ্রমজীবী মানুষের অর্থনৈতিক ও সামাজিক নিরাপত্তার জন্য সরকারের সর্বজনীন পেনশন স্কিমকে পাঠ্য তালিকায় যুক্ত করে এর ভবিষ্যৎ সুফলতা সম্পর্কে জনসচেতনতায় এবং বাস্তবায়নে ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দকে এগিয়ে আসতে হবে। বিশেষ করে নারী ও সমাজকর্মীদের মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি করতে হবে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সামাজিক সংলাপের মাধ্যমে জনসচেতনতা বাড়াতে হবে। গতকাল বৃহস্পতিবার রাজধানীর একটি হোটেলে দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত এক জাতীয় সেমিনারে ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ এসব কথা বলেন।

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ—বিলস আয়োজিত সেমিনারে 'সর্বজনীন পেনশন প্রকল্পে নারী কর্মীদের অংশগ্রহণের চ্যালেঞ্জ ও সুযোগসমূহ অধ্যয়ন' শীর্ষক গবেষণা প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ইসলামিক ইউনিভার্সিটির প্রভাষক ও গবেষক মো. হাবিবুর রহমান। তিনি বলেন, গবেষণার মূল লক্ষ্য ছিল কম আয়ের নারী কর্মীদের সর্বজনীন পেনশন প্রকল্পে অংশগ্রহণ এবং তা থেকে সুবিধা নেওয়ার ক্ষেত্রে যে সকল চ্যালেঞ্জ ও সুযোগ রয়েছে তা খতিয়ে দেখা। কম আয়ের গৃহকর্মী, আরএমজি এবং বিক্রয়কর্মী নারীরা কীভাবে এই পেনশন প্রকল্পে অংশগ্রহণ করতে পারে তা নিঃসন্দেহে অধিক গবেষণার দাবি রাখে।

ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ বলেন, ২০২৩ সালে বাংলাদেশে চালু হওয়া সর্বজনীন পেনশন প্রকল্পটি কম আয়ের নারীদের সামাজিক সুরক্ষার জন্য একটি নতুন দিগন্তের উন্মোচন করেছে। প্রাথমিকভাবে, চারটি পেনশন প্রকল্প যথা প্রগতি, সুরক্ষা, সমতা এবং প্রবাস চালু করা হয়। পরবর্তীতে আরো দুটি পেনশন প্রকল্প চালু করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। বেশির ভাগ কম আয়ের নারীদের চাকরির কোনো নিরাপত্তা নেই, তারা মৌলিক চাহিদা পূরণ করতে হিমশিম খাচ্ছে এবং তাদের বেশির ভাগেরই বাস দারিদ্র্যসীমার নিচে। তাদের পক্ষে নন-স্টপ পেনশন প্রকল্পে কন্ট্রিবিউট করা এবং এর সুবিধা গ্রহণ করা প্রায় অসম্ভব।

সমকাল | মঙ্গলবার | ২৯ এপ্রিল ২০২৫

শ্রমিকের অধিকার প্রতিষ্ঠিত না হলে রাষ্ট্র ক্ষতিগ্রস্ত হয়

পেশাগত স্বাস্থ্য নিরাপত্তা সম্মেলনে অভিমত

সমকাল প্রতিবেদক

রাষ্ট্র শ্রমিককে মর্যাদার দৃষ্টিতে না দেখলে তাদের কোনো অধিকারই প্রতিষ্ঠিত হবে না। শোভন কাজ, নিরাপদ কর্মপরিবেশ কিংবা পেশাগত স্বাস্থ্য নিরাপত্তা– এসব অধিকার আইন এবং নীতিমালার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকে যাবে। অথচ শ্রমিকের নিরাপত্তা তাঁর অধিকার, এটা দরকষাকষির বিষয় নয়। শ্রমিকের অধিকার প্রতিষ্ঠিত না হলে উৎপাদন কমে, রপ্তানি কমে। পরিণামে রাষ্ট্র ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা সম্মেলনে গতকাল সোমবার এমন পর্যবেক্ষণ তুলে ধরেন বক্তারা। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) সহযোগিতায় শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (ডিআইএফই) এ আয়োজন করে। রাজধানীর হোটেল সোনারগাঁওয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন শ্রম উপদেষ্টা ড. এম সাখাওয়াত হোসেন। বিশেষ অতিথি ছিলেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব এএইচএম সফিকুজ্জামান ও আইএলওর কান্ট্রি ডিরেক্টর টুমো পোটিয়াইনেন।

শ্রম উপদেষ্টা বলেন, ৫০ বছর ধরে শ্রম খাতে যেসব সংস্কার, উন্নয়ন কাজ করা হয়নি, সেগুলোর জন্য এখন চাপ তৈরি হয়েছে। সাত মাস ধরে এ খাতের অনেক সমস্যা মোকাবিলা করতে হচ্ছে। সম্প্রতি বিভিন্ন পোশাক কারখানায় শ্রম অসন্তোষ প্রসঙ্গে উপদেষ্টা বলেন, শ্রম খাতে সংকট হলে কাউকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। ত্রিপক্ষীয় কমিটি কিংবা অন্যান্য বিভাগ– সংকটকালে সব পক্ষকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। উপদেষ্টা বলেন, 'শ্রম আইন মানা না হলে সরকারি টেন্ডারেও অংশ নেওয়া যাবে না। গতকাল বিএটি বাংলাদেশের কিছু লোক এসেছিল, যাদের ২০১৯ সালে ছাঁটাই করা হয়েছিল। আমি বিএটিকে বলেছি, আপনারা হয় আইন মেনে চলেন, না-হয় এ দেশ থেকে ব্যবসা গুটিয়ে চলে যান। বাধ্য হয়ে এমন শক্ত কথা বলতে হয়েছে।'

আলোচনায় শ্রম সচিব বলেন, মানুষ নির্বিঘ্নে তার কর্মক্ষেত্রে যাবে, অথচ কাজের জায়গাগুলোকে যেন মৃত্যুকূপ বানিয়ে রাখা হয়েছে। শ্রম সংস্কার কমিশন তাদের প্রতিবেদনে যেসব সুপারিশ দিয়েছে, তার প্রতিটি বিষয় নিয়ে কাজ হবে।

সম্মেলনে পেশাগত স্বাস্থ্য নিরাপত্তা বিষয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ডিআইএফইর যুগ্ম মহাপরিদর্শক মো. মতিউর রহমান এবং সাউথইস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেইনিং বিভাগের পরিচালক হাসনাত এম আলমগীর।

মতিউর রহমান বলেন, ২০১৩ সালে রানা প্লাজা ধসের ঘটনার পরেও প্রায় প্রতিবছরই কমবেশি বড় দুর্ঘটনা ঘটেছে। পেশাগত নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চিতে সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর মধ্যে সমন্বয় এবং তাদের তদারকি কার্যক্রম আরও বাড়ানো প্রয়োজন।

সাউথইস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেইনিং বিভাগের পরিচালক হাসনাত এম আলমগীর বলেন, পেশাগত ক্ষেত্রে অসুস্থতার বিষয়টি উপেক্ষিত থেকে যাচ্ছে। শ্রমিকরা ঠিক সময়ে বেতন না পেলে তাদের মানসিক স্বাস্থ্যে বিরূপ প্রভাব পড়ে।

শ্রম সংস্কার কমিশনের প্রধান সৈয়দ সুলতান উদ্দিন বলেন, পেশাগত নিরাপত্তা মানুষের মৌলিক অধিকার, এটা দরকষাকষির বিষয় না। এটি যতদিন না ঠিক হবে ততদিন শিল্পও টেকসই হবে না।

ডিআইএফইর মহাপরিদর্শক মো. ইমরুল মহসিন বলেন, দ্বন্দ্ব নিরসনে মালিক, শ্রমিক ও সরকার– প্রত্যেকের মাঝে এক ধরনের প্রতিপক্ষ মনোভাব কাজ করে। এই সুযোগে গরম তাওয়ায় কীভাবে রুটি ভেজে খাওয়া যায়, অনেকে সেই চেষ্টা করে।

প্যানেল আলোচনায় বাংলাদেশ গার্মেন্টস শ্রমিক সংহতির সভাপ্রধান ও শ্রমবিষয়ক সংস্কার কমিশনের সদস্য তাসলিমা আখতার বলেন, শ্রমিকের অধিকার প্রতিষ্ঠিত না হলে উৎপাদন কমে, রপ্তানি কমে। পরিণামে রাষ্ট্র ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

ইত্তেফাক | মঙ্গলবার | ১৬ বৈশাখ ১৪৩২, ২৯ এপ্রিল ২০২৫

জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা দিবসে বিলসের জরিপ

কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় গত দুই মাসে নিহত ২১৩, আহত ১৭০ শ্রমিক

ইত্তেফাক রিপোর্ট

চলতি বছর জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় ২১৩ জন শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। খাত অনুযায়ী সবচেয়ে বেশি ১৮২ জন শ্রমিকের মৃত্যু হয় পরিবহন খাতে। এছাড়াও নির্মাণ খাতে সাত জন ও পোশাক খাতে তিন জন শ্রমিকের মৃত্যু হয় এবং অন্যান্য খাতে ২১ জন শ্রমিক নিহত হন। এ ছাড়া একই সময়ে কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় ১৭০ জন শ্রমিক আহত হন, যার মধ্যে ৭০ জন পরিবহন শ্রমিক, ১৮ জন নির্মাণ শ্রমিক এবং ১২ জন পোশাক শ্রমিক আহত হন। অন্যান্য খাতে ৭০ জন শ্রমিক আহত হন। জাতীয় দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদের ওপর ভিত্তি করে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ-বিলস পরিচালিত জরিপে এ তথ্য উঠে আসে।

গতকাল সোমবার জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা দিবস উপলক্ষ্যে গণমাধ্যমে পাঠানো এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বিলস এ তথ্য জানায়। জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা দিবস, যা আন্তর্জাতিক শ্রমিক স্মৃতি দিবস বা কর্মক্ষেত্রে নিহত ও আহতদের জন্য আন্তর্জাতিক স্মরণ দিবস নামেও পরিচিত। প্রতি বছর ২৮ এপ্রিল বিশ্ব জুড়ে এই দিবসটি পালিত হয়, যেখানে কর্মক্ষেত্রে নিহত, পঙ্গু, আহত বা অসুস্থ হয়ে পড়া শ্রমিকদের বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে স্মরণ করা হয়। বাংলাদেশে এ বছর দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করেছে—'শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বৈষম্যহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার'।

এ ছাড়া ২০২৪ সালে কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় ৩০০ জন শ্রমিক আহত হন। এর মধ্যে ৩০০ জনই পুরুষ শ্রমিক। সর্বোচ্চ ৪৭ জন মৎস্য শ্রমিক আহত হন। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ পরিবহন খাতে ৪১ জন আহত হন। তৃতীয় সর্বোচ্চ নির্মাণ খাতে ৩১ জন শ্রমিক আহত হন। এছাড়া অক্সিজেন কারখানায় ২৪ জন, নৌপরিবহন খাতে ২৩ জন, দিনমজুর ২০ জন, ম্যানুফ্যাকচারিংয়ে ১৮ জন, তৈরি পোশাক শিল্পে ১৬ জন, হোটেল-রেস্টুরেন্টে ১৩ জন, পেপার মিলে ১১ জন, দোকানে কর্মচারী ১০ জন, কৃষিতে ৯ জন, ভোজ্য তেল ফ্যাক্টরিতে ছয় জন, জাহাজ ভাঙায় ছয় জন, বিদ্যুৎ খাতে পাঁচ জন এবং অন্যান্য খাতে ২০ জন শ্রমিক আহত হন। এ ছাড়া ৫৫ জন শ্রমিক প্রাকৃতিক দুর্যোগে নিখোঁজ হন, যার মধ্যে অধিকাংশই মৎস্য শ্রমিক।

উল্লেখ্য, ২০২৪ সালে কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় ৭৩৬ জন শ্রমিকের মৃত্যু হয়, এর মধ্যে ৭৩৪ জন পুরুষ এবং দুই জন নারী শ্রমিক। খাত অনুযায়ী সবচেয়ে বেশি ২৯২ জন শ্রমিকের মৃত্যু হয় পরিবহন খাতে। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ১০২ জন শ্রমিকের মৃত্যু হয় কৃষি খাতে। তৃতীয় সর্বোচ্চ ৯৭ জন শ্রমিকের মৃত্যু হয় নির্মাণ খাতে। এছাড়া রিকশা শ্রমিক ৪৩ জন, প্রবাসী শ্রমিক ৪১, দিনমজুর ৩২, বিদ্যুৎ খাতে ২৩, মৎস্য শ্রমিক ১৯, জাহাজ ভাঙা শিল্প ১০, স্টিলমিলে ৯, নৌপরিবহন খাতে আট, অক্সিজেন ফ্যাক্টরিতে সাত, ম্যানুফ্যাকচারিংয়ে ছয়, হোটেল-রেস্তোরাঁ পাঁচ, রাইস মিলে পাঁচ, ওয়েল্ডিং ওয়ার্কশপে পাঁচ, দোকানে পাঁচ কর্মচারী এবং অন্যান্য খাতে ২৭ জন শ্রমিক নিহত হন।